Contents

তাফসীর ইব্ন কাসীর

পঞ্চদশ খন্ড

মূলঃ

হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্ন কাসীর (রঃ)

অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

পঞ্চদশ খন্ড

(সূরা ২৩ ঃ মু'মিনূন থেকে সূরা ৩৩ ঃ আহযাব)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৫০০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন ঃ জনাব ইউসুফ ইয়াসীন

নিরীক্ষণ ও সংশোধন ঃ জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন

কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লিসান্স (শারী‘আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা ঃ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা)
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী)
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সমন্বয়কারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

৯। অষ্টাদশ খন্ড

সূচীপত্র

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভুবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় ‘ইব্‌ন কাসীরের’ ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। ‘ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।’ রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ‘ রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ’ অর্থাৎ ‘প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সূরা ২৩ ঃ মু'মিনূন, মাক্কী ٢٣ – سورة المؤمنون، مَكِّيَّةٌ
(আয়াত ১১৮, রুকূ ৬) (اٰيَاتُهَا : ١١٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ-	١. قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
২। যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, নম্র -	٢. ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ
৩। যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে -	٣. وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ
৪। যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয় -	٤. وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ
৫। যারা নিজেদের যৌনাংগকে সংযত রাখে -	٥. وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ
৬। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা।	٦. إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ

৭। সুতরাং কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী,	٧. فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ
৮। এবং যারা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে -	٨. وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ
৯। আর যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে -	٩. وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ
১০। তারাই হবে উত্তরাধিকারী।	١٠. أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ
১১। অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা বসবাস করবে চিরকাল।	١١. ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

মু'মিনদের কামিয়াবী হওয়ার গুণাগুণ

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *অবশ্যই মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে।* অর্থাৎ তারা ভাগ্যবান হয়েছে এবং পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। এই মু'মিনদের বিশেষত্ব এই যে, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ (*যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, নম্র*) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা সালাত আদায় করা অবস্থায় অত্যন্ত বিনয়ী হয়। তাদের মন আল্লাহর দিকেই ঝুঁকে থাকে এবং অন্যদের প্রতি থাকে বিনম্র। (তাবারী ১৯/৯) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যুহরী (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৯/৮, ৯) আলী ইব্ন আবী

তালহা (রহঃ) বলেন ঃ 'খুশু' এর অবস্থান হল অন্তরে। ইবরাহীম নাখঈও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ তাদের খুশু থাকে তাদের অন্তরে, আর তাদের দৃষ্টি থাকে নীচের দিকে।

সুতরাং এই বিনয় ও নম্রতা ঐ ব্যক্তিই লাভ করতে পারে যার অন্তঃকরণ খাঁটি ও বিশুদ্ধ হয়, সালাতে পুরোপুরিভাবে মনোযোগ থাকে এবং সমস্ত কাজ অপেক্ষা সালাতে বেশী আগ্রহী। তখন মন হয় আনন্দে আপ্লুত এবং চোখে আসে শীতলতা। যেমন আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছে সুগন্ধি ও মহিলা খুবই পছন্দনীয় এবং আমার চক্ষু ঠাণ্ডাকারী হল সালাত। (আহমাদ ৩/১৯৯, নাসাঈ ১৭/৬১, ৬২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ মু'মিনরা বাতিল, শির্ক, পাপ এবং বাজে ও নিরর্থক কথা হতে দূরে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا

এবং যখন তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছ থেকে তারা যা প্রাপ্ত হয় তা তাদেরকে খারাপ কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। (আয যুহুদ ৫৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ যারা যাকাত দানে সক্রিয়। অর্থাৎ মু'মিনদের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, তারা তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করে। অধিকাংশ তাফসীরকারক এটাই অর্থ করেছেন। কিন্তু এতে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, এটাতো মাক্কী আয়াত, অথচ যাকাততো ফার্য হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় হিজরাতের দ্বিতীয় বছর। সুতরাং মাক্কী আয়াতে যাকাতের বর্ণনা কেমন করে হয়? এর উত্তর এই যে, যাকাত মাক্কায়ই ফার্য হয়েছিল, তড়ো ওর নিসাবের পরিমাণ কত ইত্যাদি হুকুমসমূহ মাদীনায় নির্ধারিত হয়েছিল। যেমন দেখা যায় যে, সূরা আন'আম মাক্কী সূরা, অথচ ওর মধ্যেও যাকাতের এই হুকুমই বিদ্যমান রয়েছে। ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

ফসল কাটার দিনই ওর যাকাত আদায় কর। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪১) আবার এও হতে পারে যে, এখানে যাকাতের অর্থ হচ্ছে নাফ্সকে তারা শির্ক এবং কুফরীর পংকিলতা থেকে পবিত্র করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

সে'ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে'ই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে। (সূরা আশ্ শাম্স, ৯১ ঃ ৯-১০) এও হতে পারে যে, নাফ্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং ধন-সম্পদ এই উভয় জিনিসের পবিত্রতা হাসিল করার কথা বলা হয়েছে। কারণ ধন-সম্পদের পবিত্রতা রক্ষা করার কথা মানুষ তখনই খেয়াল করবে যখন তার হৃদয়-মন সব দিক থেকে পবিত্র থাকার চিন্তা-ভাবনা করে। আল্লাহ তা'আলাই এ বিষয়ে ভাল জানেন। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌনাংগকে সংযত রাখে নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ে নিষেধ করছন তা মেনে নিয়ে যারা নিজেদের গোপনাঙ্গের হিফাযাত করে এবং আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে যেমন ব্যভিচার, লাম্পট্যতা, সমকামিতা পরিহার করে এবং বিয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের জন্য যাদেরকে বৈধ করেছেন এবং যুদ্ধলব্ধ দাসী, যাদেরকে আল্লাহ হালাল করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের কাছে গমন করেনা। নিম্নের আয়াতেও একটি উক্তি এই রয়েছে ঃ

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ. ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ

'দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য যারা নিজেদেরকে পবিত্র করেনা। (সূরা ফুস্সিলাত, ৪১ ঃ ৬-৭) আবার এও হতে পারে যে, নাফ্সেরও যাকাত, মালেরও যাকাত। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ যারা এদেরকে ছাড়া অন্যদেরকে কামনা করে তারা হবে সীমালংঘনকারী।

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ মু’মিনদের আরও গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যারা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। তারা আমানাতের খিয়ানাত করেনা; বরং আমানাত আদায়ের ব্যাপারে তারা অগ্রগামী হয়। তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এর বিপরীত স্বভাব হল মুনাফিকের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে কিছু আমানাত রাখা হলে তার খিয়ানাত করে। (ফাতহুল বারী ১০/৫৫২)

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ মহান আল্লাহ মু’মিনদের আর একটি বিশেষত্ব বর্ণনা করছেন যে, তারা তাদের সালাতে যত্নবান থাকে। অর্থাৎ তারা সালাতের সময়ের হিফাযাত করে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট কোন আমল সর্বাপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে তিনি বললেন ঃ সময়মত সালাত আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন আমল? তিনি জবাব দিলেন ঃ মাতা-পিতার খিদমাত করা। আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, তারপর কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (ফাতহুল বারী ১০/৪১৪, মুসলিম ১/৮৯)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সঠিক সময়ে যথাযথভাবে রুকূ, সাজদাহ ইত্যাদির হিফাযাত উদ্দেশ্য। এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহ কর্তৃক প্রথমে একবার সালাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং শেষেও আবার বর্ণিত হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৬/৮৯) এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সালাতের গুরুত্ব ও ফাযীলাত সবচেয়ে বেশী। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সরল সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত থাক, আর তোমরা কখনও (আল্লাহর নি‘আমাতরাশি) গণনা করে শেষ করতে পারবেনা। জেনে রেখ যে, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হল সালাত। আর অযূর হিফাযাত শুধু মু’মিনই করে থাকে। (ইব্ন মাজাহ ২/১০১) মু’মিনদের এই প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা স্থায়ী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করলে ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা কর। ওটি হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং জান্নাতের

মধ্যস্থলে অবস্থিত। সেখান হতেই জান্নাতের সমস্ত নাহর প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং ওরই উপর রয়েছে আল্লাহ তা'আলার আরশ। (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের প্রত্যেকেরই দু'টি মানযিল রয়েছে। একটি মানযিল জান্নাতে এবং একটি মানযিল জাহান্নামে। যদি কেহ মারা যায় ও জাহান্নামে প্রবেশ করে তাহলে তার (জান্নাতের) মানযিলের উত্তরাধিকারী হয় আহলে জান্নাত। أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ 'তারাই হবে উত্তরাধিকারী' আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি দ্বারা তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। (ইব্ন মাজাহ ২/১৪৫৩)

মু'মিনগণ কাফিরদের জন্য তৈরী করা জান্নাতের বাসগৃহসমূহেরও অধিকারী হবেন। কারণ মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল আল্লাহর সাথে অন্য কেহকে শরীক না করে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার জন্য। সুতরাং মু'মিন ব্যক্তিগণ যেহেতু ওয়াদা মেনে চলে আল্লাহর একাত্মবাদ স্বীকার করে ইবাদাত করেছেন এবং কাফিরেরা তা থেকে বিরত থেকেছে সেহেতু মু'মিন ব্যক্তিগণ তাদের ইবাদাতের প্রতিদানে তাদের জন্য যা বরাদ্দ থাকবে তাতো পেয়েই যাবেন, এর পরেও তাদেরকে আরও অতিরিক্ত প্রদান করা হবে। সহীহ মুসলিমে আবূ বুরদাহ (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিমদের মধ্যে কতক লোক পাহাড় পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আসবে। তখন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের পাপগুলো ইয়াহুদী ও নাসারার উপর চাপিয়ে দিবেন। (মুসলিম ৪/২১২০)

অন্য সনদে তার হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমের নিকট একজন ইয়াহুদী অথবা একজন খৃষ্টানকে হাযির করবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে ঃ এ হল তোমার জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ পাওয়ার মুক্তিপণ। এ হাদীসটি শ্রবণ করার পর (হাদীসটির বর্ণনাকারী) উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) আবূ বুরদাহকে (রাঃ) আল্লাহর নামে শপথ করতে বলেন। তখন আবূ বুরদাহ (রাঃ) তিনবার শপথ করে হাদীসটির পুনরাবৃত্তি করেন। (মুসলিম ৪/২১১৯) আমি (ইব্ন কাসীর) বলি ঃ এ ধরনের আয়াত আরও রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا

এটা হল ঐ জান্নাত যার অধিকারী আমি আমার এমন বান্দাদেরকে করে থাকি, যারা আমাকে ভয় করে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৬৩) অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

এটা হল ঐ জান্নাত যার অধিকারী তোমাদেরকে বানিয়ে দেয়া হয়েছে তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় হিসাবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭২)

১২। আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে।	١٢. وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ
১৩। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।	١٣. ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ
১৪। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে; অতএব নিপুণতম স্রষ্টা আল্লাহ কত কল্যাণময়!	١٤. ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ
১৫। এরপর অবশ্যই তোমরা মৃত্যু বরণ করবে।	١٥. ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ
১৬। অতঃপর কিয়ামাত দিবসে তোমাদের পুনরুত্থিত	١٦. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ

تُبْعَثُونَ	করা হবে।

আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে প্রথম মানব সৃষ্টি এবং শুক্রের মাধ্যমে সৃষ্টি করার মধ্যে

আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রাথমিক সৃষ্টির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি আদমকে (আঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যা কাদা ও বেজে ওঠে এমন মসৃণ কাদা-মাটির আকারে ছিল। অতঃপর আদমের (আঃ) শুক্র হতে তাঁর সন্তানদেরকে সৃষ্টি করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা এখন মানুষ রূপে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২০)

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) এক মুষ্টি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যা তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন যমীন হতে গ্রহণ করেছিলেন। এ হিসাবেই আদমের (আঃ) সন্তানদের রূপ ও রং বিভিন্ন রকম হয়েছে। তাদের মধ্যে কেহ হয়েছে লাল, কেহ সাদা, কেহ কালো এবং কেহ হয়েছে অন্য রংয়ের। তাদের মধ্যে খারাপও রয়েছে, পবিত্রও রয়েছে এবং এর মাঝামাঝিও রয়েছে। (আহমাদ ৪/৪০০, আবূ দাঊদ ৫/৬৭, তিরমিযী ৮/২৯০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً এর মধ্যে '**ه**' সর্বনামটি **جِنْسِ انْسَانْ** (মানব জাতি) এর দিকে ফিরেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَـٰنِ مِن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ

তিনি কাদা-মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তার বংশ উৎপন্ন করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ৭-৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ. فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (শুক্র) হতে সৃষ্টি করিনি, অতঃপর স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে? (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২০-২১) সুতরাং মানুষের জন্য একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তার মায়ের গর্ভাশয়ই হয়ে থাকে বাসস্থান।

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ

এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২২-২৩) সেখানে সে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থার দিকে এবং এক আকার হতে অন্য আকারের দিকে পরিবর্তিত হতে থাকে। **ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً** তারপর শুক্র, যা তীব্রবেগে বহির্গত হয় এমন পানি, যা পুরুষের পৃষ্ঠদেশ হতে ও নারীর বক্ষদেশ হতে বহির্গত হয়, রূপ পরিবর্তন করে লাল রংয়ের লম্বা একটি পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। **فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً** এরপর ওটা মাংসপিণ্ড রূপে পরিবর্তিত হয়। তখন তা কোন আকার বা অবয়ব অবস্থায় থাকেনা। **فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا** তারপর তাতে অস্থি তৈরী করেন এবং মাথা, হাত, পা, হাড়, শিরা-উপশিরা ইত্যাদি বানিয়ে দেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে আমি মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, যেন তা গুপ্ত ও দৃঢ় থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাতে রূহ ফুঁকে দেন, যাতে সে নড়া-চড়া করা ও চলা-ফিরা করার যোগ্য হয়ে ওঠে। ঐ সময় সে জীবন্ত মানবরূপ ধারণ করে। সে দেখার, শোনার, বুঝার, নড়ার এবং স্থির থাকার শক্তি প্রাপ্ত হয়। **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মায়ের পেটের মধ্যে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হতে হতে এক সময় অবুঝ ও জ্ঞানশূন্য শিশুরূপে সে জন্মগ্রহণ করে। তারপর সে ধীরে ধীরে বড় হতে হতে যৌবনে পদার্পণ করে। তারপর হয় পৌঢ় এবং এর পর বার্ধক্যে পৌঁছে যায়। পরিশেষে সে সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। (তাবারী ১৯/১৮) মোট কথা, রূহ ফুঁকে দেয়া হয় এবং পরে এসব রূপান্তর সাধিত হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (শুক্রের মাধ্যমে) তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা থাকে। তারপর ওটা চল্লিশ দিন পর্যন্ত রক্তপিণ্ডের আকারে থাকে। এরপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাংসপিণ্ডের রূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন মালাককে পাঠিয়ে দেন, যিনি তাতে রূহ ফুঁকে দেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে চারটি বিষয় লিখে নেন। তা হল তার রিয্‌ক, আয়ুষ্কাল, আমল এবং সে হতভাগা হবে নাকি সৌভাগ্যবান হবে। যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই তাঁর শপথ! এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীর আমল করতে থাকে, এমনকি সে জান্নাত হতে শুধুমাত্র এক হাত দূরে রয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার তাকদীরের লিখন তার উপর জয়যুক্ত হয়ে যায়, ফলে সে শেষ অবস্থায় জাহান্নামবাসীর আমল করতে শুরু করে এবং ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং সে জাহান্নামী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অন্য একটি লোক খারাপ কাজ করতে করতে জাহান্নাম হতে মাত্র এক হাত দূরে রয়ে যায়। কিন্তু তাকদীরের লিখন অগ্রগামী হয় এবং শেষ জীবনে সে জান্নাতবাসীর আমল করতে শুরু করে দেয়। সুতরাং সে জান্নাতবাসী হয়ে যায়। (আহমাদ ১/৩৮২, ফাতহুল বারী ৬/৪১৮, মুসলিম ৪/২০৩৬) এসব কথা এবং নিজের পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতই না মহান!

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ এই প্রথম সৃষ্টির পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।

ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأَخِرَةَ

অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২০) অতঃপর কিয়ামাতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে। তারপর তোমাদের হিসাব নিকাশ হবে এবং ভাল ও মন্দ কর্মের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।

১৭। আমিতো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্ত স্তর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই।	١٧. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ

পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে আল্লাহর অপার নিদর্শন

মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা আকাশসমূহের সৃষ্টির বর্ণনা দিচ্ছেন। আল্লাহ তা‘আলা সাধারণতঃ মানব সৃষ্টির উল্লেখ করার পর পরই ভূমন্ডল এবং নভোমন্ডলের সৃষ্টির কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ৫৭) সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদাহয়ও এরই বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু‘আর দিন ফাজরের সালাতের প্রথম রাক‘আতে এই সূরাটি পাঠ করতেন। সেখানে প্রথমে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর মানব সৃষ্টির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এরপর পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَبْعَ طَرَآئِقَ আমিতো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্ত স্তর। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৪) অন্য এক স্থানে রয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ طِبَاقًا

তোমরা কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে? (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ১৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ। ওগুলির মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই। অর্থাৎ তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন; তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। আকাশের উচ্চ হতে উচ্চতম স্থানে অবস্থিত জিনিস, যমীনের গোপনীয় জিনিস, পর্বতের শৃঙ্গ, সমুদ্রের তলদেশ ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর সামনে প্রকাশমান। পাহাড়-পর্বত-টিলা, মরুভূমি, সমুদ্র, মাইদান ইত্যাদি সবকিছুরই খবর তিনি রাখেন।

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯)

১৮। এবং আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি তা মাটিতে সংরক্ষিত করি; আমি ওকে অপসারিত করতেও সক্ষম।	١٨. وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّٰهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍۭ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ
১৯। অতঃপর আমি ওটা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর তা হতে তোমরা আহার কর।	١٩. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

২০। এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মে সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন।	٢٠. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْـَٔاكِلِينَ
২১। এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে চতুস্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে। তোমাদেরকে আমি পান করাই ওদের যা আছে তা থেকে; এবং এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা এবং তোমরা উহা হতে আহার কর।	٢١. وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَـٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
২২। এবং তোমরা তাতে এবং নৌযানে আরোহণও করে থাক।	٢٢. وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

আল্লাহর করুণা ও নিদর্শন রয়েছে বৃষ্টি, গাছ-পালা ও পশু-পাখির মধ্যে

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নি'আমাত রয়েছে তাঁর বান্দাদের জন্য। এখানে তিনি তাঁর কতকগুলি বড় বড় নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন যে, তিনি প্রয়োজন অনুপাতে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি এত বেশী বৃষ্টি বর্ষণ করেননা যে, তার ফলে ঘর-বাড়ি, যমীন নষ্ট হয়ে যায় এবং শস্য পচে নষ্ট হয়ে যায়। আবার এত কমও নয় যে, ফল, শস্য ইত্যাদি জন্মেই না। বরং এমন পরিমিতভাবে তিনি বৃষ্টি দিয়ে থাকেন যে, এর ফলে শস্যক্ষেত সবুজ-শ্যামল থাকে এবং ফলের বাগান তরতাজা হয়। পুকুর, নদ-নদী এবং খাল-বিল পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে নিজেদের পান করা এবং গবাদি পশুগুলোকে পান

করানোর কোন অসুবিধা হয়না। যেখানে পানির বেশী প্রয়োজন সেখানে বেশী বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং যেখানে কম প্রয়োজন সেখানে কম। আর যেখানকার ভূমি এর যোগ্যতাই রাখেনা সেখানে বৃষ্টি মোটেই বর্ষিত হয়না। কিন্তু নদী-নালার সাহায্যে সেখানে পানি পৌঁছে দেয়া হয় এবং এভাবে সেখানকার ভূমিকে পরিতৃপ্ত করা হয়। যেমন মিসর অঞ্চলের মাটি, যা নীল নদের পানিতে পরিতৃপ্ত হয়ে সদা সবুজ-শ্যামল ও সতেজ থাকে। ঐ পানির সাথে লাল মাটি বয়ে আসে, যা হাবশা বা আবিসিনিয়া অঞ্চলে বর্ষিত বৃষ্টির পানি নীল নদের মাধ্যমে বহন করে নিয়ে আসা হয়ে থাকে। সেখানকার মাটি বৃষ্টির পানির সাথে মিসরের মাটিতে এসে মিশে যায় এবং এর ফলে জমি চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে। আসলে মিসরের মাটি লবণাক্ত, মোটেই চাষের উপযোগী নয়। আল্লাহ তা'আলার কি মহিমা! সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাতা, ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহর কি ক্ষমতা ও নিপুণতা যে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করার মাধ্যমে পানিকে জমিতে স্থির রাখেন এবং জমিকে ঐ পানি শোষণ করার ক্ষমতা দান করেন, যাতে ওটা ওর মধ্যেই বীজকে পানি পৌঁছে দিতে পারে। এরপর তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ আমি ঐ পানিকে অপসারিত করতেও সক্ষম অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে বৃষ্টি বর্ষণ না'ও করতে পারি। আমি ইচ্ছা করলে ঐ বৃষ্টি কংকরময় ভূমিতে এবং পাহাড়ে ও জঙ্গলে বর্ষাতে পারি। আমি যদি চাই তাহলে পানিকে লবণাক্ত করতে পারি। ফলে তা তোমরা নিজেরাও পান করতে পারবেনা, তোমাদের গবাদি পশুকেও পান করাতে পারবেনা এবং ঐ পানি দ্বারা ফসল উৎপাদন করতেও সক্ষম হবেনা। আর তোমরা ঐ পানিতে গোসলও করতে পারবেনা। আমি ইচ্ছা করলে মাটিতে ঐ শক্তি দিবনা যার সাহায্যে সে পানি শোষণ করতে পারে। বরং ঐ পানি মাটির উপরেই ভেসে বেড়াবে। এটাও আমার অধিকারে আছে যে, আমি এ পানি মাটির এমন গভীরে প্রবেশ করাব যে, তোমরা তা নাগালেই পাবেনা এবং তোমাদের কোনই উপকার হবেনা। এটা আমার এক বিশেষ রাহমাত ও অনুগ্রহ যে, মেঘ হতে আমি সুমিষ্ট, উত্তম, হালকা ও সুস্বাদু বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকি। অতঃপর ওটা জমিতে পৌঁছিয়ে দিই। বৃষ্টি বর্ষণের ফলে জমিতে ফসল ফলে এবং বাগানের গাছ-পালাগুলি সতেজ হয়। তোমরা নিজেরা এই পানি পান কর, জীব-জন্তুকে পান করাও এবং এই পানিতে গোসল করে দেহ-মন পবিত্র করে থাক। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে বিশ্বরাব্ব আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেন। জমি শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। ফলের বাগান সবুজ- শ্যামল রূপ ধারণ করে। বাগান তখন সুন্দর ও সুদৃশ্য হয় এবং সাথে সাথে খুব উপকারী হয়। মহান আল্লাহ আরাববাসীর পছন্দনীয় ফল খেজুর ও আঙ্গুর জন্মিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক দেশবাসীর জন্যই তিনি বিভিন্ন প্রকারের ফলের ব্যবস্থা করে দেন। যথাযথভাবে এগুলির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ক্ষমতা কারও নেই। বহু ফল আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন, যেগুলির সৌন্দর্য উপভোগ করার সাথে সাথে তারা ওগুলির স্বাদও গ্রহণ করে থাকে।

يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ

তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা উৎপন্ন করেন শস্য, যাইতূন, খেজুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১১) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ যাইতূন গাছের বর্ণনা দিচ্ছেন। তূরে সীনা হল ঐ পাহাড় যার উপর আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) সাথে কথা বলেছিলেন এবং ওর আশে পাশের পাহাড়গুলি। তূর বলে ঐ পাহাড়কে যাতে গাছপালা জন্মে এবং থাকে সদা সবুজ-শ্যামল। এরূপ না হলে ওকে বলে 'জাবাল'। সুতরাং তূরে সীনায় যে যাইতূন গাছ জন্মে তার থেকে তেল বের হয় এবং ওটা ভোজনকারীদের জন্য তরকারীর কাজ দেয়। কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (দুররুল মানসুর ৬/৯৫)

আব্দ ইব্ন হুমাইদ (রহঃ) তার মুসনাদে এবং তাফসীর গ্রন্থে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা যাইতূনের তেল খাও এবং (শরীরে) ব্যবহার কর, কারণ এটা কল্যাণময় গাছ হতে বের হয়ে থাকে। (আল মুনতাখাব ১৩, তিরমিযী ১৮১৫, ইব্ন মাজাহ ৩৩১৯)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ এরপর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা চতুস্পদ জন্তুর বর্ণনা দিচ্ছেন এবং ঐগুলো দ্বারা মানুষ যে উপকার লাভ করে ঐসব নি'আমাতের কথা উল্লেখ করছেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা ওগুলোর দুধ পান করে থাক, গোশত আহার কর এবং লোম বা পশম দ্বারা পোশাক তৈরী করে থাক। আর তোমরা ওগুলোর উপর সওয়ার হও,

ওগুলোর উপর তোমাদের আসবাবপত্র চাপিয়ে দিয়ে দূর-দূরান্তে পৌঁছে থাক। যদি এগুলি না থাকত তাহলে তোমাদের এসব জিনিসপত্র অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর হত। সত্যি মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর খুবই দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَكُمۡ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمۡ تَكُونُواْ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلۡأَنفُسِۚ إِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

আর ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূরদেশে যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতেনা; তোমাদের রাব্ব অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَٰمًا فَهُمۡ لَهَا مَٰلِكُونَ. وَذَلَّلۡنَٰهَا لَهُمۡ فَمِنۡهَا رَكُوبُهُمۡ وَمِنۡهَا يَأۡكُلُونَ. وَلَهُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُۖ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহ পালিত পশু এবং তারাই ওগুলির অধিকারী। এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। তাদের জন্য ওগুলিতে রয়েছে বহু উপকারিতা, আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবেনা? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭১-৭৩)

২৩। আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবেনা?	٢٣. وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ

২৪। তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বলেছিল ঃ এ লোকতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে মালাক পাঠাতেন; আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যামানায় এরূপ ঘটেছে বলে শুনিনি।	٢٤. فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ
২৫। সেতো এক উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়; সুতরাং এর সম্পর্কে তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর।	٢٥. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ

নূহ (আঃ) এবং তাঁর কাওমের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, নূহকে (আঃ) তিনি সুসংবাদাতা ও কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী রূপে তাঁর কাওমের নিকট প্রেরণ করেন যারা আল্লাহর সাথে শরীক করত এবং নাবীর দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত। তিনি তাদের কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে গিয়ে বলেন ঃ

فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের হকদার নয়। তোমরা তাঁকে ছেড়ে অন্যদের যে উপাসনা করছ এতে কি তোমাদের ভয় হচ্ছেনা? তাঁর এ কথা শুনে তাঁর কাওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলল ঃ

مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ হে জনগণ! এই লোকটিতো আমাদের মতই একজন মানুষ। নাবুওয়াতের দাবী করে সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। মানুষের কাছে কি অহী আসা সম্ভব?

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً আল্লাহ তা'আলার নাবী পাঠানোর ইচ্ছা থাকলে তিনি কোন আসমানী মালাইকা পাঠাতেন। এরূপ কথা আমরা কেন, আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও শুনেনি যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ তুমি একজন পাগল ছাড়া কিছুই নও। পাগল না হলে সে কখনও এরূপ দাবী করতনা এবং আত্মগর্বী হতনা। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ সুতরাং হে জনমণ্ডলী! তোমরা এর সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর (সে অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে)।

২৬। নূহ বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে সাহায্য করুন। কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।	٢٦. قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ
২৭। অতঃপর আমি তার কাছে অহী করলাম ঃ তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার অহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও উনূন উথলে উঠবে তখন উঠিয়ে নিবে প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া স্ত্রী ও পুরুষ এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলনা, তারাতো নিমজ্জিত হবে।	٢٧. فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ۙ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَٰطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

২৮। যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে তখন বল ঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহরই যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় হতে।	٢٨. فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ
২৯। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নিন যা হবে কল্যাণকর; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।	٢٩. وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِى مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ
৩০। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; আমিতো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।	٣٠. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, নূহ (আঃ) যখন তাঁর কাওমের হিদায়াত প্রাপ্তি হতে নিরাশ হয়ে গেলেন তখন তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন ঃ

رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ হে আমার রাব্ব! আমাকে সাহায্য করুন! যারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে তাদের উপর আমাকে জয়যুক্ত করুন! যেমন অন্য আয়াতে বলেন ঃ

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ

তখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ আমিতো অসহায়; অতএব তুমি আমার প্রতিবিধান কর। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১০) তৎক্ষণাৎ মহান আল্লাহ তাঁর কাছে অহী করলেন ঃ তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার অহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর এবং তাতে প্রত্যেক জীবের, গাছের এবং ফলের এক এক জোড়া উঠিয়ে নাও এবং তোমার পরিবার-পরিজনকেও উঠিয়ে নাও।

إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ তাদেরকে ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলনা, তারাতো নিমজ্জিত হবে। তারা হল তাঁর কাওমের কাফির লোকেরা এবং তাঁর স্ত্রী ও তাঁর পুত্র। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এর পূর্ণ ঘটনা সূরা হুদের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّه الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করবে তখন বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় হতে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُۥا عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَـٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও চতুস্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস এবং বল ঃ পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা সমর্থ ছিলামনা এদেরকে বশীভূত করতে। আমরা আমাদের রবের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১২-১৪) সুতরাং নূহ (আঃ) এ কথাই বলেন যা তাঁকে আদেশ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرٜىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

আর সে বলল ঃ তোমরা এতে আরোহণ কর, এর গতি ও এর স্থিতি আল্লাহরই নামে; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব ক্ষমাশীল, দয়াবান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪১) সুতরাং নৌকা চলতে শুরু করার সময়ও তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং যখন ওটা থামার উপক্রম হয় তখনও তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন।

তিনি প্রার্থনা করেন ঃ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ হে আমার রাব্ব! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করান যা হবে কল্যাণকর; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ এতে অর্থাৎ মু'মিনদের মুক্তি ও কাফিরদের ধ্বংসের মধ্যে নাবীদের সত্যতার নিদর্শন রয়েছে এবং এই আলামত রয়েছে যে, আল্লাহ যা চান তাই করে থাকেন। তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু অবগত আছেন। নিশ্চয়ই তিনি রাসূলদেরকে পাঠিয়ে স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন।

৩১। অতঃপর তাদের পর আমি অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম।	٣١. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ
৩২। এরপর তাদেরই একজনকে তাদের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবেনা?	٣٢. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ
৩৩। তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কুফরী করেছিল ও আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ সম্ভার, তারা বলেছিল ঃ এতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; তোমরা যা আহার কর	٣٣. وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱلْءَاخِرَةِ وَأَتْرَفْنَٰهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

সেতো তা'ই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সেও তা'ই পান করে।	يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ
৩৪। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	٣٤. وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ
৩৫। সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?	٣٥. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَـٰمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ
৩৬। অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব!	٣٦. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ
৩৭। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবনা।	٣٧. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
৩৮। সেতো এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করার নই।	٣٨. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا

৩৯। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে সাহায্য করুন; কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।	٣٩. قَالَ رَبِّ ٱنصُرۡنِي بِمَا كَذَّبُونِ
৪০। (আল্লাহ) বললেন ঃ অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবেই।	٤٠. قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصۡبِحُنَّ نَـٰدِمِينَ
৪১। অতঃপর সত্য সত্যই এক বিকট শব্দ তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গ তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম; সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল যালিম সম্প্রদায়।	٤١. فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلصَّيۡحَةُ بِٱلۡحَقِّ فَجَعَلۡنَـٰهُمۡ غُثَآءً ۚ فَبُعۡدًا لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ

'আদ ও ছামূদ জাতির সংক্ষিপ্ত ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, নূহের (আঃ) পরে অন্য উম্মাতের আগমন ঘটে। বলা হয়েছে যে, قَرْنًا آخَرِينَ দ্বারা 'আদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে ছামূদ সম্প্রদায়কে। فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ তাদের উপর বিকট শব্দের শাস্তি এসেছিল, যেমন এই আয়াতে রয়েছে। তাদের কাছেও রাসূল এসেছিলেন এবং আল্লাহর ইবাদাত ও তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, বিরোধিতা করে এবং তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ শুধুমাত্র এটাই যে, তিনি মানুষ। তারা কিয়ামাতকেও অস্বীকার করে। শারীরিক পুনরুত্থানকে তারা অবিশ্বাস করে এবং বলে ঃ

إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّه كَذبًا ওটা অসম্ভব ব্যাপার। এই লোকটি নিজেই এটা বানিয়ে বলছে। আমরা এসব বাজে কথা বিশ্বাস করতে পারিনা। নাবী (আঃ) তখন বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ انصُرْني بمَا كَذَّبُون হে আমার রাব্ব! আমাকে সাহায্য করুন! কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ عَمَّا قَليلٍ لَيُصْبحُنَّ نَادمينَ অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবে। فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بالْحَقِّ অতঃপর সত্যসত্যই এক বিকট আওয়ায তাদেরকে আঘাত করল এবং তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দেয়া হল। সুতরাং যালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। তারা এই শাস্তির যোগ্যই ছিল। *'সাইবাহ'* (الصَّيْحَةُ) শব্দের অর্থ হচ্ছে ঠান্ডা বাতাসসহ প্রচন্ড ঝড়। প্রচণ্ড ঝটিকার সাথে সাথে আল্লাহর মালাইকা তাদেরকে টুকরা টুকরা করে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিল।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَىۡءٍ بِأَمۡرِ رَبِّهَا فَأَصۡبَحُواْ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَـٰكِنُهُمۡ

আল্লাহর নির্দেশে এটা সব কিছুকে ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রইলনা। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৫) তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاء فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالمينَ আমি তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল যালিম সম্প্রদায়। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا ظَلَمۡنَـٰهُمۡ وَلَـٰكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّـٰلِمِينَ

আমি তাদের প্রতি যুল্ম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭৬) সুতরাং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা ও তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে মানুষের সতর্ক হওয়া উচিত।

৪২। অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি।	٤٢. ثُمَّ أَنشَأۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِمۡ قُرُونًا ءَاخَرِينَ

٤٣. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَـْٔخِرُونَ	৪৩। কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারেনা, আর না পারে বিলম্বিত করতে।
٤٤. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ	৪৪। অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন জাতির নিকট তাদের রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর একক ধ্বংস করলাম; আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি; সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা!

অন্যান্য জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ তাদের পরে বহু জাতির আগমন ঘটেছিল, যাদেরকে আমিই সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তাদের জন্য যে কাল নির্ধারণ করেছিলাম তা পূর্ণ হয়েছিল। তা ত্বরান্বিত হয়নি এবং বিলম্বিতও হয়নি।

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا আমি একের পর এক রাসূল পাঠিয়েছি। প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল এসেছেন। তারা তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّـٰغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَـٰلَةُ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎ

পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬)

كُلَّ مَا جَاء أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ অধিকাংশ জাতিই তাদের নাবীকে অস্বীকার করে। যেমন সূরা ইয়াসীনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَـٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

পরিতাপ বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا আমি তাদের একের পর এককে ধ্বংস করে দিয়েছি। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ

নূহের পরেও আমি বহু জনপদকে ধ্বংস করেছি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৭) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ **وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ** আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَجَعَلْنَـٰهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَـٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১৯)

৪৫। অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তার ভাই হারূনকে পাঠালাম -	٤٥. ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ
৪৬। ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট; কিন্তু তারা অহঙ্কার করল; তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।	٤٦. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا عَالِينَ

৪৭। তারা বলল ঃ আমরা কি এমন দু' ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মত এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?	٤٧. فَقَالُوٓاْ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَـٰبِدُونَ
৪৮। অতঃপর তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।	٤٨. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ
৪৯। আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়।	٤٩. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

মূসা (আঃ) এবং ফির'আউনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মূসা (আঃ) ও তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের মতই তাঁদেরকে অবিশ্বাস করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধাচরণে লেগে যায়। তারা তাঁদেরকে বলে ঃ তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। সুতরাং আমরা তোমাদের নাবুওয়াতকে বিশ্বাস করিনা। তাদের অন্তর তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের মতই শক্ত হয়ে যায়। অবশেষে একই দিনে একই সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকেই সমুদ্রে ডুবিয়ে মারেন।

এরপর লোকদেরকে হিদায়াত করার জন্য মূসাকে (আঃ) তাওরাত প্রদান করা হয়। মু'মিনদের হাতে যাতে কাফিরেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এ জন্য জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়। ফির'আউন ও তার কাওম কিবতীদের সামগ্রিকভাবে আযাব দেয়ার পর আর কোন উম্মাত সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

আমিতো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৩)

৫০। এবং আমি মারইয়াম তনয় ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন, তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবন বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।	٥٠. وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً وَءَاوَيْنَـٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

ঈসা (আঃ) এবং মারইয়ামের (আঃ) সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে (আঃ) তাঁর পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতা প্রকাশের এক বড় নিদর্শন বানিয়েছেন। আদমকে (আঃ) তিনি নর ও নারীর মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। হাওয়াকে (আঃ) স্ত্রী ছাড়া শুধু পুরুষের মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ঈসাকে (আঃ) তিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ লোক ছাড়া শুধু স্ত্রীলোকের মাধ্যমে। আর অবশিষ্ট সমস্ত লোককে তিনি নর ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন।

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَة ذَات قَرَارٍ وَمَعِينٍ *তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবন বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, رَبْوَةٌ বলা হয় ঐ উঁচু ভূমিকে যা সবুজ-শ্যামল ও কৃষি কাজের উপযোগী। (দুররুল মানসুর ৬/১০০) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ৫/৫৩৬, ৫৩৭) مَعِينٍ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, উহা হল ভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া পানির প্রবাহ। (তাবারী ১৯/৩৮) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৯/৩৯) সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ) ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ এর অর্থ করেছেন ওর উপর দিয়ে ধীর গতিতে পানি বয়ে যাওয়া।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) হতে وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ এ আয়াতের উল্লিখিত জায়গার কথা বলেছেন ‘দামেস্ক’। (তাবারী ১৯/৩৭) তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ), হাসান (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং খালিদ ইব্‌ন মাদানও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বলেছেন। অন্যত্র ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতে দামেস্কের নদীর কথা বলা হয়েছে। (কুরতুবী ১২/১২৬) লাইস ইব্‌ন আবী সুলাইম (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ এ আয়াতাংশে ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মা মারইয়াম (আঃ) দামেস্কের যে সমতল ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তার কথা বলা হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৬/১০০)

আবদুর রায্‌যাক (রহঃ) তার গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ *এক নিরাপদ ও প্রস্রবন বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে*। ইহা হচ্ছে ফিলিস্তিনের *‘রামলাহ’* এলাকা। তবে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হল ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে প্রাপ্ত আল আউফীর (রহঃ) বর্ণনা। তিনি বলেন ঃ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ এর অর্থ হচ্ছে প্রবাহিত পানি এবং ঐ নদী যা নিম্নের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু উল্লেখ করছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

তোমার রাব্ব তোমার পাদদেশে এক নাহর সৃষ্টি করেছেন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ২৪) সুতরাং এটা হল জেরুযালেমের একটি স্থান। তবে এ আয়াতটি যেন ঐ আয়াতেরই তাফসীর। আর কুরআনের তাফসীর প্রথমতঃ কুরআন দ্বারা, তারপর হাদীস দ্বারা এবং এরপর আসার দ্বারা করা উচিত।

৫১। হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎ কাজ কর; তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আমি সবিশেষ	٥١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى

অবগত।	بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٌ
৫২। এবং তোমাদের এই যে জাতি এটাতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রাব্ব; অতএব আমাকে ভয় কর।	٥٢. وَإِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱتَّقُونِ
৫৩। কিন্তু মানুষ নিজেদের মধ্যে তাদের দীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে; প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট।	٥٣. فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ زُبُرًاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ
৫৪। সুতরাং কিছুকালের জন্য তাদেরকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও।	٥٤. فَذَرۡهُمۡ فِي غَمۡرَتِهِمۡ حَتَّىٰ حِينٍ
৫৫। তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা -	٥٥. أَيَحۡسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٖ وَبَنِينَ
৫৬। তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা -	٥٦. نُسَارِعُ لَهُمۡ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ بَل لَّا يَشۡعُرُونَ

হালাল খাবার খাওয়া এবং সৎ কাজের আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সমস্ত নাবীকে (আঃ) নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাঁরা যেন হালাল খাদ্য আহার করেন এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেন। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, হালাল খাদ্য সৎ কাজের সহায়ক। নাবীগণ (আঃ) সর্বপ্রকারের মঙ্গল

সঞ্চয় করেছেন। কথা, কাজ, পথ-প্রদর্শন, উপদেশ ইত্যাদি সবকিছুই জমা করেছেন। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রং, স্বাদ ইত্যাদি বর্ণনা করেননি, বরং শুধুমাত্র হালাল খাদ্য খেতে বলেছেন। সহীহ হাদীসে আছে যে, এমন কোন নাবী ছিলেন না যিনি ছাগল চড়াননি। সাহাবীগণ তখন জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিও কি (ছাগল চড়িয়েছেন)? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, আমিও কয়েকটি কীরাতের বিনিময়ে মাক্কাবাসীর ছাগল চড়াতাম। (বুখারী ২২২৬, ইব্ন মাজাহ ২/৭২৭) (এক কীরাত হল এক দীনারের বিশ ভাগের এক ভাগ অথবা এর চেয়ে সামান্য কিছু বেশি)

আর একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, দাউদ (আঃ) স্বহস্তের উপার্জন হতে আহার করতেন। (ফাতহুল বারী ৪/৩৫৫)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র ছাড়া তিনি কিছুই কবূল করেননা। মু'মিনদেরকে তিনি ঐ হুকুমই দিয়েছেন যে হুকুম তিনি রাসূলদেরকে (আঃ) দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُواْ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎ কাজ কর; তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য আহার কর যা আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে দান করেছি। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭২) অতঃপর তিনি এমন এক লোকের বর্ণনা দেন যে দীর্ঘ সফর করে, যার চুল থাকে এলোমেলো এবং চেহারা থাকে ধূলো-বালিতে আচ্ছন্ন। কিন্তু তার খাদ্য, পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম উপায়ে অর্জিত টাকার। তার শরীর বৃদ্ধি পেয়েছে হারাম খাদ্যে। সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে 'হে আমার রাব্ব! হে আমার রাব্ব!' তার দু'আ কিভাবে কবূল করা হবে। (কেননা সে হারাম পন্থায় উপার্জন করে ও হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে) (মুসলিম ১/৭০৩, তিরমিযী ৮/৩৩৫, আহমাদ ২/৩২৮)

সকল নাবীর দা'ওয়াত ছিল আল্লাহর একাত্মবাদ এবং বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে না যাওয়া

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً তোমাদের এই যে জাতি এটাতো একই জাতি। অর্থাৎ হে নাবীগণ! তোমাদের এই দীন একই দীন, এই মিল্লাত একই মিল্লাত। আর তা হল শরীকবিহীন এক আল্লাহর ইবাদাতের দা'ওয়াত দেয়া। এ জন্যই এর পরে বলেন ঃ

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ আমিই তোমাদের রাব্ব! সুতরাং আমাকে ভয় কর। সূরা আম্বিয়ায় এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

أُمَّةً وَاحِدَةً এর উপর حال বা অবস্থা বোধক-এর কারণে যবর দেয়া হয়েছে। যে উম্মাতদের নিকট নাবীদেরকে (আঃ) পাঠানো হয়েছিল তারা তাদের নিজেদের মধ্যে তাদের দীনকে শতধা বিভক্ত করে ফেলেছিল এবং এতেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। তারা মনে করত যে, তারা সঠিক দীনের উপর রয়েছে। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই আনন্দিত। সুতরাং তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে ঃ

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ কিছুকালের জন্য তাদেরকে তাদের বিভ্রান্তির মধ্যে থাকতে দাও। অবশেষে তাদের ধ্বংসের সময় এসে পড়বে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا

তাদেরকে পানাহার ও হাসি খুশীতে মগ্ন থাকতে দাও। সত্বরই তারা তাদের কৃতকর্মের ফল জানতে পারবে। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১৭)

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا۟ وَيَتَمَتَّعُوا۟ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

তাদের ছেড়ে দাও। তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং মিথ্যা আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক, পরিণামে তারা বুঝবে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৩) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لاَّ يَشْعُرُونَ তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করেছি তা তাদের মঙ্গলের জন্য? আমি তাদের উপর সন্তুষ্ট বলেই কি তাদেরকে এ সবকিছু দিয়েছি? কখনই না। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। তারা প্রতারণার মধ্যে পড়ে গেছে। তারা মনে করছে যে, দুনিয়ায় যেমন তারা সুখে-শান্তিতে রয়েছে, অনুরূপভাবে আখিরাতেও তারা সুখ-শান্তি লাভ করবে। তাদেরকে সেখানে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবেনা, এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তারা বলে ঃ

نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلاً وَأَوْلَـٰدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৫) কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। তাদের সেই আশা ধূলায় মিশে যাবে। আমি তাদেরকে এগুলি এ জন্য দিই যাতে তারা এগুলি নিয়ে ব্যস্ত থেকে তাদের পাপের বোঝা আরও ভারী করতে থাকে; এবং আরও সময় দিই তা আরও বৃদ্ধি করার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

بَل لاَّ يَشْعُرُونَ কিন্তু তারা তা অনুধাবন করেনা। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহ এর দ্বারা তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫৫) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًا

তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এ জন্যই আমি তাদেরকে অবকাশ প্রদান করি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৮) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِى لَهُمْ

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে। আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা। আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৪৪-৪৫)

ذَرۡنِي وَمَنۡ خَلَقۡتُ وَحِيدًا. وَجَعَلۡتُ لَهُۥ مَالاً مَّمۡدُودًا. وَبَنِينَ شُهُودًا. وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمۡهِيدًا. ثُمَّ يَطۡمَعُ أَنۡ أَزِيدَ. كَلَّآ إِنَّهُۥ كَانَ لِأَيَـٰتِنَا عَنِيدًا

আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ এবং তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দময় জীবনের প্রচুর উপকরণ। এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই। না, তা হবেনা, সেতো আমার নিদর্শনসমূহের ঔদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ১১-১৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَمۡوَٲلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَـٰدُكُم بِٱلَّتِى تُقَرِّبُكُمۡ عِندَنَا زُلۡفَىٰٓ إِلَّا مَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে; যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৭) এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে তোমাদের চরিত্রকে বন্টন করে দিয়েছেন যেমনভাবে তোমাদের মধ্যে বন্টন করেছেন তোমাদের জীবিকাকে। যাকে তিনি ভালবাসেন তাকেও দুনিয়া দান করেন এবং যাকে ভালবাসেন না তাকেও দুনিয়া (এর সুখ-ভোগ) দান করে থাকেন। আর দীন শুধু তাকেই তিনি দান করেন যাকে ভালবাসেন। সুতরাং যাকে আল্লাহ তা'আলা দীন দান করেন, জানবে যে, তাকে তিনি ভালবাসেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! বান্দা মুসলিম হয়না যে পর্যন্ত না তার হৃদয় ও জিহ্বা মুসলিম হয়। আর বান্দা মু'মিন হয়না যে পর্যন্ত না তার অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ হয়।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তার অনিষ্টতা কি?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'প্রতারনা, যুল্ম ইত্যাদি। জেনে রেখ, যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে, অতঃপর তা থেকে খরচ করে, তার খরচে বারাকাত দেয়া হয়না এবং সে

যা দান করে সেই দান গৃহীত হয়না। সে যা কিছু ছেড়ে যাবে তা হবে তার জন্য জাহান্নামের খাদ্য সম্ভার। আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দ দ্বারা মুছে ফেলেননা। বরং তিনি মন্দকে মিটিয়ে থাকেন ভাল দ্বারা। কলুষতা কলুষতাকে দূর করেনা। (আহমাদ ১/৩৮৭)

৫৭। যারা তাদের রবের ভয়ে সন্ত্রস্ত -	٥٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ
৫৮। যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে -	٥٨. وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
৫৯। যারা তাদের রবের সাথে শরীক করেনা।	٥٩. وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
৬০। আর যারা তাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে।	٦٠. وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ
৬১। তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়।	٦١. أُو۟لَـٰٓئِكَ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَـٰبِقُونَ

সৎ আমলকারীদের বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন যে, ইহসান ও ঈমানের সাথে সাথে সৎ কাজ করা এবং এরপরেও আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হওয়া মু’মিনের বিশেষ গুণ। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, মু’মিন ভাল কাজ করে এবং সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করতে থাকে। পক্ষান্তরে মুনাফিক খারাপ কাজ করে, আবার আল্লাহ থেকে নির্ভয় থাকে। (তাবারী ১৯/৪৫) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ তারা তাদের রবের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে। যেমন মহান আল্লাহ মারইয়ামের (আঃ) গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَـٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ

এবং সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ১২) অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমতা, ইচ্ছা ও শারীয়াতের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতেন। তাঁর আদিষ্ট প্রতিটি কাজকে তিনি ভালবাসতেন। আর তাঁর নিষেধকৃত প্রতিটি কাজকে তিনি অপছন্দ করতেন। আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ তারা তাদের রবের সাথে শরীক করেনা, বরং তাঁকে এক বলে বিশ্বাস করে। তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ সম্পূর্ণ রূপে অভাবমুক্ত। তাঁর স্ত্রী ও সন্তান নেই। তিনি অতুলনীয়। তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই।

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ তাঁর নামে তারা দান-খাইরাত করে থাকে। কিন্তু তাদের দানের অর্থ সঠিকভাবে উপার্জিত হয়েছে কিনা এবং তা কবূল হবে কিনা এ ভয় তাদের অন্তরে থাকে। তাই আল্লাহর পথে খরচ করার সময় তারা ভীত-কম্পিত হয়। আয়িশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ‘যারা যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে’ এর দ্বারা কি ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা চুরি করে, ব্যভিচার করে এবং মদ্যপান করে, অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহকে ভয় করে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে আবূ বাকরের কন্যা! হে সিদ্দীকির কন্যা! না, তারা নয়; বরং যারা সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে এবং দান-খাইরাত করে, অথচ আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। (আহমাদ ৬/১৫৯)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ওহে সিদ্দীকির মেয়ে! তারা হল ঐ লোক যারা সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, যাকাত প্রদান করে এবং মনে মনে এই আশংকাও করে যে, তাদের আমলসমূহ কবূল হবে কি হবেনা। ইবন্ আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ (*তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ*) এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। (তাবারী ১৯/৪৫, ৪৬) মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়।

৬২। আমি কেহকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পন করিনা এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুল্ম করা হবেনা।	٦٢. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَـٰبٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
৬৩। বরং এ বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এতদ্ব্যতীত আরও কাজ আছে যা তারা করে থাকে।	٦٣. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَـٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَـٰلٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَـٰمِلُونَ
৬৪। আর আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করি তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে।	٦٤. حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ

৬৫। তাদেরকে বলা হবে ঃ আজ আর্তনাদ করনা, তোমরা আমার সাহায্য পাবেনা।	٦٥. لَا تَجْـَٔرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ
৬৬। আমার আয়াত তোমাদের কাছে পাঠ করা হত, কিন্তু তোমরা পিছন ফিরে সরে পড়তে -	٦٦. قَدْ كَانَتْ ءَايَـٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ تَنكِصُونَ
৬৭। দম্ভ ভরে, এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প গুজব করতে।	٦٧. مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَـٰمِرًا تَهْجُرُونَ

আল্লাহর আইন বনাম কাফির/মুশরিকদের অর্থহীন বাক-বিতন্ডা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি শারীয়াতকে সহজ করেছেন। তিনি বান্দাদেরকে এমন কাজের হুকুম দেননা যা তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত। অতঃপর কিয়ামাতের দিন তিনি তাদের কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। ওগুলি তারা পুস্তক আকারে লিখিতরূপে বিদ্যমান পাবে।

وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ এই আমলনামা সঠিকভাবে তাদের প্রত্যেকটি কাজের কথা প্রকাশ করে দিবে। কারও উপর কোন প্রকার যুল্ম করা হবেনা। কারও সাওয়াব কমিয়ে দেয়া হবেনা। তবে অধিকাংশ মু'মিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। অতঃপর কাফির ও মূর্তিপূজক কুরাইশদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে ঃ

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا বরং এই বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। وَلَهُمْ أَعْمَالٌ من دُون ذَلكَ هُمْ لَهَا عَاملُونَ এ ছাড়া আরও কাজ আছে যা তারা করে থাকে। আল হাকাম ইব্ন আবান (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ)

হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ওয়া লাহুম আমালা' এর অর্থ হচ্ছে শির্ক। এ সবকিছু তারা নির্ভয়ে করেই চলেছে। (দুররুল মানসুর ৬/১০৭) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৯/৪৯, কুরতুবী ১২/১৩৪)

هُمْ لَهَا عَامِلُونَ মৃত্যু পর্যন্ত তারা এসব মন্দ কাজ করতেই থাকবে যাতে তাদের প্রতি সমস্ত শাস্তি ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায়। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৯/৫০) এটাই সুন্দর ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। যেমন ইতোপূর্বে ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই তাঁর শপথ! কোন লোক জান্নাতের কাজ করতে করতে জান্নাত হতে মাত্র এক হাত দূরে রয়ে যায়, অতঃপর তার তাকদীরের লিখন তার উপর বিজয়ী হয় এবং সে জাহান্নামীদের কাজ করতে শুরু করে। পরিণামে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। (আহমাদ ১/৩৮২) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ আর আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করি তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে। সূরা মুয্যাম্মিলে রয়েছে ঃ

وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً. إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً وَجَحِيمًا

ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে, আর কিছুকালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও। আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্জ্বলিত আগুন। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১১-১২) অন্য আয়াতে আছে ঃ

كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ

এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠি ধ্বংস করেছি, তখন তারা আর্ত চিৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিলনা। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩) এখানে বলা হচ্ছে ঃ

لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ আজ তোমরা চিৎকার করছ কেন? কেন আজ আর্তনাদ করছ? আজ এসবের কিছুই তোমাদের কাজে আসবেনা। তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়েছে। এখন চিৎকারদ্ধ আর্তনাদ সবই

বৃথা। এমন কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধের কথা জানিয়ে দিয়ে এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ আমার আয়াত তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হত, কিন্তু তোমরা পিছনে ফিরে সরে পড়তে দম্ভভরে। তাদের ব্যাপারে আরও বলা হয়েছে ঃ

ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُۥ كَفَرۡتُمۡ ۖ وَإِن يُشۡرَكۡ بِهِۦ تُؤۡمِنُواْ ۚ فَٱلۡحُكۡمُ لِلَّهِ ٱلۡعَلِيِّ ٱلۡكَبِيرِ

তোমাদের এই পার্থিব শাস্তি এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুতঃ মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১২)

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (*দম্ভ ভরে, এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প গুজব করতে*) তারা বাজে ও অর্থহীন গল্প-গুজব করত। রাত্রিকালে অযথা বসে থেকে তাদের গল্প-গুজবের মধ্যে তারা তাঁকে কখনও কবি বলত, কখনও বলত যাদুকর, কখনও বলত মিথ্যাবাদী এবং কখনও পাগল বলত। তারা বাইতুল্লাহর কারণে গর্ব করত। তারা নিজেদেরকে ওর অভিভাবক মনে করত। অথচ ওটা ছিল তাদের অলীক ধারণা মাত্র। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, আহমাদ ইব্ন সুলাইমান (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, উবাইদিল্লাহ (রহঃ) আমাদেরকে ইসরাঈল (রহঃ) হতে, তিনি আবদুল 'আলা (রহঃ) হতে বলেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবাইরকে (রহঃ) বলতে শুনেছেন যে, مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর গভীর রাতে একত্রিত হয়ে কথা-বার্তা বলা, গাল-গল্প করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

তিনি বলেন ঃ কা'বাঘর নিয়ে তারা দম্ভ করত এবং বলত, আমরা এই কা'বার লোক। তারা কা'বাঘরের চারিদিকে ঘুরাফিরা করত এবং বিভিন্ন দম্ভোক্তি করে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে দিত। কা'বাঘরের পবিত্রতা রক্ষা কিংবা ঐ ঘর যে জন্য তৈরী করা হয়েছে সেই উদ্দেশে তারা সেখানে অধিক রাত পর্যন্ত অবস্থান করতনা, যে কারণে তাদেরকে ওখানে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। (নাসাঈ ৬/৪২)

৬৮। তাহলে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করেনা? অথচ তাদের নিকট কি এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্ব-পুরুষদের নিকট আসেনি?	٦٨. أَفَلَمۡ يَدَّبَّرُواْ ٱلۡقَوۡلَ أَمۡ جَآءَهُم مَّا لَمۡ يَأۡتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ
৬৯। অথচ তারা কি তাদের রাসূলকে চিনেনা বলে তাকে অস্বীকার করে?	٦٩. أَمۡ لَمۡ يَعۡرِفُواْ رَسُولَهُمۡ فَهُمۡ لَهُۥ مُنكِرُونَ
৭০। অথবা তারা কি বলে যে, সে উন্মাদ? বস্তুতঃ সে তাদের নিকট সত্য এনেছে এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।	٧٠. أَمۡ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةُۢۚ بَلۡ جَآءَهُم بِٱلۡحَقِّ وَأَكۡثَرُهُمۡ لِلۡحَقِّ كَٰرِهُونَ
৭১। সত্য যদি তাদের কামনার অনুগামী হত তাহলে বিশৃংখল হয়ে পড়ত আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সব কিছুই। পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٧١. وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ بَلۡ أَتَيۡنَٰهُم بِذِكۡرِهِمۡ فَهُمۡ عَن ذِكۡرِهِم مُّعۡرِضُونَ
৭২। অথবা তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও?	٧٢. أَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ خَرۡجٗا فَخَرَاجُ

তোমার রবের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা।	رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ
৭৩। তুমিতো তাদেরকে সরল পথে আহ্বান করছ।	٧٣. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ
৭৪। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারাতো সরল পথ হতে বিচ্যুত।	٧٤. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَٰكِبُونَ
৭৫। আমি তাদের উপর দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে।	٧٥. وَلَوْ رَحِمْنَٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

কাফিরদের দাবী খন্ডন এবং ধিক্কার প্রদান

মুশরিকরা যে কুরআন বুঝতনা, ওর সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতনা, বরং ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। কেননা তিনি তাদের প্রতি এমন পবিত্র কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা ইতোপূর্বে কোন নাবীর উপর অবতীর্ণ করেননি। এই কিতাব সবচেয়ে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন ও উত্তম। তাদের যেসব পূর্বপুরুষ অজ্ঞতার যুগে মৃত্যুবরণ করেছিল তাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ ছিলনা এবং তাদের কাছে কোন নাবীরও আগমন ঘটেনি। সুতরাং এদের উচিত ছিল আল্লাহর এই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নেয়া, তাঁর কিতাবের মর্যাদা দেয়া এবং দিবা-নিশি এর উপর আমল করতে থাকা, যেমন তাদের মধ্যকার বিবেকবান লোকেরা

করেছিলেন। তারা মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসারী হয়ে গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কাফিরেরা বিবেক-বুদ্ধির সাথে কাজ করেনি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা যদি কুরআনের স্পষ্ট আয়াতসমূহ অতি আগ্রহের সাথে পাঠ করত তাহলে ইহা থেকে জেনে নিতে পারত যে, ওর অস্বীকারকারীরা কি রূপ শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তা না করে বরং কুরআনুল হাকীমের অস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট আয়াতগুলির পিছনে পড়ে তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। (দুররুল মানসুর ৬/১১০)

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততা, সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তারা কি ওয়াকিফহাল নয়? তিনিতো তাদের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাদেরই মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়েছেন। অথচ এখন কি কারণে তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করে দিল? জাফর ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এ কথাই বলেছিলেন ঃ 'বিশ্বরাব্ব এক ও অংশীবিহীন আল্লাহ আমাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যাঁর বংশ গরিমা, সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ অবগতি ছিল।' (ইব্ন হিশাম ১/৩৫৭)

মুগীরা ইব্ন শুবাহ (রাঃ) জিহাদের মাঠে পারস্য সম্রাট কিসরার সহকারীকেও এ কথাই বলেছিলেন। আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব (রাঃ) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এবং সদ্বংশের কথা ঘোষণা করেছিলেন, যে সময় সম্রাট তাকে তার সঙ্গীদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। অথচ আবূ সুফিয়ান (রাঃ) ঐ সময় মুসলিম ছিলেননা। (ফাতহুল বারী ১/৪২)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ কাফির ও মুশরিকরা বলত ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগল কিংবা তিনি নিজেই কুরআন রচনা করেছেন, তিনি কি বলছেন তা তিনি নিজেই বুঝেননা। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। প্রকৃত কথা শুধু এটাই যে, তাদের অন্তর ঈমানশূন্য। তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেনা। কুরআন আল্লাহর এমন কালাম যার তুল্য কিছু পেশ করতে সারা দুনিয়া অপারগ হয়ে গেছে। কঠিন বিরোধিতা, পূর্ণ চেষ্টা এবং সীমাহীন মুকাবিলা সত্ত্বেও

কারও দ্বারা সম্ভব হয়নি যে, এই কুরআনের অনুরূপ নিজে বানিয়ে নেয় বা সবার সাহায্য নিয়ে এরূপ একটি সূরা আনয়ন করে।

بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ এটাতো সম্পূর্ণরূপেই সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে।

মানুষের একগুয়েমী এবং খায়েশের উপর সত্য নির্ভরশীল নয়

মুজাহিদ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) উক্তি করেছেন যে, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ এই আয়াতে حَقٌّ দ্বারা মহামহিমান্বিত আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৯/৫৭, কুরতুবী ১২/১৪০) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের বাসনা অনুযায়ী শারীয়াত নির্ধারণ করতেন তাহলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওর মধ্যস্থিত সবকিছু বিশৃংখল হয়ে পড়ত। যেমন মহান আল্লাহ তাদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন ঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

দুই জনপদের মধ্য হতে কোন বড় (নেতৃস্থানীয়) লোকের উপর কেন এই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়নি? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩১) তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে ঃ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

তারাই কি তোমার রবের করুণা বন্টন করছে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩২) আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىٓ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ

বল ঃ যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে তবুও 'ব্যয় হয়ে যাবে' এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০০) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا

তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৩) সুতরাং এ সমুদয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, মানবীয় মস্তিষ্ক মাখলূকের

ব্যবস্থাপনায় মোটেই যোগ্যতা রাখেনা। এটা একমাত্র আল্লাহর মাহাত্ম্য যে, তাঁর গুণাবলী, তাঁর ফরমান, তাঁর কার্যাবলী, তাঁর শারীয়াত, তাঁর তাকদীর, তাঁর তাদবীর তাঁর সৃষ্টজীবের জন্য কামেল বা পূর্ণ এবং এ সবই সমস্ত মাখলূকের প্রয়োজন পূরণের অনুকূলে। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং নেই কোন রাব্ব। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ আমি তাদের দিয়েছি উপদেশ অর্থাৎ কুরআন, কিন্তু তারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দীনের দা'ওয়াতের জন্য রাসূল (সাঃ) কোন পারিশ্রমিক চাননি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও? অর্থাৎ তুমি তাদের কাছেতো কোন প্রতিদান চাওনা।

فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ তোমার রবের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ

বল ঃ আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই, আমার পুরস্কারতো আছে আল্লাহর নিকট। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪৭) তিনি আরও বলেন ঃ

قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ

বল ঃ আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৮৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ

বল ঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱتَّبِعُوا۟ ٱلْمُرْسَلِينَ.

ٱتَّبِعُوا۟ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا

নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে এলো, সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায়না। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ২০-২১) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা। তুমিতো তাদেরকে সরল পথে আহ্বান করছ।

কাফির-মুশরিকদের বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারাতো সরল পথ হতে বিচ্যুত। আল্লাহ তা'আলা তাদের কুফরীর পরিপক্কতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমি তাদের প্রতি দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। এ জন্যই অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ

আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ জানতেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে শোনাতেন। আর যদি তাদেরকে শোনাতেনও তবুও তারা বিমুখ হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৩) অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ. وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে

আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে। আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। তারা বলে ঃ এই পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর কোন জীবন নেই, আর আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭-২৯) সুতরাং এগুলো এমন বিষয় যা হবেনা, কিন্তু হলে কি হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, কুরআনুল কারীমে যে বাক্য لَوْ দ্বারা শুরু করা হয়েছে তা কখনই সংঘটিত হবেনা।

৭৬। আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করলাম, কিন্তু তারা তাদের রবের প্রতি বিনত হলনা এবং কাতর প্রার্থনাও করলনা।	٧٦. وَلَقَدْ أَخَذْنَـٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
৭৭। অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দিই তখনই তারা হতাশ হয়ে পড়ে।	٧٧. حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ
৭৮। তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।	٧٨. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

৭৯। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে।	٧٩. وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
৮০। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তাঁরই অধিকারে রাত ও দিনের পরিবর্তন, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা?	٨٠. وَهُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَـٰفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
৮১। এতদসত্ত্বেও তারা ত’ই বলে যেমন বলেছিল পূর্ববর্তীরা।	٨١. بَلْ قَالُوا۟ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ
৮২। তারা বলে ঃ আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?	٨٢. قَالُوٓا۟ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
৮৩। আমাদেরকেতো এ বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকেও; এটাতো প্রাচীন কালের কল্পকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।	٨٣. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَـٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَاب আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করলাম অর্থাৎ আমি তাদের দুষ্কর্মের কারণে তাদেরকে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করে ফেললাম। فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ কিন্তু এতেও তারা

না কুফরী পরিত্যাগ করল, আর না তাদের রবের প্রতি বিনত হল। বরং তখন তারা কুফরী ও বিভ্রান্তির উপর অটল থাকল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ

সুতরাং তাদের প্রতি যখন আমার শাস্তি এসে পৌঁছল তখন তারা কেন নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করলনা? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে পড়ল। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৪৩)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, এই আয়াতে ঐ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা রয়েছে যা কুরাইশদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না মানার কারণে পতিত হয়েছিল, যার অভিযোগ নিয়ে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করেছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে বলছি যে, (দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়ে এখন) আমরা উটের পশম ও রক্ত খেতে শুরু করে দিয়েছি। তখন আল্লাহ তা‘আলা وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا ... الخ এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (নাসাঈ ৬/৪১৩)

এ হাদীসের মূল ভাবধারা সহীহায়িন থেকে নেয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, কুরাইশদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর বদ দু‘আ করে বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! ইউসুফের (আঃ) যুগের মত এদের উপর সাত বছরের দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন! (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৫, মুসলিম ৪/২১৫৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দরজা খুলে দেই তখনই তারা এতে হতাশ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যে শাস্তির কথা তারা কল্পনাও করেনি সেই শাস্তি আকস্মিকভাবে যখন তাদের উপর এসে পড়ে তখন তারা পরিত্রাণ লাভে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে।

আল্লাহর নি‘আমাত এবং অসীম ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে অসংখ্য নি‘আমাত দান করেছেন। তিনি চক্ষু, কর্ণ, অন্তঃকরণ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে তাঁর একাত্মবাদ

ও ব্যাপক ক্ষমতা এবং একচ্ছত্র আধিপত্য অনুধাবন করতে পারে। কিন্তু যতই নি'আমাত বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই শুকরগুযারী কমে যাচ্ছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩)

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য এবং মহাশক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে। তাঁর প্রথম সৃষ্টি থেকে সর্বশেষ সৃষ্টি পর্যন্ত সবাইকে পুনরায় তিনিই সৃষ্টি করবেন। পুরুষ কিংবা নারী, ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ, পূর্বের ও পরের কেহই অবশিষ্ট থাকবেনা।

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ পচা-গলা হাড়কে জীবিতকারী এবং মানুষকে মৃত্যুদানকারী একমাত্র তিনিই। وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ তাঁর হুকুমেই দিন যাচ্ছে, রাত্রি আসছে এবং রাত্রি যাচ্ছে, দিন আসছে। সুশৃংখলভাবে একটার পর একটা আসছে ও যাচ্ছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০) তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَفَلَا تَعْقِلُونَ তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? এত বড় বড় নিদর্শন দেখেও কি তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহকে চিনবেনা? তিনি যে মহা-ক্ষমতাবান ও অসীম জ্ঞানের অধিকারী এটা তোমাদের মেনে নেয়া উচিত।

কাফির/মূর্তি পূজকরা মনে করে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন অসম্ভব

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এতদসত্ত্বেও তারা বলে, যেমন বলেছিল তাদের পূর্ববর্তীরা। প্রকৃত কথা এই যে, এ যুগের কাফির ও পূর্ববর্তী যুগের কাফিরদের অন্তর একই। তাদের ও এদের উক্তির মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। ঐ উক্তি হল ঃ

قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি পুনরুত্থিত হব? তাদের কাছে এটা বোধগম্য নয়। তারা বলে ঃ

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ যে প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দেয়া হচ্ছে, অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও একই প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছিল। এটাতো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু আমরাতো মৃত্যুর পরে কেহকেও জীবিত হতে দেখিনি। এর দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছে যে, পুনরুত্থান সম্ভব নয়। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে খবর দিয়ে বলেন ঃ

أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا نَّخِرَةً. قَالُواْ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ

গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও? তারা বলে ঃ তা'ই যদি হয় তাহলেতো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন! এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র; ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১১-১৪) অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৭-৭৯)

৮৪। জিজ্ঞেস কর ঃ এই পৃথিবী এবং এতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জান তো বল?	٨٤. قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
৮৫। তারা বলবে ঃ আল্লাহর! বল ঃ তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা?	٨٥. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
৮৬। জিজ্ঞেস কর ঃ কে সপ্তাকাশের রাব্ব এবং কেই বা মহান আরশের রাব্ব?	٨٦. قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ
৮৭। তারা বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ তবুও কি তোমরা সাবধান হবেনা?	٨٧. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
৮৮। জিজ্ঞেস কর ঃ যদি তোমরা জান তাহলে বল সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, কে আশ্রয় দান করেন, যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই?	٨٨. قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
৮৯। তারা বলবে ঃ আল্লাহর! বল ঃ তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?	٨٩. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ
৯০। বরং আমিতো তাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি; কিন্তু	٩٠. بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ

তারা মিথ্যাবাদী।	لَكَـٰذِبُونَ

কাফির/মূর্তি পূজকরা রুবুবিয়াতে বিশ্বাস করে, কিন্তু এর সাথে তাদের উলুহিয়াতেও বিশ্বাস করা যরুরী

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একাত্মবাদ, সৃষ্টির কর্তৃত্ব, স্বেচ্ছাচারিতা ও আধিপত্য সাব্যস্ত করছেন যাতে অবহিত হওয়া যায় যে, প্রকৃত মা'বূদ একমাত্র তিনিই। তাঁর ইবাদাত ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা মোটেই উচিত নয়। তিনি এক, তাঁর কোনই অংশীদার নেই। তাই তিনি স্বীয় সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ তুমি এই মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে সেই সব কার, যদি তোমরা জান? তারা অবশ্যই উত্তরে বলবে ঃ আল্লাহর। সুতরাং তুমি তাদেরকে বল ঃ তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা? সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক যখন একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া কেহ নয়, তখন তিনি একাই কেন মা'বূদ হবেননা? কেনই বা তাঁর সাথে অন্যদের ইবাদাত করা হবে? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা তাদের মিথ্যা মা'বূদদেরকেও আল্লাহর সৃষ্ট ও তাঁর দাস বলেই বিশ্বাস করে এবং তাঁর উপর তাদের কোন ক্ষমতা নেই তাও বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদেরকে তাঁর নৈকট্য লাভকারী মনে করে। তারা বলে ঃ

مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ

আমরাতো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩) এই উদ্দেশে তাদের ইবাদাত করে যে, তাদের মাধ্যমে তারাও তাঁর নৈকট্য লাভ করবে। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হচ্ছে ঃ

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّه তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে সপ্তাকাশ ও আরশের অধিপতি? অবশ্যই তারা উত্তর দিবে যে, এগুলির অধিপতি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তাহলে হে রাসূল! তুমি আবারও তাদেরকে বল ঃ

قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ এই স্বীকারোক্তির পরেও কি তোমরা এতটুকুও বুঝনা যে, ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই? অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ *জিজ্ঞেস কর ঃ কে সপ্তাকাশের রাব্ব এবং কে'ইবা মহান আরশের রাব্ব?* অর্থাৎ তিনি যে উর্ধ্বাকাশের আলোক রশ্মি, গ্রহ-নক্ষত্র, মালাইকা ইত্যাদিকে সৃষ্টি করেছেন তারা সবাই সব সময় সব দিক হতে তাঁর প্রতি সাজদাহবনত হচ্ছে। আর তিনি ছাড়া, তাঁর সব সৃষ্টির সর্বোচ্চ ও সর্ব বৃহৎ আরশের মালিক আর কেইবা হতে পারে? অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ

সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৬) অর্থাৎ ঐ আরশ হল অতুলনীয়, জমকালো ও মনোমুগ্ধকর। উহার উচ্চতা ও প্রশস্ততা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বলা হয়ে থাকে যে, উহা লাল রংয়ের পদ্মরাগমনি সুদৃশ্য মনি-মুক্তা দ্বারা তৈরী।

পূর্বযুগীয় কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, আরশ লাল রংয়ের ইয়াকূত বা মণি-মানিক্য দ্বারা নির্মিত। এই আয়াতে عَرْشٌ عَظِيْمٌ এবং এই সূরার শেষে عَرْشٌ كَرِيْمٌ বলা হয়েছে। অর্থাৎ অত্যন্ত বড় ও খুবই সুন্দর। সুতরাং দৈর্ঘে, প্রস্থে, বিরাটত্বে ও সৌন্দর্যে ওটা অতুলনীয়। এ কারণেই কেহ কেহ এটাকে রক্তিম বর্ণের ইয়াকূত বলেছেন।

ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের রবের নিকট রাত-দিন কিছুই নেই। তাঁর চেহারার জ্যোতিতেই তাঁর আরশ জোতির্ময় হয়েছে। মোট কথা, এই প্রশ্নের জবাবে মুশরিক ও কাফিরেরা এ কথাই বলবে যে, আসমান, যমীন এবং আরশের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল ঃ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ তবুও আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করছনা কেন? কেন তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের উপাসনা করছ? এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ জিজ্ঞেস কর সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে?

مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ

ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ৫৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই নিম্নলিখিত শব্দগুলির

মাধ্যমে শপথ করতেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ!' কোন গুরুত্বপূর্ণ শপথের সময় বলতেন ঃ 'যিনি অন্তরসমূহের মালিক এবং যিনি অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী তাঁর শপথ!' ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ জিজ্ঞেস কর, কে তিনি যিনি সকলকে আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর আর কেহ আশ্রয়দাতা নেই? অর্থাৎ তিনি এত বড় নেতা ও অধিপতি যে, সমস্ত সৃষ্টি, আধিপত্য ও হুকুমাত তাঁরই হাতে রয়েছে। আরাবে এই প্রথা ছিল যে, গোত্রপতি কেহকে আশ্রয় দান করলে সবাই তা মেনে নিত এবং গোত্রপতি যাকে আশ্রয় দিত তার বিরুদ্ধবাদীকে অন্য কেহ আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি দিতনা। সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি ব্যাপক ক্ষমতাবান এবং সবারই শাসনকর্তা। তাঁর ইচ্ছা কেহ পরিবর্তন করতে পারেনা। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা হয়না। যেমন তিনি বলেন ঃ

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৩) অর্থাৎ কারও ক্ষমতা নেই যে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে তাঁর কোন কাজের কৈফিয়াত তলব করে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বিরাটত্ব, প্রভাব, মর্যাদা, ক্ষমতা, কৌশল এবং ন্যায়পরায়ণতা অতুলনীয়। সমস্ত মাখলূক তাঁর সামনে অপারগ, অক্ষম ও নিরুপায়। তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবের কাছে তাদের কাজের কৈফিয়াত তলবকারী।

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই, সেই বিষয়ে, যা তারা করে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯২-৯৩) এইরূপ গুণে গুণান্বিত কে? এই প্রশ্নের জবাবেও এ মুশরিকরা বলতে বাধ্য হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই এত বড় ক্ষমতার অধিকারী। এই রূপ প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট একমাত্র আল্লাহ। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ তুমি তাদেরকে বল ঃ এর পরেও কি করে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছ? এই স্বীকারোক্তির পরেও কেমন করে তোমরা অন্যদের উপাসনা করছ? এটা তোমাদের জন্য মোটেই শোভনীয় নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ বরং আমিতো তাদের কাছে সত্য পৌঁছে দিয়েছি, কিন্তু তারা মিথ্যাবাদী। তাদের কাছে আমি তাওহীদে রুবুবিয়্যাতের সাথে সাথে তাওহীদে উলূহিয়্যাত বর্ণনা করেছি, সঠিক প্রমাণাদি ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী পৌঁছে দিয়েছি। আমার সাথে অন্যদেরকে শরীক করার ব্যাপারে তারা মিথ্যাবাদী। তাদের মিথ্যাবাদী হওয়া স্বয়ং তাদের স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। যেমন তিনি এই সূরারই শেষাংশে বলেন ঃ

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে যার নিকট কোন সনদ নেই, তার হিসাব রয়েছে তার রবের নিকট, নিশ্চয়ই কাফিরেরা সফলকাম হবেনা। (সূরা মু‘মিনূন, ২৩ ঃ ১১৭) সুতরাং মুশরিকরা কোন দলীলের মাধ্যমে এটা করছেনা, বরং তারা তাদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করছে মাত্র, যারা ছিল অজ্ঞ এবং দ্বিধাগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ তা‘আলা তাদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৩)

৯১। আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোন মা‘বূদ নেই; যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মা‘বূদ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ অতি পবিত্র!	٩١. مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَـٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَـٰنَ

ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ	
٩٢. عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ	**৯২। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।**

আল্লাহর কোন অংশীদার নেই এবং তাঁর কোন ব্যবস্থাপনা কমিটিও নেই

আল্লাহ তা‘আলা নিজেকে সন্তান ও শরীক হতে মুক্ত বলে ঘোষণা করছেন। অধিকারে, ব্যবস্থাপনায় ও ইবাদাতের হকদার হওয়ার ব্যাপারে তিনি একক। مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ তাঁর সন্তানও নেই এবং অংশীদারও নেই। যদি কয়েকটি মা‘বূদ মেনে নেয়া হয় তাহলে প্রত্যেক মা‘বূদের স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়া যরুরী। আর এরূপ হলে সৃষ্টিজগতে শৃংখলা বজায় থাকা সম্ভব নয়। অথচ সৃষ্টিজগতের শৃংখলা ও পরিচালনা পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে। উর্ধ্ব জগত, নিম্ন জগত, আসমান, যমীন ইত্যাদি পরস্পরের পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে নিজ নিজ নির্ধারিত কাজে নিযুক্ত ও ব্যস্ত রয়েছে। এগুলি বিধিবদ্ধ আইন-শৃংখলা থেকে ইঞ্চি পরিমাণও এদিক-ওদিক হয়না। সুতরাং জানা গেল যে, এসবের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ, কয়েকজন নয়।

مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَـٰوُتٍ

দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ৩) কয়েকটি মা‘বূদ মেনে নেয়া অবস্থায় এটাও প্রকাশমান যে, একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাবে। একজন বিজয়ী হলে অপরজন আর মা‘বূদ থাকেনা। আবার বিজয়ীজন বিজয় লাভে অসমর্থ হলে সেও আর মা‘বূদ থাকেনা। এ দু’টি দলীল এটাই প্রমাণ করছে যে, মা‘বূদ একজনই এবং তিনিই আল্লাহ। দার্শনিকদের পরিভাষায় এই দলীলকে *‘দলীলে তামানু’* বলা হয়। তাদের যুক্তি এই যে, যদি দুই বা ততোধিক আল্লাহ মেনে নেয়া হয় তাহলে এক দল চাবে

দেহকে গতি বিশিষ্ট রাখতে এবং অপরদল চাবে ওটাকে গতিবিহীন রাখতে। এখন যদি দু' দলেরই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তাহলে দু'জনই অপারগ প্রমাণিত হবে। তাহলে কেহই আল্লাহ হতে পারবেনা। কেননা ওয়াজিব কখনও অপারগ হয়না। আর দু' দলেরই উদ্দেশ্য যে সফল হবে এটাও সম্ভব নয়। কারণ এক দলের চাহিদা অপর দলের বিপরীত। সুতরাং দু' দলেরই চাহিদা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। আর এই অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি এ কারণেই হচ্ছে যে, দুই বা ততোধিক আল্লাহ মেনে নেয়া হয়েছিল। সুতরাং এই বেশী সংখ্যা বাতিল হয়ে গেল। এখন বাকী থাকল তৃতীয় অবস্থা, অর্থাৎ এক দলের চাহিদা পূর্ণ হল এবং অপর দলের পূর্ণ হলনা। যার চাহিদা পূর্ণ হল সে থাকল বিজয়ী ও ওয়াজিব, আর যার চাহিদা পূর্ণ হলনা সে হয়ে গেল পরাজিত ও মুমকিন বা সম্ভাবনাময়। কেননা ওয়াজিবের বিশেষণ এটা নয় যে, সে পরাজিত হবে। তাহলে এই অবস্থায়ও আল্লাহর সংখ্যার আধিক্য বাতিল হয়ে গেল। অতএব প্রমাণিত হল যে, মা'বূদ একজনই।

وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ এই উদ্ধত, যালিম ও সীমালংঘনকারী মুশরিকরা যে আল্লাহ তা'আলার সন্তান থাকার কথা বলছে এবং তাঁর শরীক স্থাপন করছে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। সৃষ্ট জীবের কাছে যা কিছু অজ্ঞাত আছে এবং যা কিছু তাদের কাছে প্রকাশমান এসব কিছুরই খবর আল্লাহ তা'আলা রাখেন। فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ মুশরিকরা যাদেরকে তাঁর শরীক করছে তাদের থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি তাদের থেকে বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন। তিনি হলেন অতুলনীয়।

৯৩। বল ঃ হে আমার রাব্ব! যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, তা যদি আপনি আমাকে দেখাতেন -	٩٣. قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ
৯৪। তবে হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেননা।	٩٤. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ

৯৫। আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছি তা আমি তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম।	٩٥. وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَـٰدِرُونَ
৯৬। মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।	٩٦. ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
৯৭। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে।	٩٧. وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَـٰطِينِ
৯৮। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে।	٩٨. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

বিপদাপদে আল্লাহকে ডাকা, উত্তম কাজ দ্বারা খারাপ কাজকে মুছে ফেলা এবং আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ নিচ্ছেন যে, শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় তিনি যেন দু'আ করেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি যদি আমার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ঐ অসৎ লোকদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন তাহলে আমাকে ঐ শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নিন। যেমন হাদীসে এসেছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আপনি কোন কাওমকে ফিতনায় পতিত করার ইচ্ছা করেন তখন ফিতনায় পতিত করার পূর্বেই আমাকে আপনার নিকট উঠিয়ে নিন। (আহমাদ ৫/২৪৩, তিরমিযী

৯/১০৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই শিক্ষা দেয়ার পর বলেন ঃ

وَإِنَّا عَلَى أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তা আমি তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে ঐ কাফিরদের উপর যে শাস্তি ও বিপদ-আপদ আসবে তা ইচ্ছা করলে আমি তোমাকে দেখাতে পারি।

এরপর মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কথা শিখিয়ে দিচ্ছেন যা সমস্ত কঠিন সমস্যা ও বিপদ-আপদ দূর করতে সক্ষম। তা হল, তুমি মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমি সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত। যারা তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে, তুমি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর যাতে তাদের শত্রুতা বন্ধুত্বে এবং ঘৃণা প্রেম-প্রীতিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান। (সূরা ফুস্‌সিলাত, ৪১ ঃ ৩৪-৩৫)

মানুষের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার উত্তম পন্থা বলে দেয়ার পর মহান আল্লাহ শাইতানের অনিষ্টতা হতে বাঁচার উপায় বলে দিচ্ছেন ঃ

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ বল, হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। কেননা তার প্ররোচনা হতে বাঁচার অস্ত্র এই প্রার্থনা ছাড়া তোমাদের অধিকারে আর কিছুই নেই। কোন কৌশল কিংবা সদাচরণ দ্বারা সে মানুষের বশে আসতে পারেনা। আশ্রয় প্রার্থনা করার বর্ণনায় আমরা লিখে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করতেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

আমি শ্রোতা ও জ্ঞাতা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শাইতানের প্ররোচনা, কুমন্ত্রণা ও ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবূ দাঊদ ১/৪৯০) কুরআনের উক্তি ঃ

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে। শাইতান যেন আমার কোন কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। সুতরাং প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে আল্লাহর স্মরণ ঐ কাজের মধ্যে শাইতানের প্রবেশ করাকে সরিয়ে রাখে। পানাহার, সহবাস, যবাহ ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজের শুরুতে আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের দু'আটিও পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَمِنَ الْغرَقِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অতি বার্ধক্য হতে, আশ্রয় চাচ্ছি পিষ্ট হয়ে (আকস্মিকভাবে) মৃত্যুবরণ করা হতে ও ডুবে মারা যাওয়া হতে এবং শাইতান যেন আমাকে আমার মৃত্যুর সময় বিভ্রান্ত করতে না পারে সেই জন্য আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবূ দাঊদ ২/১৯৪)

৯৯। যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন -	৯৯. حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ رَبِّ ٱرۡجِعُونِ
১০০। যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি। না এটা হবার নয়; এটাতো তার একটা উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।	১০০. لَعَلِّيٓ أَعۡمَلُ صَٰلِحٗا فِيمَا تَرَكۡتُۚ كَلَّآۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَاۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرۡزَخٌ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ

মৃত্যু আসন্ন হওয়া অবিশ্বাসী কাফিরদের আশা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মৃত্যুর সময় কাফির ও পাপীরা ভীষণ লজ্জিত হয় এবং দুঃখ ও আফসোসের সাথে আকাংখা করে যে, হায়! যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হত তাহলে তারা সৎ কাজ করত! কিন্তু ঐ সময় তাদের এই আশা ও আকাংখা বৃথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ. وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় সে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ করতাম এবং সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ তখন কেহকেও অবকাশ দিবেননা। তোমরা যা কর আল্লাহ সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১০-১১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন যালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতেনা যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৪) অন্যত্র বলা রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا۟ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ

যেদিন এর বিষয় বস্তু প্রকাশিত হবে সেদিন যারা এর আগমনের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে ঃ বাস্তবিকই আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন, এমন কোন সুপারিশকারী আছে কি যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো যেতে পারে যাতে আমরা পূর্বের কৃতকর্মের তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৩)

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَـٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২) অন্য এক জায়গায় আছে ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭-২৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَتَرَى ٱلظَّـٰلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ

যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবে ঃ প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি? (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪৪) অন্যত্র আছে ঃ

قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثۡنَتَيۡنِ وَأَحۡيَيۡتَنَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَٱعۡتَرَفۡنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلۡ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছেন এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি; এখন নিস্ক্রমনের কোন পথ মিলবে কি? (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১১) অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُمۡ يَصۡطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا نَعۡمَلۡ صَٰلِحًا غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ أَوَلَمۡ نُعَمِّرۡكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিস্কৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করবনা। আল্লাহ বলবেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৭) এ সব আয়াতে এই বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, এইরূপ পাপী লোকেরা মৃত্যুর সময় এবং কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সামনে জাহান্নামের পাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাংখা করবে এবং সৎ আমল করার অঙ্গীকার করবে। কিন্তু ঐ সময় তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবেনা।

كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا এটা ঐ কথা যা ঐ ভয়াবহ অবস্থায় বাধ্য হয়েই তারা বলে ফেলবে। আর প্রকৃতপক্ষে ওটা শুধু তাদের মুখের কথা। যদি তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়েও দেয়া হয় তবুও তারা ভাল কাজ করবেনা। বরং পূর্বে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। তারাতো মিথ্যাবাদী।

وَلَوۡ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنۡهُ وَإِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ

আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা

মিথ্যাবাদী। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ২৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ কতই না ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে এই পার্থিব জীবনে ভাল কাজ করে। আর ঐ লোকগুলো কতই না হতভাগ্য যারা ঐ বিচার দিবসে ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততির আকাংখা করবেনা এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য ও জাঁকজমক তারা কামনা করবেনা, বরং দুনিয়ায় মাত্র কয়েক দিন বাস করে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করার আকাংখা করবে। কিন্তু সেই দিনের আকাংখা, কামনা ও বাসনা সবই বৃথা হবে।

‘বারযাখ’ এবং ওখানের শাস্তি

وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ এর অর্থ করা হয়েছে ঃ তাদের সম্মুখে বারযাখ থাকবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ বারযাখ হল দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে পর্দা বা আড়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘ব (রহঃ) বলেন ঃ সে না সরাসরি দুনিয়ায় আছে যে, পানাহার করবে এবং না সরাসরি আখিরাতে আছে যে, আমলের পূর্ণ প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। বরং রয়েছে এ দু’য়ের মাঝামাঝি জায়গায়। আবূ শাখর (রহঃ) বলেন ঃ বারযাখ হল কাবর। তা পৃথিবীর কোন জিনিস নয়, আর না কিয়ামাত দিবসের পরের কোন জিনিস। বারযাখ অবস্থায় সবাইকে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত ওখানে অবস্থান করতে হবে। (দুররুল মানসুর ৬/১১৬)

وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ সুতরাং এই আয়াতে অত্যাচারী ও সীমা লংঘন কারীদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, আলামে বারযাখেও তাদেরকে কঠিন শাস্তির মধ্যে রাখা হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مِّن وَرَآئِهِمۡ جَهَنَّمُ

তাদের সামনে জাহান্নাম রয়েছে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১০) অন্যত্র আছে ঃ

وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ

তার সামনে রয়েছে খুবই কঠিন শাস্তি। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৭) إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর বারযাখের এই শাস্তি চালু থাকবে। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ ওর মধ্যে সদা সর্বদা সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। (তিরমিযী ৪/১৮৩)

১০১। এবং যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা।	١٠١. فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ
১০২। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম।	١٠٢. فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ
১০৩। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।	١٠٣. وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ
১০৪। আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়।	١٠٤. تَلۡفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمۡ فِيهَا كَٰلِحُونَ

শিংগাধ্বনি এবং দাঁড়ি-পাল্লায় আমলনামা ওযন করা

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন পুনরুত্থানের জন্য শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং মানুষ জীবিত হয়ে কাবর হতে বেরিয়ে পড়বে তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং একে অপরের কোন খোঁজ খবর নিবেনা। না পিতার সন্তানের উপর কোন ভালবাসা থাকবে, আর না সন্তান পিতার দুঃখে দুঃখিত হবে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَا يَسۡـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمٗا. يُبَصَّرُونَهُمۡ

এবং সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ খবর নিবেনা। তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১০-১১) অর্থাৎ কোন আত্মীয় তার আত্মীয়ের খবর নিবেনা, যদিও তাকে সে দেখতে পাবে, এমন কি যদি তার পাপের বোঝা অনেক ভারীও হয়। পৃথিবীতে বসবাস করা অবস্থায় সে যদি তার সবচেয়ে আপনজনও হয় তবুও তার দিকে সে ফিরেও তাকাবেনা এবং তার পাপের/আযাবের বোঝা বহন করতে রাযী হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. يُبَصَّرُونَهُمْ

সেই দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে, তার মা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ৩৪-৩৬)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদেরকে একত্রিত করবেন। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন ঃ যার কোন হক অন্যের উপর রয়েছে সে যেন এসে তার হক তার নিকট থেকে নিয়ে যায়। এ কথা শুনে কারও হক তার পিতার উপর থাকলে বা সন্তানের উপর থাকলে অথবা স্ত্রীর উপর থাকলে সেও আনন্দিত হয়ে দৌড়ে আসবে এবং নিজের হক বা প্রাপ্যের জন্য তার কাছে তাগাদা শুরু করে দিবে তা যত কমই হোকনা কেন। যেমন فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءلُونَ এই আয়াতে রয়েছে। (তাবারী ১৯/৭২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে, যার একটি মাত্র সাওয়াব পাপের উপর বেশী হবে সে'ই পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। (দুররুল মানসুর ৬/৪১৮) সে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। তার উদ্দেশ্য সফল হবে এবং যা থেকে সে ভয় করত তা থেকে সে বেঁচে যাবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ পক্ষান্তরে, যাদের পাল্লা হালকা হবে, অর্থাৎ সাওয়াবের চেয়ে পাপ বেশী হবে তারা হবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। অর্থাৎ তারা চিরদিনই জাহান্নামে থাকবে। কখনও তাদেরকে তা থেকে বের করা হবেনা।

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। আগুনকে সরিয়ে ফেলার ক্ষমতা তাদের থাকবেনা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ

এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৫০)

لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ

হায়! যদি কাফিরেরা সেই সময়ের কথা জানতো যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাত হতে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবেনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৯)

وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ তাদের চেহারা বীভৎস ও বিকৃত হয়ে যাবে। দাঁত বের হয়ে থাকবে, ওষ্ঠ উপরের দিকে উঠে যাবে এবং অধর নীচের দিকে নেমে থাকবে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, জাহান্নামের আগুনে তাদের দেহ ঝলসে যাবে। (তাবারী ১৯/৭৪)

১০৫। তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি হতনা? অথচ তোমরা ওগুলি অস্বীকার করতে!	١٠٥. أَلَمْ تَكُنْ ءَايَـٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ
১০৬। তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়।	١٠٦. قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ
১০৭। হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা	١٠٧. رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ

عُدْنَا فَإِنَّا ظَـٰلِمُونَ	**যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব।**

জাহান্নামীদের প্রতি ধিক্কার, তাদের দুর্দশা এবং জাহান্নাম থেকে তাদের বের করে আনার করুণ আর্তনাদ

জাহান্নামীদেরকে তাদের কুফরী, পাপ ও সত্য-প্রত্যাখ্যানের কারণে কিয়ামাতের দিন তাদের ধ্বংসের মুখোমুখী করে যে কথা বলা হবে এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ আমি তোমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম, তোমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলাম, তোমাদের সন্দেহ দূর করে দিয়েছিলাম, তোমাদের কোন যুক্তি-প্রমাণই অবশিষ্ট রাখিনি। এখন তোমাদের কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ

যাতে রাসূলদের পরে লোকদের জন্য আল্লাহর প্রতি কোন বাদানুবাদের সুযোগ না থাকে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৫) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি শাস্তি প্রদানকারী নই। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) তিনি আরও বলেন ঃ

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ كَبِيرٍ. وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ. فَٱعْتَرَفُواْ بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে ঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ। এবং তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য! (সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ৮-১১) এ জন্যই তারা বলবে ঃ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। তারা বলবে ঃ

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন এবং পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দিন। অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব ও শাস্তির যোগ্য হয়ে যাব। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِۦ تُؤْمِنُوا۟ ۚ فَٱلْحُكْمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ

আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি; এখন নিষ্ক্রমনের কোন পথ মিলবে কি? তোমাদের এই পার্থিব শাস্তিতো এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুতঃ মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১১-১২) অর্থাৎ এখন তোমাদের জন্য সব পথই বন্ধ। আমলের সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন হল প্রতিদান প্রদানের সময়। সৎ আমল করার সময় তোমরা শির্ক করেছিলে। সুতরাং এখন অনুশোচনা করে কি লাভ!

১০৮। আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই	١٠٨. قَالَ ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا

থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলনা।	تُكَلِّمُونِ
১০৯। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের উপর দয়া করুন, আপনিতো দয়ালুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।	١٠٩. إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ
১১০। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরাতো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।	١١٠. فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ
১১১। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।	١١١. إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামীদের আযাব থেকে রক্ষা করার করুণ আর্তনাদের জবাবে আল্লাহর প্রত্যাখ্যান

আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফিরদেরকে জবাব দেয়া হচ্ছে যে, যখন তারা জাহান্নাম হতে বের হওয়ার আকাংখা করবে তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক। খবরদার! এ ব্যাপারে তোমরা আমার সাথে কথা বলনা! পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ এই উক্তি করার ফলে কাফির ও মুশরিকরা সমস্ত কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে যাবে। (তাবারী ১৯/৭৯)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নামীরা প্রথমে জাহান্নামের রক্ষককে চল্লিশ বছর ধরে ডাকতে থাকবে। কিন্তু সে কোন উত্তর দিবেনা। চল্লিশ বছর পরে উত্তর দেয়া হবে ঃ 'তোমরা এখানেই পড়ে থাক।' জাহান্নামের রক্ষকের কাছে এবং জাহান্নামের রক্ষকের মালিক মহান আল্লাহর কাছে তাদের ডাকের কোনই গুরুত্ব থাকবেনা। অতঃপর তারা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করবে ও বলবে ঃ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ

হে আমাদের রাব্ব! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০৬-১০৭) তাদের এ কথার জবাব তাদেরকে এই দুনিয়ার দ্বিগুণ বয়স পর্যন্তও দেয়া হবেনা। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ঃ

اخْسَؤُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ তোমরা আমার রাহমাত হতে দূর হয়ে গিয়ে এই জাহান্নামের মধ্যেই লাঞ্ছিত অবস্থায় অবস্থান করতে থাক। আমার সাথে আর একটি কথাও বলনা। তখন তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে এবং গাধার মত বিকট শব্দ করতে থাকবে, যেমন গাধারা প্রথমে উচ্চ আওয়াজ দ্বারা শুরু করে এবং আস্তে আস্তে তা নিচু হয়ে যায়। (আয যুহুদ ১/১৫৮)

তাদেরকে লজ্জিত করার উদ্দেশে তাদের সামনে তাদের একটি পাপকাজ স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। তারা মু'মিনদেরকে এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদেরকে ঈমান আনার কারণে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। মহান আল্লাহ তাদেরকে বলবেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا

আমার বান্দাদের মধ্যে এক দল এমন ছিল যারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিতো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ কিন্তু হে জাহান্নামীর দল! তোমরা আমার ঐ বান্দাদেরকে নিয়ে এত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, ওটা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ

অপরাধীরা মু'মিনদেরকে উপহাস করত, তারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়ে যেত। (সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ ঃ ২৯-৩০)

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদেরকে বলবেন ঃ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ আমি আজ আমার ঐ মু'মিন বান্দাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম। আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম।

১১২। তিনি বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?	١١٢. قَٰلَ كَمۡ لَبِثۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ عَدَدَ سِنِينَ
১১৩। তারা বলবে ঃ আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন!	١١٣. قَالُواْ لَبِثۡنَا يَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٖ فَسۡـَٔلِ ٱلۡعَآدِّينَ
১১৪। তিনি বলবেন ঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে।	١١٤. قَٰلَ إِن لَّبِثۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗاۖ لَّوۡ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ
১১৫। তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি	١١٥. أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا

লَا تُرۡجَعُونَ	**করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা?**
١١٦. فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ	**১১৬। মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব।**

আল্লাহ তা‘আলা বলছেন যে, দুনিয়ার সামান্য কয়েকদিনের বয়সে এই মুশরিক ও কাফিরেরা অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যদি তারা মু’মিন হয়ে সৎ কাজ করত তাহলে আজ আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে তাদের সৎ কার্যাবলীর প্রতিদান লাভ করত। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ তোমরা দুনিয়ায় কতদিন অবস্থান করেছিলে? তারা উত্তরে বলবে ঃ **لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِّينَ** খুবই অল্প সময় আমরা দুনিয়ায় অবস্থান করেছিলাম। ঐ সময়টুকু হবে এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ। গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ

إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ এ সময়টুকু বেশীই বটে, কিন্তু আখিরাতের সময়ের তুলনায় নিঃসন্দেহে এটা অতি অল্প সময়। যদি তোমরা এটা জানতে তাহলে নশ্বর দুনিয়াকে কখনও অবিনশ্বর আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিতেনা, আর খারাপ কাজ করে এই অল্প সময়ে আল্লাহ তা‘আলাকে এত অসন্তুষ্ট করতেনা। এই সামান্য সময় যদি তোমরা ধৈর্যের সাথে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে থাকতে তাহলে আজ পরম সুখে থাকতে। তোমাদের জন্য থাকত শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেননি

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا** তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমাদেরকে সৃষ্টি

করার মধ্যে আমার কোন উদ্দেশ্য নেই, হিকমাত নেই? তোমাদেরকে কি আমি শুধু খেল-তামাশার জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তোমরা শুধু লাফ-ঝাঁপ দিয়ে বেড়াবে যেমন জন্তু জানোয়ারেরা করে থাকে? তোমরা পুরস্কার অথবা শাস্তির অধিকারী হবেনা? তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর নির্দেশ পালনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ তোমরা কি এটা মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবেনা? এটাও তোমাদের ভুল ধারণা। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩৬)

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ আল্লাহর সত্তা এর বহু উর্ধ্বে যে, তিনি অযথা কোন কাজ করবেন, তিনি অনর্থক সৃষ্টি করবেন এবং ভেঙ্গে ফেলবেন। সত্য ও প্রকৃত সম্রাট এ সবকিছু থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ *(তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব)* অর্থাৎ যে আরশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঐ আরশ হল পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত সৃষ্টি এবং একে বলা হয়েছে আরশিল কারীম। এটি দেখতে কেমন তা যেমন বর্ণনা করার মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবেনা, তেমনি এর সৌন্দর্য ও রং বৈচিত্রের বর্ণনাও কথার মালায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেমন তিনি বলেন ঃ

كَمْ أَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

আমি তাতে উদগত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৭)

১১৭। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে যার নিকট কোন সনদ নেই, তার হিসাব রয়েছে তার রবের	١١٧. وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا

حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ	নিকট, নিশ্চয়ই কাফিরেরা সফলকাম হবেনা।
١١٨. وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ.	১১৮। বল ঃ হে আমার রাব্ব! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, দয়ালুদের মধ্যে আপনিইতো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

শির্ক হল সমস্ত খারাবীর মধ্যে বড় যুল্ম, শির্ককারী কখনও সফলকাম হবেনা

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে ধমকের সুরে বলছেন ঃ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَّمَا حسَابُهُ عندَ رَبِّه তারা যে শির্ক করছে এর কোন দলীল প্রমাণ ও যুক্তি তাদের কাছে নেই। এর হিসাব আল্লাহর কাছে রয়েছে। إِنَّهُ لاَ يُفْلحُ الْكَافرُونَ কাফিরেরা তাঁর কাছে কৃতকার্য হতে পারেনা। তারা পরিত্রাণ লাভে বঞ্চিত হবে, কিয়ামাত দিবসে তারা পরিত্রান লাভ করবেনা। এরপর মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন ঃ

وَقُل رَّبِّ اغْفرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحمينَ তুমি বল ঃ হে আমার রাব্ব! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, দয়ালুদের মধ্যে আপনিইতো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি প্রার্থনার বাক্য, যা বান্দাদেরকে বলতে বলা হয়েছে। غَفْر শব্দের সাধারণ অর্থ হল পাপরাশি মিটিয়ে দেয়া এবং ওগুলো লোকদের থেকে গোপন রাখা। আর رَحْم এর অর্থ হল সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ভাল কথা ও কাজের তাওফীক দেয়া।

সূরা মু'মিনূন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২৪ ঃ নূর, মাদানী
(আয়াত ৬৪, রুকূ ৯)

٢٤ – سورة النور، مَدَنِيَّةٌ
(اَيَاتُهَا : ٦٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٩)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি। এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।	١. سُورَةٌ أَنزَلۡنَٰهَا وَفَرَضۡنَٰهَا وَأَنزَلۡنَا فِيهَآ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٍ لَّعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ
২। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।	٢. ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٍ ۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ ۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

সূরা নূর এর গুরুত্ব

'আমি এই সূরা অবতীর্ণ করেছি' এ কথা দ্বারা এই সূরার ফাযীলাত ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, অন্যান্য সূরাগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নেই।

মুজাহিদ (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, فَرَضْنَاهَا এর অর্থ হালাল, হারাম, আদেশ, নিষেধ, ওয়াদা ইত্যাদির বর্ণনা, এর মান্যকারী এবং অমান্যকারীদের উত্তম প্রতিদান অথবা শাস্তির বর্ণনা এতে রয়েছে। (তাবারী ১৯/৮৯, দুররুল মানসুর ৬/১২৪) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ আমি তোমাদের উপর ও তোমাদের পরবর্তী লোকদের উপর এটা নির্ধারিত করে দিয়েছি। (ফাতহুল বারী ৮/৩০১)

وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ এর মধ্যে সুস্পষ্ট ও খোলাখুলি উজ্জ্বল নির্দেশাবলী বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পার, আমার হুকুমসমূহ স্মরণ রাখ এবং ওগুলির উপর আমল কর।

যিনা করার অপরাধের শাস্তির বর্ণনা

এরপর আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বিবাহিত ও বিবাহিতা হবে অথবা অবিবাহিত ও অবিবাহিতা হবে। সুতরাং অবিবাহিত পুরুষ এবং অবিবাহিতা নারী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের শাস্তির বিধান হল ওটাই যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ একশ' বেত্রাঘাত। এ ছাড়া তাদেরকে এক বছরের জন্য দেশান্তরও করতে হবে। এর দলীল হল নিম্নের হাদীসটি ঃ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) ও যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দু'জন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে। একজন বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ছেলে এ লোকটির বাড়ীতে মজুর ছিল। সে এর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে ফেলেছে। আমি তার মুক্তিপণ হিসাবে একশটি বকরী ও একটি দাসী একে প্রদান করি। অতঃপর আমি জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, আমার ছেলের উপর শারঈ শাস্তি হল একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরকাল দেশান্তরকরণ। আর এর স্ত্রীর শাস্তি হল রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ!

আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সঠিক ফাইসালা করব। একশ’ বকরী ও দাসী তুমি ফিরে পাবে এবং তোমার ছেলের উপর একশ’ বেত্রাঘাত ও এক বছরকাল দেশান্তর। আর আসলাম গোত্রের উনাইস নামক একটি লোককে তিনি বললেন ঃ হে উনাইস! সকালে তুমি এই লোকটির স্ত্রীর নিকট গমন করবে। যদি সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে তাহলে তুমি তাকে রজম করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথামত উনাইস সকালে ঐ মহিলাটির নিকট গমন করল এবং সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে নেয়ায় তাকে রজম করে দিল। (ফাতহুল বারী ৫/৩৫৫, মুসলিম ৩/১৩২৪)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, অবিবাহিত ব্যভিচারীকে একশ’ বেত্রাঘাতের সাথে সাথে এক বছরের জন্য দেশান্তরও করতে হবে। আর যদি সে বিবাহিত হয় এবং বিবাহিত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে থাকে এবং সে যদি পূর্ণ বয়স্ক ও অপ্রকৃতিস্থ না হয় তাহলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।

ইমাম মালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) তাঁর এক ভাষণে হামদ ও সানার পর বলেন ঃ হে লোকসকল! আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর নিজের কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর এই কিতাবে রজম করার হুকুমের আয়াতও রয়েছে। আমরা তা পাঠ করেছি, মুখস্থ করেছি এবং আমলও করেছি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও রজম হয়েছে এবং তাঁর (ইন্তেকালের) পরে আমরাও রজম করেছি। আমি ভয় করছি যে, কয়েক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর না জানি লোকেরা হয়তো বলতে শুরু করবে যে, তারা রজম করার হুকুম আল্লাহর কিতাবে পাচ্ছেনা। আল্লাহ না করুন তারা হয়তো আল্লাহর এই ফার্‌য কাজকে যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। রজমের সাধারণ হুকুম ঐ ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হবে যে ব্যভিচার করবে এবং বিবাহিত হবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক, যখন তার ব্যভিচারের উপর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা সে গর্ভবতী হবে কিংবা স্বীকারোক্তি করবে। (মু‘আত্তা মালিক ২/৮২৩, ফাতহুল বারী ১৩/১৪৮, মুসলিম ৩/১৩১৭) এখানে শুধু প্রযোজ্য অংশটুকুই উল্লেখ করা হল।

অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ আল্লাহর বিধান কার্যকরী করার ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে

প্রভাবান্বিত না করে। অন্তরের দয়া অন্য জিনিস, ওটা থাকবেই। কিন্তু আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে ইমামের অবহেলা ও ত্রুটি করা যাবেনা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যখন ইমাম বা শাসকের কাছে এমন কোন ঘটনার বিচারের জন্য পেশ করা হবে যাতে হদ জারী করা অপরিহার্য, এরূপ ক্ষেত্রে শাসকের উচিত হদ জারী করা এবং ওটা ছেড়ে না দেয়া। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ‘আতা ইব্ন রাবাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (বাগাবী ৩/৩২১) হাদীসে এসেছে ঃ তোমরা পরস্পরের মধ্যকার হদের ব্যাপারটি মীমাংসা করে নাও। হদযুক্ত কোন ঘটনা আমার কাছে পৌঁছে গেলে হদ জারী করা আমার জন্য অপরিহার্য হয়ে যাবে। (আবূ দাঊদ ৪/৫৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক তাহলে তোমাদের উচিত আল্লাহর নির্দেশ পুরা মাত্রায় পালন করা এবং ব্যভিচারীদের উপর হদ জারী করার ব্যাপারে টাল-বাহানা না করা। তাদেরকে কঠিনভাবে প্রহার করতে হবে, কিন্তু এই প্রহার এমন হওয়া উচিত নয় যাতে অস্থি ভেঙ্গে যায়। এই শাস্তি প্রদান এ কারণে যে, তারা যেন পাপ কাজ থেকে বিরত তাকে এবং তাদের এই শাস্তি দেখে অন্যরাও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। দয়া খারাপ জিনিস নয়। হাদীসে এসেছে যে, একটি লোক বলল ঃ আমি বকরী যবাহ করি, কিন্তু আমার মনে মমতা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ এতেও তুমি সাওয়াব লাভ করবে। (আহমাদ ৫/৩৪)

জনসমক্ষে শাস্তি বাস্তবায়ন করতে হবে

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ মু’মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে যাতে সবারই অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয় এবং ব্যভিচারীও লাঞ্ছিত হয়, আর অন্য লোকেরাও এ কাজ থেকে বিরত থাকে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ প্রকাশ্যভাবে শাস্তি দিতে হবে। গোপনে মারধর করে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

৩। ব্যভিচারী ব্যভিচারিনী অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিয়ে করেনা এবং	٣. ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ

ব্যভিচারিনীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেহ বিয়ে করেনা, মু'মিনদের জন্য এদেরকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।	مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ব্যভিচারীর প্রতি ঐ লোকই রাযী/আগ্রহী হতে পারে যে নিজে ব্যভিচারিণী বা শির্ককারিণী। সে ঐ সব অসৎ কাজকে খারাপই মনে করেনা। ঃ الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً এরূপ অসতী ও ব্যভিচারিণীর সাথে ঐ পুরুষেরই বিয়ে হতে পারে যে তারই মত অসৎ, ব্যভিচারী বা মুশরিক। এ ধরণের কার্যকলাপ মু'মিনদের জন্য নিষিদ্ধ। ব্যভিচারিণী মহিলার সাথে শুধুমাত্র ব্যভিচারী পুরুষ বা মুশরিকই ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে।

কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অসতী ও ব্যভিচারিণী নারীদেরকে বিয়ে করা মুসলিমদের উপর হারাম। (দুররুল মানসুর ৬/১২৭) যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ

যারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় এবং উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৫)

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ

তোমরা সতী নারীদেরকে পত্নী রূপে গ্রহণ কর, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫) অর্থাৎ যে নারীদেরকে মুসলিম পুরুষের বিয়ে করা উচিত তাদের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি গুণ থাকতে হবে। তারা হবে সচ্চরিত্রের অধিকারিণী, তারা ব্যভিচারিণী হবেনা এবং উপপতি গ্রহণকারিণীও হবেনা। পুরুষদের মধ্যেও এই তিনটি গুণ থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক লোক উম্মে মাহ্যূল নাম্নী এক অসতী মহিলাকে বিয়ে করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে যে মহিলা অবৈধ যৌন কাজে লিপ্ত থাকত।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম اَلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... الخ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (আহমাদ)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যভিচারীর উপর চাবুক লাগানো হয়েছে সে তার অনুরূপের সাথেই বিবাহিত হতে পারে। (আবূ দাঊদ ২/৫৪৩)

৪। যারা সতী-সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী হাজির করেনা, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেনা; তারাই সত্যত্যাগী।	٤. وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدًاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ
৫। তবে যদি এরপর তারা তাওবাহ করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٥. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপকারীর শাস্তির বিধান

সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি বদনাম রটনাকারীদের জন্য কি শাস্তি রয়েছে তা উপরের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেছেন। যারা স্বাধীনা, পূর্ণ বয়স্কা এবং সৎ চরিত্রের অধিকারিনী নারীর উপর চরিত্রহীনতার মিথ্যা অভিযোগ আনবে এমন বদনামকারীদের জন্য হদ জারীর শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তবে হ্যাঁ, যদি তারা

সাক্ষী হাযির করতে পারে এবং অভিযোগের সত্যতা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে অভিযোগকারীর উপর কোন শাস্তি প্রযোজ্য হবেনা। আর যাদের অপরাধ প্রমাণিত হবে তাদের উপর হদ জারী করা হবে। যদি তারা সাক্ষী আনয়নে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের ব্যাপারে তিনটি রায় ধার্য হয়েছে। প্রথমতঃ তাদেরকে আশিটি চাবুক মারা হবে, দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতে চিরদিনের জন্য তাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে এবং তৃতীয়তঃ তাদেরকে ন্যায়পরায়ণ বলা হবেনা, বরং সত্যত্যাগী বলা হবে।

মিথ্যা অপবাদকারী কিভাবে তাওবাহ করবে

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *তবে যদি এরপর তারা তাওবাহ করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু*। উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় রায়ের ব্যাপারে এই ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়েছে। নিজের দোষী হওয়ার কথা অপবাদকারী স্বীকার করুক অথবা না করুক, তাকে হদের শাস্তি পেতেই হবে। কোন কোন আলেম বলেন যে, এর পরে তার জন্য আর কোন শাস্তি নেই, সে যদি তাওবাহ করে তাহলে তার সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাকে আল্লাহদ্রোহীও বলা যাবেনা। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ), যিনি তাবেঈনদের মধ্যে অগ্রগন্য এবং সালাফগণেরও অনেকে এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/১০৫) শা'বী (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, যদি সে তার পূর্বের অপবাদ দেয়ার কথা স্বীকার করে এবং পরে পূর্ণভাবে তাওবাহ করে নেয়ার কথা বলে তাহলে এর পরে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৬। এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই	٦. وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ

সত্যবাদী।	ٱلصَّـٰدِقِينَ
৭। আর পঞ্চম বারে বলবে যে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত।	٧. وَٱلْخَـٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ
৮। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চার বার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী।	٨. وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَـٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ
৯। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব।	٩. وَٱلْخَـٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ
১০। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পেতেনা; এবং আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।	١٠. وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

‘লি‘আন’ এর বর্ণনা

এ কয়েকটি আয়াতে বিশ্বরাব্ব আল্লাহ ঐ স্বামীদের মুক্তির উপায় বর্ণনা করেছেন যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে। এমতাবস্থায় যদি তারা সাক্ষী পেশ করতে অপারগ হয় তাহলে তাদেরকে লিআন করতে হবে। এর রূপরেখা এই যে, স্বামী বিচারকের কাছে এসে নিজের অভিযোগ বর্ণনা করবে। যখন সে সাক্ষ্য পেশ করতে অপারগ হবে তখন বিচারক তাকে চারজন সাক্ষীর

স্থলাভিষিক্ত হিসাবে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করতে বলবেন এবং সে শপথ করে বলবে যে, সে সত্যবাদী এবং সে যা বলছে তা সত্য।

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ পঞ্চমবারে সে আল্লাহর নামের শপথ করে বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর যেন আল্লাহর লা'নত নেমে আসে। এটুকু বলা হলেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে এবং ঐ স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামী তার মোহর আদায় করবে এবং স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের শাস্তি স্থির হয়ে যাবে। কিন্তু বিচারকের সামনে ঐ স্ত্রীও যদি শপথ করে বলে তাহলে তার উপর থেকে শাস্তি উঠে যাবে। সেও চারবার শপথ করে বলবে যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবার বলবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তাহলে যেন তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়। এখানে এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, স্ত্রীর জন্য 'গযব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা সাধারণতঃ কোন পুরুষ এটা চায়না যে, অযথা স্ত্রীর উপর অপবাদ দিয়ে নিজের ও আত্মীয় স্বজনের বদনাম করবে। সুতরাং প্রায়ই সে সত্যবাদী হয় এবং তার সত্যবাদিতার ভিত্তিতেই তাকে ক্ষমার্হ মনে করা যেতে পারে। এ কারণেই পঞ্চমবারে স্ত্রীকে বলিয়ে নেয়া হয় যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে। স্বামী তার নিজ চোখে দেখা অথবা ধারনা করার ব্যাপারে নালিশে কখনও অসত্য হতে পারে। কিন্তু স্ত্রী নিশ্চয়ই বলতে পারে যে, সে দোষী কিনা। তাই গযব তার উপরই পতিত হয়ে থাকে যে সত্যকে জেনে শুনে ওর অপলাপ করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পেতেনা; এবং আল্লাহ তাওবাহ কবূলকারী ও প্রজ্ঞাময়। তাদের পাপ যতই এবং যেমনই হোক না কেন, আর তারা যে সময়েই ঐ পাপের জন্য তাওবাহ করুক না কেন তিনি তা কবূল করেন। তিনি আদেশ ও নিষেধ করণে বড়ই প্রজ্ঞাময়। এই আয়াতের ব্যাপারে যেসব রিওয়ায়াত রয়েছে সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

'লিআন' এর আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا ... الخ *ব্যভিচারী ব্যভিচারিনী অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিয়ে করেনা*

এবং ব্যভিচারিনীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেহ বিয়ে করেনা ... এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আনসারগণের নেতা সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই আয়াতটি কি এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে আনসারের দল! তোমাদের নেতা যা বলছে তা কি তোমরা শুনতে পাওনি? তারা জবাবে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। এটা শুধু তার অত্যধিক অভিমানের কারণ। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার অত্যধিক অভিমানের কারণে অবস্থা এই যে, তাকে কেহ কন্যা দিতে সাহস করেনা। তখন সা'দ (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বিশ্বাসতো আছে যে, ইহা আল্লাহ হতে প্রেরিত সত্য। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি যে, যদি আমি কেহকে আমার স্ত্রীর পাশে শুয়ে থাকতে দেখতে পাই তবুও তাকে কিছুই বলতে পারবনা যে পর্যন্ত না আমি চারজন সাক্ষী নিয়ে আসব! এই সুযোগেতো সে তার কাজ শেষ করে ফেলবে! তাদের এসব আলাপ আলোচনায় কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়েছে এমন সময় সেখানে হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) আগমন করেন। তিনি ছিলেন ঐ তিন ব্যক্তির একজন যাদের তাওবাহ কবূল হয়েছিল। তিনি ইশার সময় মাঠ থেকে বাড়ী ফিরেন। বাড়ীতে এসে তিনি একজন পুরুষকে তার স্ত্রীর পাশে দেখতে পান। তিনি তাকে স্বচক্ষে দেখেন ও নিজের কানে তার কথা শুনতে পান। পরদিন সকাল পর্যন্ত তিনি কিছুই বললেননা। সকাল হলেই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন এবং তাঁকে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাতে আমি যখন মাঠ থেকে ফিরে আসি তখন আমার স্ত্রীর পাশে এক লোককে আমার নিজ চোখে দেখতে পাই এবং নিজ কানে তাদের কথা শুনতে পাই। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খুবই খারাপ বোধ হয় এবং তাঁর স্বভাবের উপর খুবই কঠিন ঠেকে। সাহাবীগণ একত্রিত হন এবং বলতে শুরু করেন ঃ সা'দ ইব্ন উবাদাহর (রাঃ) উক্তির কারণেইতো আমরা বিপদে জড়িয়ে পড়েছি। আবার এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিলাল ইব্ন উমাইয়াকে (রাঃ) অপবাদের হদ লাগাবেন এবং তাঁর সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করবেন? এ কথা শুনে হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি সত্যবাদী এবং আমি মহান আল্লাহর নিকট আশা রাখি তিনি আমার মুক্তির একটা উপায় বের করে দিবেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম! আমি দেখছি যে, আমার কথা আপনার স্বভাব বিরুদ্ধ হয়েছে। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী এবং আল্লাহ এটা ভালরূপেই জানেন। কিন্তু তিনি সাক্ষী হাযির করতে অপারগ ছিলেন বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে চাবুক মারার নির্দেশ দিতে উদ্যত হচ্ছিলেন এমন সময় অহী অবতীর্ণ হতে শুরু করল।

সাহাবীগণ তাঁর মুখমন্ডল দেখে বুঝতে পারলেন যে অহী নাযিল হচ্ছে। তা ছিল **وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ** *এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করবে।* অহী নাযিল শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিলালের (রাঃ) দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং তুমি খুশী হয়ে যাও। তখন হিলাল (রাঃ) বলেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর কাছে আমি এটাই আশা করছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিলালের (রাঃ) স্ত্রীকে ডেকে নেন এবং উভয়ের সামনে লি'আনের আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ দেখ, আখিরাতের শাস্তি দুনিয়ার তুলনায় অনেক কঠিন। হিলাল (রাঃ) বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমি সম্পূর্ণরূপে সত্যবাদী। তাঁর স্ত্রী বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার স্বামী মিথ্যা কথা বলছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ঠিক আছে, তোমরা লি'আন কর। হিলালকে (রাঃ) তিনি বললেন ঃ এভাবে চারবার শপথ কর এবং পঞ্চমবারে এইরূপ বল। হিলাল (রাঃ) যখন চারবার শপথ করে ফেলেন এবং পঞ্চমবারের পালা আসে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে হিলাল! আল্লাহকে ভয় কর। দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের তুলনায় খুবই সহজ। পঞ্চমবারে তোমার মুখ দিয়ে কথা বের হওয়া মাত্রই তোমার উপর আল্লাহর শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে। তখন তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! যেভাবে তিনি আমাকে আমার সত্যবাদিতার কারণে দুনিয়ার শাস্তি হতে বাঁচিয়েছেন, অনুরূপভাবে আমার

সত্যবাদিতার কারণে পরকালের শাস্তি হতেও তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। অতঃপর পঞ্চমবারের ভাষাও তিনি মুখ দিয়ে বের করেন।

এরপর তার স্ত্রীকে বলা হল ঃ তুমি চারবার শপথ করে বল যে, তোমার স্বামী মিথ্যাবাদী। চারবার সে শপথ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পঞ্চমবারের বাক্য উচ্চারণ করা হতে বিরত রাখেন এবং যেমনভাবে হিলালকে (রাঃ) বুঝিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তাকেও বুঝাতে লাগলেন। ফলে তার অবস্থার কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল। পঞ্চমবারের কালেমাটি উচ্চারণ করা হতে সে যবানকে সামলে নিল। এমন কি মনে হল যেন সে তার অপরাধ স্বীকার করেই ফেলবে। কিন্তু শেষে সে বলল ঃ চিরদিনের জন্য আমি আমার কাওমকে অপমানিত করতে পারিনা। অতঃপর সে বলে ফেললো ঃ যদি আমার স্বামী সত্যবাদী হয় তাহলে আমার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন যে, তার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তার সম্পর্ক যেন হিলালের (রাঃ) দিকে লাগানো না হয়। আর ঐ সন্তানকে অবৈধ সন্তানও যেন বলা না হয়। যে তাকে অবৈধ সন্তান বলবে বা ঐ স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করবে তাকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। তিনি এই ফাইসালাও দেন যে, তার পানাহারের দায়িত্ব তার স্বামীর উপর অর্পিত হবেনা। কেননা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হয়েছে। তালাকও হয়নি এবং স্বামী মৃত্যুবরণও করেনি। তিনি আরও বললেন ঃ শিশুর চুলের বর্ণ যদি লালচে হয় এবং পায়ের গোছা চিকন হয় তাহলে জানবে যে, ওটা হিলালের (রাঃ) সন্তান। আর যদি তার চুল কোকড়ানো হয়, পায়ের গোছা মোটা হয় এবং নিতম্ব ছড়ানো হয় তাহলে ঐ শিশুকে ঐ ব্যক্তির মনে করবে যার সাথে তাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে। সন্তান ভূমিষ্ট হলে দেখা গেল যে, সে ঐ খারাপ গুণ বিশিষ্ট ছিল যা অপবাদের সত্যতার নিদর্শন ছিল। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যদি এই মাসআলাটি কসমের সাথে জড়িত না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি মহিলাটিকে হদ লাগাতাম। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ এই ছেলেটি বড় হয়ে মিসরের গভর্নর হয়েছিল। তার মায়ের সাথে তার সম্পর্ক লাগানো হত এবং তার কোন পিতৃ পরিচয় ব্যবহৃত হতনা। (আবূ দাঊদ ২/৬৮৮)

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও রয়েছে। তাতে আছে যে, হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) তার স্ত্রীর উপর শারিক ইব্ন সাহমার সাথে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তা বর্ণনা

করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি সাক্ষী হাযির কর, অন্যথায় তোমার পিঠে হদ লাগানো হবে। তখন হিলাল (রাঃ) বলেন ঃ ঐ আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমি যা বলেছি তা সত্য বলেছি এবং শাস্তি থেকে আমার পিঠকে রক্ষা করার জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহ অহী প্রেরণ করবেন। এর একটু পরেই জিবরাঈল (আঃ) অহীসহ অবতরণ করেন এবং তিনি পাঠ করেন ঃ

إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

সে অবশ্যই সত্যবাদী। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৬) অহী নাযিল হওয়া শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উভয়কে চলে আসার জন্য খবর পাঠান। হিলাল (রাঃ) তার বক্তব্য পেশ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের দু’জনের একজন মিথ্যাবাদী। সে কি তাওবাহ করবে? তখন হিলালের স্ত্রীও উঠে দাঁড়ালো এবং তার পক্ষের সাফাই দিল। যখন ঐ মহিলা পঞ্চমতম সময়েও তার নির্দোষ হওয়ার কথা বলতে যাচ্ছিল তখন তারা বললেন ঃ তুমি যদি পঞ্চমবারও তোমার নির্দোষ হওয়ার কথা বল এবং তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে মনে রেখ যে, তোমার উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এ কথা শুনে ঐ মহিলা কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায় এবং আমরা মনে করেছিলাম যে, সে তার মনোভাবের পরিবর্তন করেছে। কিন্তু একটু পরেই সে বলল ঃ আজ আমি আমার গোত্রের লোকদেরকে অপমানিত করবনা। অতঃপর সে তার পক্ষে সাফাই দিয়েই ফেলল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। যদি ঐ সন্তানের চোখ দেখতে সুরমা দেয়া চোখের মত মনে হয়, ছড়ানো পাছা এবং মোটা নলাবিশিষ্ট হয় তাহলে ঐ সন্তান হবে শারিক ইব্ন সাহমার। বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দেখা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন ঐ শিশুটি দেখতে ঠিক তেমনটি হয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যদি আল্লাহর কিতাবে উল্লেখ না থাকত তাহলে তার ব্যাপারটি আমি দেখে নিতাম। এ বর্ণনাটি ইমাম বুখারীর (রহঃ)। কিন্তু ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) অন্য বর্ণনা থেকে এখানে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩০৩, তিরমিযী ৫/১৭০)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) গভর্নর থাকা অবস্থায় আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ পরস্পর লা’নতকারী বা লি‘আনকারী স্বামী-স্ত্রীর মাঝে

কি বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে? এর উত্তর দিতে আমি সক্ষম না হয়ে ইব্‌ন উমারের (রাঃ) নিকট হাযির হই এবং তাকে মাসআলাটি জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! ঠিক এই প্রশ্নই ইতোপূর্বে অমুক ইব্‌ন অমুক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেছিল। সে বলেছিল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন লোক তার স্ত্রীকে কোন মন্দ কাজে লিপ্ত অবস্থায় পেয়ে যদি মুখ দিয়ে কোন কথা বের করে তাহলে সেটাও লজ্জার কথা, আবার যদি নীরব থাকে তাহলে সেটাও খুবই দুঃখজনক নীরবতা। সুতরাং এমতাবস্থায় কি করা যায়? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকেন। লোকটি আবার এসে বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে যে প্রশ্নটি করেছি সেটা স্বয়ং আমারই ঘটনা। তখন আল্লাহ তা‘আলা সূরা নূরের এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন।

তিনি লোকটিকে উপদেশ দিতে শুরু করেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে, আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি দুনিয়ার শাস্তি থেকে অনেক কঠিন। তখন লোকটি বলল ঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি আপনার কাছে মিথ্যা বলিনি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহিলাটির দিকে ফিরে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে বলেন ঃ আখিরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি খুবই হালকা। মহিলাটি তখন বলল ঃ আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! সে মিথ্যা বলছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটিকে দিয়ে শুরু করলেন যে চারবার শপথ করে তার কথার সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল এবং পঞ্চমবার সে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, সে যদি মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তার উপর যেন আল্লাহর অভিশাপ (লা’নত) বর্ষিত হয়। এরপর তিনি মহিলাটির দিকে ফিরলেন। সেও চারবার শপথ করে বলল যে, সে মিথ্যা বলেনি। পঞ্চমবার সে বলল যে, সে যদি মিথ্যা কথা বলে থাকে তাহলে যেন তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়। এরপর তিনি তাদের উভয়কে পৃথক করে দেন। (আহমাদ ২/১৯, নাসাঈ ৬/৪১৪, ফাতহুল বারী ৯/৩৬৭, মুসলিম ২/১১৩০)

১১। যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারাতো তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করনা; বরং এটাতো	١١. إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا

তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তাদের কৃত পাপ কাজের ফল, এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।	لَّكُم ۖ بَلۡ هُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ۚ لِكُلِّ ٱمۡرِيٍٕ مِّنۡهُم مَّا ٱكۡتَسَبَ مِنَ ٱلۡإِثۡمِ ۚ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبۡرَهُۥ مِنۡهُمۡ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ

আয়িশার (রাঃ) প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়ার ঘটনা

এই আয়াত থেকে পরবর্তী দশটি আয়াত আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন মুনাফিকরা তার বিরুদ্ধে অপবাদ রচনা করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্বস্তিতার কারণে আল্লাহ তা'আলা এটাকে মর্যাদাহানিকর মনে করে আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন, যাতে তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার উপর কোন দাগ না পড়ে।

إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ *যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারাতো তোমাদেরই একটি দল*। এই অপবাদ রচনাকারীদের একটি দল ছিল, যাদের অগ্রনায়ক ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। সে ছিল মুনাফিকদের নেতা। ঐ বেঈমানই কথাটিকে বানিয়ে, সাজিয়ে-গুছিয়ে কানে কানে পৌঁছে দিয়েছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত কিছু মুসলিমও মুখ খুলতে শুরু করেছিল। এই কুৎসা রটনা প্রায় এক মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। অবশেষে কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার পূর্ণ বর্ণনা সহীহ হাদীসসমূহে বিদ্যমান রয়েছে।

যুহরী (রহঃ) বলেন ঃ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহঃ), আলকামাহ ইব্ন ওয়াক্কাস (রহঃ) এবং উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবাহ ইব্ন মাসউদ (রহঃ) আমার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে যে বদনাম করা হয়েছিল এবং তার পবিত্রতার কথা জানিয়ে আল্লাহ তা'আলা যে আয়াত নাযিল করেছেন সেই ব্যাপারে বর্ণনা করেন। তারা প্রত্যেকেই এ ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। কেহ কারও চেয়ে হয়ত বেশি জানতেন কিংবা অন্যের চেয়ে বেশি মনে রাখতে

পেরেছেন। আমি তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই এ ঘটনা জানতে পেরেছি যারা আয়িশার (রাঃ) নিজ মুখ থেকে শুনেছেন এবং সেই বর্ণনা একজন থেকে অন্য জনের কাছে একই রকম শুনেছি। তারা বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন যুদ্ধে অথবা সফরে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর স্ত্রীদের নামে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম উঠত তাকে তিনি সাথে নিয়ে যেতেন। ঘটনাক্রমে এক যুদ্ধে গমনের সময় লটারীতে আমার নাম উঠে। আমি তাঁর সাথে গমন করি। এটা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। যখন যাত্রীদল কোন জায়গায় অবতরণ করত তখন আমার হাওদাহ নামিয়ে নেয়া হত। আমি হাওদাহর মধ্যেই বসে থাকতাম। আবার যখন কাফেলা চলতে শুরু করত তখন আমার হাওদাহটি উষ্ট্রের উপর উঠিয়ে দেয়া হত। এভাবে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাই।

যুদ্ধ শেষে আমরা মাদীনার পথে ফিরতে শুরু করি। আমরা মাদীনার নিকটবর্তী হলে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করা হয় এবং এরপর আবার যাত্রার ঘোষণা দেয়া হয়। আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করার উদ্দেশে বের হয়ে পড়ি এবং সেনাবাহিনীর তাঁবু থেকে কিছু দূরে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করে আমি ফিরে আসি। সেনাবাহিনীর তাঁবুর নিকটবর্তী হয়ে আমি গলায় হাত দিয়ে দেখি যে, গলায় হারটি নেই। আমি তখন হার খোঁজার জন্য আবার ফিরে যাই এবং হারটি খুঁজতে থাকি এবং এ জন্য কিছুটা সময় পার হয়ে যায়। ইত্যবসরে সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করে দিল। যে লোকগুলো আমার হাওদাহ উঠিয়ে নিত তারা মনে করল যে, আমি হাওদাহর মধ্যেই রয়েছি, তাই তারা আমার হাওদাহটি উটের পিঠে উঠিয়ে নিল এবং চলতে শুরু করল। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ঐ সময় পর্যন্ত মহিলারা খুব বেশী পানাহার করতনা, ফলে তাদের দেহ বেশী ভারী হতনা। তাই হাওদাহ বহনকারীরা হাওদাহর মধ্যে আমার থাকা না থাকা টেরই পেলনা। তাছাড়া আমি ছিলাম ঐ সময় খুবই অল্প বয়সী মেয়ে। মোট কথা, দীর্ঘক্ষণ পর আমি আমার হারানো হারটি খুঁজে পেলাম। সেনাবাহিনীর বিশ্রামস্থলে পৌঁছে আমি কোন মানুষের নাম নিশানাও পেলামনা। আমি ঐ জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে আমার উটটি বসা ছিল। সেখানে আমি এ অপেক্ষায় বসে পড়লাম যে, সেনাবাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে যখন আমার না থাকার খবর পাবে তখন অবশ্যই এখানে লোক পাঠাবে। বসে বসে আমার ঘুম এসে যায়।

ঘটনাক্রমে সাফওয়ান ইব্ন মুআত্তাল সুলামী যাকওয়ানী (রাঃ) যিনি সেনাবাহিনীর পিছনে ছিলেন এবং শেষ রাতে চলতে শুরু করেছিলেন, সকালে

এখানে পৌঁছে যান। একজন ঘুমন্ত মানুষকে দেখে তিনি গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন বলে দেখা মাত্রই চিনে ফেলেন এবং উচ্চ স্বরে তাঁর মুখ দিয়ে إِنَّا لِلَّه وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُوْنَ বেরিয়ে পড়ে। তার এ শব্দ শোনা মাত্রই আমার চোখ খুলে যায় এবং আমি চাদর দিয়ে আমার মুখ ঢেকে ফেলে নিজেকে সামলে নিই। তৎক্ষণাৎ তিনি তার উটটি বসিয়ে দেন এবং আমি উঠে উটের উপর সওয়ার হয়ে যাই। তিনি উটকে উঠিয়ে চালাতে শুরু করেন। আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি এবং আমিও তার সাথে কোন কথা বলিনি। إِنَّا لِلَّه ছাড়া আমি তার মুখে অন্য কোন কথা শুনিনি। দুপুর নাগাদ আমরা আমাদের যাত্রীদলের সাথে একত্রিত হই।

এটুকু ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ধ্বংসপ্রাপ্তরা তিলকে তাল করে প্রচার শুরু করে দেয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা রচনাকারী ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। মাদীনায় এসেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং এক মাস পর্যন্ত রোগে ভুগতে থাকি ও বাড়ীতেই অবস্থান করি। আমি নিজেও কিছু শুনিনি এবং কেহ আমাকে কোন কথাও বলেনি। আলোচনা সমালোচনা যা কিছু হচ্ছিল তা লোকদের মধ্যেই হচ্ছিল। আমি ছিলাম এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বে-খবর। তবে মাঝে মাঝে এরূপ ধারণা আমার মনে জেগে উঠত যে, আমার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে প্রেম ও ভালবাসা ছিল তা কেন কমে যাচ্ছে? অন্যান্য সময় আমি রোগাক্রান্তা হলে তিনি আমার প্রতি যে ভালবাসা দেখাতেন, এই রোগের অবস্থায় আমি তা দেখতে পেতামনা। তিনি আমার কাছে আসতেন, সালাম দিতেন এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। এছাড়া তিনি আর কিছু বলতেননা। এতে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেতাম। কিন্তু অপবাদদাতাদের অপবাদ সম্পর্কে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অনবহিত।

ঐ সময় পর্যন্ত আমাদের বাড়ীতে পায়খানা নির্মিত হয়নি এবং আরাবদের প্রাচীন অভ্যাসমত আমরা আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরা করার জন্য মাঠে গমন করতাম। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ রাতেই যেত। বাড়ীতে পায়খানা তৈরী করতে মানুষ সাধারণভাবে ঘৃণাবোধ করত। অভ্যাসমত আমি উম্মে মিসতাহ বিন্ত আবি রুহম ইবনুল মুত্তালিব ইব্ন আব্দ মানাফের সাথে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরা করার জন্য গমন করি। ঐ সময় আমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। এই উম্মে মিস্তাহ আমার আব্বার খালা ছিলেন। তার মা ছিল

সাখর ইব্‌ন আমিরের কন্যা। তার পুত্রের নাম ছিল মিসতাহ ইব্‌ন উশাশাহ ইব্‌ন ‘আব্বাদ ইবনুল মুত্তালিব। আমরা যখন বাড়ী ফিরছিলাম তখন উম্মে মিসতাহর পা তার কাপড়ে জড়িয়ে পড়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে যে, মিসতাহ্ ধ্বংস হোক। এটা আমার কাছে খুবই খারাপ বোধ হল। আমি তাকে বললাম ঃ আপনি খুব খারাপ কথা উচ্চারণ করলেন, সুতরাং তাওবাহ করুন। আপনি এমন লোককে গালি দিলেন যে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তখন উম্মে মিসতাহ বললেন ঃ হে সরলমনা মেয়ে! তুমি কি কিছুই খবর রাখনা? আমি বললাম ঃ ব্যাপার কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ যারা তোমার উপর অপবাদ আরোপ করেছে তাদের মধ্যে সেও একজন। তার এ কথায় আমি খুবই বিস্ময়বোধ করি এবং আমি আরও অসুস্থ হয়ে যাই। বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আগমন করেন এবং সালাম দিয়ে আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন।

আমি তাঁকে বললাম ঃ আমাকে আপনি কি আমার পিতার বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিবেন? আমার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা। তিনি অনুমতি দিলেন এবং আমি পিতার বাড়ী চলে গেলাম। আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আম্মাজান! লোকদের মধ্যে আমার সম্পর্কে কি কথা ছড়িয়ে পড়েছে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ তুমি শান্ত হও! এটাতো খুবই সাধারণ ব্যাপার। এতে তোমার মন খারাপ করার কোনই কারণ নেই। যে স্বামীর কাছে তার কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন স্ত্রী খুবই প্রিয় হয় সেখানে এরূপ ঘটনা ঘটে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আমি বললাম ঃ সুবহানাল্লাহ! তাহলে সত্যিই লোকেরা আমার সম্পর্কে এরূপ গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে? তখন আমি শোকে ও দুঃখে এত মুষড়ে পড়ি যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। তখন থেকে যে আমার কান্না শুরু হয়, সারা রাত এভাবেই কেটে যায়। এক মুহুর্তের জন্যও আমার অশ্রু বন্ধ হয়নি। দিনেও ঐ একই অবস্থা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী আসতে বিলম্ব হয়। তাই তিনি আলী (রাঃ) ও উসামাহ ইব্‌ন যায়িদকে (রাঃ) ডেকে পাঠান। তিনি আমাকে পৃথক করে দিবেন কিনা এ বিষয়ে এ দু’জনের সাথে পরামর্শ করেন। উসামাহতো (রাঃ) স্পষ্টভাবে বলে দেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার এ স্ত্রীর কোন মন্দগুণ আমার জানা নেই। আমাদের হৃদয় তার মহব্বত, মর্যাদা ও ভদ্রতার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য সদা বিদ্যমান। তবে আলী (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আপনার উপর

কোন সংকীর্ণতা নেই। তিনি ছাড়া আরও বহু মহিলা রয়েছে। আপনার বাড়ীর চাকরানীকে জিজ্ঞেস করলে তার সম্পর্কে আপনি সঠিক তথ্য জানতে পারবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ বাড়ীর চাকরানী বারিরাহকে (রাঃ) ডেকে পাঠান। তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে বারিরাহ! তোমার সামনে আয়িশার (রাঃ) এমন কোন কাজ কি প্রকাশ পেয়েছে যা তোমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলেছে? উত্তরে বারিরাহ (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তাকে বদনাম দেয়ার মত কোন কাজ আমি কখনও হতে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, এটুকু শুধু দেখেছি যে, তাঁর বয়স অল্প হওয়ার কারণে মাঝে মাঝে ঠাসা আটা অরক্ষিত অবস্থায় রেখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে বকরী এসে ঐ আটা খেয়ে নেয়। এ ঘটনার কোন প্রমাণ পাওয়া গেলনা বলে ঐ দিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে উঠে জনগণকে সম্বোধন করে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল সম্পর্কে বলেন ঃ কে এমন আছে যে আমাকে ঐ ব্যক্তির অনিষ্টতা ও কষ্ট থেকে বাঁচাতে পারে, যে আমাকে কষ্ট দিতে দিতে ঐ কষ্ট আমার পরিবার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে শুরু করেছে? আল্লাহর শপথ! আমার জানা মতে আমার এ স্ত্রীর মধ্যে ভাল গুণ ছাড়া মন্দ গুণ কিছুই নেই। তার সাথে যে ব্যক্তিকে তারা এ কাজে জড়িয়ে ফেলেছে তার মধ্যেও সততা ছাড়া আমি কিছুই দেখিনি। সে আমার সাথেই আমার বাড়ীতে প্রবেশ করত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শুনে সা’দ ইব্‌ন মুআয আনসারী (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি প্রস্তুত রয়েছি। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তাহলে এখনই আমি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছি। আর যদি সে আমাদের খাযরাজী ভাইদের মধ্যকার লোক হয় তাহলে আপনি নির্দেশ দিন, আমরা আপনার নির্দেশ পালনে মোটেই ত্রুটি করবনা। তার এ কথা শুনে সা’দ ইব্‌ন উবাদা (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান। তিনি খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি খুবই সৎ লোক ছিলেন। কিন্তু সা’দ ইব্‌ন মুআযের (রাঃ) ঐ সময়ের ঐ উক্তির কারণে তার গোত্রীয় মর্যাদায় আঘাত লাগে। তাই তিনি ওর পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে সা’দ ইব্‌ন মুআযকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ তুমি মিথ্যা বললে। না তুমি তাকে হত্যা করবে, না তুমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। সে যদি তোমার গোত্রের লোক হত তাহলে তুমি তার নিহত হওয়া কখনও পছন্দ করতেনা। তাঁর এ কথা শুনে উসায়েদ ইব্‌ন হুযায়ের (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান। তিনি ছিলেন সা’দ ইব্‌ন মুআযের (রাঃ) আত্মীয় সম্পর্কীয় ভাই। তিনি বলতে শুরু

করেন ঃ হে সা'দ ইব্ন উবাদা (রাঃ)! আপনি মিথ্যা বললেন। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। আপনি মুনাফিক বলেই মুনাফিকদের পক্ষপাতিত্ব করছেন।

তখন আউস এবং খাযরাজ গোত্র একে অপরের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতেই আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর থেকেই তাদেরকে থামাতে থাকেন। অবশেষে উভয় দল নীরব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও নীরবতা অবলম্বন করেন।

এই তো ছিল সেখানকার ঘটনা। আর আমার অবস্থা এই ছিল যে, সারা দিন আমার কান্নাকাটি করেই কেটে যায় এবং রাতেও আমার ঘুম ছিলনা। আমার পিতা-মাতা ধারণা করলেন যে, এ কান্না আমার কলিজা ফেড়েই ফেলবে। বিষণ্ন মনে আমার পিতা-মাতা আমার নিকট বসেছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় আনসারের একজন মহিলা আমাদের নিকট আগমন করে এবং সেও আমার সাথে কাঁদতে শুরু করে। আমরা সবাই এভাবেই বসেছিলাম, এমতাবস্থায় আকস্মিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেখানে আগমন ঘটে। তিনি সালাম দিয়ে আমার পাশে বসে পড়েন। আল্লাহর শপথ! যখন থেকে এই অপবাদ ছড়িয়ে পড়ে তখন থেকে ঐ দিনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমার পাশে বসেননি। এক মাস অতিক্রান্ত হয়েছিল। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা ঐরূপই ছিল। এ সময়ের মধ্যে তাঁর উপর কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি। অতএব কোন সিদ্ধান্তেও তিনি পৌঁছতে পারেননি। বসে বসেই তিনি তাশাহহুদ পাঠ করেন।

অতঃপর বলেন ঃ হে আয়িশা! তোমার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি যদি সত্যিই সতী-সাধ্বী থেকে থাক তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতা ও সতীত্বের কথা প্রকাশ করে দিবেন। আর যদি প্রকৃতই তুমি কোন পাপে জড়িয়ে পড়ে থাক তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবাহ কর। কারণ বান্দা যখন কোন পাপ কাজে লিপ্ত হবার পর তা স্বীকার করে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও তাঁর কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি তাকে ক্ষমা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটুকু বলার পর নীরব হয়ে যান। তাঁর এ কথা শুনেই আমার কান্না বন্ধ হয়ে যায়। অশ্রু শুকিয়ে যায়। এমন কি এক ফোঁটা অশ্রুও চোখে ছিলনা। আমি আমার পিতাকে বললাম যে, তিনি যেন আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জবাব

দেন। কিন্তু তিনি বলেন ঃ আমি তাঁকে কি জবাব দিব তা বুঝতে পারছিনা। তখন আমি আমার মাকে লক্ষ্য করে বললাম ঃ আপনি আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উত্তর দিন। কিন্তু তিনিও বলেন ঃ আমি তাঁকে কি উত্তর দিব তা খুঁজে পাচ্ছিনা। তখন আমি নিজেই জবাব দিতে শুরু করলাম। আমার বয়সতো তেমন বেশী ছিলনা এবং কুরআনও আমার বেশী মুখস্থ ছিলনা। আমি বললাম ঃ আপনারা সবাই একটা কথা শুনেছেন এবং মনে স্থান দিয়েছেন। আর হয়তো ওটা সত্য বলেই মনে করেছেন। এখন আমি যদি বলি যে, আমি এই বেহায়াপনা কাজ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন যে, আমি আসলেও এ পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত, কিন্তু আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেননা। আর আমি যদি এটা স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন যে, আমি সম্পূর্ণরূপে নিস্পাপ, তাহলে আপনারা আমার কথা মেনে নিবেন। এখন আমার ও আপনাদের দৃষ্টান্ততো সম্পূর্ণরূপে আবূ ইউসুফের (ইউসুফের (আঃ) পিতা ইয়াকূবের (আঃ) নিম্নের উক্তিটি ঃ

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সেই বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১৮) এটুকু বলেই আমি পাশ পরিবর্তন করি এবং আমার বিছানায় শুইয়ে পড়ি।

আল্লাহর শপথ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যেহেতু আমি পবিত্র ও দোষমুক্ত, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমার দোষমুক্ত থাকার কথা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করবেন। কিন্তু আমি এটা কল্পনাও করিনি যে, আমার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবে এবং এ বিষয়টি চিরদিনের জন্য লোকেরা পাঠ করতে থাকবে। আমি নিজেকে অতি নগণ্য মনে করতাম এবং ভাবিনি যে, আমার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হতে পারে। তবে হ্যাঁ, বড় জোর আমার ব্যাপারে এরূপ হতে পারে যে, আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হয়ত স্বপ্নযোগে আমার দোষমুক্ত হওয়ার কথা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহর শপথ! তখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জায়গা থেকে সরেননি এবং বাড়ীর কোন লোকও বাড়ী হতে বের হননি এমতাবস্থায় তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হতে শুরু করে। তাঁর মুখমণ্ডলে ঐসব নিদর্শন প্রকাশ পায় যা অহীর সময় প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাঁর ললাট হতে ঘামের পবিত্র ফোঁটা পতিত হতে থাকে। কঠিন শীতের সময়ও অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় ওর গুরুভারের কারণে ঐ অবস্থাই প্রকাশ পেত। অহী অবতীর্ণ

হওয়া শেষ হলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর চেহারা মুবারক খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সর্বপ্রথম তিনি আমার দিকে চেয়ে বলেন ঃ হে আয়িশা! তুমি খুশী হয়ে যাও। কারণ মহান আল্লাহ তোমার দোষমুক্ত হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। তৎক্ষণাৎ আমার মা আমাকে বলেন ঃ হে আমার প্রিয় কন্যা! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে যাও। আমি উত্তরে বললাম ঃ আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সামনে দাঁড়াবনা এবং মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নিকট কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবনা। তিনিই আমার দোষমুক্তি ও পবিত্রতার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। ঐ সময় যে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছিল তা হল ঃ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ হতে দশটি আয়াত। এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন আমার পবিত্রতা প্রমাণিত হয়ে যায় তখন আমার অপবাদ রচনাকারীদের মধ্যে মিসতাহ ইব্ন উসাসাও (রাঃ) ছিল। আমার পিতা তার দারিদ্র্যতা ও তার সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে বরাবরই তাকে যে সাহায্য করে আসছিলেন এবং তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আসছিলেন তা বন্ধ করে দেয়ার কথা ঘোষণা করে বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আয়িশার বিরুদ্ধে সে যে সব কথা বলেছে সেই কারণে আমি কখনও তার জন্য কোন কিছু ব্যয় করবনা। তখন মহান আল্লাহ নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى হতে وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ পর্যন্ত।

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবেনা। তারা যেন তাদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ২২) তখন আবূ বাকর (রাঃ) বলে উঠেন ঃ আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন এটা আমি ভালবাসি। অতঃপর তিনি ইতোপূর্বে মিসতাহর (রাঃ) উপর যে খরচ করতেন তা তিনি পুনরায় চালু করে দেন এবং বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! কখনও আমি তার থেকে এটা বন্ধ করবনা।

আমার এই ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রী যাইনাবকেও (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত স্ত্রীর মধ্যে যাইনাব (রাঃ) আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন। কিন্তু তার

আল্লাহ ভীতির কারণে তিনি আমার প্রতি কলংক আরোপ করা হতে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের উত্তরে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আমার কর্ণ ও চক্ষুকে রক্ষিত রাখছি, আল্লাহর শপথ! আমি তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানিনা। অথচ তার বোন হামনাহ বিন্ত জাহাশ আমার সম্পর্কে বহুকিছু বলেছিল এবং আমার বিরুদ্ধে বোনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল। তথাপি যাইনাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) আমার সম্পর্কে একটিও মন্দ কথা উচ্চারণ করেননি। তবে তার বোন আমার অপবাদ রচনায় বড় রকমের ভূমিকা পালন করেছিল এবং সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। (আহমাদ ১/১৯৪, ফাতহুল বারী ৮/৩০৬, মুসলিম ৪/২১২৯, ইব্ন হিশাম ৩/৩০৯) তিনি আরও বলেন ঃ ইয়াহইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে এবং অন্যত্র আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বাকর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম আনসারী (রহঃ) আমরাহ (রহঃ) হতে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে উপরে বর্ণিত বিষয়টি হুবহু বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ *যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারাতো তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করনা; বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর*। আয়াতগুলির ভাবার্থ হল ঃ যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারাতো তোমাদেরই একটি দল। তারা সংখ্যায় কয়েকজন। হে আবূ বাকরের পরিবার! তোমরা এটাকে তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করনা। বরং ফলাফলের দিক দিয়ে দীন ও দুনিয়ায় এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। দুনিয়ায় তোমাদের সত্যবাদিতা প্রমাণিত হবে এবং আখিরাতে তোমরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আয়িশাকে (রাঃ) নির্দোষ প্রমাণকারী আয়াতসমূহ কুরআনুল কারীমে অবতীর্ণ হবে, যার আশে পাশে মিথ্যা আসতেই পারেনা।

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪২) এ কারণেই যখন উম্মুল মু'মিনীন আয়িশার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তার কাছে হাযির হয়ে বলেন ঃ আপনি

সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। তিনি আপনাকে খুবই ভালবাসতেন এবং আপনি ছাড়া তিনি অন্য কোন কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি। আপনার দোষমুক্তি সম্বলিত আয়াতসমূহ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৪০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ যারা (আয়িশার (রাঃ) প্রতি) এই অপবাদ রচনা করেছে তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে পাপ কাজের ফল। আর তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এর দ্বারা অভিশপ্ত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূলকে বুঝানো হয়েছে। সঠিক উক্তি এটাই। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন এবং সে অভিশপ্ত হোক। তবে কেহ কেহ বলেছেন যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে হাসসান ইব্‌ন সাবিতকে (রাঃ)। কিন্তু এ উক্তিটি সঠিক নয়।

১২। এ কথা শোনার পর মু’মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারনা করেনি এবং বলেনি ঃ এটাতো সুস্পষ্ট অপবাদ?	١٢. لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟ هَـٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ
১৩। তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী হাযির করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী হাযির করেনি, সেই কারণে তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী।	١٣. لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا۟ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ

অপবাদ না ছড়ানোর ব্যাপারে মু'মিনদেরকে নির্দেশ প্রদান

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আদব শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যারা আয়িশার (রাঃ) শানে জঘন্য কথা মুখ দিয়ে বের করেছে তাদের জন্য ওটা মোটেই শোভনীয় হয়নি।

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا বরং তাদের উচিত ছিল যে, যখনই তারা ঐ কথা শুনল তখনই তাদের শারয়ী মাসআলা সম্পর্কে তারা ঐ ধারণা করত, যে ধারণা তারা নিজেদের সম্পর্কে করে থাকে। তারা নিজেদের জন্যও এরূপ কাজ মোটেই সমীচীন মনে করেনা। তাহলে উম্মুল মু'মিনীনের মর্যাদাতো তাদের মর্যাদার বহু উর্ধ্বে। ঠিক এ ধরনেরই একটা ঘটনা ঘটেও ছিল।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ আবূ আইউব খালিদ ইব্ন যায়িদ আনসারীকে (রাঃ) তাঁর স্ত্রী উম্মে আইউব (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ আয়িশা (রাঃ) সম্পর্কে যেসব কথা বলা হচ্ছে তা কি আপনি শুনেছেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ! এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। হে উম্মে আইউব! তুমিই বলত, তুমি কি কখনও এরূপ কাজ করতে পার? উত্তরে তাঁর স্ত্রী বলেন ঃ নাঊযুবিল্লাহ! এ কাজ আমি কখনও করতে পারিনা। এটা আমার জন্য অসম্ভব। তখন আবূ আইউব (রাঃ) বলেন ঃ তাহলে চিন্তা করে দেখ, আয়িশাতো (রাঃ) তোমার চেয়ে বহুগুণে উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্না (তাহলে তার দ্বারা এ কাজ কিরূপে সম্ভব হতে পারে?)। সুতরাং যখন আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় তখন প্রথমে অপবাদ রচনাকারীদের বর্ণনা দেয়া হয়, অর্থাৎ হাসসান (রাঃ) এবং তার সঙ্গীদের। তারপর এই আয়াতগুলিতে আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রীর এ কথাগুলির বর্ণনা দেয়া হয় যেগুলি উপরে বর্ণিত হল। (তাবারী ১৯/১২৯)

বলা হয়েছে ঃ هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ মু'মিনদের মন পরিষ্কার থাকা উচিত এবং ভাল ধারণা পোষণ করা কর্তব্য। আর মুখেও এরূপ ঘটনাকে খণ্ডন করা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা উচিত। কেননা যতটুকু ঘটনা ঘটেছে তাতে সন্দেহ করার কিছুই নেই। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) খোলাখুলিভাবে সাফওয়ান ইব্নুল মুআত্তালের (রাঃ) সওয়ারীর উপর আরোহণ করেছেন, সবাই তা দেখতে পেয়েছে এবং দিন দুপুরে সেনাবাহিনীর দলের সাথে মিলিত হয়েছেন। সেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ্যমান রয়েছেন। আল্লাহ না করেন যদি তাঁর পদস্খলন ঘটে থাকত তাহলে এমন খোলাখুলিভাবে সেনাবাহিনীর সাথে

মিলিত হতেননা, বরং গোপনে মিলিত হয়ে যেতেন, কেহ টেরই পেতনা। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অপবাদ রচনাকারীরা যে কথা মুখ দিয়ে বের করেছে তা সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এর ফলে তারা নিজেদের ঈমান ও ইযযাত নষ্ট করে ফেলেছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْلاَ جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? তারা যখন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি তখন আল্লাহর বিধানে তারা মিথ্যাবাদী, পাপী ও অপরাধী প্রমাণিত হয়ে গেল।

১৪। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত।	١٤. وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِى مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
১৫। যখন তোমরা লোকমুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিলনা এবং তোমরা একে তুচ্ছ গন্য করেছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয়।	١٥. إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ

অপবাদকারীদেরকে তাদের অপরাধ থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে আল্লাহর সুযোগ প্রদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ হে ঐ লোকসকল! যারা

আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে মুখে মন্দ ও অশোভনীয় কথা উচ্চারণ করেছ, জেনে রেখ যে, তোমাদের উপর যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত, এইভাবে যে, তিনি দুনিয়ায় তোমাদের তাওবাহ কবূল করেছেন এবং আখিরাতে তোমাদের ঈমানের কারণে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, তাহলে তোমরা মুখ দিয়ে যে কথা বের করেছ এ কারণে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি স্পর্শ করত। এই আয়াতটি ঐ লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের অন্তরে ঈমান ছিল, কিন্তু ত্বরা প্রবণতার কারণে তাদের মুখ দিয়ে ঐ কথা বেরিয়ে গিয়েছিল। যেমন মিসতাহ (রাঃ), হাসসান (রাঃ) এবং হামনাহ বিন্‌ত জাহাস (রাঃ)! কিন্তু যাদের অন্তর ছিল ঈমান শূন্য, যারা ঐ তুফান উঠিয়েছিল, যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল এবং তার অনুরূপ মুনাফিকরা এই হুকুমের বহির্ভূত। কেননা তাদের অন্তরে ঈমান ছিলনা, আর না তারা সৎকার্য সম্পাদন করত এবং পরে তারা তাদের মিথ্যা কথনকে প্রত্যাহারও করেনি। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, যে অপরাধ ও পাপের উপর যে শাস্তির ভয় দেখানো হয় তা তখনই স্থির হয়ে যায় যদি ওর মুকাবিলায় তাওবাহ না থাকে বা ঐরূপ অথবা ওর চেয়ে বড় সাওয়াব না থাকে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে অর্থাৎ এক মুখ হতে আর এক মুখে এবং আর এক মুখ হতে অন্য মুখে, এভাবে খবরটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

অন্যদের কিরা'আতে إِذْ تَلِقُوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ রয়েছে। অর্থাৎ যখন তোমরা ঐ মিথ্যা কথা ছড়িয়ে দিচ্ছিলে। সহীহ বুখারীতে বলা হয়েছে যে, আয়িশা (রাঃ) আয়াতটি إِذْ تَلِقُوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ এভাবে পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৪০) তার মতে, এখানে ঐ মিথ্যাবাদীর ঐ মিথ্যাকে বলা হয়েছে যাতে সে অনড় থাকে। তবে প্রথমে যেভাবে আয়াত বর্ণনা করা হয়েছে ওটিই বেশির ভাগ লোক অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং ওভাবেই তারা পাঠ করে থাকেন। তবে মু'মিনদের মাতা আয়িশা (রাঃ) দ্বিতীয় পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ তোমরা এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিলনা। তোমরা এ কথাটিকে হালকা মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহর নিকট এটা

ছিল গুরুতর বিষয়। কোন মুসলিমের স্ত্রীর প্রতি এরূপ অপবাদ রচনা করা গুরুতর অপরাধ। আর ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রী। তাহলে তার সম্পর্কে এই অপবাদ রচনা করা কত বড় অপরাধ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ *এবং তোমরা একে তুচ্ছ গন্য করেছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয়।* অর্থাৎ তোমরা বলাবলি করছিলে যে, তোমরা যা বলেছ তা এমন কিইবা গুরুতর বিষয়, এ রকম কথাতো হাস্য কৌতুক হিসাবে বলা যেতেই পারে। সে যদি একজন সাধারণ মহিলাও হত এবং এরূপ বদনাম রটানো হত তাহলে আল্লাহর কাছে তা সামান্য বিষয় হতনা। আর এখানে যার ব্যাপারে বদনাম রটানো হয়েছে সেতো নাবীদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রীর ব্যাপারে করা হয়েছে। আল্লাহর কাছে এটা অতি জঘন্য ব্যাপার, যা তাকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত করেছে। কোন নাবীর স্ত্রীর ব্যাপারেই এরূপ অপবাদ দিলে তিনি এ অবস্থায় শাস্তি না দিয়ে পারতেননা।

এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা এটাকে তুচ্ছ মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার কাছে ছিল এটা গুরুতর বিষয়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ কোন কোন সময় মানুষ আল্লাহ তা‘আলার অসন্তুষ্টির কোন কথা মুখে বলে ফেলে যার কোন গুরুত্ব তার কাছে থাকেনা। কিন্তু ঐ কারণে সে জাহান্নামের এত নিম্ন স্তরে পৌঁছে যায় যত নিম্ন স্তরে আকাশ হতে যমীন রয়েছে। এমন কি তার চেয়েও নিম্নস্তরে চলে যায়। (ফাতহুল বারী ১১/৩১৪, মুসলিম ৪/২২৯০)

১৬। এবং তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেন বললেনা ঃ এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিৎ নয়; আল্লাহ পবিত্র, মহান! এটাতো এক গুরুতর অপবাদ।	١٦. وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا سُبْحَـٰنَكَ هَـٰذَا بُهْتَـٰنٌ عَظِيمٌ
১৭। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ তোমরা যদি মু’মিন হও তাহলে	١٧. يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا۟

لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ	**কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করনা।**
١٨. وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَـٰتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	**১৮। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।**

আরও নাসীহাতের বর্ণনা

পূর্বে লোকদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, ভাল লোকদের সম্পর্কে সত্যাসত্য নিরূপন না করে কোন মন্দ কথা মুখ দিয়ে বের করা যাবেনা। খারাপ ধারণা, জঘন্য অপবাদ এবং শাইতানী কুমন্ত্রণা হতে দূরে থাকতে হবে। কখনও এরূপ খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের করা যাবেনা। যদি অন্তরে এরূপ শাইতানী কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েও যায় তবুও জিহ্বাকে সংযত রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মাতের অন্তরে সৃষ্ট কুমন্ত্রণাকে ক্ষমা করে থাকেন যে পর্যন্ত না ওটা মুখে প্রকাশ করে অথবা কাজে পরিণত করে। (ফাতহুল বারী ১১/৫৫৭, মুসলিম ১/১১৬, ১১৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا যখন তোমরা এটা শুনলে তখন কেন বললেনা, ‘এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়’? তোমাদের বলা উচিত ছিল ঃ আমরা এ বেআদবী করতে পারিনা যে, আল্লাহর বন্ধু এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সম্পর্কে এরূপ বাজে ও জঘন্য কথা বলে ফেলি। আল্লাহর সত্তা পবিত্র। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ তোমরা যদি মু’মিন হও তাহলে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি কোন লোক ঈমান থেকে অজ্ঞ থাকে তাহলে

সেতো বেআদব, অভদ্র এবং ভাল লোকদেরকে ঘৃণাকারী হবেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। তিনি সর্বজ্ঞ। বান্দার জন্য কি কল্যাণকর তা তিনি সম্যক অবগত এবং তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন হুকুমই নিপুণতা শূন্য নয়।

١٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَـٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	**১৯। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা।**

অবৈধ যৌন মিলনের ঘটনা না ছড়ানোর ব্যাপারে নাসীহাত

এটা হল তৃতীয় সতর্কতা, যে ব্যক্তি এ ধরনের কথা শুনবে তার জন্য ওটা ছড়িয়ে দেয়া হারাম। যারা এ রকম জঘন্য কথা ছড়িয়ে বেড়ায় তাদেরকে পার্থিব শাস্তি অর্থাৎ হদ লাগানো এবং পারলৌকিক শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা। সুতরাং সমস্ত বিষয় আল্লাহ তা'আলার দিকেই ফিরিয়ে দেয়া উচিত।

শাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দিওনা, তাদেরকে দোষারোপ করনা এবং তাদের গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করনা। যে তার মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয় দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে আল্লাহ তা'আলাও তার দোষ-ত্রুটির পিছনে লাগবেন এবং তাকে লাঞ্ছিত করবেন, এমন কি সে নিজ গৃহে অবস্থান করলেও। (আহমাদ ৫/২৭৯)

২০। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পেতেনা, এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।	٢٠. وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
২১। হে মু'মিনগণ! তোমরা শাইতানের পদাংক অনুসরণ করনা; কেহ শাইতানের পদাংক অনুসরণ করলে শাইতানতো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়; আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেহই কখনও পবিত্র হতে পারতেনা, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন, এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٢١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আল্লাহর করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ যদি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, দয়া, স্নেহ ও করুণা না হত তাহলে ঐ সময় অন্য কিছু ঘটে যেত। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাওবাহকারীদের তাওবাহ কবূল করে নিয়েছেন ও পবিত্রতা লাভ করতে

ইচ্ছুকদেরকে তিনি শারীয়াতের বিধান মতে শাস্তি প্রদানের পর পবিত্র করেছেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ হে মু'মিনগণ! তোমরা শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা, তার কথামত তাঁর প্রদর্শিত পথে চলনা। সেতো তোমাদেরকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে। সুতরাং তার অনুসরণ করা থেকে তোমাদের বেঁচে থাকা উচিত। তোমাদের কর্তব্য হল তার কাজ-কর্ম এবং কুমন্ত্রণা হতে দূরে থাকা। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইহা হল তার আমল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বাজে বিষয় নিয়ে কানাঘুষা করা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ প্রতিটি পাপই হচ্ছে শাইতানী পদক্ষেপ। (দুররুল মানসুর ১/৪০৪) আবূ মিজলায (রহঃ) বলেন ঃ পাপ করার ব্যাপারে শপথ করা হল শাইতানী কাজ। (তাবারী ৩/৩০১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই কখনও শির্ক ও কুফরী হতে পবিত্র হতে পারতেনা। এটা মহান রবের অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে তাওবাহ করার তাওফীক দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমাদের তাওবাহ কবূল করে তোমাদেরকে পাপ থেকে পবিত্র করে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করেন এবং যাকে চান ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করেন। কে সঠিক পথের পথিক এবং কে পথভ্রষ্ট সবই তাঁর গোচরে রয়েছে। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।

২২। তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবেনা; তারা	٢٢. وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ

وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	**যেন তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।**

যাদেরকে সম্পদ প্রদান করা হয়েছে, তাদের প্রতি দান করা এবং সহনশীল হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ তোমাদের মধ্যে যারা ধনবান ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং দান-খাইরাতকারী তারা যেন এরূপ শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং মুহাজিরদেরকে কিছুই দিবেনা। এভাবে তাদের দিকে মনোযোগ ফিরানোর পর তাদেরকে আরও নরম করার জন্য বলেন ঃ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا তারা যদি কোন ভুল-ত্রুটি করে বসে তাহলে যেন তারা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের ঐ দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। এটাও আল্লাহ তা'আলার সহনশীলতা, দয়া, স্নেহ ও অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর সৎ বান্দাদেরকে ভাল কাজেরই নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

এই আয়াতটি আবূ বাকরের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি মিসতাহ ইব্ন উসাসার (রাঃ) প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ ও সাহায্য সহানুভূতি না করার শপথ করেন। কেননা তিনি আয়িশার (রাঃ) প্রতি অপবাদ রচনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতের তাফসীরে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

যখন প্রকৃত তথ্য আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দিলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হয়ে গেলেন, আর মুসলিমদের অন্তর উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মু'মিনদের তাওবাহ কবূল করা হল এবং অপবাদ রচনাকারীদের কেহ কেহকে শারীয়াতের বিধান মতে শাস্তি প্রদান করা হল তখন মহান আল্লাহ আবূ

বাকরের (রাঃ) মনোযোগ মিসতাহর (রাঃ) দিকে ফিরাতে বলেন, যিনি তাঁর খালাতো ভাই ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই দরিদ্র লোক। আবূ বাকর (রাঃ) তাঁকে লালন-পালন করে আসছিলেন। তিনি ছিলেন মুহাজির। কিন্তু ঘটনাক্রমে আয়িশার (রাঃ) এ ঘটনায় তাঁর মুখ খুলে গিয়েছিল। তাঁর উপর অপবাদের হদ্দও লাগানো হয়েছিল। আবূ বাকরের (রাঃ) মুক্ত হস্তে দান করার অভ্যাসের কথাটি ছিল সর্বজন বিদিত। তার দান ছিল আপন ও পর সবারই জন্য উম্মুক্ত।

أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এই আয়াতটি আবূ বাকরের (রাঃ) কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বলে ফেলেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমরা চাই যে, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আর তখন থেকেই তিনি মিসতাহর (রাঃ) সাহায্য ও দান পুনরায় চালু করেন এবং বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই মিসতাহকে (রাঃ) সাহায্য করতে থাকব।

২৩। যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।	٢٣. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
২৪। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে -	٢٤. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
২৫। সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্ত প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন	٢٥. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ

ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ	এবং তারা জানবে যে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।

সৎ পথ অবলম্বনকারী নারীকে অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে সাবধান বাণী

যারা সাধারণ সতী সাধ্বী, সরলমনা ও মু'মিনা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাদেরকে এখানে আল্লাহর তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাদেরই শাস্তি যদি এরূপ হয় তাহলে যারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী, মুসলিমদের মাতাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাদের শাস্তি কি হতে পারে? বিশেষ করে ঐ স্ত্রীর উপর যার ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, যিনি আবূ বাকরের (রাঃ) কন্যা ছিলেন।

উলামায়ে কিরামের এর উপর ইজমা রয়েছে যে, এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পরেও যে ব্যক্তি আয়িশাকে (রাঃ) অপবাদের সাথে স্মরণ করে সে কাফির। কেননা সে কুরআনুল হাকীমের বিরুদ্ধাচরণ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীদের ব্যাপারেও সঠিক উক্তি এটাই যে, তারাও আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) মতই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। যেমন তাঁর উক্তি অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৫৭)

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক অপবাদ রচনাকারী এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে এই হুকুম আরও বেশী প্রযোজ্য। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) সাধারণত্বকেই পছন্দ করেন এবং এটা সঠিকও বটে। (তাবারী ১৯/১৩৯)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাতটি ধ্বংসকারী পাপ

থেকে তোমরা বেঁচে থাক। জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐগুলো কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ ঐগুলো হল আল্লাহর সাথে শির্‌ক করা, যাদু করা, বিনা কারণে কেহকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের মাইদান থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী, সরলা মু'মিনা স্ত্রীলোকের উপর অপবাদ আরোপ করা। (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২)

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে*। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ মুশরিকরা যখন দেখবে যে, জান্নাতে সালাত আদায়কারীরা ছাড়া আর কেহই প্রবেশ করেনা তখন তারা তাদের শিরকের কথা অস্বীকার করবে। তৎক্ষণাৎ তাদের মুখের উপর মোহর মেরে দেয়া হবে এবং তাদের হাত-পা তাদের বিরুদ্ধে তখন সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে। অতএব তারা আল্লাহর কাছে কোন কথাই গোপন করতে পারবেনা। (দুররুল মানসুর ৭/৩১৯, তাবারী ৮/৩৭৩)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ (একদা) আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির ছিলাম এমন সময় তিনি এমনভাবে হেসে ওঠেন যে, তাঁর মুখের ভিতরের অংশের দাঁতগুলিও দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি কেন হাসলাম তা তোমরা জান কি? আমরা উত্তরে বললাম ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তিনি তখন বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন বান্দা তার রবের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে। সে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি কি আমাকে যুল্‌ম হতে বিরত রাখেননি? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলবেন ঃ হ্যাঁ। সে বলবে ঃ আচ্ছা, আজ আমি নিজেই আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিব, আর কেহ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী থাক। অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বলা করা হবে, তোমরা বলতে থাক। তখন ওগুলি তার সবকিছুই প্রকাশ করে দিবে। সে তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বলবে ঃ তোমরা ধ্বংস হও, তোমাদের পক্ষ থেকেইতো আমি বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলাম। (মুসলিম ২৯৬৯)

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ *সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্ত প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন*। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে *'দীনাহুম'* দ্বারা 'হিসাব'

বুঝানো হয়েছে। কুরআনে যখনই এ শব্দটি এসেছে তখনই এর অর্থ করা হয়েছে 'তাদের হিসাব।' অন্যান্য আলেমগণও একই মত পোষণ করেন। (তাবারী ১৯/১৪১)

ঐ সময় মানুষ জানতে পারবে যে, আল্লাহর ওয়াদা/অঙ্গীকার ও ভীতি প্রদর্শন সবই সত্য। হিসাব গ্রহণে তিনি ন্যায়বান এবং যুল্‌ম হতে তিনি বহু দূরে। হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে তিনি বান্দার উপর তিল পরিমাণও যুল্‌ম করবেননা।

২৬। দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকে যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র; এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।	٢٦. ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

আয়িশার (রাঃ) সততা, যার মানব সন্তানের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়েছিল

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এইরূপ মন্দ কথা মন্দ লোকদের জন্যই শোভা পায়। ভাল কথা ভাল লোকদের জন্যই শোভনীয় হয়ে থাকে। অর্থাৎ, মুনাফিকরা আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) প্রতি যে অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর সম্পর্কে যে জঘন্য কথা উচ্চারণ করেছে তার যোগ্য তারাই। কেননা তারাই অশ্লীল ও ম্লেচ্ছ। আয়িশা (রাঃ) সতী-সাধ্বী বলে তিনি পবিত্র কথারই যোগ্য। এ আয়াতটিও আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৯/১৪২, দুররুল মানসুর ৬/১৬৭) মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বাসরী (রহঃ), হাবিব ইব্‌ন আবী সাবিত (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ)

একে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ১৯/১৪৩, ১৪৪) তিনি এভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, খারাপ লোকেরাই খারাপ কথা প্রচার করে বেড়ায় এবং ভাল লোকদের কাছ থেকে ভাল কথাই প্রচারিত হয়। মুনাফিকরা আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে যে জঘন্য কথা প্রচার করেছিল তা তাদের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। তিনিতো উত্তম আমলকারীদের মধ্যে অন্যতম, তারা যা বলে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বের। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ খারাপ নারীরাই খারাপ পুরুষের জন্য এবং খারাপ পুরুষেরাই খারাপ নারীদের জন্য। অন্যদিকে মু'মিনা নারীরা মু'মিন পুরুষের জন্য এবং মু'মিন পুরুষরা মু'মিনা নারীদের জন্য। (তাবারী ১৯/১৪৪) আয়াতটির পরিষ্কার অর্থ এই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি সব দিক দিয়েই পবিত্র, তাঁর বিয়েতে যে আল্লাহ তা'আলা অসতী ও ম্লেচ্ছা নারী প্রদান করবেন এটা অসম্ভব। কলুষিতা নারী কলুষিত পুরুষের জন্য শোভনীয়। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ লোকে যা বলে তারা তা হতে পবিত্র। এই দুষ্ট লোকদের মন্দ ও ঘৃণ্য কথায় তারা যে দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে এটাও ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা লাভের কারণ। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী বলে জান্নাতে আদনে তাঁর সাথেই থাকবে।

২৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করনা; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।	٢٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

٢٨. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا۟ فَٱرْجِعُوا۟ ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ	**২৮। যদি তোমরা গৃহে কেহকে না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবেনা যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।**
٢٩. لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَٰعٌ لَّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ	**২৯। যে গৃহে কেহ বাস করেনা তাতে তোমাদের জন্য দ্রব্য সামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।**

কারও গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি চাওয়া এবং উহার আদব

এখানে শারীয়াত সম্মত আদব বা ভদ্রতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। ঘোষিত হচ্ছে ঃ কারও বাড়ীতে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা কর। অনুমতি পেলে প্রবেশ কর। প্রথমে সালাম বল। প্রথমবারের অনুমতি প্রার্থনায় যদি অনুমতি না মিলে তাহলে দ্বিতীয়বার অনুমতি চাও। এবারেও অনুমতি না পেলে তৃতীয়বার অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি এই তৃতীয়বারেও অনুমতি না পাও তাহলে ফিরে যাও।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা আবূ মূসা (রাঃ) উমারের (রাঃ) নিকট গমন করেন। তিনবার তিনি তাঁর বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চান। যখন কেহই তাঁকে ডাকলেননা তখন তিনি ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পর উমার (রাঃ) লোকদেরকে বললেন ঃ দেখতো, আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস (রাঃ) ভিতরে আসতে

চাচ্ছেন। তাকে ভিতরে ডেকে নাও। এক লোক বাইরে এসে দেখে যে, তিনি ফিরে গেছেন। লোকটি গিয়ে উমারকে (রাঃ) এ খবর দিল। পরে উমারের (রাঃ) সাথে আবূ মূসার (রাঃ) সাক্ষাৎ হলে উমার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি ফিরে গিয়েছিলেন কেন? উত্তরে আবূ মূসা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ এই যে, তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পরেও অনুমতি না পেলে ফিরে আসতে হবে। আপনার ওখানে গিয়ে আমি ভিতরে প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চেয়েছিলাম। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে হাদীসের উপর আমল করে ফিরে এসেছি। উমার (রাঃ) তখন তাকে বলেন ঃ আপনি এ হাদীসের পক্ষে সাক্ষী নিয়ে আসুন, অন্যথায় আমি আপনাকে শাস্তি দিব। আবূ মূসা (রাঃ) ফিরে এসে আনসারের এক দলের কাছে হাযির হন এবং তাদের সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আনসারগণ বলেন ঃ এটাতো সাধারণ মাসআলা। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন এবং আমরা শুনেছি। আমরা আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে অল্প বয়সী ছেলেটিকেই আপনার সাথে পাঠাচ্ছি। সে’ই সাক্ষ্য দিয়ে আসবে। অতঃপর আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) গেলেন এবং উমারকে (রাঃ) বললেন ঃ আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এ কথা শুনেছি। ঐ সময় উমার (রাঃ) আফসোস করে বলেন ঃ বাজারের লেন-দেন আমাকে এই মাসআলা থেকে উদাসীন রেখেছে। (তাবারী ১৯/১৪৪)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন ঃ আনাস (রাঃ) হতে অথবা অন্য কেহ হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা’দ ইব্ন উবাদাহর (রাঃ) কাছে (তাঁর বাড়ীতে প্রবেশের) অনুমতি চান। তিনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলেন। সা’দ (রাঃ) উত্তরে ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলেন। কিন্তু তিনি এমন নিম্ন স্বরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনতে পাননি। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার সালাম দেন এবং তিনবারই একই অবস্থা ঘটে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে ফিরে আসতে শুরু করেন। এ দেখে সা’দ (রাঃ) তাঁর পিছনে দৌড়ে এসে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার প্রত্যেক সালামের শব্দই আমার কানে পৌঁছেছে এবং প্রত্যেক সালামের আমি জবাবও দিয়েছি, কিন্তু আপনার দু‘আ ও বারাকাত বেশী প্রাপ্তির আশায় এমন স্বরে সালামের জবাব দিয়েছি যেন আপনার কানে না পৌঁছে। সুতরাং মেহেরবানী করে এখন আমার বাড়ী ফিরে

চলুন। তার এ কথায় রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর (সা’দের রাঃ) বাড়ীতে ফিরে আসেন। সা’দ (রাঃ) তাঁর সামনে কিশমিশ পেশ করেন। তিনি তা খেয়ে বলেন ঃ তোমার এ খাদ্য সৎ লোকে আহার করুন এবং মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী তোমার প্রতি রাহমাতের জন্য প্রার্থনা করুন। তোমার এ খাদ্য দ্বারা সিয়াম পালনকারীগণ ইফতার করুন। (আহমাদ ৩/১৩৮)

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, বাড়ীতে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনাকারী দরজার সামনে দাঁড়াবেনা। বরং তাকে ডানে বা বামে একটু সরে দাঁড়াতে হবে। কেননা সুনান আবূ দাউদে আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কারও বাড়ী যেতেন তখন তিনি তার বাড়ীর দরযার ঠিক সামনে দাঁড়াতেননা। বরং এদিক-ওদিক একটু সরে দাঁড়াতেন। আর তিনি সালাম দিতেন। তখন পর্যন্ত দরযার উপর পর্দা টানানোর কোন ব্যবস্থা ছিলনা। (আবূ দাঊদ, ৫/৩৭৪)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ কেহ যদি তোমার বাড়ীতে তোমার অনুমতি ছাড়াই উঁকি মারে এবং তুমি তাকে পাথর মেরে দাও, আর এর ফলে যদি তার চক্ষু বিদীর্ণ হয় তাহলে তাতে তোমার কোন অপরাধ হবেনা। (ফাতহুল বারী ১২/২৫৩, মুসলিম ৩/১৬৯৯)

বর্ণিত আছে যে, একদা যাবির (রাঃ) তাঁর পিতার ঋণ আদায়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন। তিনি দরযায় করাঘাত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ কে? যাবির (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি, আমি? তিনি যেন ‘আমি’ বলাকে অপছন্দ করলেন। (ফাতহুল বারী ১১/৩৭, মুসলিম ৩/১২৯৬, আবূ দাঊদ ৫/৩৭৪, তিরমিযী ৭/৪৯১, নাসাঈ ৬/৯০, ইব্ন মাজাহ ৩/১২২২) কেননা ‘আমি’ বলায় ঐ ব্যক্তি কে তা জানা যায়না যে পর্যন্ত না নাম বা কুনিয়াত বলা হবে। ‘আমি’তো প্রত্যেকেই নিজের জন্য বলতে পারে। অতএব এর দ্বারা প্রকৃত অনুমতি প্রার্থনাকারীর পরিচয় লাভ করা যেতে পারেনা। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ‘মানুষের জন্য সহজ করে দেয়া’ এর অর্থ হল কারও গৃহে প্রবেশ করার ব্যাপারে অনুমতি নেয়া। অন্যান্যরাও এ মত পোষণ করেন। (তাবারী ১৯/১৪৬)

কালাদাহ ইবনুল হাম্বল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মাক্কা বিজয়ের সময় সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) মুসলিম হওয়ার পর একদা তাকে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ঐ সময় উপত্যকার উঁচু স্থানে অবস্থান করছিলেন। কালাদাহ ইবনুল হাম্বল (রাঃ) সালাম প্রদান ও অনুমতি প্রার্থনা ছাড়াই তাঁর নিকট পৌঁছে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ ফিরে যাও এবং বল ঃ আসসালামু আলাইকুম, আমি আসতে পারি কি? (আহমাদ ৩/৪১৪, আবূ দাঊদ ৫/৩৬৮, তিরমিযী ৭/৪৯০, নাসাঈ ৬/৮৭)

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, 'আতা ইব্ন রাবাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনটি আয়াত এমন রয়েছে যেগুলির আমল মানুষ পরিত্যাগ করেছে। একটি এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৩) অথচ লোকদের ধারণায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হল ঐ ব্যক্তি যার বাড়ী বড় এবং যে সম্পদ ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী। আর কারও বাড়িতে প্রবেশের ব্যাপারে আদব ও ভদ্রতার আয়াতগুলির উপর আমলও মানুষ ছেড়ে দিয়েছে। 'আতা (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমার বাড়ীতে আমার পিতৃহীন বোনেরা রয়েছে, যারা একই ঘরে থাকে। তাদের কাছে গেলেও কি আমাকে অনুমতি নিতে হবে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই তোমাকে অনুমতি নিতে হবে। 'আতা (রহঃ) দ্বিতীয়বার তাকে ঐ প্রশ্নই করেন যে, হয়ত কোন ছাড়ের (অব্যাহতির) সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু এবারও ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তুমি কি তাদেরকে অনাবৃত অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? তিনি জবাবে বলেন ঃ না। তিনি বললেন ঃ তাহলে অবশ্যই তোমাকে অনুমতি নিতে হবে। 'আতা (রহঃ) তৃতীয়বার ঐ প্রশ্নই করেন। তিনি জবাবে বলেন ঃ তুমি কি আল্লাহর হুকুম মানবেনা? তিনি উত্তর দেন ঃ 'হ্যাঁ, অবশ্যই মানবো। তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে অবশ্যই তুমি তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিবে।

অন্যত্র ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, তাঊস (রহঃ) আমাকে বলেন যে, তার পিতা বলেছেন ঃ যাদের সাথে চিরতরে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদেরকে আমি তাদের অনাবৃত অবস্থায় দেখে ফেলি এর চেয়ে জঘন্য বিষয় আমার কাছে আর কিছুই নেই। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেন ঃ আমি শুনেছি যে, হুযাইল ইব্ন সুরাহবিল আল আউদী

আল আমাহ (রহঃ) ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ তুমি তোমার মায়ের কক্ষে প্রবেশ করার সময়েও তার অনুমতি চাবে।

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি ‘আতাকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ অনুমতি না নিয়ে কি স্ত্রীর কাছেও যাওয়া যাবেনা? উত্তরে তিনি বলেন ঃ এখানে অনুমতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাকেও সংবাদ দিলে অবশ্যই তা হবে উত্তম। এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, ঐ সময় হয়ত স্ত্রী এমন অবস্থায় রয়েছে, যে অবস্থায় তার স্বামী তাকে দেখুক এটাও সে পছন্দ করেনা।

যাইনাব (রাঃ) বলেন ঃ আমার স্বামী আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) যখন আমার কাছে আসতেন তখন তিনি গলা খাঁকর দিতেন অথবা থুথু ফেলতেন যাতে বাড়ীর লোকেরা তার আগমন সংবাদ জানতে পারে এবং তিনি যা অপছন্দ করেন সেই অবস্থায় যেন কেহকে দেখতে না পান। (তাবারী ১৯/১৪৮)

মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, অজ্ঞতার যুগে সালামের কোন প্রচলন ছিলনা। একে অপরের সাথে মিলিত হত, কিন্তু তাদের মধ্যে সালামের আদান-প্রদান হতনা। কারও সাথে দেখা হলে তারা বলত ঃ ‘শুভ সকাল’ ‘শুভ সন্ধ্যা।’ কেহ কারও বাড়ী গেলে অনুমতি নিতনা, এমনিতেই প্রবেশ করত। প্রবেশ করার পরে বলত ঃ ‘আমি এসে গেছি।’ এর ফলে কোন কোন সময় বাড়ীর লোকদের বড়ই অসুবিধা হত। এমনও হত যে, বাড়ীতে তারা স্ত্রী পরিবার নিয়ে এমন অবস্থায় থাকত, যে অবস্থায় তারা কারও প্রবেশকে খুবই অপছন্দ করত। আল্লাহ তা‘আলা এই কু-প্রথাগুলো সুন্দর আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে দূর করে দেন। (দুররুল মানসুর ৬/১৭৬) এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। এতে আগমনকারী ও বাড়ীর লোক উভয়ের জন্যই শান্তি ও কল্যাণ রয়েছে। এগুলি তোমাদের জন্য উপদেশ ও শুভাকাঙ্ক্ষা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ যদি তোমরা গৃহে কেহকেও না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবেনা যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। কেননা এটা হল অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা, যা বৈধ নয়। বাড়ীর মালিকের এ অধিকার রয়েছে যে, ইচ্ছা হলে সে অনুমতি দিবে, না হলে দিবেনা।

وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ যদি তোমাদেরকে বলা হয় ঃ ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এতে মন খারাপ করার কিছুই নেই। বরং এটাতো বড়ই উত্তম পন্থা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ কোন কোন মুহাজির (রাঃ) দুঃখ করে বলতেন ঃ আমাদের জীবনে এই আয়াতের উপর আমল করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু অনুমতি চাওয়ার পর যদি কেহ আমাকে বলত 'ফিরে যাও' তাহলে আমি ফিরে যেতাম। তবে তা অতি সন্তুষ্ট চিত্তে নয়, যদিও আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ *যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।* (তাবারী ১৯/১৫০) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ যে গৃহে কেহ বাস করেনা তাতে তোমাদের দ্রব্য-সামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ নেই। এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত হতে বিশিষ্ট। এতে ঐ ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের অবকাশ রয়েছে যে ঘরে কেহ বাস করেনা এবং ওর মধ্যে কারও কোন আসবাবপত্র থাকে। যেমন অতিথিশালা ইত্যাদি। এখানে প্রবেশের একবার যখন অনুমতি পাওয়া যাবে তখন বারবার আর অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই এ আয়াতটি যেন পূর্ববর্তী আয়াত হতে স্বতন্ত্র।

৩০। মু'মিনদেরকে বল ঃ তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে; এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে; তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।	٣٠. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

দৃষ্টি নীচু করা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ যেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা আমি হারাম করেছি ওগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করনা। হারাম জিনিস হতে চক্ষু নীচু করে নাও। যদি আকস্মিকভাবে দৃষ্টি পড়েই যায় তাহলে দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টি ফেলনা।

জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ সাথে সাথেই দৃষ্টি সরিয়ে নিবে। (মুসলিম ৩/১৬৯৯)

সহীহ হাদীসে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পথের উপর বসা হতে তোমরা বেঁচে থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে এবং কথা বলাও যরুরী হয়? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এমতাবস্থায় পথের হক আদায় করবে। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পথের হক কি? জবাবে তিনি বললেন ঃ দৃষ্টি নিম্নমুখী করা, সালামের উত্তর দেয়া, ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। (ফাতহুল বারী ৫/১৩৪)

আবুল কাসিম আল বাগাবী (রহঃ) আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা আমাকে ছ'টি জিনিসের নিশ্চয়তা দাও, তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিব। ছ'টি জিনিস হল ঃ কথা বলার সময় মিথ্যা বলনা, আমানাতের খিয়ানাত করনা, ওয়াদা ভঙ্গ করনা, দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখবে, হাতকে যুল্ম করা হতে বাঁচিয়ে রাখবে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করবে। (তারিখ আল খাতীব ৭/৩৯২, তাবারানী ৮/৩১৪, ইব্ন হিব্বান ২/২০৪)

দৃষ্টি পড়ার পর অন্তরে ফাসাদ সৃষ্টি হয় বলেই লজ্জাস্থানকে রক্ষা করার জন্য দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দৃষ্টিও ইবলীসের তীরসমূহের মধ্যে একটি তীর। সুতরাং ব্যভিচার হতে বেঁচে থাকার জন্য দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখাও যরুরী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ

যারা নিজেদের যৌনাংগকে সংযত রাখে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫) হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিজের

লজ্জাস্থানের হিফাযাত কর, তোমার স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া। (আহমাদ ৫/৩, আবূ দাঊদ ৪/৩০৪, তিরমিযী ৮/৫৩, নাসাঈ ৫/৩১৩, ইব্‌ন মাজাহ ১/৬১৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ নিস্কলুষ থাকার ব্যাপারে এটাই তাদের জন্য উত্তম। অর্থাৎ তাদের অন্তর পবিত্র রাখার ব্যাপারে এটাই উত্তম পন্থা। যেমন বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় দৃষ্টিকে হারাম জিনিসের উপর নিক্ষেপ করেনা, আল্লাহ তার চক্ষু জ্যোতির্ময় করে তোলেন এবং তার অন্তরও আলোকময় করে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ তারা যা করে আল্লাহ সেই বিষয়ে অবহিত। তাদের কোন কাজ তাঁর কাছে গোপন নেই।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৯)

সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইব্‌ন আদমের যিম্মায় ব্যভিচারের অংশ লিখে দেয়া হয়েছে, সে অবশ্যই তা পাবে। চোখের ব্যভিচার হল দেখা, মুখের ব্যভিচার বলা, কানের ব্যভিচার হল শোনা, হাতের ব্যভিচার স্পর্শ করা এবং পায়ের ব্যভিচার হল চলা। অন্তর কামনা ও বাসনা রাখে। অতঃপর যৌনাঙ্গ এ সবগুলোকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে অথবা সবগুলোকে মিথ্যাবাদী বানিয়ে দেয়। (ফাতহুল বারী ১১/২৮, মুসলিম ৪/২০৪৭) পূর্বযুগীয় অনেক মনীষী দাড়ি গজায়নি এমন বালকদের দিকে ফিরে তাকাতেও পুরুষদেরকে নিষেধ করতেন।

৩১। ঈমান আনয়নকারিনী নারীদেরকে বল ঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তা ব্যতীত	٣١. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ
أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ
أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ
غَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ
ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ
عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশে সজোরে পদক্ষেপ না ফেলে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

পর্দা করার আদেশ

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঈমান আনয়নকারিণী নারীদেরকে হুকুম করছেন যাতে মর্যাদাশীল পুরুষদের মনে সান্ত্বনা আসে এবং অজ্ঞতা যুগের জঘন্য প্রথার অবসান ঘটে।

এ ছাড়া এটি হচ্ছে জাহিলিয়াত যামানার আচরণের অনুসরণ। বেপর্দা কাফির নারীদের সাথে পর্দা করা সম্মানিতা মুসলিম মহিলাদেরকে পার্থক্য করার এটি একটি বিশেষ প্রথা। পর্দা করার ব্যাপারে যে আয়াত নাযিল হয়েছে তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ আমরা শুনেছি, তবে আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন যে, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আসমা বিন্ত মুরশিদাহ (রাঃ) বানী হারিশাহ এলাকায় তার নিজ গৃহে বাস করতেন এবং তার প্রতিবেশি মহিলারা তার কাছে আসা-যাওয়া করত। তাদের পরিধানের কাপড় পায়ের নিচ পর্যন্ত না থাকার কারণে তাদের পায়ের টাখনু দেখা যেত। তারা বক্ষ ও চুল খুলে রাখা অবস্থায় আসত। আসমা (রাঃ) বলেন ঃ এটা কতই না জঘন্য প্রথা! ঐ সময় এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ১৪৩৮৯, মুরসাল)

সুতরাং নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ মুসলিম নারীদেরকেও তাদের চক্ষু নিম্নমুখী রাখতে হবে। স্বামী ছাড়া আর কারও দিকে কাম-দৃষ্টিতে তাকানো যাবেনা।

কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, ইচ্ছা না থাকা অবস্থায় মহিলারা তাদের মাহরাম নয় এমন ব্যক্তিকে দেখতে পারবেন। এ বিষয়ে তারা একটি হাদীসের উল্লেখ করে থাকেন। একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদ থেকে ইথিওপীয়দের বর্শা নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা দেখছিলেন। সেদিন ছিল ঈদের দিন। মু'মিনদের মা আয়িশা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। যখন তাদের প্রতিযোগিতা দেখতে আর ভাল লাগছিলনা তখন আয়িশা (রাঃ) ওখান থেকে চলে যান। (বুখারী ৪৫৪)

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (*এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে*) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে হিফাযাত

করা। আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন ঃ কুরআনের যেখানেই গোপনাঙ্গের হিফাযাতের কথা বলা হয়েছে সেখানেই এর অর্থ হবে অবৈধ যৌনাচার থেকে মুক্ত থাকা। এর ব্যতিক্রম হল وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ এ আয়াতটি, যার অর্থ হচ্ছে অন্যরা যাতে দেখতে না পায় সেইভাবে হিফাযাতে রাখবে। (তাবারী ১৯/১৫৪) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا তারা যেন তাদের সৌন্দর্য মাহরিম ছাড়া অন্যদেরকে প্রদর্শন না করে, শুধুমাত্র ঐ অংশ ছাড়া যা কোনভাবেই আড়াল করে রাখা যায়না। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তা হল পরিধেয় কাপড়, বোরখা ইত্যাদি। অর্থাৎ মহিলারা তাদের পোশাকের উপর যে বোরখা পরিধান করেন তা সরে গিয়ে যদি পরিধেয় বস্ত্র কখনও কখনও দেখা যায় তাতে কোন দোষ নেই। কারণ এটা তার ইচ্ছাকৃত নয় এবং এটা বন্ধ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। হাসান (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ), আবুল জাওযা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং আরও অনেকে ইব্ন মাসউদের (রাঃ) এ মতামতের অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ১৯/১৫৬) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ তারা এমন পোশাক ব্যবহার করবে যেন তাদের গলা, বুক কিংবা পাঁজর দেখা না যায়, যাতে তাদেরকে জাহিলিয়াতী মহিলাদের থেকে আলাদা করা যায়।

خمر শব্দটি خِمَار শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক ঐ জিনিসকে خِمَار বলা হয় যা ঢেকে ফেলে। দো-পাট্টা মাথাকে ঢেকে ফেলে বলে ওটাকেও خِمَار বলা হয়। বেপর্দা নারীরা মানুষের সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় তাদের উম্মুক্ত বক্ষ প্রকাশ করে বেড়ায়, তাদের গলা, কপাল, চুল, এমনকি কানে ব্যবহৃত গহনাও প্রকাশমান থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনা নারীদেরকে আদেশ করছেন, তারা যেন নিজেদেরকে ঢেকে চলাফিরা করেন। তিনি আরও বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মু'মিনা নারীদেরকে বল ঃ তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবেনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৫৯)

আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ঐ মহিলাদের উপর রহম করুন যারা প্রথম প্রথম হিজরাত করেছিল। যখন وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তারা নিজেদের চাদর ফেড়ে দো-পাট্টা বানিয়েছিল। কেহ কেহ নিজের তহবন্দের পাশ কেটে নিয়ে ওটা দ্বারা মাথা ঢেকে নেয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩৪৭)

وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ পুরুষ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যাদের সামনে নারীরা থাকতে পারে। খুব সাজসজ্জা ছাড়া লজ্জাবনতা অবস্থায় তাদের সামনে তারা যাতায়াত করতে পারে। যদি বাহ্যিক কোন আভরণের উপর তাদের দৃষ্টি পড়ে যায় তাহলে এতে কোন অপরাধ হবেনা। তবে স্বামী এর ব্যতিক্রম। কেননা নারী তার সামনে পূর্ণ সাজ-সজ্জার সাথে থাকতে পারবে। ইব্ন মুনযির (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইকরিমাহ (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ চাচা ও মামার সাথেও বিবাহ নিষিদ্ধ, তথাপি তাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ এই যে, তারা হয়তো তাদের ছেলেদের সামনে তাদের ভ্রাতুস্পুত্রী ও ভাগিনেয়ীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। এ জন্যই তাদের সামনেও দো-পাট্টা বাঁধা ছাড়া আসা উচিত নয়। (তাবারী ১৯/১৬০) স্বামীর ব্যাপারতো এই যে, স্ত্রীর সবকিছুই তার জন্য। অর্থাৎ স্বামীর খুশির জন্য স্ত্রী তার মনের মত করে সব ধরণের সাজ-গোজ করবে। তবে ঐ সাজ-সজ্জা নিয়ে সে স্বামী ছাড়া আর কারও কাছে যাবেনা।

এ আয়াতে নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম নারীরা পরস্পরের সামনে নিজেদের আভরণ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু অমুসলিম নারীর সামনে যেমন ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু নারীদের সামনে মুসলিম নারী তার আভরণ প্রকাশ করবেনা। এর কারণ এই যে, খুব সম্ভব ঐ অমুসলিম নারীরা তাদের স্বামীদের সামনে ঐ মুসলিম নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। মুসলিম নারীদের ব্যাপারেও এই আংশকা আছে বটে, কিন্তু শারীয়াত এটা হারাম করে

দিয়েছে বলে তারা এরূপ করতে পারবেনা। কিন্তু অমুসলিম নারীকে এর থেকে বাধা দিবে কিসে?

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারীর জন্য বৈধ নয় যে, সে অন্য নারীর সাথে সাক্ষাত হলে তার সৌন্দর্যের বর্ণনা তার স্বামীর সামনে এমনভাবে বলে যেন তার স্বামী ঐ নারীকে স্বয়ং দেখছে। (ফাতহুল বারী ৯/২৫০)

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ *এবং তাদের ডান হাত যাদের অধিকারী।* ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে মূর্তি পূজকদের যে সমস্ত মহিলা মুসলিমদের হস্তগত হয়েছে। ঐ মহিলাদের সামনে মুসলিম মহিলারা তাদের সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করতে পারবে, সে কাফিরা/মুশরিকা হলেও তাদের দাসী হিসাবে গন্য হচ্ছে। (তাবারী ১৯/১৬০) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিবও (রহঃ) অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। (দুররুল মানসুর ৬/১৮৩) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন-কামনা রহিত তাদের সামনেও আভরণ প্রকাশ করা যাবে। অর্থাৎ গৃহের কর্মচারীদের মধ্যে যাদের পুরুষত্ব নেই এবং মহিলাদের প্রতি কোনই আকর্ষণ নেই তাদের হুকুম মাহরিম আত্মীয় পুরুষদের মতই। অর্থাৎ এসব আভরণ তাদের সামনে প্রকাশ করা যাবে। কিন্তু সেই খোজা, যার মুখের ভাষা খারাপ এবং সদা মন্দ কথা ছড়িয়ে বেড়ায় সে এই হুকুম বহির্ভূত।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক খোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীতে আসে। তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ এই আয়াতের মর্মানুযায়ী লোকটিকে আসতে নিষেধ করেননি। ঘটনাক্রমে ঐ সময়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে পড়েন। ঐ সময় সে এক মহিলার কথা বর্ণনা করছিল ঃ সে যখন আসে তখন তার পেটের উপর চারটি ভাঁজ পড়ে এবং যখন ফিরে যায় তখন আটটি ভাঁজ দৃষ্টিগোচর হয়। তার এ কথা শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'সাবধান! এরূপ লোককে কখনও আসতে দিবেনা। অতঃপর তাকে মাদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সে তখন বাইদা নামক স্থানে বসবাস করতে থাকে। প্রতি শুক্রবার সে পানাহারের জন্য কিছু জিনিস নিয়ে চলে যেত। (মুসলিম ৪/১৭১৫, আহমাদ ৬/১৫২, আবূ দাঊদ ৫/২২৪, নাসাঈ ৫/৩৯৫)

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের সামনে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যারা এখনো মহিলাদের বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়, মহিলাদের প্রতি যাদের লোলুপ দৃষ্টি এখনো পতিত হয়না। তবে হ্যাঁ, যদি তারা এমন বয়সে পৌঁছে যে, মহিলাদের সুশ্রী হওয়া বা বিশ্রী হওয়ার পার্থক্য তারা বুঝতে পারে এবং তাদের সৌন্দর্যে তারা মুগ্ধ হয়ে যায় তাহলে তাদের থেকেও পর্দা করতে হবে, যদিও তারা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ না করে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মহিলাদের কাছে আসা-যাওয়া হতে বেঁচে থাক। প্রশ্ন করা হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দেবর ও ভাসুর সম্পর্কে আপনার মত কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ দেবর ও ভাসুরতো মৃত্যু (সমতুল্য)। (ফাতহুল বারী ৫/২৪২, মুসলিম ৪/১১৭১)

রাস্তায় হাটার সময় মহিলাদের চলার ভদ্রতা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ মহিলারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশে সজোরে পদক্ষেপ না করে। অজ্ঞতার যুগে এরূপ হত যে, মহিলারা চলার সময় যমীনের উপর সজোরে পা ফেলত যাতে পায়ের অলংকার বেজে উঠে। ইসলামে এরূপ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং নারীদেরকে প্রতিটি এমন কাজ থেকে নিষেধ করে দেয়া হয় যাতে তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে না যায়। তাই তার জন্য আতর ও সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হওয়াও নিষিদ্ধ, যাতে সুগন্ধির কারণে তাদের মনে কোন কিছুর কামনা বাসনা জাগতে না পারে।

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক চক্ষু ব্যভিচারী। যখন নারী আতর মেখে, ফুল পরে, সুগন্ধি ছড়িয়ে পুরুষদের কোন মাজলিসের পাশ দিয়ে গমন করে তখন সে এরূপ এরূপ (অর্থাৎ ব্যভিচারিণী)। (তিরমিযী ৮/৭০, আবূ দাঊদ ৪/৪০০, নাসাঈ ৮/১৫৩)

এরই আলোকে এ কথাও বলা হয়েছে যে, মহিলারা রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাফিরা করবেনা। কারণ এতে চরিত্রহীন স্বেচ্ছাচারী নারীদের আচরণ প্রকাশ পায়। আবূ উসাইদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদ থেকে আসার সময় পথে পুরুষ ও

নারীদেরকে একত্রে মিলে-মিশে চলতে দেখে বলেন ঃ হে নারীরা! তোমরা এদিকে ওদিকে হয়ে যাও। মাঝপথ দিয়ে চলা তোমাদের জন্য শোভনীয় নয়। তোমরা রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলবে। তাঁর এ কথা শুনে নারীরা দেয়াল ঘেঁষে চলতে শুরু করে। এমনকি দেয়ালের সাথে তাদের কাপড়ের ঘর্ষণ লাগছিল। (আবূ দাউদ ৫/৪২২) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমার বাতলানো গুণাবলীর অধিকারী হয়ে যাও। অজ্ঞতার যুগের বদ অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ কর। তাহলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ তোমাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে সেইভাবে সুন্দর ও প্রশংসনীয় উপায়ে ঐ আমল করতে থাক এবং অজ্ঞতা যুগের লোকদের আচরণ পরিত্যাগ কর। মনে রেখ যে, সফল পরিণাম তাদেরই জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা করতে বলেছেন তা পালন করে এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থাকে। তোমাদের কামিয়াবী হওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহকে মেনে চলার মধ্যে।

৩২। তোমাদের মধ্যে যারা “আইয়িম” (বিপত্নীক পুরুষ বা বিধবা মহিলা) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহতো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।	٣٢. وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ
৩৩। যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ	٣٣. وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا

অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের মধ্যে কেহ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও; আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করনা, আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, সেরূপ ক্ষেত্রে তাদের উপর যবরদস্তির পর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।	يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
৩৪। আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত, তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।	٣٤. وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَـٰتٍ مُّبَيِّنَـٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

সামর্থ্যবানদের বিয়ে করার আদেশ

এখানে আল্লাহ তা‘আলা বিভিন্ন বিষয়ে হুকুম করেছেন। প্রথমে তিনি বিয়ের ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছেন। وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ *তোমাদের মধ্যে যারা ‘আইয়িম’*।

আলেম জামা‘আতের মতামত এই যে, যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব। দলীল হিসাবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের বাণীটি গ্রহণ করেছেন ঃ হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে সে যেন বিয়ে করে। বিয়ে হল দৃষ্টিকে নিম্নমুখীকারী এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষাকারী। আর যে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখেনা সে যেন সিয়াম পালন করে। এটাই তার জন্য আত্মরক্ষাকারী। (ফাতহুল বারী ৯/১৪, মুসলিম ২/১০১৯)

সুনান গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বিয়ে কর এবং সন্তানদের জনক হও, যেন তোমাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। আমি তোমাদের মাধ্যমে কিয়ামাতের দিন অন্যান্য উম্মাতের উপর গর্ব করব।

ايَامَى শব্দটি ايِّمْ শব্দের বহু বচন। জাওহারী (রহঃ) বলেন যে, ভাষাবিদদের মতে বিপত্নীক পুরুষ ও বিধবা নারীকে ايِّمْ বলা হয়। সে বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য বলেন ঃ

إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه যদি সে দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ তাকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী বানিয়ে দিবেন, তা সে আযাদই হোক অথবা গোলামই হোক।

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, বিবাহ দ্বারা তোমরা ঐশ্বর্য অনুসন্ধান কর। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন ঃ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه তারা দরিদ্র হলে আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। (তাবারী ১৯/১৬৬, বাগাবী ৩/৩৪২)

আল লাইস (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন আযলান (রহঃ) থেকে, তিনি সাঈদ আল মাকবুরী (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকারের লোককে আল্লাহ তা‘আলা সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তারা হল বিবাহকারী যে

ব্যভিচার হতে বাঁচার উদ্দেশে বিয়ে করে, ঐ গোলাম - স্বাধীন হওয়ার জন্য মালিকের সাথে যে তার চুক্তিকৃত টাকা আদায় করার ইচ্ছা রাখে এবং আল্লাহর পথের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী। (আহমাদ ২/২৫১, তিরমিযী ৫/২৯৬, নাসাঈ ৬/৬১, ইব্ন মাজাহ ২/৮৪১)

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তির বিবাহ একটি স্ত্রীলোকের সাথে দিয়ে দেন যার কাছে তার একটি মাত্র লুঙ্গী ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। এমনকি সে একটি লোহার আংটি ক্রয় করতেও সক্ষম ছিলনা। তার এত অভাব ও দারিদ্রতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিয়ে দিয়ে দেন এবং তার মোহর এই ধার্য করেন যে, তার কুরআনুল কারীম হতে যা কিছু মুখস্থ আছে তাই সে তার স্ত্রীকে মুখস্থ করিয়ে দিবে। এটা একমাত্র এরই উপর ভিত্তি করে যে, মহান আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাকে এমন জীবিকা দান করবেন যা তার ও তার স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট হবে।

যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তাকে পরিশুদ্ধ ও ধর্মপরায়ন হওয়ার আদেশ

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ من فَضْلِه যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম পালন করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে। বিবাহ দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই সে যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে এবং এটাই তার জন্য আত্মরক্ষাকারী। (ফাতহুল বারী ৯/১৪) এই আয়াতটি সাধারণ। সূরা নিসার আয়াতটি এর থেকে খাস বা বিশিষ্ট। ঐ আয়াতটি হল ঃ

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ

আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীনা ও মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা তাহলে তোমাদের ডান হাত অধিকারী সেই বিশ্বাসিনী দাসীকে বিয়ে করে। আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস বিষয়ে জ্ঞাত আছেন, তোমরা একে অপর হতে সমুদ্ভুত। অতএব তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (মোহরানা) প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবেনা। অতঃপর যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়, তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে তাহলে তাদের প্রতি স্বাধীনা নারীদের শাস্তি র অর্ধেক, এটা তাদেরই জন্য তোমাদের মধ্যে যারা দুস্কার্যকে ভয় করে। এবং যদি বিরত থাক তাহলে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৫) সুতরাং দাসীদেরকে বিয়ে করা অপেক্ষা ধৈর্যধারণই শ্রেয়। কেননা এই অবস্থায় দাসীদের সন্তানরাও দাস/দাসী হিসাবে পরিচিত হবে এবং তাদের উপরও দাসত্বের অভিশাপ লেগে থাকবে।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا *যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।* ইকরিমাহ (রহঃ) এ আয়াতের ভাবার্থে বলেন, যে পুরুষ কোন মহিলাকে দেখে এবং দেখার পর তার অন্তরে কাম প্রবৃত্তি জেগে ওঠে, সে যেন তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রীর কাছে চলে যায়, যদি তার স্ত্রী বিদ্যমান থাকে। আর যদি তার স্ত্রী না থাকে তাহলে সে যেন আল্লাহ তা‘আলার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ধৈর্যধারণ করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করেন।

দাস/দাসী মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষর করার আদেশ

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা গোলামদের মালিকদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাদের দাস-দাসীদের কেহ যদি তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়

তাহলে তারা যেন তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যদি তারা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পায়। গোলাম তার উপার্জনের মাধ্যমে ঐ মাল জমা করে মনিবকে দিয়ে দিবে এবং এভাবে তারা আযাদ বা মুক্ত হয়ে যাবে।

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) হতে রাহাও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি 'আতাকে (রহঃ) বললাম, দাস/দাসীর কারও কাছে যদি মুক্ত (স্বাধীন) হওয়ার মত অর্থ আছে বলে আমি জানতে পারি তাহলে তার সাথে মুক্ত করার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া আমার জন্য কি বাধ্যতামূলক? তিনি বললেন ঃ আমি মনে করিনা যে, এটা বাধ্যতামূলক। আমর ইব্ন দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আমি 'আতাকে (রহঃ) বললাম ঃ আপনি কি এটা কারও কাছ থেকে শুনে বলছেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ না। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন যে, মূসা ইব্ন আনাস (রহঃ) তাকে বলেছেন যে, আনাসের (রাঃ) সীরীন নামক এক গোলাম ছিল যার অনেক অর্থকড়ি ছিল। সে আনাসের (রাঃ) কাছে আবেদন জানায় যে, তিনি যেন তার সাথে তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হন। কিন্তু আনাস (রাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন গোলামটি উমারের (রাঃ) কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করে। উমার (রাঃ) তখন আনাসকে (রাঃ) ডেকে গোলামের সাথে চুক্তি করতে নির্দেশ দেন। এবারেও আনাস (রাঃ) অস্বীকৃতি জানান। তখন উমার (রাঃ) তাঁকে চাবুক মারেন এবং فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন তিনি তার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ ঘটনাটি সূত্রছিন্ন রূপে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৫/২১৯)

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) থেকেও এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এবং আবদুর রায্যাক (রহঃ) তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি যদি জানতে পারি যে, আমার গোলামের কাছে টাকা-পয়সা আছে তাহলে কি তার মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারি? তিনি বললেন ঃ আমি মনে করিনা যে, তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বাধ্যতামূলক; তুমি চাইলে করতে পার, আবার না'ও করতে পার। (আবদুর রায্যাক ৮/৩৭১) আমর ইব্ন দীনারও অনুরূপ বলেছেন ঃ আমি 'আতাকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কারও কাছ থেকে শুনে বলছেন? তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) সাথে সীরীন (রহঃ) স্বাধীন হওয়ার একটি চুক্তি করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আনাস (রাঃ) বার বার পিছিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন উমার (রাঃ) তাকে বললেন ঃ তার মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই তোমাকে তার সাথে চুক্তি করতে হবে। এটির বর্ণনাধারা সহীহ। (তাবারী ১৯/১৬৭)

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا *যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও।* خَيْر দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা এবং সম্পদ উপার্জন করার ক্ষমতা ইত্যাদি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। ইহা হল যাকাত, যা সম্পদের অংশ থেকে বের করা হয় এবং এর প্রতি তাদের অধিকার রয়েছে। এটা দাতার করুণার দান নয়। হাসান (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং তার পিতা মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (তাবারী ১৯/১৭৩, বাগাবী ৩/৩৪৩)

وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ *আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে।* ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু প্রতিটি স্বচ্ছল লোকের প্রতি এ আদেশ করছেন, তা সে গৃহের কর্তা হোক কিংবা অন্য কেহ। বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব আল আসলামী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আদেশ করছেন যে, তারা যেন দাস/দাসীকে মুক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসীকে যৌনকাজে বাধ্য না করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করনা। অজ্ঞতা যুগের জঘন্য পন্থাসমূহের মধ্যে একটি পন্থা এও ছিল যে, তারা তাদের দাসীদেরকে বাধ্য করত যাতে দাসীরা ব্যভিচার করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে ঐ অর্থ মনিবদেরকে প্রদান করে। ইসলাম এসে এই কু-প্রথার বিলুপ্তি সাধন করে।

বিভিন্ন তাফসীরকারকদের থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল মুনাফিকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তার অনেক দাসী ছিল। তাদেরকে সে ব্যভিচারী কাজে লাগাতো এবং এভাবে সে অর্থ রোজগার

করত। তারা গর্ভধারণ করে অনেক সন্তানও জন্ম দিত। ফলে সে ওদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করত।

এ বিষয়ের কিছু বর্ণনা ঃ

হাফিয আবূ বাকর আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন আবদুল খালিক আল বায্যার (রহঃ) তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলের একটি দাসী ছিল যার নাম ছিল মু'আযাহ। সে জোরপূর্বক ঐ দাসীকে যৌন কাজে বাধ্য করত। তখন এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء এ আয়াতটি নাযিল করেন। (কাসফ আল আসতার ৩/৬১)

আবূ সুফিয়ান (রহঃ) থেকে আমাস (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, জাবীর (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলের এক দাসীর ব্যাপারে যার নাম ছিল মুসাইকাহ। সে তাকে অনৈতিক কাজ করতে বাধ্য করত। সেই দাসী নিজে খারাপ ছিলনা এবং খারাপ কাজ করতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করত। তখন আল্লাহ তা'আলা وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ এ আয়াতটি নাযিল করেন। (তাবারী ১৯/১৭৪, নাসাঈ ৬/৪১৯)

মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ আমি শুনেছি, এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন, এ আয়াতটি ঐ দুই লোকের ব্যাপারে নাযিল হয় যারা তাদের দাসীদেরকে যৌনাচারে বাধ্য করত। তাদের এক জনের নাম ছিল মুসাইকাহ। সে ছিল আনসারগণের অন্তর্ভুক্ত এবং তার মা উমাইমাহ ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইর গোত্রের। মু'আযাহ এবং অরওয়াও অনুরূপ পরিস্থিতির শিকার হন। মুসাইকাহ এবং তার মা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء এ আয়াতটি নাযিল করেন। (দুররুল মানসুর ৬/১৯৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا দাসীরা যদি তাদের সতীত্ব রক্ষা করতে চায় তাহলে তাদের সেই সুযোগ দেয়া উচিত। لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (*পার্থিব জীবনের ধন সম্পদের লালসায়*) অর্থাৎ তাদের মাধ্যমে এবং

তাদের সন্তানদের মাধ্যমে তারা দুনিয়ায় বসে যা আয় করতে চাচ্ছে বা আয় করছে তা দুনিয়াদারীর জন্য খুবই নিকৃষ্ট এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ আযাব।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিঙ্গা লাগানোর মজুরী, ব্যভিচারের মজুরী এবং গণকের মজুরী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম ৩/১১৯৮)

অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, ব্যভিচারের দ্বারা আয়, সিঙ্গা লাগানো দ্বারা উপার্জন এবং কুকুরের মূল্য অবৈধ। (মুসলিম ৩/১১৯৯) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ যে ব্যক্তি দাসীদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করে, আল্লাহ ঐ দাসীদেরকে তাদের প্রতি জবরদস্তি করার কারণে ক্ষমা করে দিবেন। ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এমতাবস্থায় তুমি যদি তা কর তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়াবান। তাদের কৃত পাপের শাস্তি তাদের উপরেই বর্তাবে যারা তাদেরকে ঐ অবৈধ কাজে বাধ্য করেছিল। (তাবারী ১৯/১৭৫) মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), আল আমাশ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মত পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/১৭৫, ১৭৬, দুররুল মানসুর ৬/১৯৫) এ বিধান ব্যক্ত করার পর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَات مُّبَيِّنَات আমি আমার পবিত্র কালাম কুরআনুল হাকীমের এই উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট আয়াত তোমাদের সামনে বর্ণনা করেছি। পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনাবলীও তোমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে যে, সত্যের ঐ বিরুদ্ধাচরণকারীদের পরিণাম কি হয়েছে এবং কেমন হয়েছে!

فَجَعَلْنَٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْءَاخِرِينَ

অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৫৬) لِّلْمُتَّقِينَ যাতে আল্লাহভীরু লোকেরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ হতে বেঁচে থাকে।

৩৫। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর	٣٥. ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَـٰلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ	জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ; প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; এটা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পুতঃ পবিত্র যাইতূন বৃক্ষের তেল দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতিচ্যেরও নয়, আগুন ওকে স্পর্শ না করলেও যেন ওর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে; আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

আল্লাহর নূরের তুলনা

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ এ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আসমানবাসী ও যমীনবাসীদের পথ-প্রদর্শক। অন্যত্র ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তিনিই এ দু'টির মধ্যে সূর্য, চন্দ্র ও

তারকারাজীর ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। (তাবারী ১৯/১৭৭) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নূর হল হিদায়াত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তাঁরই জ্যোতিতে আসমান ও যমীন উজ্জ্বল রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে উঠতেন তখন বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَــيُّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। আসমান, যমীন এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে, তুমিই তাদের সকলের জ্যোতি। আসমান, যমীন এবং তাদের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে, সব কিছুরই তুমি প্রতিষ্ঠাতা এবং সব প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। (ফাতহুল বারী ৫/৩, মুসলিম ১/৫৩২)

ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের রবের নিকট রাত ও দিন নেই। তাঁর চেহারার জ্যোতিতেই তাঁর আরশ জ্যোতির্ময়।

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে نُوْرِه এর 'ه' সর্বনামটি আল্লাহর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ আল্লাহর হিদায়াত যা মু'মিনের অন্তরে রয়েছে ওর উপমা এইরূপ। আবার কারও মতে 'ه' সর্বনামটি মু'মিনের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ মু'মিনের অন্তরের জ্যোতির দৃষ্টান্ত যেন একটি দীপাধার। সুতরাং মু'মিনের অন্তরের পরিচ্ছন্নতাকে প্রদীপের কাঁচের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অতঃপর কুরআন ও শারীয়াত দ্বারা যে সাহায্য সে পেয়ে থাকে ওটার উপমা দেয়া হয়েছে যাইতূনের ঐ তেলের সাথে যা স্বয়ং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চকমকে ও উজ্জ্বল। অতএব দীপাধার এবং দীপাধারের মধ্যে প্রদীপ এবং প্রদীপটিও উজ্জ্বল। বলা হয়েছে ঃ

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ

তারা কি এমন ব্যক্তিদের সমান হতে পারে যারা কায়েম আছে তাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর এবং যার কাছে তাঁর প্রেরিত এক সাক্ষী আবৃত্তি করে? (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) ইয়াহুদীরা প্রতিবাদ করে বলেছিল ঃ আল্লাহর জ্যোতি কিরূপে আকাশকে ভেদ করতে পারে? তাদের এ কথার উত্তর তাদেরকে উপমা দ্বারা বুঝানো হয় যে, যেমন প্রদীপের চিমনির মধ্য হতে আলো পাওয়া যায় তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার জ্যোতিও আকাশ ভেদ করে আসে। তাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি।

مِشْكَوة এর অর্থ হল ঘরের তাক। এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নিজের আনুগত্যের উপমা দিয়েছেন এবং নিজের আনুগত্যকে তিনি নূর বা জ্যোতি বলেছেন। এর আরও বহু নাম রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, হাব্‌শের ভাষায় এটাকে তাক বলা হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এটা এমন তাককে বলা হয় যার মধ্যে কোন ছিদ্র থাকেনা ইত্যাদি। বলা হয়েছে যে, ওর মধ্যে প্রদীপ রাখা হয়। প্রথমটিই সবল উক্তি। অর্থাৎ প্রদীপ রাখার স্থান। কুরআনুল হাকীমে এ কথাই রয়েছে যে, তাতে প্রদীপ রয়েছে। সুতরাং مِصْبَاح দ্বারা নূর বা জ্যোতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন ও ঈমান যা মুসলিমের অন্তরে থাকে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা প্রদীপ উদ্দেশ্য। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে রয়েছে এবং কাঁচের আবরণটিও স্বচ্ছ। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন, এটা হল মু'মিনের অন্তরের উপমা। (তাবারী ১৯/১৭৮) الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ কাঁচের আবরণটি মণি-মুক্তা সদৃশ, যেমন উজ্জ্বল নক্ষত্র। دُرِّىٌّ এর অন্য কিরআত دُرْءِىٌّ এবং دِرْءِىٌّও রয়েছে। এটা دُرْ হতে গৃহীত, যার অর্থ হল মনি-মুক্তা। তারকা যখন ছিটকে পড়ে তখন ওটা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়। আর যে তারকা অপরিচিত ওটাকেও আরাবের লোকেরা دِرَارِىٌّ বলে থাকে। ভাবার্থ হচ্ছে চমকিত ও উজ্জ্বল তারকা, যা খুব প্রকাশমান ও বড় হয়। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ এই প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যাইতূন বৃক্ষের তেল দ্বারা। زَيْتُوْنَةٌ শব্দটি بَدل বা عَطْف بَيَان হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ ঐ যাইতূন বৃক্ষ প্রাচ্যেরও নয় যে, দিনের প্রথম ভাগ হতে ওর উপর রৌদ্র এসে পড়বেনা এবং প্রতীচ্যেরও নয় যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে ওর উপর হতে ছায়া সরে যাবে। বরং বৃক্ষটি আছে মধ্যস্থলে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওটা সূর্যের পরিষ্কার আলোতে থাকে। তাই ওর তেলও খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ ঐ বৃক্ষটি মরুভূমিতে রয়েছে। কোন গাছ, পাহাড়, গুহা বা অন্য কোন কিছু ওর উপর ছায়া বিস্তার করেনা। এ কারণেই ঐ গাছের তেল খুবই পরিষ্কার হয়।

মুজাহিদ (রহঃ) **لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ** এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন ঃ এর অবস্থান পূর্বেও নয় যার ফলে সূর্য অস্ত যাবার সময় কোন আলো পতিত হয়না এবং পশ্চিমেও নয় যার ফলে সূর্য উদয়ের সময় ওর উপর আলো পতিত হয়না। বরং উহা এমন জায়গায় অবস্থিত যেখানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উভয় সময় সূর্যের আলো পতিত হয়। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৮/২৬০০)

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) **زَيْتُونةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ ইহা হল সর্বোৎকৃষ্ট তেল। সূর্যোদয়ের সময় ঐ গাছের পূর্ব দিকে আলো পৌঁছে এবং অস্ত যাবার সময় ওর পশ্চিম দিকে আলো পৌঁছে। সুতরাং ভোরে এবং বিকালে উভয় সময়েই ওতে আলো পৌঁছে। তাই ওটা পূর্বে নাকি পশ্চিমে অবস্থিত তা ধর্তব্য বিষয় নয়।

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ *আগুন ওকে স্পর্শ না করলেও যেন ওর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে*। আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ ঐ তেল নিজেই আলোকিত/আলোকজ্জ্বল। (তাবারী ১৯/১৮৩)

نُّورٌ عَلَى نُورٍ (*জ্যোতির উপর জ্যোতি!*) আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঈমান এবং আমল। (তাবারী ১৯/১৮২) সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে আগুনের আলো এবং তেলের আলো। আগুনের আলো এবং তেলের আলো যখন একত্রিত হয় তখন যে আলো হয় তা। তাদের একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত কোন আলোর সৃষ্টি হয়না। অনুরূপভাবে কুরআনের নূর যখন ঈমানের উপর প্রতিস্থাপিত হয় তখন মানুষ আলেকিত হয়, এর একটি ছাড়া অপরটির আলো প্রতিভাত হয়না। (দুররুল মানসুর ৬/২০২) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টজীবকে এক অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি ঐ দিন তাদের

উপর নিজের জ্যোতি নিক্ষেপ করেন। সুতরাং ঐ দিন যে তাঁর ঐ নূর বা জ্যোতি লাভ করেছে সে সুপথ প্রাপ্ত হয়েছে। আর যে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ জন্যই আমি বলি যে, আল্লাহ সুবহানাহুর কলম তাঁর ইলম মুতাবেক চলার পর শুকিয়ে গেছে। (আহমাদ ২/১৭৬)

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের অন্তরের হিদায়াতের উপমা নূর বা জ্যোতির সাথে দেয়ার পর বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই দৃষ্টান্তসমূহ মানুষের উপদেশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ইলমেও তাঁর মত কেহ নেই। কে হিদায়াত লাভের যোগ্য এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার উপযুক্ত তা তিনি খুব ভালভাবেই জানেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অন্তর বা হৃদয় হল চার প্রকার। প্রথম হল উজ্জ্বল প্রদীপের মত পরিষ্কার হৃদয়, দ্বিতীয় শক্ত আবরণীর মধ্যে আবদ্ধ হৃদয়, তৃতীয় উল্টামুখী হৃদয় এবং চতুর্থ হল বর্ম ছাড়া অনাচ্ছাদিত হৃদয়। প্রথম অন্তর হল মু'মিনের অন্তর। দ্বিতীয় অন্তর হল কাফিরের অন্তর। তৃতীয় হল মুনাফিকের অন্তর যে, সে জানে কিন্তু অস্বীকার করে এবং চতুর্থ অন্তর হল ঐ অন্তর যাতে ঈমানও আছে এবং নিফাকও আছে। এতে ঈমানের দৃষ্টান্ত হল তরকারীর গাছ, যে ভাল পানি ওকে বাড়িয়ে তোলে। এতে নিফাকের দৃষ্টান্ত হল ফোড়া, যাকে রক্ত ও পূঁজ ওকে বাড়িয়ে তোলে। যেটা জয়যুক্ত হয় সেটা ঐ অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। (আহমাদ ৩/১৭)

৩৬। সেই সব গৃহ, যাকে মর্যাদায় সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।	٣٦. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ
৩৭। সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ	٣٧. رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَـٰرَةٌ وَلَا

হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখেনা, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে -	بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوۡمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَـٰرُ
৩৮। যাতে তারা যে কাজ করে তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করে।	٣٨. لِيَجۡزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحۡسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ

মাসজিদের মর্যাদা রক্ষার আদব এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণকারীর সম্মান

فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ মু'মিনের অন্তরে এবং ওর মধ্যে যে হিদায়াত ও ইল্‌ম রয়েছে ওর দৃষ্টান্ত উপরের আয়াতে ঐ উজ্জ্বল প্রদীপের সাথে দেয়া হয়েছে যা স্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে রয়েছে এবং পরিষ্কার যাইতূনের উজ্জ্বল তেল দ্বারা জ্বলতে থাকে এবং ওর অবস্থানের বর্ণনা মহান আল্লাহ দিচ্ছেন যে, ওটা রয়েছে ঐসব গৃহে অর্থাৎ মাসজিদে, যা সবচেয়ে উত্তম জায়গা এবং আল্লাহর প্রিয় স্থান, যেখানে তাঁর ইবাদাত করা হয় এবং তাঁর একাত্মবাদের বর্ণনা দেয়া হয়, যার রক্ষণাবেক্ষণ করা, পবিত্র রাখা এবং অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু মাসজিদে বসে বাজে ও অনর্থক কথা বলতে নিষেধ করেছেন। (তাবারী ১৯/১৯১) ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), নাফি ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবূ বাকর ইব্‌ন সুলাইমান

ইব্‌ন আবী হাশামা (রহঃ), সুফিয়ান ইব্‌ন হুসাইন (রহঃ) এবং বিজ্ঞজনদের আরও অনেকে তাদের তাফসীরে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। মাসজিদ নির্মাণ করা, ওর আদব ও সম্মান করা এবং ওকে সুগন্ধময় ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে, যেগুলিকে আমি একটি পৃথক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এখানেও অল্প বিস্তর বর্ণনা করছি। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন! তাঁরই উপর আমাদের ভরসা।

আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ওর মত ঘর নির্মাণ করবেন। (ফাতহুল বারী ১/৬৪৮, মুসলিম ১/৩৭৮)

উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একটি মাসজিদ নির্মাণ করে যাতে আল্লাহর যিকর করা হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (ইব্‌ন মাজাহ ১/২৪৩, নাসাঈ ২/৩১)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহল্লায় মাসজিদ নির্মাণ করার এবং ওকে পবিত্র ও সুগন্ধময় করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আহমাদ ৫/১৭, ৬/২৭৯, তিরমিযী ৩/২০৬, ইব্‌ন মাজাহ ১/২৫০, আবূ দাঊদ ১/৩১০-সামুরাহ ইব্‌ন যুন্দুব)

উমার (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা লোকদের জন্য মাসজিদ নির্মাণ কর যেখানে আল্লাহর ইবাদাত করা হবে। কিন্তু সাবধান! সজ্জিত করার জন্য লাল ও হলুদ রং ব্যবহার করবেনা, যাতে মানুষ ফিতনায় না পড়ে। (ফাতহুল বারী ১/৬৪২)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ উঁচু ও পাকা করে মাসজিদ নির্মাণ করতে আমি আদিষ্ট হইনি। (আবূ দাঊদ ১/৩১০)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত না লোকেরা মাসজিদগুলির ব্যাপারে পরস্পর একে অপরকে প্রদর্শনের জন্য ও গর্ব করার জন্য তৈরী করবে। (আহমাদ ৩/১৩৪, আবূ দাঊদ ১/৩১১, নাসাঈ ২/৩২, ইব্‌ন মাজাহ ১/২৪৪)

বুরাইদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক তার হারানো উট খুঁজতে মাসজিদে এসে বলে ঃ আমার একটি লাল বর্ণের হারানো উটের কেহ কোন

খোঁজ-খবর দিতে পারে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ তুমি যেন তা কখনও না পাও। মাসজিদকে যে কাজের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ওটা ঐ কাজেই ব্যবহৃত হবে। (মুসলিম ১/৩৯৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা কেহকে দেখবে যে, সে মাসজিদে বেচা-কেনা করছে তখন তোমরা বলবে ঃ আল্লাহ তোমাকে তোমার ব্যবসায়ে লাভবান না করুন! আর যখন তোমরা কেহকে দেখবে যে, সে তার হারানো জিনিস মাসজিদে খোঁজ করছে তখন তোমরা বলবে ঃ আল্লাহ যেন তোমাকে তোমার হারানো জিনিস কখনও ফিরিয়ে না দেন! (তিরমিযী ৪/৫৫০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

সাইব ইব্ন কিন্দী (রহঃ) বলেন, আমি একদা মাসজিদে দাঁড়িয়েছিলাম এমন সময় হঠাৎ কে যেন আমার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে। আমি ফিরে দেখি যে, তিনি উমার (রাঃ)। তিনি আমাকে বলেন ঃ যাও, ঐ দু’টি লোককে আমার নিকট ধরে নিয়ে এসো। আমি ঐ দু’জনকে তার কাছে ধরে আনলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কে? অথবা প্রশ্ন করেন ঃ তোমরা কোথাকার লোক? তারা উত্তরে বলে ঃ আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি তখন বলেন ঃ তোমরা যদি এখানকার অধিবাসী হতে তাহলে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম। তোমরা মাসজিদে নববীতে উচ্চ স্বরে কথা বলছিলে। (ফাতহুল বারী ১/৬৬৭)

ইবরাহীম ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) মাসজিদে (নববীতে) উচ্চ স্বরে একটি লোককে কথা বলতে শুনে বলেন ঃ তুমি কোথায় রয়েছ তা জান কি? (তিরমিযী ৮/৪)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) প্রত্যেক জুমু‘আর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাসজিদকে সুগন্ধময় করতেন। (আবী ইয়ালা ১/১৭০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ যে সালাত একাকী বাড়ীতে আদায় করে অথবা বাজারে আদায় করে ঐ সালাতের উপর জামা‘আতের সালাতের সাওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী দেয়া হয়। এটা এ কারণে যে, যখন সে ভালরূপে অযূ করে শুধু সালাতের উদ্দেশে বের হয় তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটা মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি পায় এবং একটা পাপ ক্ষমা করা হয়। তারপর সালাত শুরু করা থেকে যতক্ষণ সে তার জায়গায় বসে থাকে ততক্ষণ মালাইকা/ফেরেশতারা তার জন্য দু‘আ করতে থাকেন। তারা বলেন ঃ হে

আল্লাহ! তার উপর আপনি করুণা বর্ষণ করুণ! হে আল্লাহ! তার উপর আপনি দয়া করুন! আর যতক্ষণ সে সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে ততক্ষণ সে সালাত আদায় করার সাওয়াব পেতে থাকে। (বুখারী ৬৪৭, ৬৪৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ অন্ধকারে মাসজিদে গমনকারীদেরকে শুভ সংবাদ শুনিয়ে দাও যে, কিয়ামাতের দিন তারা পূর্ণ আলো প্রাপ্ত হবে। (আবূ দাউদ ৫৬১, তিরমিযী ২২৩)

মাসজিদে প্রবেশকারীর জন্য বলা হয়েছে যে, সে যেন মাসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা রাখে এবং এই দু'আ পাঠ করে যা হাদীসে এসেছে। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۙ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ ۙ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ ۙ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ ঃ মহান, সম্মানিত চেহারার অধিকারী এবং প্রাচীন সাম্রাজ্যের অধিপতি আল্লাহর নিকট আমি বিতাড়িত শাইতান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি বলেন, যখন কেহ এটা বলে তখন শাইতান বলে ঃ সে সারা দিনের জন্য আমার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। (আবূ দাউদ ২/৩১৮)

আবূ হুমাইদ (রাঃ) অথবা আবূ উসাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন যেন সে বলে اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনি আপনার রাহমাতের দরজা খুলে দিন! আর যখন মাসজিদ হতে বের হবে তখন যেন বলে اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি। (মুসলিম ১/৪৯৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাম দেয় এবং অতঃপর বলে اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ এবং যখন মাসজিদ থেকে বের হবে তখন

যেন বলে اَللَّهُمَّ اَعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বিতাড়িত শাইতান হতে রক্ষা করুন! (নাসাঈ ২/৫৩, ইব্ন মাজাহ ১/২৫৪, ইব্ন খুযাইমাহ ১/২৩১, ইব্ন হিব্বান ৩/২৪৬, ২৪৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ মাসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَـٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ

হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩১)

وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

এবং তোমরা প্রত্যেক সালাতে তোমাদের মনোযোগ স্থির রেখ এবং তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাক। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৯)

وَأَنَّ ٱلۡمَسَـٰجِدَ لِلَّهِ

এবং এই যে মাসজিদসমূহ, আল্লাহরই জন্য। (সূরা নূহ, ৭২ ঃ ১৮)

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন মাসজিদে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ *সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে ভুলিয়ে রাখেনা।* رِجَال বলা দ্বারা তাদের ভাল উদ্দেশ্য, সৎ নিয়াত এবং বড় কাজের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَـٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৯) অন্যত্র বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ

হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। (সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ৯) ভাবার্থ এই যে, সৎ লোকদেরকে দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন রাখতে পারেনা। তাদের আখিরাত ও আখিরাতের নি'আমাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং তারা ওটাকে অবিনশ্বর মনে করে। আর দুনিয়ার সবকিছুকে তারা অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল বলে বিশ্বাস করে। এ জন্যই তারা দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতের দিকে মনোযোগ দেয়। তারা আল্লাহর আনুগত্যকে, তাঁর মহব্বতকে এবং তাঁর হুকুমকে অগ্রাধিকার দেয়।

সালিম (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ একদা তিনি সালাতের জন্য যাচ্ছিলেন, তখন দেখতে পান যে, মাদীনার ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ পণ্যদ্রব্যকে কাপড় দ্বারা ঢেকে দিয়ে সালাতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছেন। তখন তিনি رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّه এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন ঃ এই লোকদেরই প্রশংসা এই আয়াতে করা হয়েছে। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৬০৭)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّه এর অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য নির্ধারণ করে দেয়া সালাত তারা আদায় করে। (তাবারী ১৯/১৯৩) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ যারা জামা'আতে সালাত আদায় করে। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) আরও বলেন ঃ কোন কিছুই তাদেরকে সালাতে যোগ দিতে অথবা আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করার ব্যাপারে বিরত রাখতে পারেনা এবং তারা যথাসময়ে সালাত আদায় করার সাথে সাথে রোকনসমূহও যথাযথভাবে পালন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ *তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।* অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে

মানুষের হৃদয় ও চক্ষু থাকবে উদ্ভ্রান্ত ও আতংকগ্রস্ত। এর কারণ হল কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা এবং ভয়ার্ততা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ

তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৮)

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَـٰرُ

তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪২)

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا. إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةً وَحَرِيرًا

তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে ঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশংকা করি আমাদের রবের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্টতা হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দেয়া হবে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৮-১২) এরপর আল্লাহ বলেন ঃ

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا *যাতে তারা যে কাজ করে তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন।* অর্থাৎ তারা হল ঐ সৌভাগ্যবান যাদেরকে আল্লাহ গাফুরুর রাহীম নিজ অনুগ্রহে তাদের উত্তম আমলসমূহের প্রতিদানে তাদের প্রাপ্যের অধিক দান করবেন এবং পাপসমূহ অগ্রাহ্য করবেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ

আল্লাহ অণু পরিমাণ যুল্‌ম করেননা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَا

যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করে তার জন্য ওর দশগুণ প্রতিদান রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬০) অন্য এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا

কে এমন আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৫) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ

এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬১) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَاب আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

৩৯। যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ। পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয়, কিন্তু সে পাবে সেখানে আল্লাহকে। অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন; আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।	٣٩. وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٍ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡـًٔا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ
৪০। অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে	٤٠. أَوۡ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحۡرٍ لُّجِّىٍّ

يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ	**গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে ঘন কালো মেঘ, একের উপর এক অন্ধকার। তার হাতকে বের করলে সে তা আদৌ দেখতে পায়না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেননা তার জন্য কোন জ্যোতি নেই।**

দুই ধরণের কাফিরের উদাহরণ

আরও দু'প্রকার কাফিরের ব্যাপারে এ দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারাহর শুরুতে (২ ঃ ১৭-১৯) দু'শ্রেণীর মুনাফিকের দু'টি উপমা বর্ণনা করা হয়েছে, একটি আগুনের উপমা এবং একটি পানির উপমা। সূরা রা'দে (১৩ ঃ ১৭) মানুষের অন্তরে স্থান ধারণকারী ইল্‌ম ও হিদায়াতের এরূপই আগুন ও পানির দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। ঐ দু'টি সূরায় ঐ আয়াতগুলির পূর্ণ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং পুনরায় এর বর্ণনা নিস্প্রয়োজন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

প্রথমটি হচ্ছে ঐ কাফিরদের দৃষ্টান্ত যারা অন্যদেরকেও কুফরীর দিকে আহ্বান করে এবং মনে করে যে, তারা হিদায়াতের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু ওটা শুধু তাদের কল্পনা মাত্র। তাদের দৃষ্টান্ত হল এরূপ যেমন কোন পিপাসার্ত লোক মরুভূমিতে দূর থেকে চকচকে বালু দেখতে পায় এবং ওকে পানির তরঙ্গ মনে করে বসে।

قِيْعَةِ শব্দের অর্থ হল জনশূন্য প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এরূপ মরুভূমিতেই মরীচিকা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। দেখে মনে হয় যেন পানির প্রবাহ তরঙ্গায়িত

হচ্ছে। বিভিন্ন রকমের মরীচিকা রয়েছে। এক ধরণের মরীচিকা দেখতে পাওয়া যায় দুপুরের পর পর এবং আর এক ধরণের মরীচিকা দেখতে পাওয়া যায় ভোর বেলা। দেখে মনে হয় যেন ওখানে পানি রয়েছে। মরুভূমির উপর দিয়ে চলতে চলতে যখন কোন লোক পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করে এবং ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে যায়, আর উদ্ভ্রান্তের মত পানির খোঁজ করতে থাকে, তখন সে ওটাকে পানি মনে করে সেখানে পৌঁছে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে যে, لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا সেখানে এক ফোঁটা পানিরও নাম-নিশানা নেই। তদ্রূপ এই কাফিরেরাও মনে করে নিয়েছে যে, তারা খুব ভাল কাজই করছে এবং উত্তম প্রতিদান পাবে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তারা দেখতে পাবে যে, তাদের কাছে একটু সাওয়াবও নেই। হয়ত তাদের সাওয়াব তাদের বদ নিয়াতের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে অথবা শারীয়াত মোতাবেক না হওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৩)

وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ মোট কথা, সেখানে পৌঁছার পূর্বেই তারা জাহান্নামীদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং সেখানে তারা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ শূন্য হস্ত। হিসাব গ্রহণের সময় স্বয়ং মহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সেখানে বিদ্যমান থাকবেন। তিনি এক এক করে প্রত্যেকটি আমলের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং ঐ কাফিরদের একটি আমলও সাওয়াবের যোগ্য রূপে পাওয়া যাবেনা। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৯/১৯৬)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামাতের দিন ইয়াহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ দুনিয়ায় তোমরা কার উপাসনা করতে? উত্তরে তারা বলবে ঃ আমরা আল্লাহর পুত্র (নাঊযুবিল্লাহ) উযায়েরের (আঃ) উপাসনা করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা মিথ্যা কথা বলছ, আল্লাহর কোন পুত্র নেই। তারপর তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে ঃ আচ্ছা, এখন তোমরা কি চাও? তারা জবাবে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা খুবই পিপাসার্ত। সুতরাং আমাদেরকে কিছু পান করতে দিন! তখন তাদেরকে বলা হবে

ঃ তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না (ঐ যে পানি দেখা যায়, সেখানে যাও না কেন)? অতঃপর দূর থেকে তারা জাহান্নামকে তেমনই দেখবে যেমন দুনিয়ায় মরীচিকা দেখা যায়। ওর একটি অংশ অপর অংশকে গ্রাস করবে। সুতরাং তারা পানি মনে করে ওদিকে দৌড় দিবে এবং সেখানে পতিত হবে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৩১, মুসলিম ১/১৬৮)

এ হল ঐ লোকের উদাহরণ যার অজ্ঞতা গভীর হতে গভীরতর স্তরে পৌঁছে গেছে। যাদের অজ্ঞতা খুবই সামান্য, যারা অশিক্ষিত, যারা অন্ধ কিংবা বোকা এবং কিছুই জানেনা ও বুঝেনা তারা যদি সমাজের তথাকথিত আলেম ও ফাসিক/ফাজিরদের দিক-দর্শনকে ও ধর্মীয় মতামতকে মেনে চলে সেক্ষেত্রে তাদের উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا *অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে ঘন কালো মেঘ, একের উপর এক অন্ধকার। তার হাতকে বের করলে সে তা আদৌ দেখতে পায়না*। এই অবস্থা ঐ অনুসরণকারী কাফিরদের হবে যারা নেতৃস্থানীয় কাফিরদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। যাদের তারা অনুসরণ করে তাদেরকেও তারা সঠিকভাবে চিনেনা। তারা ন্যায়ের উপর আছে নাকি অন্যায়ের উপর আছে সেটাও তারা জানেনা। তারা তাদের পিছনে চলতে রয়েছে, কিন্তু তারা তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এ খবর তারা রাখেনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, কোন একজন অজ্ঞ লোককে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে সে বলে ঃ আমি এই লোকটির সাথে যাচ্ছি। আবার তাকে প্রশ্ন করা হয় ঃ এ লোকটি কোথায় যাচ্ছে? জবাবে সে বলে ঃ তাতো আমি জানিনা।

ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ *একের উপর এক অন্ধকার*। উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেছেন যে, এই ধরনের লোক পাঁচটি অন্ধকারের মধ্যে থাকে। তার কথা, কাজ, যাওয়া, আসা এবং কিয়ামাত দিবসের পরিণতি অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। (তাবারী ১৯/১৯৮) সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেননা তার জন্য কোন জ্যোতিই নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াতের জ্যোতি দান না করেন সে হিদায়াতশূন্য থাকে এবং অজ্ঞতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُۥ

আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৬) এটা ওরই মুকাবিলায় বলা হয়েছে যা মু'মিনদের উপমার বর্ণনায় বলা হয়েছিল ঃ

يَهۡدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৫) আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি করেন এবং আমাদের ডানে এবং বামেও যেন নূর বা জ্যোতি দান করেন। তিনি যেন আমাদের জ্যোতি বাড়িয়ে দেন এবং ওটিকে খুবই বড় ও বেশী করেন।

৪১। তুমি কি দেখনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকূল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? তারা প্রত্যেকেই জানে তাঁর যোগ্য প্রার্থনা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।	٤١. أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلطَّيۡرُ صَٰٓفَّٰتٖۖ كُلّٞ قَدۡ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسۡبِيحَهُۥۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِمَا يَفۡعَلُونَ
৪২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং	٤٢. وَلِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ	তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।

প্রত্যেকেই আল্লাহর গুণগান করে, তিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং তাঁরই সার্বভৌমত্ব

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে অর্থাৎ মানুষ, জিন, মালাক/ফেরেশতা এমনকি অজৈব বস্তুও আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় লিপ্ত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৪)

وَالطَّيْرُ صَافَّات উড্ডীয়মান পক্ষীকূলও আল্লাহ তা'আলার মহিমা ঘোষণা করে। এ সবগুলির জন্য যথাযোগ্য তাসবীহ তিনি এগুলিকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ এবং নিজের ইবাদাতের বিভিন্ন পন্থাও তিনি তাদেরকে শিখিয়ে রেখেছেন। তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি শাসনকর্তা, ব্যবস্থাপক, একচ্ছত্র মালিক, প্রকৃত উপাস্য এবং আসমান ও যমীনের বাদশাহ একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেহই ইবাদাতের যোগ্য নয়। তাঁর হুকুম কেহ টলাতে পারেনা। وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ কিয়ামাতের দিন সবাইকে তাঁরই সামনে হাযির হতে হবে। তিনি যা চাবেন তা তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে হুকুম জারী করে দিবেন।

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১) সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি তিনিই। তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত হাকিম। তাঁরই সত্তা প্রশংসা ও গুণগানের যোগ্য।

৪৩। তুমি কি দেখনা আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, অতঃপর তাদেরকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন? অতঃপর তুমি দেখতে পাও, ওর মধ্য হতে নির্গত হয় বারিধারা। আকাশস্থিত শিলাস্তুপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন এবং এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা তার উপর হতে এটা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন; মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।	٤٣. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُۥ ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُۥ عَن مَّن يَشَآءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِۦ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَٰرِ
৪৪। আল্লাহ দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তঃদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।	٤٤. يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ

মেঘমালা সৃষ্টি এবং উহা থেকে যা সৃষ্টি হয় তা আল্লাহরই কুদরাত বহন করে

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। এই মেঘমালা তাঁর শক্তিবলে প্রথম প্রথম পাতলা ধোঁয়ার আকারে যমীন হতে উপরে উঠে। তারপর ওগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে মোটা ও ঘন হয় এবং একে অপরের

উপর জমা হতে থাকে। তারপর ওগুলির মধ্য হতে বৃষ্টি ধারা নির্গত হয়। বায়ু প্রবাহিত হয়, যমীনকে তিনি যোগ্য করে তোলেন। এরপর পুনরায় মেঘকে উঠিয়ে নেন এবং আবার মিলিত করেন। পুনরায় ঐ মেঘমালা পানিতে পূর্ণ হয় এবং বর্ষণ হতে শুরু করে। আকাশস্থিত শিলাস্তুপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন।

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ ব্যাকরণবিদগণ বলে থাকেন যে, প্রথম 'মিন' শব্দ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, উহা কোথা থেকে আসে, দ্বিতীয় 'মিন' শব্দ দ্বারা বর্ণিত হচ্ছে যে, উহা আকাশের কোন্ অংশ হতে আসে এবং তৃতীয় 'মিন' শব্দ দ্বারা কয়েক প্রকার পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে। এ বর্ণনার ভিত্তি হল ঐ সমস্ত তাফসীরকারকদের বর্ণনা যারা বলেন যে, مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ এর অর্থ হচ্ছে আসমানে শিলাখন্ডের পাহাড় রয়েছে যা থেকে আল্লাহ তা'আলা শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারা পাহাড় শব্দটিকে ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করে থাকেন, যার অর্থ হচ্ছে মেঘ। তারা মনে করেন যে, দ্বিতীয় 'মিন' শব্দটিও ঐ স্থানের বর্ণনার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়েছে যেখান থেকে বরফ চলে আসে। এভাবে প্রথম 'মিন' এর সাথে পরস্পর সম্বন্ধীয় হয়ে যায়। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ঃ

فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি আল্লাহ তা'আলা যেখানে বর্ষণ করার ইচ্ছা করেন সেখানেই তা তাঁর করুনায় বর্ষে থাকে এবং তিনি যেখানে চান না সেখানে বর্ষেনা। অথবা ভাবার্থ এই যে, এই শিলা দ্বারা যার ক্ষেত ও বাগানকে তিনি নষ্ট করার ইচ্ছা করেন নষ্ট করে দেন এবং যার উপর তিনি মেহেরবানী করেন তার ক্ষেত ও বাগানকে তিনি বাঁচিয়ে নেন।

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বিদ্যুতের চমক ও শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, ওটা যেন দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়েই নেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ তিনিই দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটান। যখন তিনি ইচ্ছা করেন দিন ছোট করেন ও রাত্রি বড় করেন এবং ইচ্ছা করলে দিন বড় করেন ও রাত্রি ছোট করেন।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي الْأَبْصَارِ এই সমুদয় নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এগুলি মহাক্ষমতাবান আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশ করছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَـَٔايَـٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ

নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯০)

৪৫। আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, ওদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে এবং কতক দু’ পায়ে ভর করে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।	٤٥. وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
৪৬। আমিতো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।	٤٦. لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَـٰتٍ مُّبَيِّنَـٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

পশু-পাখি সৃষ্টি করায় আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশ পায়

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতা ও আধিপত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি একই পানি দ্বারা নানা প্রকারের মাখলূক সৃষ্টি করেছেন। সাপ প্রভৃতি প্রাণীকে দেখা যায় যে, ওগুলো পেটের ভরে চলে। মানুষ ও পাখী দুই পায়ে চলে এবং

জন্তুগুলো চলে চার পায়ে। তিনি বড়ই ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা কখনও হয়না।

এই নৈপুণ্যপূর্ণ আহকাম ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ এই কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলাই বর্ণনা করেছেন। তিনি জ্ঞানীদেরকে বুঝার তাওফীক দিয়েছেন। মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

৪৭। তারা বলে ঃ আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করছি। কিন্তু এরপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুতঃ তারা মু'মিন নয়।	٤٧. وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُوْلَـٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ
৪৮। আর যখন তাদেরকে ফাইসালা করে দেয়ার জন্য আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٤٨. وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ
৪৯। আর সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটে আসে।	٤٩. وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
৫০। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে, না কি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল	٥٠. أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ

ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَرَسُولُهُۥۚ بَلۡ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ	তাদের প্রতি যুল্‌ম করবেন? বরং তারাইতো যালিম।
٥١. إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ	৫১। মু'মিনদের উক্তিতো এই, যখন তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম। আর তারাইতো সফলকাম।
٥٢. وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ	৫২। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।

মুনাফিকদের প্রতারণা এবং তাদের প্রতি মু'মিনদের আচরণ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন, তারা মুখে ঈমান ও আনুগত্যের কথা স্বীকার করছে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোন মিল নেই। وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ তারা ঈমানদার নয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّه وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ যখন তাদেরকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেয়ার জন্য, অর্থাৎ যখন তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করা হয় এবং কুরআন ও হাদীস মানতে বলা হয় তখন তারা গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلاً بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা নিজেদের মুকাদ্দামা তাগুতের নিকট নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যেন তাকে অবিশ্বাস করে; পক্ষান্তরে শাইতান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমা হতে মুখ ফিরিয়ে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬০-৬১) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْه مُذْعنِينَ যদি তাদের প্রাপ্য থাকে তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছুটে আসে। অর্থাৎ তারা যদি শারীয়াতের ফাইসালায় নিজেদের লাভ দেখতে পায় তাহলে অতি আনন্দে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছুটে আসে। আর যদি জানতে পারে যে, শারয়ী ফাইসালা তাদের মনের চাহিদার উল্টা, পার্থিব স্বার্থের পরিপন্থী, তাহলে তারা সত্যের দিকে ফিরেও তাকায়না। তখন তারা

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে যায় যে তাদের পক্ষে কথা বলবে। সুতরাং এইরূপ লোক পাকা কাফির। কেননা তাদের মধ্যে তিন অবস্থার যে কোন একটি অবশ্যই রয়েছে। হয়ত তাদের অন্তরে বেঈমানী বদ্ধমূল হয়ে গেছে, কিংবা তারা আল্লাহর দীনের সত্যতায় সন্দিহান রয়েছে, অথবা তারা এই ভয় করে যে, না জানি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের হক নষ্ট করেন এবং তাদের প্রতি যুল্ম করেন। এই তিনটাই কুফরীর অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই জানেন। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ প্রকৃতপক্ষে এই লোকগুলোই পাপী ও অত্যাচারী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ধারনা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا এরপর সঠিক ও খাঁটি মু'মিনের গুণাগুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ছাড়া অন্য কিছুকেই দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করেনা। তারা কুরআন ও হাদীস শোনা মাত্রই এবং এগুলির ডাক কানে আসা মাত্রই পরিষ্কারভাবে বলে ঃ 'আমরা শুনলাম ও মানলাম। এরাই সফলকাম ও মুক্তিপ্রাপ্ত লোক।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ), যিনি আকাবাহয় উপস্থিত ছিলেন এবং একজন বাদরী সাহাবী এবং আনসারগণের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় লোক, মৃত্যুর সময় স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র জুনাদাহ ইব্ন আবি উমাইয়াহকে (রাঃ) বলেন ঃ তোমার উপর কি কর্তব্য এবং তোমার কি দায়িত্ব রয়েছে তা কি আমি তোমাকে বলে দিব? তিনি জবাবে বললেন ঃ হ্যাঁ বলুন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার কর্তব্য হল (ধর্মীয় উপদেশ) শ্রবণ করা ও মান্য করা কঠিন অবস্থায়ও এবং সহজ অবস্থায়ও, আনন্দের সময়ও এবং দুঃখের সময়ও, আর ঐ সময়েও যখন তোমার হক অন্যকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। তোমার জিহ্বাকে তুমি ন্যায় ও সত্যবাদিতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে। যোগ্য শাসনকর্তার নিকট থেকে শাসনকার্য ছিনিয়ে নিবেনা। তবে সে যদি প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার হুকুম করে তাহলে তা কখনও মানবেনা। সে যদি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত কিছু

বলে তাহলে তা কখনও স্বীকার করবেনা। সদা-সর্বদা আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৬২৩)

আবূ দারদা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া ইসলাম নেই। আর সমস্ত মঙ্গল নিহিত রয়েছে জামা'আতের মধ্যে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুসলিমদের খালীফা এবং সাধারণ মুসলিমদের মঙ্গল কামনার মধ্যে। তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে জানানো হয়েছে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলতেন যে, ইসলামের দৃঢ় রজ্জু হল আল্লাহর একাত্মবাদের সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠিত করা, যাকাত প্রদান করা এবং মুসলিমদের শাসকদের আনুগত্য স্বীকার করা। (ইব্ন আবী হাতিম ৮/২৬২৩, ২৬২৪)

আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং মুসলিম শাসকদের আনুগত্যের ব্যাপারে যেসব হাদীস ও আছার এসেছে সেগুলির সংখ্যা এত বেশী যে, সবগুলি এখানে বর্ণনা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হবে, তাঁরা যা করতে আদেশ করেছেন তা পালন করবে, যা করতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকবে, যে পাপ কাজ করে ফেলেছে তার জন্য সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে এবং আগামীতে ঐ সব পাপ কাজ হতে বিরত থাকবে সে সমুদয় কল্যাণ জমাকারী এবং সমস্ত অকল্যাণ হতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত। দুনিয়া ও আখিরাতে সে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম।

৫৩। তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর শপথ করে বলে, তুমি তাদেরকে আদেশ করলে তারা বের হবেই; তুমি বল ঃ শপথ করনা, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।	٥٣. وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقْسِمُواْ ۖ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ
৫৪। বল ঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি	٥٤. قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ

ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ	তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎ পথ পাবে, রাসূলের দায়িত্বতো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে নিজেদের ঈমানদারী ও শুভাকাংখার কথা প্রকাশ করত এবং শপথ করে করে বলত যে, তারাও জিহাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। হুকুম হওয়া মাত্রই ঘরবাড়ী ও ছেলে-মেয়ে ছেড়ে জিহাদের মাঠে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ তোমরা শপথ করনা। তোমাদের আনুগত্যের মূলতত্ত্ব আমার জানা আছে। তোমাদের অন্তরে এক কথা, আর মুখে এক কথা। তোমাদের মুখ যতটা মু'মিন তোমাদের অন্তর ততটা কাফির। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ

তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৯৬) তিনি আরও বলেন ঃ

ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً

তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৬) সূরা হাশরে তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ. لَئِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ

তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের ঐ সব সঙ্গীকে বলে ঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারও কথা মানবনা এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। বস্তুতঃ তারা বহিস্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবেনা এবং আক্রান্ত হলেও তারা তাদেরকে সাহায্য করবেনা এবং তারা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবেনা। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ১১-১২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। অর্থাৎ তোমরা কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রেখ যে, তোমাদের এই অপরাধের শাস্তি নাবীর উপর পতিত হবেনা। তার কাজতো শুধু আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে রাসূলের কথা মেনে নেয়া এবং ওর উপর আমল করা ইত্যাদি। হিদায়াত শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যেই রয়েছে। কেননা সরল সঠিক পথের দিকে আহ্বানকারী তিনিই।

صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ

সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশদাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২১-২২)

৫৫. وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ

৫৫। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন; তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন শরীক করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে

তারাতো সত্যত্যাগী।	فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা হল তিনি তাদেরকে বিজয়ী করবেনই

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাঁর উম্মাতকে যমীনের মালিক বানিয়ে দিবেন, তাদেরকে তিনি লোকদের নেতা করবেন এবং দেশ তাদের দ্বারা জনবসতিপূর্ণ হবে। আল্লাহর বান্দারা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আজ যে জনগণ লোকদের থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছে, কাল তারা পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। হুকুমাত তাদের হবে এবং তারাই হবে সাম্রাজ্যের মালিক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! হয়েছিলও তাই। মাক্কা, খাইবার, বাহরাইন, আরাব উপদ্বীপ এবং ইয়ামানতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই বিজিত হয়েছিল। হিজরের মাজূসীরা জিযিয়া কর দিতে স্বীকৃত হয়ে মুসলিমদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। সিরিয়ার কোন কোন অংশেরও এই অবস্থাই হয়। রোম সম্রাট কাইসার উপহার উপঢৌকন পাঠিয়ে দেন। মিসরের গভর্নরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে উপঢৌকন পাঠায়। ইসকানদারিয়ার বাদশাহ মাকুকীস এবং ওমানের বাদশাহরাও এটাই করেন এবং এভাবে নিজেদের আনুগত্য প্রমাণ করেন। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাসী (রহঃ) মুসলিমই হয়ে যান যিনি আসহামার পরে হাবশের বাদশাহ হয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইন্তিকাল করেন এবং আবূ বাকর (রাঃ) খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের (রাঃ) নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী পারস্য অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ক্রমান্বয়ে বিজয় লাভ করতে থাকেন এবং অবাধ্য কাফিরদেরকে হত্যা করে চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডিয়ন করেন। আবূ উবাদাহ ইব্ন জাররাহর (রাঃ) অধীনে অন্যান্য সেনাপতিসহ ইসলামের বীর সৈনিকদেরকে সিরিয়ার রাজ্যগুলির দিকে প্রেরণ করেন এবং তারা সেখানে মুহাম্মাদী পতাকা উত্তোলন করেন। আমর ইব্ন আসের (রাঃ) নেতৃত্বে অন্য একদল সেনাবাহিনী মিসরের দিকে প্রেরিত হয়। বসরা, দামেশ্ক, আম্মান প্রভৃতি রাজ্য বিজয়ের পর আবূ বাকরও (রাঃ) মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি মহান আল্লাহর ইঙ্গিতক্রমে উমারকে (রাঃ) তার স্থলাভিষিক্ত করে যান। এটা সত্য কথা যে, আকাশের নীচে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে উমারের (রাঃ) যুগের মত যুগ আর আসেনি। তার স্বভাবগত শক্তি, তার সৎ কাজ, তার চরিত্র, তার ন্যায়পরায়ণতা এবং তার আল্লাহভীতির দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় তার পরে অনুসন্ধান করা বৃথা কালক্ষেপণ ছাড়া কিছুই নয়। সমগ্র সিরিয়া ও মিসর এবং পারস্যের অধিকাংশ অঞ্চল তার খিলাফাত আমলে বিজিত হয়। পারস্য সম্রাট কিসরার সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। স্বয়ং সম্রাটের মাথা লুকানোর কোন জায়গা থাকেনি। তাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় পালিয়ে বেড়াতে হয়। রোম সম্রাট কাইসারকেও সাম্রাজ্যচ্যুত করা হয়। সিরিয়া সাম্রাজ্য তার হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং কনস্টান্টিনোপলে পালিয়ে গিয়ে তাকে আত্মগোপন করতে হয়। এই সাম্রাজ্যগুলোর বহু বছরের সঞ্চিত ধন-সম্পদ মুসলিমদের হস্তগত হয়। আল্লাহর সৎ ও মধুর চরিত্রের অধিকারী বান্দাদের মধ্যে এগুলি বন্টন করা হয়। এভাবে মহান আল্লাহ তাঁর ঐ ওয়াদা পূর্ণ করেন যা তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে করেছিলেন।

অতঃপর উসমানের (রাঃ) খিলাফাতের যুগ আসে এবং পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আল্লাহর দীন ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর সেনাবাহিনী একদিকে পূর্ব দিকের শেষ প্রান্ত এবং অপরদিকে পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ইসলামী মুজাহিদদের উন্মুক্ত তরবারী আল্লাহর তাওহীদকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেন। পশ্চিম দিকের রাষ্ট্রসমূহ যেমন সাইপ্রাস, আন্দালুসিয়া, কাইরুয়ান এবং সাবতা পর্যন্ত মুসলিমদের দখলে চলে আসে। ফলে আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবেশ দ্বার খুলে যায়। পূর্ব দিকে চীন পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। কাফির সম্রাটদের সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। অগ্নি উপাসকদের হাজার হাজার বছরের উপাসনালয় নির্বাপিত হয় এবং প্রত্যেকটি উঁচু টিলা হতে ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়। অপর দিকে ইরাক, খোরাসান, আহওয়ায ইত্যাদি সাম্রাজ্য জয় করা হয়। তুর্কীদের সাথে বিশাল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে তাদের বড় বাদশাহ খাকান মাটির সাথে মিশে যায়। সে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হয়। যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত হতে উসমানের (রাঃ) কাছে খাজনা পৌঁছতে থাকে। সত্য কথাতো এটাই যে, মুসলিম বীর পুরুষদের এই জীবন মরণ সংগ্রামের মূলে ছিল উসমানের (রাঃ) তিলাওয়াতে কুরআনের বারাকাত। কুরআনুল হাকীমের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ ছিল তা বর্ণনাতীত। কুরআনকে একত্রিতকরণ ও মুখস্থকরণ এবং প্রচার ও

প্রসারে তিনি যে খিদমাত আঞ্জাম দেন তার তুলনা মিলেনা। তাঁর যুগের প্রতি লক্ষ্য করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীটি মানসপটে ভেসে ওঠে। তিনি বলেছিলেন ঃ আমার জন্য যমীনকে এক জায়গায় একত্রিত ও জড় করা হয়, এমনকি আমি পূর্ব দিক ও পশ্চিম দিক দেখে নিই। আমার উম্মাতের সাম্রাজ্য ঐ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যেখান পর্যন্ত আমাকে দেখানো হয়েছিল। (মুসলিম ৪/২২১৫)

এখন আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং আমরা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমানের প্রার্থনা করছি এবং যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তিনি সন্তুষ্ট হন সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আমরা তাঁর কাছে তাওফীক চাচ্ছি।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا *বল ঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎ পথ পাবে, রাসূলের দায়িত্বতো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন।*

রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবুল আলিয়া (রহঃ) আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, (ইসলামের আবির্ভাবের পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহচরবর্গ দশ বছরের মত মাক্কায় অবস্থান করেন। ঐ সময় তাঁরা দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর একাত্মবাদ ও তাঁর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু ঐ যুগটি ছিল গোপনীয়তা, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার যুগ। তখন পর্যন্ত জিহাদের হুকুম নাযিল হয়নি। মুসলিমরা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। এরপর হিজরাতের হুকুম হয় এবং তাঁরা মাদীনায় হিজরাত করেন। অতঃপর

জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়। চতুর্দিক শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল। মুসলিমরা ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত। কোন সময়ই বিপদশূন্য ছিলনা। সকাল সন্ধ্যায় সাহাবীগণ (রাঃ) অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকতেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। (তাবারী ১৯/২০৯)

অতঃপর আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাব উপদ্বীপের উপর বিজয় লাভ করেন। আরাবে কোন কাফির থাকলনা। সুতরাং মুসলিমদের অন্তর ভয়শূন্য হয়ে গেল। আর সদা-সর্বদা অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত থাকারও কোন প্রয়োজন থাকলনা। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তি কালের পরেও তিনজন খালীফার যুগ পর্যন্ত সর্বত্র ঐ শান্তি ও নিরাপত্তাই বিরাজ করে। অর্থাৎ আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং উসমানের (রাঃ) যুগ পর্যন্ত। এরপর মুসলিমদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কাজেই আবার তাদের মধ্যে ভয় এসে পড়ে এবং প্রহরী, চৌকিদার, দারোগা ইত্যাদি নিযুক্ত করতে হয়। মুসলিমরা যখন নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন করে তখন তাদের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সালাফগণের কোন কোন বিজ্ঞজন হতে বর্ণিত আছে যে, তারা আবূ বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) খিলাফাতের সত্যতার ব্যাপারে এই আয়াতটিকে পেশ করেছেন।

বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) বলেন ঃ যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমরা অত্যন্ত ভয় ও দুর্ভাবনার অবস্থায় ছিলাম। (দুররুল মানসুর ৬/২১৫) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ أَنتُمۡ قَلِيلٞ مُّسۡتَضۡعَفُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمۡ وَأَيَّدَكُم بِنَصۡرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে, আর তোমরা এই শংকায় নিপতিত থাকতে যে, লোকেরা অকস্মাৎ তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। (এই অবস্থায়) আল্লাহই তোমাদেরকে (মাদীনায়) আশ্রয় দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন, আর পবিত্র বস্তু দ্বারা তোমাদের জীবিকা দান করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৬) যেমন মূসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৯) অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ

আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে, আর তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে; এবং ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫-৬) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন।

আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) যখন প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি হীরা নামক দেশ দেখেছ? উত্তরে আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) বলেন ঃ জী না, আমি হীরা দেখিনি, তবে নাম শুনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আল্লাহ তা'আলা আমার এই দীনকে পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দিবেন। তখন এমনভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা এসে যাবে যে, হীরা হতে একজন মহিলা উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে কেহকে সঙ্গে না নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়বে এবং বাইতুল্লাহয় পৌঁছে তাওয়াফ সম্পন্ন করে ফিরে আসবে। জেনে রেখ যে, ইরানের বাদশাহ কিসরা ইব্ন হরমুযের কোষাগার বিজিত হবে। আদী (রাঃ) বিস্ময়ের সুরে বলেন ঃ ইরানের বাদশাহ কিসরা ইব্ন হরমুযের কোষাগার

মুসলিমরা জয় করবেন! উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, কিসরা ইব্ন হরমুযের কোষাগারই বটে। ধন-সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণকারী কেহ থাকবেনা। আদী (রাঃ) বলেন ঃ দেখুন, বাস্তবিকই মহিলারা হীরা হতে কারও আশ্রয় ছাড়াই যাতায়াত করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কিসরার ধনভাণ্ডার উম্মুক্তকারীদের মধ্যে স্বয়ং আমিও বিদ্যমান ছিলাম। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটিও নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে। কেননা এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই ভবিষ্যদ্বাণী। (আহমাদ ৪/২৫৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا তারা আমার ইবাদাত করবে এবং আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। আনাস (রাঃ) মুআয ইব্ন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমি উটের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসেছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে জিনের (উটের গদীর) শেষ কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া কিছুই ছিলনা। তখন তিনি বললেন ঃ হে মুআয! আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার খিদমাতে হাযির! কিছু সময় অতিক্রম হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন ঃ হে মুআয! আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার খিদমাতে হাযির! আবার কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি বললেন ঃ হে মুআয! আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার খিদমাতে হাযির! তিনি (এবার) বললেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহর হক কি তা কি তুমি জান? আমি বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকতর ভাল জানেন ও জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেনা। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ সামনে এগিয়ে গেলেন এবং আবার বললেন ঃ হে মুআয! আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার খিদমাতে হাযির! তিনি বললেন ঃ আল্লাহর উপর বান্দার হক কি তা তুমি জান কি? আমি বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে ভাল জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেন ঃ তা যদি পালন করা হয় তাহলে আল্লাহর উপর বান্দার হক হচ্ছে এই যে, তিনি

তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেননা। (আহমাদ ৫/২৪২, ফাতহুল বারী ১০/৪১২, মুসলিম ১/৫৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ আর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাতো সত্যত্যাগী অর্থাৎ এর পরেও যারা আমার আনুগত্য পরিত্যাগ করবে সে আমার হুকুম অমান্য করল এবং এটা খুবই কঠিন ও বড় (কাবীরাহ) পাপ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর যারা আল্লাহর আদেশ পুংখানুপুংখ মেনে চলেছিলেন তারা হলেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ। তারা ছিলেন আল্লাহর একান্ত অনুগত, বাধ্য। আল্লাহর প্রতি তাদের অনুরাগ ও কর্তব্য পরায়ণতার মাপকাঠি অনুযায়ী তারা তাদের কাজে জয়যুক্ত হয়েছেন। তারা আল্লাহর কালেমাকে পূর্বে ও পশ্চিমে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর এর প্রতিদান হিসাবে তিনি তাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং প্রতিটি জনপদে তারা তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। যখন থেকে লোকেরা আল্লাহর প্রতি তাদের ওয়াদা ও কর্তব্য পালনে গাফিলাতি শুরু করল তখন থেকে শৌর্য-বীর্য এবং নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা দুর্বল হতে শুরু করল।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল সদা সত্যের উপর থাকবে। কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের বিরোধীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। (মুসলিম ১/১৩৭) আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা এসে যাবে। (মুসলিম ৩/১৫২৩) একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত এই দলটিই দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। (আহমাদ ৪৩৭) আর একটি হাদীসে আছে যে, ঈসার (আঃ) অবতরণ পর্যন্ত এই লোকগুলি কাফিরদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। (ফাতহুল বারী ১৩/৩০৬) এই সব রিওয়ায়াত বিশুদ্ধ এবং সবগুলিরই ভাবার্থও একই, কোন বৈপরীত্য নেই।

৫৬। তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পার।	٥٦. وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

৫৭। তুমি কাফিরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করনা; তাদের আশ্রয়স্থল আগুন; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!	٥٧. لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

সালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করার আদেশ; কাফিরেরা পালানোর পথ পাবেনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে শুধু তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ তাঁরই জন্য তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং সাথে সাথে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ কর ও তাদের সাথে সৎ ব্যবহার কর। দুর্বল, দরিদ্র এবং মিসকীনদের খবরাখবর নিতে থাক। মালের মধ্য হতে আল্লাহর হক অর্থাৎ যাকাত বের কর এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করতে থাক। তিনি যে কাজের নির্দেশ দেন তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। জেনে রেখ যে, আল্লাহর রাহমাত লাভের এটাই একমাত্র পন্থা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أُو۟لَـٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ

এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৭১) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ হে নাবী! তুমি ধারণা করনা যে, তোমাকে অবিশ্বাসকারীরা আমার উপর জয়যুক্ত হবে বা এদিক-ওদিক পালিয়ে গিয়ে আমার কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। আমি তাদের প্রকৃত বাসস্থান জাহান্নামে ঠিক করে রেখেছি যা বাসের পক্ষে অত্যন্ত জঘন্য স্থান।

৫৮। হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-	٥٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَـٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَـٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফাজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার সালাতের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলা রাখার সময়; এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই; তোমাদের এক জনকে অপর জনের নিকটতো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্ট রূপে বিবৃত করেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٥٩. وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَـٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ

৫৯। এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে তাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠদের ন্যায়। এভাবে আল্লাহ

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ءَايَـٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
٦٠. وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	৬০। আর বৃদ্ধা নারী, যারা বিয়ের আশা রাখেনা, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে এটা হতে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

দাস-দাসী এবং ছোট শিশুরা কক্ষে প্রবেশে কখন অনুমতি চাবে

এ আয়াতে নিকটাত্মীয়দেরকেও নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারাও যেন অনুমতি নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। ইতোপূর্বে এই সূরার প্রথম দিকের আয়াতে যে হুকুম ছিল তা ছিল পর পুরুষ ও অনাত্মীয়ের জন্য। এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিন সময়ে গোলামদেরকে এমনকি নাবালক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকেও অনুমতি নিতে হবে। ঐ তিন সময় হল ঃ ফাজরের সালাতের পূর্বে। কেননা এটা হল ঘুমানোর সময়। দ্বিতীয় হল দুপুরের সময়, যখন মানুষ সাধারণতঃ কিছুটা বিশ্রামের জন্য কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুইয়ে থাকে। আর তৃতীয় হল ইশার সালাতের পরে। কেননা ওটাই হচ্ছে ঘুমানোর প্রকৃত সময়। সুতরাং এই তিন সময় যেন গোলাম ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরাও অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ না করে। কেননা ঐ সময় স্বামী/স্ত্রীর ঘুমানোর সময়।

ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ *এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলা রাখার সময়; এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই*। তবে এই তিন সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে তাদের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা তাদের ঘরে যাতায়াত যরুরী। তারা বারবার আসে ও যায়। সুতরাং প্রত্যেকবার অনুমতি প্রার্থনা করা তাদের জন্য এবং বাড়ীর লোকদের জন্যও বড়ই অসুবিধাজনক ব্যাপার। তারা যখন তখন কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে, কারণ বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের বিভিন্ন ঘরে যেতে হয়। এ কারণে তাদের বার বার বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু অন্যদের বেলায় এ ব্যবস্থা শিথিলযোগ্য নয়। তাদেরকে ক্ষমাও করা হবেনা। যদিও এ আয়াতটি কখনও বাতিল বা মানসুখ হয়নি, সব সময় এটা মেনে চলতে হবে, কিন্তু খুব কম লোকই এটা অনুসরণ করে। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) লোকদের এ আচরণকে অপছন্দ করতেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ ‘কারও গৃহে প্রবেশ করার ব্যাপারে অনুমতি নিতে হবে’ আল্লাহর এ আদেশটি খুব কম লোকই মেনে চলে। কিন্তু আমি আমার দাসীকে বলে রেখেছি যে, সে যেন আমার কক্ষে প্রবেশ করার আগে আমার অনুমতি নেয়। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) আরও বলেন ঃ ‘আতাও (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এরূপই আদেশ করতেন। (আবূ দাঊদ ৫/৩৭৭)

মূসা ইব্ন আবি আয়িশা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শা’বীকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ... الخ এই আয়াতটি কি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ না, রহিত হয়নি। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেন ঃ জনগণ এর প্রতি আমল করা ছেড়ে দিয়েছে যে? জবাবে তিনি বলেন ঃ (এই আয়াতের প্রতি আমল করার জন্য) আল্লাহ তাদের সাহায্য করুন। (তাবারী ১৯/২১৩)

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ তবে হ্যাঁ, যখন সন্তানরা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যাবে তখন তাদেরকে এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়েও অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু যে তিন সময়ের কথা

মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন এই তিন সময়ে ছোট ছেলেকেও তার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার সময় অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। আর প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছার পর সব সময়েই অনুমতি চাইতে হবে যেমন অন্যান্য বয়স্ক মানুষ অনুমতি চেয়ে থাকে, তারা নিজ গৃহের লোকই হোক অথবা অপর লোকই হোক। কারণ ঐ তিন সময়ে স্বামী-স্ত্রী এমন অবস্থায় থাকতে পারে যখন অন্যের প্রবেশ হবে জঘন্যতম ও বিব্রতকর।

বয়স্ক মহিলারা তাদের আলখেল্লা খুলে রাখলে তাতে কোন পাপ নেই

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء *আর বৃদ্ধা নারী*। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা হল ঐ মহিলা যাদের আর গর্ভ ধারণ করার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ তারা এমন বয়সে পৌঁছে গেছে যে, পুরুষদের প্রতি তাদের কোনই আকর্ষণ নেই, তাদের জন্য অপরাধ নেই।

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ যদি তারা (বৃদ্ধারা) তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করার ইচ্ছা না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। অর্থাৎ অন্যান্য নারীদের মত তাদের পর্দার দরকার নেই। (দুররুল মানসুর ৬/২২২, তাবারী ১৯/২১৬)

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (*ঈমান আনয়নকারিনী নারীদেরকে বল ঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে হিফাযাত করে*) (২৪ ঃ ৩১) এ আয়াতটি রহিত হয়ে وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا (*আর বৃদ্ধা নারী যারা বিয়ের আশা রাখেনা*) এ আয়াতটি বলবত হয়েছে। (আবূ দাঊদ ৪/৩৬১)

ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বোরখা এবং চাদর পরিধান না করে শুধু দো-পাট্টা এবং জামা ও পাজামা পরে থাকার অনুমতি রয়েছে। (তাবারী ১৯/২১৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবূ আশ শা'সা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ

(রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), আওযায়ী (রহঃ) প্রমুখ একই মত পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/২১৭, ২১৮) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

غَيْرَ مُتَبَرِّجَات بِزِينَة *সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে যদি তাদের বহির্বাস খুলে রাখে।* সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ তাদের পরিধেয় অতিরিক্ত কাপড় (বোরখা) খুলে উচ্ছৃংখল মেয়েদের মত যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ চাদর ব্যবহার না করা এরূপ বয়স্ক মহিলাদের জন্য জায়িয বটে, কিন্তু এটা হতে তাদের বিরত থাকাই (অর্থাৎ বোরখা ও চাদর ব্যবহার করাই) তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬১। অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ নেই, আর দোষ নেই রোগীর জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করায় নিজেদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভাইদের গৃহে অথবা তোমাদের বোনদের গৃহে অথবা তোমাদের চাচাদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে যার চাবি রয়েছে	٦١. لَّيۡسَ عَلَى ٱلۡأَعۡمَىٰ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡأَعۡرَجِ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرِيضِ حَرَجٞ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَن تَأۡكُلُواْ مِنۢ بُيُوتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ إِخۡوَٰنِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَعۡمَٰمِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمۡ

أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَـٰلَـٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَـٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ	তোমাদের কাছে অথবা তোমাদের প্রকৃত বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ, যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।

কারও আত্মীয়ের ঘরে পানাহার করা

এই আয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, মুসলিমদের অনেকে অন্ধ মুসলিমদের সাথে একত্রে বসে আহার করার ব্যাপারে বিব্রত বোধ করতেন। কারণ তারা খাদ্য দেখতে পাননা এবং উত্তম খাদ্য বাটির কোথায় রয়েছে তাও তারা জানেননা। ফলে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোকেরা ভাল খাবারগুলি অন্ধদের আগেই খেয়ে ফেলতেন। তারা খোঁড়া লোকদের সাথেও খেতে অস্বস্তি বোধ করতেন এ কারণে যে, তারা অন্যদের মত আরাম করে বসতে পারতেননা। এর ফলে অন্যরা এ দুর্বলতার সুযোগ নিত।

তারা দুর্বল লোকদের সাথে এ জন্যও একত্রে খেতে চাইতেননা যে, তাদের অসুস্থতার সুযোগে অন্যরা বেশি খেয়ে ফেলে। এ সব কারণেই তারা ভীত ছিলেন যে, না জানি তাদের সাথে একত্রে খেতে বসে তাদের হকের প্রতি অবিচার করা হয়। অতঃপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন যাতে খাদ্য বন্টনের ব্যাপারে তাদের মনে কোন সংশয় না থাকে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং মিকসাম (রহঃ) এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। (দুররুল মানসুর ৬/২২৩, তাবারী ১৯/২২১)

মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ এইরূপ লোকদেরকে নিজেদের পিতা, ভাই, বোন প্রভৃতি নিকটতম আত্মীয়দের নিকট পৌঁছে দিত, যেন তারা সেখানে আহার করে। কিন্তু এ লোকগুলি এটাকে দূষণীয় মনে করত যে, তাদেরকে অপরের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (আবদুর রাযযাক ৩/৬৪)

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, মানুষ যখন তার পুত্র, ভাই, বোন, পিতা প্রমুখের বাড়ী যেত এবং ঐ ঘরের মহিলারা কোন খাদ্য তার সামনে হাযির করত তখন সে তা খেতনা এই মনে করে যে, সেখানে বাড়ীর মালিক উপস্থিত নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ খাদ্য খেয়ে নেয়ার অনুমতি দেন। এটা বলা হয়েছে যে, তোমাদের নিজেদের জন্যও কোন দোষ নেই, এটাতো প্রকাশমানই ছিল, কিন্তু এর উপর অন্যগুলির সংযোগ স্থাপনের জন্য এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এর পরবর্তী বর্ণনা এই হুকুমের ব্যাপারে সমান। পুত্রদের বাড়ীর ব্যাপারে হুকুমও এটাই, যদিও তাদের নির্দিষ্ট শব্দে এর বর্ণনা দেয়া হয়নি। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে এটাও এসে যাচ্ছে। এমনকি এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করে কেহ কেহ বলেছেন যে, পুত্রের সম্পদ পিতার সম্পদেরই স্থলবর্তী। মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে কয়েকটি সনদে হাদীস এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার। (আহমাদ ২/২০৪, ২১৪, ২৭৯ ইব্ন মাজাহ ২/৭৬৯)

أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ আর যাদের নাম এসেছে তাদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করে কেহ কেহ বলেছেন যে, নিকটতম আত্মীয়দের একে অপরের জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব।

أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং সুদ্দীসহ (রহঃ) কেহ কেহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি 'যার চাবী তোমাদের মালিকানায় রয়েছে' দ্বারা গোলাম ও প্রহরীকে বুঝানো হয়েছে যে, তারা তাদের মনিবের

সম্পদ হতে প্রয়োজন হিসাবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী খেতে পারে। উরওয়াহ (রহঃ) হতে যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জিহাদে গমন করতেন তখন তাঁর সাথের মুসলিমরা যাওয়ার সময় তাদের বিশিষ্ট বন্ধুদের কাছে চাবি দিয়ে যেত এবং তাদেরকে বলে যেত ঃ প্রয়োজনবোধে তোমরা আমাদের সম্পদ থেকে খেতে পারবে। আমরা তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম। কিন্তু এরপরেও এরা নিজেদেরকে শুধু আমানাতদার মনে করতেন এই ভেবে যে, তারা হয়ত খোলা মনে অনুমতি দেয়নি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَوْ صَدِيقِكُمْ তোমরা তোমাদের বন্ধুদের গৃহেও খেতে পার, যতক্ষণ তোমরা জানবে যে, তারা এটা খারাপ মনে করবেনা এবং তাদের কাছে এটা কঠিনও ঠেকবেনা। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ

হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৯) যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ (রাঃ) পরস্পর বলাবলি করেন ঃ পানাহারের জিনিসগুলিওতো সম্পদ, সুতরাং এটাও আমাদের জন্য হালাল নয় যে, আমরা একে অপরের বাড়িতে আহার করি। অতএব তারা ওটা খাওয়া থেকেও বিরত হন। ঐ সময় لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অনুরূপভাবে পৃথক পৃথকভাবে পানাহারকেও তারা খারাপ মনে করতেন। কেহ সঙ্গী না হওয়া পর্যন্ত তারা খেতেননা। এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই হুকুমের মধ্যে দু'টিরই অনুমতি দিলেন, অর্থাৎ অন্যদের সাথে খেতে এবং পৃথক পৃথকভাবে খেতেও। (তাবারী ১৯/২২৪) কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ বানু কিনানা গোত্রের লোক বিশেষভাবে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত থাকত, তথাপি সঙ্গে কেহকে না পাওয়া পর্যন্ত খেতনা।

সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে তারা সাথে আহারকারী সঙ্গীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা একাকী খাওয়ার অনুমতি দান সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ করে অজ্ঞতাযুগের ঐ কঠিন প্রথাকে দূর করে দেন।

এ আয়াতে যদিও একাকী খাওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, লোকদের সাথে মিলিত হয়ে খাওয়া নিঃসন্দেহে উত্তম। আর এতে বেশী বারাকাতও রয়েছে।

ওয়াহশী ইব্ন হারব (রহঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না (এর কারণ কি?)। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ সম্ভবতঃ তুমি পৃথকভাবে একাকী খেয়ে থাক। তোমরা একত্রে খাও এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খেতে শুরু কর, তোমাদের খাদ্যে বারাকাত দেয়া হবে। (আহমাদ ৩/৫০১, আবূ দাঊদ ৩৭৬৪, ইব্ন মাজাহ ৩২৮৬)

অন্যত্র সালিম (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সবাই একত্রিতভাবে খাও, পৃথক পৃথকভাবে খেওনা। কেননা বারাকাত জামা'আতের উপর রয়েছে। (ইব্ন মাজাহ ৩২৮৭) এরপর শিক্ষা দেয়া হচ্ছে ঃ

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের একে অপরের প্রতি অভিবাদন স্বরূপ সালাম করবে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যুহরী (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তোমরা একজন অপর জনকে সালামের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানাবে। (বাগাবী ৩/৩৫৮, তাবারী ১৯/২২৬) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, আবুয যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ আমি যুবাইর ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলতে শুনেছি, যখন তুমি তোমার পরিবারের বাসগৃহে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহর শিখানো অভিবাদন সহকারে প্রবেশ করবে। তিনি আরও বলেন ঃ আমি একে অবশ্য কর্তব্য ছাড়া অন্য কিছু মনে করিনা। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, যিয়াদ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন তাউস (রহঃ) বলতেন ঃ তোমরা যখন তোমাদের কারও গৃহে প্রবেশ করবে তখন সালাম দিবে। (তাবারী ১৯/২২৫)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তোমরা যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّه বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দু‘আ করবে, যখন তোমরা নিজ গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম দিবে এবং যখন এমন গৃহে প্রবেশ করবে যেখানে কেহ অবস্থান করছেনা সেখানে প্রবেশ করার সময় বলবে ঃ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّه الصَّالِحِيْنَ (*আসসালামু ‘আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন*)। (আবদুর রায্যাক ৩/৬৬) ইহাই লোকদেরকে করতে বলা হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে, এইরূপ সময়ে আল্লাহর মালাইকা সালামের জবাব দিবেন। (দুররুল মানসুর ৬/২২৮) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার এবং জ্ঞান লাভ কর।

٦٢. إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ

৬২। তারাই মু’মিন যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তার অনুমতি ব্যতীত তারা সরে পড়েনা; যারা অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী; অতএব তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিবে এবং

তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

একত্রে কোন কাজ করার সময় কেহ চলে যেতে চাইলে অনুমতি নিতে হবে

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে আরও একটি আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ যেমন তোমরা আগমনের সময় অনুমতি নিয়ে আগমন করে থাক, অনুরূপভাবে প্রস্থানের সময়ও আমার নাবীর কাছে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান কর। বিশেষ করে যখন কোন সমাবেশ হবে এবং কোন যরুরী বিষয়ের উপর আলোচনা চলবে। যেমন জুমু'আর সালাত, ঈদের সালাত, কোন জামা'আত এবং পরামর্শ সভা ইত্যাদি। এরূপ স্থলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত তোমরা কখনও এদিক-ওদিক যাবেনা। পূর্ণ মু'মিনের এটাও একটা নিদর্শন। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ হে নাবী! তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্য তোমার কাছে অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন কোন মাজলিসে যাবে তখন সে যেন মাজলিসের লোকদেরকে সালাম করে। আর যখন সেখান হতে চলে আসার ইচ্ছা করবে তখনও যেন সালাম দিয়ে আসে। মর্যাদার দিক দিয়ে দ্বিতীয় বারের সালাম প্রথমবারের সালামের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। (আবূ দাঊদ ৫/৩৮৬, তিরমিযী ৭/৪৮৫, নাসাঈ ৬/১০০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

৬৩। রাসূলের আহ্বানকে তোমরা একে অপরের প্রতি	٦٣. لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ

بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	**আহ্বানের মত গণ্য করনা; তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি।**

রাসূলকে (সাঃ) ডাকার আদব

যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘হে মুহাম্মাদ!’ এবং ‘হে আবুল কাসেম!’ বলে আহ্বান করত, যেমন তারা একে অপরকে ডেকে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে এই বেআদবী আচরণ করা হতে নিষেধ করেন। তাদেরকে তিনি বলেন ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহকে নাম ধরে ডেকনা, বরং ‘হে আল্লাহর নাবী!’ অথবা ‘হে আল্লাহর রাসূল!’ এই বলে ডাকবে। (দুররুল মানসুর ৬/২৩০) তাহলে তাঁর বুযর্গী, মর্যাদা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) **لاَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তোমরা যখন তাকে কিছু বলার জন্য ডাকবে তখন ‘হে মুহাম্মাদ’, ‘হে আবদুল্লাহর পুত্র’ ইত্যাদি নামে ডাকবেনা। বরং সম্মানের সাথে তাকে ‘হে আল্লাহর রাসূল’, ‘হে আল্লাহর নাবী’ ইত্যাদি নামে ডাকবে।

لاَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا *রাসূলের আহ্বানকে তোমরা একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করনা*। এর দ্বিতীয় ভাবার্থ হল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু‘আকে তোমরা তোমাদের পরস্পরের দু‘আর মত মনে করনা। তাঁর দু‘আতো কবূল হবেই।

সুতরাং সাবধান! তোমরা আমার নাবীকে কষ্ট দিওনা। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোন বদ দু'আ যদি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আতিয়িয়্যাহ আল আউফী (রহঃ) হতে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেন। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। (তাবারী ১৯/২৩০)

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا এ আয়াতের তাফসীরে মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, জুমু'আর দিন খুৎবায় বসে থাকা মুনাফিকদের কাছে খুবই কঠিন বোধ হত। আর মাসজিদে যাওয়া এবং খুৎবা শুরু হয়ে যাবার পর কেহ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারতনা। কারও বাইরে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়লে সে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আঙ্গুল তুলে অনুমতি চাইত। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিতেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবাহ দেয়ার সময় কেহ কথা বললে তার জুমু'আর সালাত বাতিল হয়ে যেত। (দুররুল মানসুর ৬/২৩১) তখন এই মুনাফিকরা সাহাবীগণদের আড়ালে দৃষ্টি বাঁচিয়ে সটকে পড়ত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, জামা'আতে যখন এই মুনাফিকরা থাকত তখন একে অপরের আড়াল করে পালিয়ে যেত।

রাসূলের (সাঃ) আদেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা যাবেনা

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ *সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক*। যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশের, তাঁর সুন্নাতের, তাঁর হুকুমের, তাঁর নীতির এবং তাঁর শারীয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। মানুষের কথা ও কাজকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও হাদীসের সাথে মিলানো উচিত। যদি তা তাঁর সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে তা ভাল। আর যদি সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে তা অবশ্যই অগ্রাহ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার উপর আমার আদেশ নেই তা অগ্রাহ্য। (ফাতহুল বারী ৪/৪১৬, মুসলিম ৩/১৩৪৩ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কেহই শারীয়াতে মুহাম্মাদীর বিপরীত করে তার অন্তরে কুফরী, নিফাক,

বিদ‘আত ও মন্দের বীজ বপন করে দেয়া হয়। তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়, হয়ত দুনিয়ায়ই হত্যা, বন্দী, হদ ইত্যাদির মাধ্যমে অথবা পরকালের পারলৌকিক শাস্তি দ্বারা।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। আর আগুন যখন তার চারপাশ আলোকিত করল, পতঙ্গ ও যেসব প্রাণী আগুনে ঝাঁপ দেয় সেগুলো ঝাঁপ দিতে লাগল। তখন সেই ব্যক্তি সেগুলোকে (আগুন থেকে) ফিরানোর চেষ্টা করল, তা সত্ত্বেও সেগুলো আগুনে ঝাপ দিচ্ছে। সুতরাং এটাই আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত। আমিও তোমাদেরকে আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি, কিন্তু আমার বাধা অতিক্রম করে তোমরা তাতে পতিত হচ্ছ। (আহমাদ ২/৩১২, মুসলিম ২২৮৪)

৬৪। জেনে রেখ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহরই, তোমরা যাতে ব্যাপৃত তিনি তা জানেন; যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।	٦٤. أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ.

আল্লাহ তোমাদের সবার অবস্থা জ্ঞাত আছেন

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, যমীন ও আসমানের মালিক, অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা এবং বান্দাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় কার্যাবলী অবগত আছেন একমাত্র আল্লাহ। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ তোমরা যাতে ব্যাপৃত রয়েছ তিনি তা জানেন। তোমরা যে অবস্থায়ই থাক না কেন এবং যে আমল ও বিশ্বাসের উপর থাক না কেন সবই তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আসমান ও যমীনের অণু পরিমাণ

জিনিসও তাঁর কাছে গোপন নেই। তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বস্তুও তাঁর কাছে প্রকাশমান। ছোট-বড় সমস্ত জিনিস স্পষ্ট কিতাবে রক্ষিত রয়েছে। এর উদাহরণ হচ্ছে নিম্নের আয়াতের মত ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ. ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ. وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ. إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর। যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (সালাতের জন্য) এবং দেখেন সাজদাহকারীদের সাথে তোমার উঠা বসা। তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১৭-২২০)

وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর। কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয় - না যমীনে, না আসমানে। আর তা হতে ক্ষুদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬১)

أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ

তাহলে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে, তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি অক্ষম এদের উপাস্যগুলির মত? (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৩) তাঁর বান্দারা কে কি করছে, তা ভাল কিংবা মন্দ, সবই তিনি দেখতে রয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন তারা যা কিছু গোপন করে অথবা প্রকাশ করে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫)

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১০)

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬)

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) এ ধরণের আরও অনেক আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীস রয়েছে যাতে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا (*যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত*) অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সম্মুখে হাযির করবেন তখন তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে, দুনিয়ায় বসবাস করা অবস্থায় তারা কে কি করেছে। তাদের ছোট-বড় সব পাপ তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, যেগুলোকে তারা কোন গুরুত্বই দিতনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গিয়েছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! ওটাতো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯) এ জন্যই মহান আল্লাহ এখানে বলেন ঃ

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল ইয্যাতের, আমরা তাঁর করুণায় সিক্ত হয়ে, তাঁর দয়ায় স্নাত হয়ে দুনিয়ায় ও আখিরাতের সাফল্য প্রার্থনা করছি।

সূরা নূর এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২৫ ঃ ফুরকান, মাক্কী
٢٥ – سورة الفرقان، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৭৭, রুকূ ৬)
(اَيَاتُهَا : ٧٧، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি 'ফুরকান' অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে!	١. تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا
২। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।	٢. ٱلَّذِى لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدًا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلۡمُلۡكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىۡءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرًا

সমস্ত রাহমাত আল্লাহর কাছ থেকে

উপরোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাহমাত বা করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যাতে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব জনগণের উপর প্রকাশিত হয়। তাঁর করুণা এই যে, তিনি তাঁর পবিত্র কালাম কুরআনুল কারীমকে স্বীয় বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন। যেমন তিনি অন্যত্র বর্ণনা করেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَـٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا ۜ . قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি অসঙ্গতি রাখেননি। একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং বিশ্বাসীগণ, যারা সৎকাজ করে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১-২) এখানে তিনি নিজের সত্তাকে কল্যাণময় বলে বর্ণনা করেছেন।

এখানে মহান আল্লাহ نَزَّلَ ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা বার বার বেশী বেশী করে অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণিত হয়। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ

এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৬) সুতরাং পূর্ববর্তী কিতাবগুলিকে اَنْزَلَ এবং এই শেষ কিতাবকে (কুরআনকে) نَزَّلَ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এটা এ কারণেই যে, পূর্ববর্তী কিতাবগুলি এক সাথেই অবতীর্ণ হয়েছিল। আর কুরআনুল কারীম প্রয়োজন অনুপাতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। কখনও কয়েকটি আয়াত, কখনও কয়েকটি সূরা এবং কখনও কিছু আহকাম অবতীর্ণ হয়েছে। এতে এক বড় নিপুণতা ছিল এই যে, লোকদের যেন ওর প্রতি আমল করা কঠিন ও কষ্টকর না হয়। তারা যেন ওগুলি ভালভাবে মনে রাখতে পারে। আর মেনে নেয়ার জন্য যেন তাদের অন্তর খুলে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা এই সূরার মধ্যেই বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَـٰهُ تَرْتِيلاً. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

কাফিরেরা বলে ঃ সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হলনা কেন? এভাবেই অবতীর্ণ করেছি, যে কেহ আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সেটাতো তার অন্তরের তাকওয়ার প্রকাশ। *তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি।* (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৩২-৩৩) এখানে এই আয়াতে এর নাম ফুরকান রাখার কারণ এই যে. এটা সত্য ও মিথ্যা এবং হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে পার্থক্যকারী। এর দ্বারা ভাল ও মন্দ এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য নিরূপিত হয়।

কুরআনুল হাকীমের এই পবিত্র বিশেষণ বর্ণনা করার পর যাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে তাঁর পবিত্র গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তিনি একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদাতে নিয়োজিত থাকেন। তিনি আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা। এটাই হল সবচেয়ে বড় গুণ। এ জন্যই বড় বড় নি‘আমাতের বর্ণনার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বিশেষণেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন মি’রাজ সম্পর্কীয় ঘটনায় তিনি বলেন ঃ

سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১) অন্য জায়গায় দু‘আর স্থলে বলেন ঃ

وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হল তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো। (সূরা নূহ, ৭২ ঃ ১৯) এই বিশেষণই কুরআনুল হাকীমের অবতরণ এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সম্মানিত মালাক/ফেরেশতার আগমনের মর্যাদার বর্ণনার সময় বর্ণিত হয়েছে। এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا এই পবিত্র গ্রন্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। এটা এমন একটি কিতাব যা সরাসরি হিকমাত ও হিদায়াতে পূর্ণ। এই কিতাব বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন, স্পষ্টভাবে বর্ণিত ও সুদৃঢ়।

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা দুনিয়ায় এর প্রচার চালিয়ে যান। তিনি প্রত্যেক লাল ও সাদাকে এবং দূরের ও কাছের লোকদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করেন যারা ‘গাছের ছায়ায়’ আশ্রয় নিতে ইচ্ছুক। যারাই আকাশের নীচে ও পৃথিবীর উপরে রয়েছে তাদের সবারই তিনি রাসূল। যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি সমস্ত লাল ও কালো মানুষের নিকট রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (আহমাদ ৫/১৪৫) তিনি আরও বলেছেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যেগুলি আমার পূর্বে কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। ওগুলির মধ্যে একটি এই যে, আমার পূর্ববর্তী এক একজন নাবী নিজ নিজ কাওমের নিকট প্রেরিত হতেন। কিন্তু আমি সারা দুনিয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি। (ফাতহুল বারী ১/৬৩৪) কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) অর্থাৎ আমাকে রাসূলরূপে প্রেরণকারী এবং আমার উপর পবিত্র কিতাব অবতীর্ণকারী হলেন ঐ আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনের একক মালিক। তিনি যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন- হও, আর তখনই তা হয়ে যায়। তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আসমান ও যমীনের তিনিই মালিক।

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا তাঁর কোন সন্তান নেই, কোন অংশীদারও নেই। وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ সবকিছুই তাঁরই সৃষ্ট। সবাই তাঁরই অধীনে লালিত পালিত। সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, রুযীদাতা, মা‘বূদ এবং রাব্ব তিনিই। তিনিই প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।

৩। আর তারা তাঁর পরিবর্তে মা‘বূদ রূপে গ্রহণ করেছে অপরকে যারা কিছুই সৃষ্টি	٣. وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً لَّا

تَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا	**করেনা, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করার ক্ষমতা রাখেনা এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখেনা।**

মূর্তি পূজকদের আহাম্মকি

এখানে মুশরিকদের অজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, ক্ষমতাবান এবং যিনি ইচ্ছা করলে হয়ে যায় এবং ইচ্ছা না করলে তা কখনও হয়না, তাঁকে ছেড়ে তাদের ইবাদাত করছে যারা একটা মশাও সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং তারা নিজেরাও আল্লাহর সৃষ্ট। তারা নিজেদেরও লাভ-ক্ষতির অধিকার রাখেনা, অপরের লাভ ক্ষতি করাতো দূরের কথা।

وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُورًا তারা নিজেদের জীবন/মৃত্যুর মালিক নয় এবং পুনরায় জীবন লাভেরও ক্ষমতা রাখেনা। তাই যারা তাদের উপাসনা করছে তাদের এগুলির মালিক তারা কি করে হতে পারে? প্রকৃত কথা এটাই যে, এই সমুদয় কাজের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই জীবিত রাখেন এবং তিনিই মারেন। তিনিই কিয়ামাতের দিন সমস্ত মাখলূককে নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন। এ কাজ তাঁর কাছে মোটেই কঠিন নয়।

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮)

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র; ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১৩-১৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّمَا هِىَ زَجۡرَةٌ وَٰحِدَةٌ فَإِذَا هُمۡ يَنظُرُونَ

ওটা একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ। আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৯) আল্লাহ তা'আলা আরও এক জায়গায় বলেন ঃ

إِن كَانَتۡ إِلَّا صَيۡحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمۡ جَمِيعٌ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ

এটা হবে শুধুমাত্র এক মহানাদ; তখনই তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৩) সুতরাং তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি ছাড়া কোন রাব্ব নেই। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত করিনা। কারণ তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তিনি এমনই যে, তাঁর কোন সন্তান নেই, পিতা নেই, সমকক্ষ নেই, স্থলাভিষিক্ত নেই, পীর নেই, উযীর নেই এবং তুলনা নেই। বরং তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কেহকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।

৪। কাফিরেরা বলে ঃ এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছু নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে; অবশ্যই তারা যুল্ম ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে।	٤. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّآ إِفۡكٌ ٱفۡتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيۡهِ قَوۡمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدۡ جَآءُو ظُلۡمًا وَزُورًا
৫। তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়।	٥. وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٱكۡتَتَبَهَا فَهِىَ تُمۡلَىٰ عَلَيۡهِ بُكۡرَةً وَأَصِيلًا

৬। বল ঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٦. قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের মন্তব্য

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে মুশরিকদের একটি অজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন যা তাঁর সত্তা সম্পর্কে ছিল। এখানে তিনি তাদের অন্য একটি অজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছেন যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ তুমি এই কুরআনকে অন্যদের সাহায্যে নিজেই বানিয়ে নিয়েছ। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا এটা তাদের অত্যাচার ও মিথ্যা কথা যা তারা নিজেরাও জানে। তাদের অন্তরও এ কথা ভাল করে জানে যে, তারা যে দাবী করছে তা সত্য নয়। কিন্তু তাদের জানা কথারও বিপরীত কথা তারা বলছে।

কখনও কখনও তারা গলা উঁচু করে বলে ঃ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا এগুলিতো সেকালের উপকথা। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কাহিনীগুলো তিনি লিখিয়ে নিয়েছেন এবং ঐগুলোই সকাল সন্ধ্যায় তাঁর মাজলিসে পঠিত হয়। তাদের এটাও এমন একটা কথা যা মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। কেননা শুধু মাক্কাবাসী নয়, বরং দুনিয়াবাসী জানে যে, আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরক্ষর ছিলেন। না তিনি লিখতে জানতেন, আর না পড়তে জানতেন। নাবুওয়াতের পূর্বের চল্লিশ বছরের জীবন তিনি মাক্কাবাসীদের মধ্যেই কাটিয়েছেন। তাঁর এ জীবন তাদের মধ্যে এমনভাবে কেটেছে যে, তাঁর এ দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন একটিও ঘটনা ঘটেনি যার ফলে তাঁর প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করা যেতে পারে। মাক্কাবাসী তাঁর এক একটি গুণের উপর পাগল ছিল। তাঁর মধুর চরিত্র এবং উত্তম ব্যবহারে তারা এমনভাবে মুগ্ধ ছিল যে, নাবুওয়াত

প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে তারা আল আমীন বলে অত্যন্ত স্নেহের সুরে আহ্বান করত। যখনই আসমানী অহীর তাঁকে আমীন বানানো হল তখনই ঐ নির্বোধের দল তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁর প্রতি নানারূপ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। কেহ তাঁকে কবি বলে, কেহ বলে যাদুকর এবং কেহ বলে পাগল। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা সৎ পথ খুঁজে পাবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৮) তাদের ঔদ্ধত্যতার কারণে আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ *(বল ঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন)* অর্থাৎ আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে রয়েছে পূর্বের এবং পরবর্তী সকল মানুষের বিস্তারিত বর্ণনা। আরও রয়েছে সত্যসহ সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ। এখন তাদেরকে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে জবাব দেয়া হচ্ছে ঃ

الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ এই কুরআন তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন। যার থেকে এক অণু পরিমাণ জিনিসও লুকায়িত নয়। এতে অতীতের যেসব ঘটনার বর্ণনা রয়েছে তার সবই সত্য। ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটার বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেগুলিও সত্য। যা কিছু হয়ে গেছে এবং যা কিছু হবে সবই আল্লাহর কাছে সমান। তিনি অদৃশ্যকে ঐভাবেই জানেন যেমন তিনি জানেন দৃশ্যকে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তাঁর এ কথা বলার কারণ হল যাতে মানুষ তাঁর থেকে নিরাশ না হয়ে যায়। তারা যেন এ আশা করতে পারে যে, তারা যা কিছু অন্যায় ও দুষ্কার্য করুক না কেন, পরে যদি তারা শুদ্ধ অন্তঃকরণে সমস্ত পাপ হতে তাওবাহ করে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তিনি তাদের পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কতই না মহান ও দয়ালু যে, যারা তাঁর চরম অবাধ্য ও শত্রু, যারা তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কষ্ট দিচ্ছে, তাদেরকেও তিনি নিজের সাধারণ করুণার দিকে আহ্বান করছেন। যারা তাঁকে মন্দ বলছে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে খারাপ বলছে তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দেয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন এবং তাদের সামনে ইসলাম ও হিদায়াত পেশ করছেন! যেমন অন্য আয়াতে তিনি ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদিতার বর্ণনা দেয়ার পর তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَـٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّآ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে ঃ ‘আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা’বূদের) এক’, অথচ ইবাদাত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। তারা আল্লাহর সমীপে কেন তাওবাহ করেনা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৩-৭৪) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ

যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবাহ করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা (নির্ধারিত)। (সূরা বুরুজ, ৮৫ ঃ ১০)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর এই দয়া ও দানের প্রতি লক্ষ্য করুন যে, যারা তাঁর বন্ধুদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তাদেরকে তিনি তাওবাহ ও রাহমাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। (এটা কত বড় দয়া ও সহনশীলতার পরিচায়ক)!

৭। তারা বলে ঃ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফিরা করে?	٧. وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ

يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا	তার কাছে কোন মালাক/ ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলনা যে তার সাথে থাকত সতর্ককারী রূপে?
٨. أَوْ يُلْقَىٰٓ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا	৮। তাকে ধন ভান্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা কেন একটি বাগান দেয়া হলনা যা হতে সে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে? সীমা লংঘনকারীরা আরও বলে ঃ তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।
٩. ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَٰلَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا	৯। দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবেনা।
١٠. تَبَارَكَ ٱلَّذِىٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا	১০। কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু - উদ্যানসমূহ, যার নিম্নদেশে নদ-নদী প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ।

১১। বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।	١١. بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا
১২। দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার।	١٢. إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ سَمِعُوا۟ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا
১৩। এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে।	١٣. وَإِذَآ أُلْقُوا۟ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا
১৪। তাদেরকে বলা হবে ঃ আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করনা, বরং বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক।	١٤. لَّا تَدْعُوا۟ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُوا۟ ثُبُورًا كَثِيرًا

রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের মন্তব্যের খন্ডন এবং তাদের সর্বশেষ গন্তব্য স্থল

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত অস্বীকার করার কারণ বর্ণনা করছেন যে তারা বলে ঃ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ

مَعَهُ نَذِيرًا তিনি পানাহারের মুখাপেক্ষী কেন? কেনই বা তিনি ব্যবসা ও লেনদেনের জন্য বাজারে গমনাগমন করেন? তাঁর সাথে কোন মালাককে কেন অবতীর্ণ করা হয়নি? তাহলে তিনি তাঁকে সত্যায়িত করতেন, জনগণকে তাঁর দীনের দিকে আহ্বান করতেন এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে সতর্ক করতেন? ফির‘আউনও এ কথাই বলেছিল ঃ

فَلَوْلَآ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ

কেন দেয়া হল না স্বর্ণ বলয়, অথবা তার সাথে কেন এলো না মালাইকা? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৩) সমস্ত কাফিরের অন্তর একই ধরণের বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের কাফিরেরাও বলেছিল ঃ

أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا তাকে ধন-ভাণ্ডার দেয়া হয়না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন যা হতে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে? নিশ্চয়ই এ সবকিছু প্রদান করা আল্লাহর কাছে খুবই সহজ। কিন্তু সাথে সাথে এগুলি না দেয়ার মধ্যে নিপুণতা ও যৌক্তিকতা রয়েছে।

এই যালিমরা মুসলিমদেরকেও বিভ্রান্ত করত। তারা তাদেরকে বলত ঃ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَّسْحُورًا তোমরা এমন একজন লোকের অনুসরণ করছ যার উপর কেহ যাদু করেছে। তারা কতই না ভিত্তিহীন কথা বলছে! কোন একটি কথার উপর তারা স্থির থাকতে পারছেনা। তারা কথাকে এদিক-ওদিক নিয়ে যাচ্ছে। কখনও বলছে যে, কেহ তাঁর উপর যাদু করেছে, কখনও তাঁকে যাদুকর বলছে, কখনও বলছে যে, তিনি একজন কবি, কখনও বলছে যে, তাঁর উপর জিনের আসর হয়েছে, কখনও তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছে, আবার কখনও বলছে যে, তিনি একজন পাগল। অথচ তাদের এসবই বাজে ও ভিত্তিহীন কথা। আর তারা যে ভুল কথা বলছে এটা এর দ্বারাও প্রকাশমান যে, স্বয়ং তাদের মধ্যেই পরস্পর বিরোধী কথা রয়েছে। কোন একটি কথার উপর মুশরিকদের আস্থা নেই। তারা একটি কথার উপর অটল থাকতে পারছেনা। সঠিক ও সত্য এটাই যে, এ ব্যাপারে কোন দ্বন্দ্ব ও বিরোধ থাকবেনা। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবেনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু- উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে এই পৃথিবীতে। তিনি বলেন ঃ যে ঘর পাথরের গাঁথুনির সাহায্যে তৈরী করা হয় সেই ঘরকেই কুরাইশরা প্রাসাদ বলে বর্ণনা করত, তা সেই ঘর বড় হোক অথবা ছোট হোক। (তাবারী ১৯/২৪৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ এরা এসব যা কিছু বলছে তা শুধু গর্ব, অবাধ্যতা, জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়েই বলছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا আর এরূপ লোকদের জন্যই আমি জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি। ওটা থেকে তারা যা প্রাপ্য হবে তা তাদের সহ্যের বাইরে। দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার। জাহান্নাম ঐ দুষ্ট লোকদেরকে দেখে ক্রোধে ভীষণ গর্জন ও চীৎকার করবে যে, কখন সে ঐ কাফিরদেরকে গ্রাস করবে, আর কখন সে ঐ যালিমদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذَآ أُلْقُوا۟ فِيهَا سَمِعُوا۟ لَهَا شَهِيقًا وَهِىَ تَفُورُ. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ

যখন তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা উহার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে, আর ওটা হবে উদ্বেলিত। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ৭-৮) অর্থাৎ তাদের প্রতি জাহান্নামের এতই ক্রোধ থাকবে যে, ঐ ক্রোধের প্রচন্ডতায় যেন ওটা ফেটেই যাবে।

ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নামীকে যখন জাহান্নামের দিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন জাহান্নাম ভীষণ চীৎকার করবে এবং ক্রোধে এমনভাবে ফেটে পড়বে যে হাশরের মাঠে উপস্থিত জনতা সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তখন রাহমান (দয়ালু আল্লাহ) জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমার কি হল? উত্তরে জাহান্নাম বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! এতো আপনার নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। এ কথা শুনে তার প্রতি আল্লাহর দয়া হবে এবং তিনি নির্দেশ দিবেন ঃ

তাকে ছেড়ে দাও। এরপর আর এক লোককে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনার সম্পর্কেতো এরূপ ধারণা আমার ছিলনা। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমার কিরূপ ধারণা ছিল? সে উত্তরে বলবে ঃ আমার ধারণা এটাই ছিল যে, আপনার রাহমাত আমাকে ঢেকে নিবে, আপনার করুণা আমার অবস্থার অনুকূলে হবে এবং আপনার প্রশস্ত রাহমাত আমাকে ঢেকে ফেলবে। আল্লাহ তা'আলা তখন (মালাইকাকে) নির্দেশ দিবেন ঃ আমার এই বান্দাকে ছেড়ে দাও।

এরপর আর এক লোককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হবে। তাকে দেখা মাত্রই জাহান্নাম ক্রোধে গাধার মত চীৎকার করতে থাকবে এবং এমনভাবে গোঙরাতে থাকবে যে, হাশরের মাঠে উপস্থিত লোকেরা ভীষণভাবে আতংকিত হবে। (তাবারী ৯/৩৭০)

উবাইদ ইব্ন উমাইর (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নাম যখন ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকবে এবং ভীষণ চীৎকার শুরু করে দিবে ও অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠবে তখন সমস্ত নৈকট্য লাভকারী মালাক/ফেরেশতা এবং মর্যাদা সম্পন্ন নাবীগণ কম্পিত হবেন। এমনকি ইবরাহীম খালীলও (আঃ) হাঁটুর ভরে পড়ে যাবেন এবং বলতে থাকবেন ঃ হে আমার রাব্ব! আজ আমি আপনার কাছে শুধু নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করছি। আর কিছুই চাচ্ছিনা। (আবদুর রাযযাক ৩/৬৭)

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ *দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ক্রুদ্ধ গর্জন*। আবূ আইউব (রহঃ) থেকে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন ঃ এই লোকদেরকে জাহান্নামের অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থান দিয়ে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হবে যেমনভাবে বর্শাকে ছিদ্রে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। (দুররুল মানসুর ৬/২৪০, আয যুহদ ৮৬) مُقَرَّنِينَ ঐ সময় তারা শৃংখলিত অবস্থায় থাকবে এবং ধ্বংস ও মৃত্যু কামনা করবে। তাদেরকে তখন বলা হবে ঃ আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করনা, বরং বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক।

১৫। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ এটাই শ্রেয়, নাকি স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে! এটাই	١٥. قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ

كَانَتۡ لَهُمۡ جَزَآءً وَمَصِيرًا	**তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল।**
١٦. لَهُمۡ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَٰلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعۡدًا مَّسۡـُٔولًا	**১৬। সেখানে তারা যা কামনা করবে তা'ই পাবে এবং তারা স্থায়ী হবে। এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার রবেরই দায়িত্ব।**

জাহান্নামের আগুন, নাকি জান্নাত উত্তম

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ঐ দুষ্ট ও পাপীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যাদেরকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় উল্টামুখে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং মাথার ভরে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। ঐ সময় তারা শৃংখলিত থাকবে। তারা থাকবে অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থানে, যেখান থেকে না তারা ছুটতে পারবে, না নড়তে পারবে, আর না পালাতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ এটাই কি শ্রেয়, নাকি স্থায়ী জান্নাত শ্রেয়, যার প্রতিশ্রুতি মুত্তাকীদেরকে দেয়া হয়েছে? অর্থাৎ দুনিয়ায় যারা পাপ কাজ হতে বেঁচে থেকেছে এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখেছে, আজ তারা ওর বিনিময়ে প্রকৃত বাসস্থানে পৌঁছে গেছে, অর্থাৎ জান্নাতে। لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ সেখানে রয়েছে তাদের চাহিদা মত নি'আমাতরাজি, চিরস্থায়ী ভোগ্যবস্তু এবং এমন আনন্দের জিনিস যা কখনও শেষ হবার নয়। এগুলি চোখে দেখাতো দূরের কথা, কেহ কখনও কল্পনাও করতে পারেনা। এগুলি কমে যাবার, খারাপ হওয়ার, ভেঙ্গে যাওয়ার এবং শেষ হয়ে যাওয়ার কোনই আশংকা নেই। তারা সেখান হতে কখনও বহিষ্কৃত হবেনা। তারা সেখানে চিরন্তন উত্তম জীবন, সীমাহীন রাহমাত এবং চিরস্থায়ী সম্পদ লাভ করবে। এ সব হল রবের ইহসান ও ইনআম, যা তারা লাভ করেছে এবং যেগুলি তাদের প্রাপ্য ছিল।

كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি যা তিনি নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। এটা পূর্ণ হবেই। এটা পূর্ণ না হওয়া অসম্ভব এবং এতে ভুল হওয়াও সম্ভব নয়।

এখানে প্রথমে জাহান্নামীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অতঃপর প্রার্থনার পরে জান্নাতীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা সাফফাতে জান্নাতীদের সম্পর্কে আলোচনা করে প্রার্থনার পরে জাহান্নামীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ. إِنَّا جَعَلْنَـٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّـٰلِمِينَ. إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىٓ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ. طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَـٰطِينِ. فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا۟ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ. فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِمْ يُهْرَعُونَ

আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেষ্ঠ, না কি যাককুম বৃক্ষ? যালিমদের জন্য আমি ওটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ। এই বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে। ওটার মোচা যেন শাইতানের মাথা। ওটা হতে তারা আহার করবে এবং উদর পূর্ণ করবে ওটা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে। তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী। আর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬২-৭০)

১৭। এবং যেদিন তিনি একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করত তাদেরকে, তিনি সেদিন জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?	١٧. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَـٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ

১৮। তারা বলবে ঃ আপনি পবিত্র ও মহান! আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারিনা। আপনিইতো এদেরকে ও এদের পিতৃ-পুরুষদেরকে দিয়েছিলেন ভোগ-সম্ভার। পরিণামে তারা উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।	١٨. قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِى لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَـٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَكَانُوا۟ قَوْمًۢا بُورًا
১৯। আল্লাহ (মুশরিকদেরকে) বলবেন ঃ তোমরা যা বলতে তারা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবেনা, সাহায্যও পাবেনা। তোমাদের মধ্যে যে সীমা লংঘন করবে আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাব।	١٩. فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

কিয়ামাত দিবসে মূর্তি পূজকদের দেবতারা তাদের ইবাদাতকারীদেরকে অস্বীকার করবে

আল্লাহ তা‘আলা বলছেন যে, মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যেসব মা‘বূদের ইবাদাত করত, কিয়ামাতের দিন তাদেরকে তাদের সামনে শাস্তি প্রদান ছাড়াও মৌখিকভাবেও তিরস্কার করা হবে, যাতে তারা লজ্জিত হয়।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ *এবং যেদিন তিনি একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করত তাদেরকে।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এখানে ঈসা (আঃ), উযাইর (আঃ) এবং মালাইকার কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ১৯/২৪৭) ঐ সময় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা ঐ

উপাস্যদেরকে (ঈসা (আঃ) উযাইর (আঃ) প্রমুখ) জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমরা কি আমার এই বান্দাদেরকে তোমাদের উপাসনা করতে বলেছিলে, নাকি তারা নিজেদের ইচ্ছায়ই তোমাদের ইবাদাত করতে শুরু করেছিল? ঈসাকেও (আঃ) অনুরূপ প্রশ্ন করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ

আর যখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে ঃ আপনি পবিত্র! আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনিতো আমার অন্তরে যা আছে তাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গাইবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। আমি তাদেরকে উহা ব্যতীত কিছুই বলিনি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৬-১১৭)

তদ্রূপ এসব উপাস্য যাদের মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত উপাসনা করত এবং তাঁরা আল্লাহর খাঁটি বান্দা ও শিরকের প্রতি অসন্তুষ্ট, উত্তরে বলবেন ঃ

نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء কোন মাখলূকের, আমাদের ও তাদের জন্য এটা শোভনীয় ছিলনা যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করে। হে আমাদের রাব্ব! আমরা কখনও তাদেরকে শিরকের শিক্ষা দিইনি। তারা নিজেদের ইচ্ছায়ই অন্যদের পূজা শুরু করে দিয়েছিল। আমরা তাদের থেকে এবং তাদের উপাসনা থেকে অসন্তুষ্ট। আমরা তাদের ঐ শির্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আমরাতো নিজেরাই আপনার উপাসনাকারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ أَهَـٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ. قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ

যেদিন তাদের একত্র করবেন এবং মালাইকাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? মালাইকা বলবে ঃ আপনি পবিত্র, মহান! (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪০-৪১)

نَتَّخِذَ এর দ্বিতীয় পঠন **نُتَّخَذَ**ও রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের জন্য এটা উপযুক্ত ছিলনা যে, লোকেরা আমাদের উপাসনা করতে শুরু করে দেয় এবং আপনার ইবাদাত পরিত্যাগ করে। কেননা আমরাতো আপনার দ্বারের ভিখারী। দুই অবস্থায়ই ভাবার্থ কাছাকাছি, একই।

তাদের বিভ্রান্তির কারণ আমরা এটাই বুঝি যে, এমন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, রাসূলদের মাধ্যমে যে উপদেশাবলী তাদের নিকট পৌঁছেছিল সেগুলিও তারা ভুলে গিয়েছিল। তারা আপনার উপাসনা ও তাওহীদ হতে সরে পড়েছিল। তারা এসব হতে ছিল সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। তাই তারা ধ্বংসের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাদের সর্বনাশ ঘটে। وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا *এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন, তারা ধ্বংস হয়ে গেল। (তাবারী ১৯/২৪৮) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাদের মধ্যে ভাল বলতে কিছু নেই। (তাবারী ১৯/২৪৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ মুশরিকদেরকে বলবেন ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ এখন তোমাদের উপাস্যরা তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। তোমরাতো তাদেরকে নিজের মনে করে এই বিশ্বাস রেখে তাদের উপাসনা করেছিলে যে, তাদের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। কিন্তু আজ তারা তোমাদের থেকে পৃথক হচ্ছে এবং তোমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন

ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬)

فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا সুতরাং কিয়ামাতের দিন এই মুশরিকরা না নিজেদের থেকে আল্লাহর শাস্তি দূর করতে পারবে, না নিজেদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে, আর না কেহকেও নিজেদের সাহায্যকারী রূপে প্রাপ্ত হবে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا তোমাদের মধ্যে যে সীমালংঘন করবে আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদন করাবো।

২০। তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। হে লোক সকল! আমি তোমাদের মধ্যে একেকে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? তোমার রাব্ব সব কিছু দেখেন।	٢٠. وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

সকল নাবী/রাসূলগণই ছিলেন মানুষ

কাফিরেরা এ অভিযোগ উত্থাপন করে যে, নাবী-রাসূলদের পানাহার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কি প্রয়োজন? তাদের এ কথার জবাবে মহান আল্লাহ বলেন ঃ পূর্ববর্তী সব নাবীই মনুষ্যজনিত প্রয়োজন রাখতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জীবিকা উপার্জন ইত্যাদি সবকিছুই করতেন। এগুলি নাবুওয়াতের পরিপন্থী নয়। তবে হ্যাঁ, মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর বিশেষ সাহায্য দ্বারা তাঁদেরকে ঐ পবিত্র গুণাবলী, উত্তম চরিত্র, ভাল কথা, পছন্দনীয় কাজ, প্রকাশ্য দলীল এবং উন্নত মানের মু'জিযা দান করেন যেগুলি দেখে প্রত্যেক জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তাঁদের

নাবুওয়াত ও সত্যবাদিতাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এ আয়াতের অনুরূপ আয়াত আরও রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِىٓ إِلَيۡهِم مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰٓ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৯) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَا جَعَلۡنَـٰهُمۡ جَسَدًا لَّا يَأۡڪُلُونَ ٱلطَّعَامَ

আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য গ্রহণ করতনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছি যাতে অনুগত ও অবাধ্যের পার্থক্য প্রকাশিত হয় এবং ধৈর্যশীল ও অধৈর্যের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তোমার রাব্ব সবকিছুই দেখেন এবং সবকিছু জানেন। নাবুওয়াত প্রাপ্তির যোগ্য কে তা তিনি ভালরূপেই জানেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥ

রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করতে হবে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১২৪) হিদায়াতের হকদার কে সেটাও তাঁরই জানা আছে। আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা হল বান্দাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা। এ জন্যই নাবীদেরকে তিনি সাধারণ অবস্থায় রাখেন। অন্যথায় যদি তাঁদেরকে তিনি দুনিয়ার প্রাচুর্য দান করতেন তাহলে ধন-সম্পদের লোভে বহু লোক তাঁর অনুগামী হত, ফলে তখন সত্য ও মিথ্যা এবং খাঁটি ও নকল মিশ্রিত হয়ে যেত।

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইব্ন হিমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ আমি স্বয়ং তোমাকে এবং তোমার কারণে অন্যান্য লোকদেরকে পরীক্ষা করব। (মুসলিম ২৮৬৫)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল ও বাদশাহ হওয়ার অথবা রাসূল ও বান্দা হওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি রাসূল ও বান্দা হওয়াই পছন্দ করেন।

অষ্টাদশ পারা সমাপ্ত।

২১। যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে ঃ আমাদের নিকট মালাক/ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করি না কেন? তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমা লংঘন করেছে গুরুতর রূপে।	٢١. وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا
২২। যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা এবং তারা বলবে ঃ যদি কোনো বাধা থাকত!	٢٢. يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا
২৩। আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।	٢٣. وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا
২৪। সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।	٢٤. أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

কাফিরদের অনমনীয়তা

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্যপনা এবং হঠকারিতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা বলে ঃ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلاَئِكَةُ আমাদের নিকট মালাক/ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়না কেন? অর্থাৎ রিসালাতের সাক্ষী নিয়ে মালাক কেন অবতীর্ণ করা হয়না যাতে তারা বলবেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে তাদের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ

أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ قَبِيلاً

অথবা তুমি আল্লাহ ও মালাইকাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯২) এ জন্যই তারা বলে ঃ

أَوْ نَرَى رَبَّنَا অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করিনা কেন? আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমা লংঘন করেছে গুরুতর রূপে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা এবং তারা বলবে ঃ রক্ষা কর, রক্ষা কর। এটা ঐ সময়ের জন্যও প্রযোজ্য যখন মৃত্যুর মালাক অসৎ, বেদীন লোকের কাছে উপস্থিত হয়।

ঐ সময় মালাইকা কাফিরকে তার প্রাণবায়ু বের হবার সময় বলবেন ঃ হে কলুষিত দেহের মধ্যে অবস্থিত কলুষিত আত্মা! তুমি বের হয়ে এসো! বের হয়ে এসো অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানির দিকে এবং কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রছায়ার দিকে। তখন ঐ আত্মা বের হতে অস্বীকার করবে এবং দেহের মধ্যে লুকাতে থাকবে। সুতরাং তারা ওকে প্রহার করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَـٰرَهُمْ

তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন মালাইকা কাফিরদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৫০) তিনি আর এক আয়াতে বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ

আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হতে পারে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে? অথবা এরূপ বলে ঃ আমার উপর অহী নাযিল করা হয়েছে, অথচ তার উপর প্রকৃত পক্ষে কোন অহী নাযিল করা হয়নি এবং যে ব্যক্তি এও বলে ঃ যেরূপ কালাম আল্লাহ নাযিল করেছেন, তদ্রূপ আমিও আনয়ন করছি। আর তুমি যদি দেখতে পেতে (ঐ সময়ের অবস্থা) যে সময় যালিমরা হবে মৃত্যু সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর মালাইকা হাত বাড়িয়ে বলবে ঃ নিজেদের প্রাণগুলি বের কর, আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসাবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যা তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ বকেছিলে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবূল করা হতে অহংকার করেছিলে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৩) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে কারীমায় বলেন ঃ

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى يَوْمَئِذ لِّلْمُجْرِمِينَ *যেদিন তারা মালাইকা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা।* মু'মিনদের অবস্থা

কাফিরদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। মু'মিনদেরকে সেই দিন আল্লাহর মালাইকা কল্যাণ ও আনন্দ লাভের সুসংবাদ দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা এবং বলে ঃ তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু - দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩০-৩২)

সহীহ হাদীসে বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মালাইকা মু'মিনের আত্মাকে বলেন ঃ পবিত্র দেহের মধ্যে অবস্থিত হে পবিত্র আত্মা! বেরিয়ে এসো। বেরিয়ে এসো আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও এমন রবের দিকে যিনি রাগান্বিত নন। (মুসলিম ৪/২২০২)

অন্যেরা বলেছেন যে, يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى দ্বারা কিয়ামাতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। এটা মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেছেন। তবে এ কথা এবং পূর্বের কথা পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ এই দুই দিন অর্থাৎ মৃত্যুর দিন ও কিয়ামাতের দিন মু'মিন ও কাফিরদের নিকট উপস্থিত হবে। মালাইকা মু'মিনদেরকে করুণা ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিবেন এবং কাফিরদেরকে সংবাদ দিবেন ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ততার। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সেই দিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবেনা। আর সেই দিন তারা বলবে ঃ রক্ষা কর, রক্ষা কর। মালাইকা/ফেরেশতারা কাফিরদেরকে বলবেন ঃ

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى আজকে তোমাদের জন্য মুক্তি ও পরিত্রাণ হারাম করে দেয়া হয়েছে। حَجْرٌ শব্দের মূল হচ্ছে مَنْعٌ অর্থাৎ নিষেধ করা বা বিরত রাখা। এর থেকেই বলা হয় حَجَرَ الْقَاضِىْ عَلَى فُلاَنٍ অমুকের উপর বিচারক নিষিদ্ধ করেছেন যখন তিনি তার উপর খরচ নিষিদ্ধ করেন, হয়ত বা দেউলিয়া হওয়ার কারণে অথবা নির্বুদ্ধিতার কারণে কিংবা বাল্যাবস্থার কারণে অথবা এ ধরনের অন্য কোন কারণে। আর এটা হতেই বাইতুল্লাহর (কালো) পাথরের নাম حَجَرٌ اَسْوَدُ রাখা হয়েছে। কেননা ওর মধ্যে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ওর পিছন দিয়ে তাওয়াফ করার নির্দেশ রয়েছে। এই একই কারণে عَقْل (জ্ঞান)-কে حَجَر বলা হয়। কেননা এই জ্ঞান জ্ঞানীকে এমন কিছু গ্রহণ করা হতে বিরত রাখে যা তার পক্ষে উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য নয়।

মোটকথা, يَقُوْلُوْنَ এর মধ্যে যে ضَمِيْر বা সর্বনাম রয়েছে ওটা مَلاَئِكَة (মালাইকার) দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এটা মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), খুসাইফ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের উক্তি। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এটা হচ্ছে মুশরিকদের কথা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ (যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে), অর্থাৎ তারা মালাইকা হতে আশ্রয় কামনা করবে। আরাববাসীদের এটা নিয়ম ছিল যে, যখন তাদের কারও উপর কোন বিপদ আসত বা তারা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হত তখন তারা حِجْرًا مَّحْجُوْرًا এ কথা বলত। ইব্ন যুরাইজের (রহঃ) এ কথা বলার কারণ ও যৌক্তিকতা থাকলেও এটা বাকরীতি ও রচনাভঙ্গীর বিপরীত কথা। তা ছাড়া বেশির ভাগ উলামা এর বিপক্ষে দলীল এনেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করব। এটা কিয়ামাতের দিন হবে, যখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের ভালমন্দ কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। ঐ সময় তিনি খবর দিবেন যে, এই মুশরিকরা তাদের যে কৃতকর্মগুলোকে তাদের মুক্তির মাধ্যম মনে করেছিল সেগুলো সবই বিফলে গেছে। আজ ওগুলো তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। এটা এই কারণে যে, ওগুলো শারীয়াতের শর্ত অথবা আইন/নিয়ম অনুযায়ী করা হয়নি। শর্ত ছিল যে, ওগুলোতে আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং আল্লাহর শারীয়াতের অনুগামী হতে হবে। সুতরাং যে আমলে আন্তরিকতা থাকবেনা এবং আল্লাহর শারীয়াত অনুযায়ী যে আমল হবেনা তা বাতিল ও বিফল হয়ে যাবে। কাফিরদের আমলের কোন একটি অথবা উভয়টির কোনটাই নেই। অতএব তা কবূল হওয়া সুদূর পরাহত।

এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করব।

فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল সূর্যের কিরণ যা ছিদ্রপথে প্রবেশ করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) সুদ্দী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। (তাবারী ১৯/২৫৭, ২৫৮) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হচ্ছে আলোক রশ্মি যা ছোট জানালা পথে প্রবেশ করে এবং যদি কেহ উহা আসা বন্ধ করতে চায় তাহলে তা সে করতে সক্ষম হবেনা। (তাবারী ১৯/২৫৭) আবুল আহওয়াস (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি হারিস (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ *'হাবা'* (هَبَاءً) হল ঐ ধূলিকণা যা পশুর চলাচলের সময় উৎক্ষিপ্ত হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا) কাতাদাহ (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ তুমি কি ঐ শুষ্ক বৃক্ষকে দেখেছ যখন প্রচন্ড বাতাসে তা উড়ে যায়? এটি হল ঐ গাছের পাতার উদাহরণ। (তাবারী ১৯/২৫৮)

উবাইদ ইব্‌ন ইয়ালা (রহঃ) বলেন যে, هَبَاء হল ঐ ভস্ম যাকে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়, ফলে তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মোট কথা, এসব হচ্ছে সতর্কতামূলক কথা যে, কাফির ও মুশরিকরা তাদের কৃত আমলগুলোকে নাজাতের মাধ্যম মনে করে নিয়েছে বটে, কিন্তু যখন ওগুলোকে মহাবিজ্ঞানময় ও ন্যায় বিচারক আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে তখন তারা দেখবে যে, সবগুলোই বিফলে গেছে। ওগুলো তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ ۖ أَعۡمَـٰلُهُمۡ كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتۡ بِهِ

যারা তাদের রাব্বকে অস্বীকার করে তাদের উপমা - তাদের কাজসমূহ ছাই সদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৮) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلۡدًا ۖ لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَىۡءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ

হে মু'মিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলি ব্যর্থ করে ফেলনা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ আল্লাহ ও আখিরাতে সে বিশ্বাস করেনা। ফলতঃ তার উপমা যেমন এক বৃহৎ মসৃন প্রস্তর খন্ড যার উপর কিছু মাটি (জমে) আছে, এ অবস্থায় তাতে বর্ষিত হল প্রবল বর্ষা, অতঃপর তা পরিষ্কার হয়ে গেল। তারা যা অর্জন করেছে তন্মধ্য হতে কোন বিষয়েই তারা সুফল পাবেনা এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬৪) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَـٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٍ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡـًٔا

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯) এ আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই জন্য।

কারা হবেন জান্নাতের অধিবাসী

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا সেই দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০) ওটা এই যে, জান্নাতবাসীরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং শান্তি ও আরামদায়ক কক্ষে অবস্থান করবে। তারা থাকবে নিরাপদ স্থানে যা সুদৃশ্য ও মনোরম। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে, কত উত্তম সেখানে অবস্থান ও আবাসস্থল হিসাবে! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৬) পক্ষান্তরে জাহান্নামবাসীরা অতি জঘন্য ও নিকৃষ্ট স্থানে অবস্থান করবে, হা-হুতাশ করবে এবং বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৬) অর্থাৎ তাদের অবতরণ স্থল কতই না খারাপ এবং আশ্রয়স্থল হিসাবে ওটা কতই না জঘন্য! এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا সেই দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। অর্থাৎ তারা যে গ্রহণীয় আমল করেছে তার বিনিময়ে তারা যা পাওয়ার তা পেয়েছে এবং যে স্থানে অবস্থান করার সে স্থানে অবস্থান করেছে। কিন্তু জাহান্নামীদের অবস্থা এর

বিপরীত। কারণ তাদের একটি আমলও এমন নেই যার মাধ্যমে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ভাগ্যবানদের অবস্থা দ্বারা হতভাগাদের অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করছেন যে, তাদের জন্য কোনই কল্যাণ নেই।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, দিনের অর্ধভাগে আল্লাহ তা'আলা বিচার কাজ সম্পন্ন করবেন। অতঃপর জান্নাতবাসীরা জান্নাতে মধ্য দিনের বিশ্রাম গ্রহণ করবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ ঐ সময় আমার জানা আছে যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন দুনিয়ার দিবসের প্রথম অংশে অবস্থান করবে (যখন দিনের প্রথম ভাগে সূর্য অনেকটা উপরে উঠে যাবে), যে সময় মানুষ দুপুরের বিশ্রামের জন্য তাদের পরিবারের নিকট গমন করে থাকে। সুতরাং ঐ সময় জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে গমন করবে। পক্ষান্তরে জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জান্নাতে তারা তাদের দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ করবে। সেখানে তাদেরকে এক ধরনের তিমি মাছের কলিজা আহার করানো হবে এবং তারা সবাই তাতে পরিতৃপ্ত হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا সেই দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।

২৫। যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং মালাইকাকে নামিয়ে দেয়া হবে,	٢٥. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَـٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا
২৬। সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফিরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন।	٢٦. ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ عَسِيرًا
২৭। যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে	٢٧. وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ

يَدَيۡهِ يَقُولُ يَـٰلَيۡتَنِى ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلاً	করতে বলবে ঃ হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎ পথ অবলম্বন করতাম!
٢٨. يَـٰوَيۡلَتَىٰ لَيۡتَنِى لَمۡ أَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيلاً	২৮। হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম!
٢٩. لَّقَدۡ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكۡرِ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَـٰنُ لِلۡإِنسَـٰنِ خَذُولاً	২৯। আমাকেতো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর; শাইতানতো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা; বিপথগামী কাফিরেরা বলবে ঃ আমরা যদি নাবীগণের অনুসারী হতাম!

কিয়ামাতের দিন যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং যেসব বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে, আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই সংবাদ দিচ্ছেন। ওগুলির মধ্য হতে কয়েকটি যেমন ঃ আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হওয়া এবং মালাইকাকে নামিয়ে দেয়া। সেই দিন মালাইকা/ফেরেশতারা একত্রিত হওয়ার স্থানে সমস্ত সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে ফেলবেন। অতঃপর মহা কল্যাণময় রাব্ব বিচার-ফাইসালার জন্য আগমন করবেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلۡغَمَامِ وَٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ

তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, আল্লাহ শুভ্র মেঘমালার ছায়াতলে মালাইকাকে সঙ্গে নিয়ে তাদের নিকট সমাগত হবেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

الْمُلْكُ يَوْمَئِذ الْحَقُّ للرَّحْمَنِ সেই দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ১৬)

সহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা‘আলা আসমানসমূহকে গুটিয়ে নিয়ে ডান হাতে এবং যমীনসমূহকে বাম হাতে ধারণ পূর্বক বলবেন ঃ আমি বাদশাহ এবং আমি মহাবিচারক। যমীনের বাদশাহরা কোথায়? কোথায় শক্তিশালীরা? অহংকারীরা কোথায়? (ফাতহুল বারী ১১/৩৭৯, মুসলিম ৪/২১৪৮) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ عَسِيرًا

ঐ দিন কাফিরদের জন্য হবে অত্যন্ত কঠিন। কেননা ওটা হবে ন্যায়বিচার ও ফাইসালার দিন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ

সেদিন হবে এক সংকটের দিন যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ৯-১০) সুতরাং ঐ দিন এটা হবে কাফিরদের জন্য। পক্ষান্তরে মু’মিনদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ

মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবেনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৩) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سَبِيلًا

যালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করবে আর বলবে ঃ আমি কেন রাসূলের পথ অবলম্বন করলামনা। এই উক্তি দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা ঐ যালিমের অনুতাপের সংবাদ দিচ্ছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তিনি যে সুস্পষ্ট সত্য বার্তা আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে নিয়ে এসেছেন তা থেকে সরে পড়েছে, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পথের বিপরীত পথে চলেছে। সুতরাং যে দিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেই দিন সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে এবং শোকে ও দুঃখে স্বীয় হাত কামড়াতে থাকবে। কিন্তু ঐ সময় সে কোনই উপকার লাভ

করতে সক্ষম হবেনা। এ আয়াতটি উকবা ইব্‌ন আবি মুঈত এবং অন্যান্য দুষ্ট শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও প্রত্যেক যালিমের ব্যাপারে এটা সাধারণ এবং সমানভাবে প্রযোজ্য। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ

যেদিন তাদের মুখ-মন্ডল আগুনে উলট পালট করা হবে। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৬) অতএব কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক যালিমই অত্যন্ত লজ্জিত হবে এবং স্বীয় হস্তদ্বয় কামড়াতে কামড়াতে বলবে ঃ

يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا হায়! আমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! অর্থাৎ যে তাকে হিদায়াতের পথ হতে সরিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে গিয়েছিল তার কথা মান্য করার কারণে সে এরূপ আক্ষেপ করবে। এটা উমাইয়া ইব্‌ন খালফ অথবা তার ভাই উবাই ইব্‌ন খালফ অথবা অন্যান্য সমস্ত যালিমের ব্যাপারেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي আমাকেতো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ অর্থাৎ কুরআন পৌঁছার পর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا** শাইতানতো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। সে প্রতারণা করে মানুষকে সত্য পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি ও বাতিলের পথে নিয়ে যায়। আর শাইতান সব সময় তার দিকেই আহ্বান করে।

৩০। তখন রাসূল বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছিল।	٣٠. وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَـٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا
৩১। এভাবেই প্রত্যেক নাবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। তোমার জন্য	٣١. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ

بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا	**তোমার রাব্ব পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট।**

রাসূল (সাঃ) তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে নালিশ করবেন

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছে। এটা এভাবে যে, মুশরিকরা কুরআনুল কারীম শ্রবণ করতনা এবং তাতে কর্ণপাত করতনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ

কাফিরেরা বলে ঃ তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ২৬) কাফিরদের সামনে যখন কুরআনুল কারীম পাঠ করা হত তখন তারা হট্টগোল ও গোলমাল করত এবং অর্থহীন বাজে কথা বলত যাতে তারা কুরআন শুনতে না পায়। এটাই হল তাদের কুরআন পরিত্যাগ করা ও ওর প্রতি ঈমান না আনা। কুরআনের সত্যতা স্বীকার না করার অর্থও হল ওটা পরিত্যাগ করা। কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা পরিত্যাগ করাও হল কুরআনকে পরিত্যাগ করা। কুরআন অনুযায়ী আমল, ওর নির্দেশাবলী প্রতিপালন এবং ওর নিষেধাবলী থেকে পরহেযগারী অবলম্বন না করাও হল কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করা। কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কবিতা, গান এবং খেল-তামাশার প্রতি আকৃষ্ট হওয়াও হল ওকে পরিত্যাজ্য মনে করা। সুতরাং অনুগ্রহশীল ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর নিকট আমরা প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে এমন বিষয় হতে পরিত্রাণ দান করেন যার উপর তাঁর ক্রোধ পতিত হয় এবং তিনি যেন আমাদেরকে এমন বিষয়ের আমলকারী বানিয়ে দেন যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। যেমন তাঁর কিতাব হিফয করা, ইহার অর্থ বুঝা এবং দিন রাত ওর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। নিশ্চয়ই তিনি পরম দয়ালু ও দাতা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ এভাবেই প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছিলাম আমি অপরাধীদেরকে। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওম যেমন কুরআনকে পরিত্যাগ করছে, পূর্ববর্তী নাবীদের উম্মাতেরাও তেমনই ছিল।

কেননা আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যক নাবীরই শত্রু করেছেন অপরাধীদেরকে। তারা মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে ও কুফরীর দিকে আহ্বান করত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَـٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু শাইতানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১২) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন ঃ

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا তোমার জন্য তোমার রাব্বই পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট। অর্থাৎ যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করবে, তাঁর কিতাবের উপর ঈমান আনবে এবং ওর সত্যতা স্বীকার করে ওর অনুসরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ হবেন তার পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারী। পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারী বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা লোকদেরকে কুরআনের অনুসরণ করা হতে বাধা প্রদান করত, যাতে কেহই এর দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত হতে না পারে। তারা চাইত যে, তাদের পন্থা যেন কুরআনের পন্থার উপর জয়যুক্ত হয়। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ এভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছি অপরাধীদেরকে (শেষ পর্যন্ত)।

৩২। কাফিরেরা বলে ঃ সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারেই অবতীর্ণ হলনা কেন? এভাবেই অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমার হৃদয় ওর দ্বারা মযবূত হয় এবং তা সম্পূর্ণ রূপে আস্তে আস্তে আত্মস্থ করতে পার।	٣٢. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَـٰهُ تَرْتِيلًا
৩৩। তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত	٣٣. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا

جِئْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا	করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি।
٣٤. ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا	৩৪। যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

ক্রমান্বয়ে কুরআন নাযিল হওয়ার কারণ, কাফিরদের অস্বীকার এবং তাদের করুণ পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের অত্যধিক প্রতিবাদ, হঠকারিতা এবং নিরর্থক কথার খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তারা বলেছিল ঃ

لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً সমগ্র কুরআন তার উপর (মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর) একবারে অবতীর্ণ হলনা কেন? অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে তা একযোগেই কেন অবতীর্ণ হয়নি যেমন তাঁর পূর্বে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ইত্যাদি আসমানী কিতাবসমূহ একযোগে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি কুরআনকে ক্রমান্বয়ে তেইশ বছরে ঘটনার প্রেক্ষিত ও প্রয়োজনীয় বিধান অনুপাতে অবতীর্ণ করেছেন যাতে এর দ্বারা মু'মিনদের হৃদয় মযবূত হয়। তিনি বলেন ঃ

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ

আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড খন্ডভাবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৬) এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا এভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি তোমার হৃদয়কে ওটা দ্বারা মযবূত করার জন্য এবং আমি ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি

করেছি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে ঃ আমি এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। (তাবারী ১৯/২৬৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি। অর্থাৎ হে নাবী! তারা তোমার কাছে যে কোন সমস্যা উপস্থিত করেছে তারই সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করেছি।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ কাদরের রাতে কুরআনুল কারীম দুনিয়ার আকাশে একযোগে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর বিশ বছরে অল্প অল্প করে দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছে। (নাসাঈ ৬/৪২১) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَـٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَـٰهُ تَنزِيلًا

আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড খন্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে; এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৬) এরপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের দুরাবস্থা, কিয়ামাতের দিন তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল এবং অত্যন্ত জঘন্য অবস্থায় ও নিকৃষ্ট পরিবেশে তাদের জাহান্নামে একত্রিত হওয়ার সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

সহীহ হাদীসে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাতের দিন কাফিরকে কিভাবে মুখের ভরে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই যিনি তাকে পায়ের ভরে চালিয়ে থাকেন তিনিই তাকে মুখের ভরে চালাতেও সক্ষম। (আহমাদ ৩/২২৯)

৩৫। আমিতো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার ভাই	٣٥. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى

হারূনকে তার সাহায্যকারী করেছিলাম।	ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَـٰرُونَ وَزِيرًا
৩৬। এবং বলেছিলাম ঃ তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে; অতঃপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেছিলাম।	٣٦. فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا فَدَمَّرْنَـٰهُمْ تَدْمِيرًا
৩৭। আর নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করল তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করে রাখলাম; যালিমদের জন্য আমি মর্মন্তদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	٣٧. وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا۟ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَـٰهُمْ وَجَعَلْنَـٰهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
৩৮। আমি ধ্বংস করেছিলাম ‘আদ, ছামূদ, রা’স্ এবং তাদের অর্ন্তবর্তী কালের বহু সম্প্রদায়কেও।	٣٨. وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَأَصْحَـٰبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًۢا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
৩৯। আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম, আর তাদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণ রূপে	٣٩. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَـٰلَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا

ধ্বংস করেছিলাম।	
٤٠. وَلَقَدْ أَتَوْا۟ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِىٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا۟ يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا	**৪০। তারাতো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি; তাহলে কি তারা এটা প্রত্যক্ষ করেনা? বস্তুতঃ তারা পুনরুত্থানের আশংকা করেনা।**

কুরাইশ কাফিরদের প্রতি ভয় প্রদর্শন

নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর কাওমের মুশরিক ও কাফির লোকেরা যে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছেন এবং অতীতের উম্মাতদের যারা তাদের রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল তাদেরকে যেমন তিনি ধ্বংস করেছিলেন, তেমনিভাবে মাক্কার এই মুশরিকদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছেন। মূসাকে (আঃ) তিনি কিতাব দিয়েছিলেন এবং তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) তাঁর সাহায্যকারী করেছিলেন। অতঃপর তাঁদের দু'জনকে তিনি ফির'আউন ও তার অধীনস্থ লোকদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁদেরকে অস্বীকার করেছিল।

دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهَا

আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১০) আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ ব্যবহার নূহের (আঃ) কাওমের সাথেও করেছিলেন যখন তারা নূহকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল। যারা একজন রাসূলকে অবিশ্বাস করে তাদের সমস্ত রাসূলকেই অবিশ্বাস করা হয়। কারণ রাসূলদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে সমস্ত রাসূলও প্রেরণ করতেন তাহলে তারা সকলকেই অবিশ্বাস করত। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, নূহের (আঃ) সম্প্রদায় যখন রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করল (শেষ পর্যন্ত)। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট শুধুমাত্র

নূহকেই (আঃ) নাবীরূপে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে সাড়ে নয়শ' বছর অবস্থান করেছিলেন। তাদেরকে তিনি আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিলেন এবং তাদেরকে তাঁর শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন।

وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ

আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেহই তাঁর সাথে ঈমান আনেনি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪০) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই নিমজ্জিত করেছিলেন এবং তাদের কেহকেও বাকী রাখেননি। নূহের (আঃ) নৌকার আরোহীগণ ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠে তিনি কোন আদম সন্তানকে জীবিত রাখেননি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً তাদেরকে আমি মানব জাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করে রাখলাম। অর্থাৎ অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় করলাম যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَـٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১১-১২) অর্থাৎ তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্রে নৌকায় আরোহণ করিয়ে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করলাম যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন এবং তোমাদের ভাবী বংশধরদের এটা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে গেল যে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর হুকুমকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে তারা এভাবে মুক্তি পাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ আদ ও ছামূদের ঘটনা অন্য সূরায়, যেমন সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে তাদের ঘটনা বর্ণনার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। এখানে রাস্সবাসী সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, তারা ছিল ছামূদ সম্প্রদায়ের গ্রামসমূহের একটি গ্রামের অধিবাসী। (তাবারী ১৯/২৬৯) আশ শাউরী (রহঃ) আবূ বুকাইর (রহঃ) হতে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বলেন যে, আসহাবুর

রাস্‌স হল একটি কূপ যেখানে তাদের নাবীকে (আঃ) কাবর দেয়া হয়েছিল। (বাগাবী ৩/৩৬৯, কুরতুবী ১৩/৩২) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا আমি ধ্বংস করেছিলাম, তাদের অর্ন্তবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও। قَرْنٌ এর অর্থ হল সম্প্রদায় বা জাতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ *আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম*। অর্থাৎ তাদেরকে আমি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন দেখিয়েছি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর পরে তাদের আর কোন অজুহাত দেখানোর সুযোগ নেই। (তাবারী ১৯/২৭২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেছি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ

নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৭) প্রজন্ম (الْقُرُونِ) বলতে এখানে বিভিন্ন মানব জাতিকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ

অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪২)

কেহ কেহ প্রজন্ম বলতে ১২০ বছর বুঝিয়েছেন। আবার কেহ বলেছেন ১০০ বছর, কেহ বলেছেন ৮০ বছর, আবার কেহ বলেছেন ৪০ বছর ইত্যাদি। তবে সঠিক ব্যাপার এই যে, এক পুরুষের পর যখন তার পরবর্তী পুরুষ বা সন্তান স্থলবর্তী হয় উহাই হল পরবর্তী প্রজন্ম।

যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ঃ আমার যুগ সর্বোত্তম যুগ। তারপর উত্তম হল ওর নিকটবর্তী যুগ এবং তারপর ওর নিকটবর্তী যুগ। (ফাতহুল বারী ৫/৩০৬, মুসলিম ৪/১৯৬৩) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ *তারাতো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি*। অর্থাৎ লূতের

(আঃ) কাওমের গ্রাম, যেটাকে সুদূম বলা হয়, যাকে আল্লাহ উল্টিয়ে দেন এবং প্রস্তর-কংকর বৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ

তাদের উপর ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ. وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরাতো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাক সকালে এবং সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা? (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৩৭-১৩৮)

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ

ওটা লোক চলাচলের পথপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭৬)

وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

ওদের উভয়ই প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭৯) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا তাহলে কি তারা এটা প্রত্যক্ষ করেনা? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করলে ঐ লোকগুলো রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا বস্তুতঃ তারা পুনরুত্থানের আশংকা করেনা। অর্থাৎ এই কাফিরদের যারা ঐ জনপদ দিয়ে গমনাগমন করে তারা ঐ লোকদের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করেনা। কেননা তারা কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সামনে হাযির হওয়াকে বিশ্বাসই করেনা।

৪১। তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র রূপে গণ্য করে এবং বলে ঃ	٤١. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ

এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন!	ٱللَّهُ رَسُولًا
৪২। সেতো আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের হতে দূরে সরিয়ে দিত যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।	٤٢. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا
৪৩। তুমি কি দেখনা তাকে, যে তার কামনা বাসনাকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে?	٤٣. أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
৪৪। তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? তারাতো পশুরই মত; বরং তারা আরও অধম।	٤٤. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

কাফিরেরা যেভাবে নাবীর (সাঃ) প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মুশরিকরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে তখন তাঁকে উপহাস ও বিদ্রূপ করে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا

কাফিরেরা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রুপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৬) অর্থাৎ তারা তাঁকে দোষ-ক্রটির সাথে বিশেষিত করে। এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র রূপে গণ্য করে এবং বলে ঃ এই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ তারা তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার জন্য এ কথা বলে। তাই আল্লাহ তাদের দুষ্কৃতি ও বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ

তোমার পূর্বে যে সব রাসূল এসেছিল তাদের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১০) কাফিরদের উক্তি হল ঃ

إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا সে আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের হতে দূরে সরিয়ে দিত। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা ঐ মুশরিকদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তারা বলে ঃ আমরা আমাদের দেবতাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সে আমাদেরকে তাদের ইবাদাত হতে সরিয়ে দিত। আল্লাহ তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন ও হুমকির সুরে বলেন ঃ

وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন জানবে কে ছিল সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

যারা তাদের খেয়াল খুশিকে মা‘বূদ বানিয়ে নিয়েছে তাদের পরিণতি পশুর চেয়েও খারাপ

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, যার তাকদীরে আল্লাহ দুর্ভোগ ও পথভ্রষ্টতা লিখে দিয়েছেন তাকে মহামহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া আর কেহই সুপথ প্রদর্শন করতে পারেনা। তাই তিনি বলেন ঃ

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ তুমি কি দেখনা তাকে, যে তার কামনা বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করছে? অর্থাৎ যে প্রবৃত্তির দাস এবং প্রবৃত্তি যা চায় তাকেই সে ভাল মনে করে, সেটাই তার দীন ও মাযহাব রূপে গ্রহণ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ

কেহকেও যদি তার মন্দ কাজ শোভন করে দেখানো হয় এবং সে ওটাকে উত্তম মনে করে সেই ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎ কাজ করে? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮) এ জন্যই তিনি এখানে বলেন ঃ

أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে?

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, অজ্ঞতার যুগে এক লোক কিছুকাল যাবত সাদা পাথরের ইবাদাত করত। অতঃপর যখন দেখত যে, ওটার চেয়ে অন্যটি উৎকৃষ্টতর, তখন পূর্বটির পূজা ছেড়ে দিয়ে ঐ দ্বিতীয়টির পূজা শুরু করে দিত। (দুররুল মানসুর ৬/২৬০) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? তারাতো মাঠে চরে খাওয়া পশুর মত। না, বরং তাদের অবস্থা বিচরণকারী পশুর চেয়েও খারাপ। কারণ পশুরা ঐ কাজই করে যে কাজের জন্য ওগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শরীকবিহীন এক আল্লাহর ইবাদাতের জন্য। কিন্তু তারা তা পালন করেনা। বরং তারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদাত করে এবং তাদের কাছে দলীল প্রমাণাদি কায়েম হওয়া এবং তাদের নিকট রাসূলদেরকে প্রেরণ করা সত্ত্বেও তারা তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে।

৪৫। তুমি কি তোমার রবের প্রতি লক্ষ্য করনা, কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে এটাকে স্থির রাখতে পারতেন। অনন্তর আমি	٤٥. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا

ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً	সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক।
٤٦. ثُمَّ قَبَضْنَـٰهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا	৪৬। অতঃপর আমি একে আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।
٤٧. وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا	৪৭। এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণ স্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা এবং সমুত্থানের জন্য দিয়েছেন দিন।

বিশ্ব স্রষ্টা এবং তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে স্বীয় অস্তিত্ব ও বিভিন্ন প্রকার জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার উপর পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতার দলীল প্রমাণাদি বর্ণনা শুরু করছেন। তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, কিভাবে তোমার রাব্ব ছায়া সম্প্রসারিত করেন? ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), মাসরূক (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এটা হচ্ছে ফাজর প্রকাশিত হওয়া থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়। (তাবারী ১৯/২৭৫, কুরতুবী ১৩/৩৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِنًا তিনি ইচ্ছা করলে এটাকে স্থির অর্থাৎ স্থায়ী ও সদা বিরাজমান রাখতে পারতেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا

বল ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭১) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। অর্থাৎ যদি সূর্য উদিত না হত তাহলে রাত ও দিনের পরিচয় পাওয়া যেতনা। কেননা বিপরীতকে বিপরীতের মাধ্যমেই চেনা যায়। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ সূর্য হল নির্দেশক যাকে ছায়া তার বিলিন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অনুসরণ করতে থাকে। (দুররুল মানসুর ৬/২৬২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا অতঃপর আমি এটাকে আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। অর্থাৎ সহজে গুটিয়ে আনি। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, **قَبْضًا** **يَسِيرًا** এর অর্থ হল গোপনীয়ভাবে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেয়া। শেষ পর্যন্ত ছাদের নীচ ও গাছের নীচ ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠের অন্য কোন জায়গায় ছায়া থাকেনা। সূর্য ছায়া দিবে যা ওর উপরে রয়েছে। আইউব ইব্ন মূসা (রহঃ) বলেন যে, **قَبْضًا يَسِيرًا** এর অর্থ হল অল্প অল্প করে গুটিয়ে নেয়া। (দুররুল মানসুর ৬/২৬২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ স্বরূপ। অর্থাৎ রাত্রি তার আবরণ দ্বারা সব কিছুকে ঢেকে ফেলে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

শপথ সূর্যের যখন সে আচ্ছন্ন করে। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالنَّوْمَ سُبَاتًا বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা। অর্থাৎ দেহের বিশ্রামের জন্য গতিশীলতা বন্ধ করে দিয়েছেন। কেননা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দিনের বেলায় জীবিকা উপার্জনের জন্য গতিশীল থাকে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর যখন রাত্রি আসে তখন সবকিছু শান্ত হয়ে যায় এবং গতিশীলতা বন্ধ

হয়ে যায়। ফলে দেহ বিশ্রাম নেয়। আর এর ফলে ঘুম এসে যায় এবং এতে একই সাথে দেহ ও আত্মা শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا আর দিনের বেলা মানুষ জীবিকা ও জীবনের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্তে ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ

তিনিই তাঁর রাহমাতের দ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন দিন ও রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর এবং তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭৩)

৪৮। তিনিই স্বীয় রাহমাতের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী রূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি -	٤٨. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا
৪৯। যদ্বারা আমি মৃত ভূ-খন্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যের বহু জীব জন্তু ও মানুষকে তা পান করাই।	٤٩. لِّنُحْـِۧىَ بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَـٰمًا وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًا
৫০। আর আমি এটা তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে; কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।	٥٠. وَلَقَدْ صَرَّفْنَـٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا۟ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

এটাও আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতার পরিচায়ক যে, তিনি মেঘের আগমনের সুসংবাদবাহী রূপে বায়ু প্রেরণ করেন। কি উদ্দেশে বায়ু ব্যবহার করা হবে তার উপর ভিত্তি করে এই বায়ু বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। এক ধরণের বায়ু পানি থেকে পানীয়-বাস্প উপরে তুলে নিয়ে যায়। আর এক ধরণের বায়ু পানীয়-বাস্পকে একত্রিত করে ঘন মেঘের সৃষ্টি করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বয়ে নিয়ে যায় এবং উপরের ঠান্ডার প্রভাবে বৃষ্টি আকারে বর্ষিত হয়। আর এক ধরণের বায়ু বৃষ্টিঘন মেঘকে আল্লাহ তা'আলা যেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ করেন সেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার আগে আর এক ধরণের বায়ু, যা সাধারণ বায়ুর চেয়ে একটু ঠান্ডা অনুভূত হয়, বৃষ্টি বর্ষণের আগাম সুখবর মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ কোন বায়ুর কাজ হল পানিকে বৃষ্টি হওয়ার আঞ্জাম সৃষ্টি করে দেয়া এবং কোন বায়ুর কাজ হল আল্লাহর হুকুমে সেই বৃষ্টিবাহিত মেঘকে তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হতে সাহায্য করে পৃথিবীকে শস্য শ্যামলে ভরপুর হওয়ার উপযোগী করে তোলা। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا আর আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। طَهُور এর অর্থ হল অতি পবিত্র এবং যা অন্য কিছুকেও পবিত্র করে।

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা বুযাআর কূপের পানিতে অযূ করতে পারি কি? এটা এমন একটি কূপ, যার মধ্যে ময়লা আবর্জনা এবং কুকুরের মাংস নিক্ষেপ করা হয়। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয়ই পানি পবিত্র, ওকে কোন কিছুই অপবিত্র করতে পারেনা। (মুসনাদ শাফিয়ী ২/২১, আহমাদ ৩/৩১, আবূ দাঊদ ১/৫৩, তিরমিযী ১/২০৩, নাসাঈ ১/১৭৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ওর দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ডকে সঞ্জীবিত করি। অর্থাৎ যে ভূমি দীর্ঘদিন যাবত পানির জন্য অপেক্ষমান ছিল এবং পানি না থাকার কারণে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল, তাতে না ছিল কোন গাছ-পালা, না ছিল কোন তরু-লতা। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন তখন সেই মৃতপ্রায় ভূমি নব-জীবন লাভ করল এবং তাতে বৃক্ষ ও তরু-লতার জন্ম হল ও সেগুলি ফুলে-ফলে ভরে উঠল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ

অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। (সূরা ফুস্‌সিলাত, ৪১ ঃ ৩৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا আমার সৃষ্টির মধ হতে্য বহু জীব-জন্তু ও মানুষকে ঐ পানি আমি পান করাই। অর্থাৎ সেই পানি বিভিন্ন জীব-জন্তু ও মানুষ পান করে থাকে যারা ঐ পানির বড়ই মুখাপেক্ষী। মানুষ সেই পানি নিজেরা পান করে এবং তাদের ফসলের জমিতে তা সেচ করে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ مِنۢ بَعۡدِ مَا قَنَطُواْ

তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৮) আর এক স্থানে বলেন ঃ

فَٱنظُرۡ إِلَىٰٓ ءَاثَـٰرِ رَحۡمَتِ ٱللَّهِ كَيۡفَ يُحۡىِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآ

আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন! (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫০) বলা হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا আমি এটা (এই পানি) তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে। অর্থাৎ আমি এক ভূমিতে পানি বর্ষণ করি এবং অন্য ভূমিতে বর্ষণ করিনা। মেঘমালা এক ভূমি অতিক্রম করে অন্য ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং যে ভূমিকে অতিক্রম করে যায় ওর উপর এক ফোঁটাও বৃষ্টি বর্ষণ করেনা। এর মধ্যে পূর্ণ কৌশল ও নিপুণতা রয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, এক বছর অন্য বছর অপেক্ষা বেশী বৃষ্টি বর্ষিত হয়না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা যেভাবে চান বিতরণ করে থাকেন। অতঃপর তাঁরা পাঠ করেন ঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا আমি ওটা (ঐ পানি) তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। (তাবারী ১৯/২৮০) অর্থাৎ তারা যেন স্মরণ করে যে, যে আল্লাহ মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করতে সক্ষম সেই আল্লাহ মৃতকে ও গলিত

অস্থিকে পুনর্জীবন দান করতেও নিঃসন্দেহে সক্ষম। অথবা সে যেন স্মরণ করে যে, তার পাপের কারণে যদি আল্লাহ তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেন তাহলে সে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এটা স্মরণ করে যেন সে পাপ কাজ হতে বিরত থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃজ্ঞতাই প্রকাশ করে। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা বলে ঃ অমুক অমুক নক্ষত্রের আকর্ষণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। (তাবারী ১৯/২৪০) যেমন একদা রাত্রিকালে বৃষ্টিপাত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমাদের রাব্ব যা বলেছেন তা তোমরা জান কি? সাহাবীগণ (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে কারও কারও আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারী রূপে সকাল হয়েছে এবং কারও কারও আমাকে অস্বীকারকারী রূপে সকাল হয়েছে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে ঃ 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণার ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে' সে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকাকে অস্বীকারকারী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলে ঃ 'অমুক অমুক তারকার কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে' সে আমাকে অস্বীকারকারী এবং তারকার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী। (মুসলিম ১/৮৩)

৫১। আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদের জন্য একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম।	٥١. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا
৫২। সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করনা এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও।	٥٢. فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا

٥٣. وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا	৫৩। তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন; একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।
٥٤. وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا	৫৪। এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার রাব্ব সর্ব শক্তিমান।

রাসূলের (সাঃ) দা'ওয়াতের বিশ্ববরণ্যতা, তাঁর দা'ওয়াতের সহযোগিতা করা এবং মানব জাতির প্রতি আল্লাহর রাহমাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন ভয়-প্রদর্শক প্রেরণ করতে পারতাম যে জনগণকে মহামহিমান্বিত আল্লাহর দিকে আহ্বান করত। কিন্তু হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে সারা যমীনবাসীর নিকট প্রেরণের মাধ্যমে বিশিষ্ট করেছি এবং তোমাকে আমি আদেশ করেছি যে, তুমি তাদের কাছে এই কুরআনের বাণী পৌঁছে দিবে। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বলা হয়েছে ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা যেন সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلۡقُرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلَهَا

এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মাক্কা এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৭) আরও বলা হয়েছে ঃ

قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি লাল এবং কালোর নিকট প্রেরিত হয়েছি। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অন্য নাবীকে তাঁর কাওমের নিকট বিশিষ্টভাবে প্রেরণ করা হত, কিন্তু আমি সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের নিকট নাবী রূপে প্রেরিত হয়েছি। (ফাতহুল বারী ১/৬৩৪, মুসলিম ১/৩৭০) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করনা এবং তুমি এর সাহায্যে অর্থাৎ কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَـٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَـٰفِقِينَ

হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর। অর্থাৎ তিনি পানিকে দুই প্রকারের করে দিয়েছেন। একটি মিষ্ট ও অপরটি লবণাক্ত। ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ নদী, প্রস্রবণ ও কূপের পানি সাধারণতঃ মিষ্টি, স্বচ্ছ এবং সুস্বাদু হয়ে থাকে। আর পৃথিবীতে এমন কোন সমুদ্র নেই যার পানি স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট।

আল্লাহ তা'আলার এই নি'আমাতের জন্য তাঁর বান্দাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন। এর ফলে বান্দাদের জন্য অপরিহার্য হল তাদের প্রতি তাদের মালিকের দয়া ও অনুকম্পা অনুধাবন করা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মানুষের বসবাসের এলাকায় মিঠা পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে। তাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রেখেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা বিভিন্ন এলাকায় বন্টন করে দিয়েছেন। ঐ পানি দ্বারা আল্লাহর বান্দারা তাদের নিজেদের চাহিদা পূরণ করছে এবং গবাদী পশু ও জমির সেচ কাজেও তারা তা ব্যবহার করছে। কোন কোন সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হয়ে থাকে। প্রতি মাসের প্রাথমিক দিনগুলিতে তাতে বর্ধন ও প্রবাহ থাকে। অতঃপর চন্দ্রের হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে ওটাও হ্রাস পায়। শেষ পর্যন্ত ওটা স্বীয় অবস্থায় এসে পড়ে। তারপর আবার চন্দ্র বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন ওটাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং চৌদ্দ তারিখ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চাঁদের সাথে বাড়তেই থাকে। তারপর আবার কমতে শুরু করে। এই সমুদয় সমুদ্র আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। তিনি পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। লবণাক্ত ও গরম পানি সাধারণভাবে পান করার কাজে ব্যবহৃত হয়না বটে, কিন্তু ঐ পানি বায়ুকে নির্মল করে যার ফলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়না। তাতে যে জন্তু মরে যায় ওর দুর্গন্ধে মানুষ কষ্ট পায়না। লবণাক্ত পানির কারণে ওর বাতাস স্বাস্থ্যের অনুকূল হয় এবং ওর স্বাদ পবিত্র ও উত্তম হয়। এ জন্যই যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ আমরা সমুদ্রের পানিতে অযূ করতে পারি কি? তখন তিনি উত্তর দেন ঃ সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং ওর মৃত প্রাণী হালাল। (মুআত্তা ১/২২, মুসনাদ শাফিয়ী ১/২৩, আহমাদ ২/৩৬১, আবূ দাঊদ ১/৬৪, তিরমিযী ১/২২৪, নাসাঈ ১/৫০, ইব্ন মাজাহ ১/১৩৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ তিনি উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ মিষ্টি ও লবণাক্ত পানির মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় অসীম ক্ষমতা বলে মিষ্টি ও লবণাক্ত পানিকে পৃথক পৃথক রেখেছেন। না লবণাক্ত পানি মিষ্টি পানির সাথে মিশ্রিত হতে পারে, আর না মিষ্টি পানি লবণাক্ত পানির সাথে মিলিত হতে পারে। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া, যারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারেনা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ১৯-২১) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَـٰلَهَآ أَنْهَـٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

বলতো, কে পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং ওর মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তাকে স্থির রাখার জন্য স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই জানেনা। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৬১) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ তিনি মানুষকে দুর্বল শুক্র হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করে নর ও নারী বানিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে সে থাকে শিশু সন্তান। অতঃপর বিবাহের মাধ্যমে সে হয় কারও মেয়ের স্বামী বা জামাতা। এরপর তার নিজেরই হয় জামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। আল্লাহর কি মহিমা যে, এ সবই হচ্ছে সামান্য এক ফোটা স্খলিত পানীয় বিন্দু থেকে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا তোমার রাব্ব সর্বশক্তিমান।

৫৫। তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত করে যা তাদের উপকার করতে পারেনা, অপকারও করতে পারেনা; কাফিরতো স্বীয়	٥٥. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ

রবের বিরোধী।	ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا
৫৬। আমিতো তোমাকে শুধু সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছি।	٥٦. وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
৫৭। বল ঃ আমি তোমাদের নিকট এ জন্য কোন প্রতিদান চাইনা, তবে যে ইচ্ছা করে সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক।	٥٧. قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا
৫৮। তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।	٥٨. وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا
৫৯। তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওগুলির মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন; তিনিই রাহমান। তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।	٥٩. ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا

৬০। যখন তাদেরকে বল হয় ঃ সাজদাহবনত হও 'রাহমান' এর প্রতি, তখন তারা বলে ঃ রাহমান আবার কে? তুমি কেহকে সাজদাহ করতে বললেই কি আমরা তাকে সাজদাহ করব? এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। [সাজদাহ]	٦٠. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَـٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَـٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩

মূর্তি পূজকদের মূর্খতা

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অজ্ঞতার খবর দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে বিনা দলীল প্রমাণে মূর্তি/প্রতিমাগুলোর পূজা করছে যারা তাদের উপকার বা অপকার কিছুই করতে পারেনা। শুধু পূর্বপুরুষদের দেখাদেখি প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মূর্তিগুলোর প্রতি তাদের প্রেম-প্রীতি নিজেদের অন্তরে জমিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছে। তারা ঐ মূর্তিগুলোকে তাদের রক্ষাকারী বানিয়ে নিয়েছে, ওদের হিফাযাতের জন্য যুদ্ধ করছে এবং আল্লাহর সেনাবাহিনীর বিরোধী হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّه ظَهِيرًا *কাফিরতো স্বীয় রবের বিরোধী।* অর্থাৎ আল্লাহর বিরুদ্ধে সে শাইতানের কার্যকলাপের সমর্থক। কিন্তু যারা আল্লাহর কথা বলে এবং আল্লাহর পথে চলে তারাই পরিনামে কামিয়াবী হবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ

তারাতো আল্লাহর পরিবর্তে অন্য মা'বূদ গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এসব ইলাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে তাদের বাহিনী রূপে উপস্থিত করা হবে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৪-

৭৫) আল্লাহর পরিবর্তে তারা যে দেব-দেবীর উপাসনা করে তারা তাদের উপাসনাকারীদের কোনই সাহায্য করতে সক্ষম নয়। ঐ মূর্খ লোকেরা তাদের দেব-দেবীর সৈনিক হয়ে তাদের মিথ্যা মা'বূদদের পক্ষে তাদের রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতে চায়। কিন্তু পরিশেষে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলিমদের বিজয় হবে, এই পৃথিবীতে এবং পরকালেও।

মুজাহিদ (রহঃ) وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে চলে তাদের অবাধ্যতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু শাইতানকে তাদের জন্য নিয়োজিত করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا আমিতো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। যারা আল্লাহর আনুগত্যকারী তাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিবে এবং যারা তাঁর অবাধ্য তাদেরকে তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করবে। জনগণের মধ্যে তুমি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দিবে ঃ

لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ

তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। (সূরা তাকভীর, ৮১ ঃ ২৮) আমি শুধু এটাই চাই যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসতে চায় তার সামনে সঠিক রাস্তা প্রকাশ করে দিব।

আল্লাহর প্রতি রাসূলকে (সাঃ) পূর্ণ আস্থা রাখার নির্দেশ এবং তাঁর কতিপয় গুণাগুণ

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আরও বলছেন ঃ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ হে নাবী! তুমি প্রতিটি কাজে ঐ আল্লাহর উপর নির্ভর করবে যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই।

هُوَ ٱلۡأَوَّلُ وَٱلۡأَخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلۡبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيمٌ

যিনি আদি ও অন্ত, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুরই পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৩) যিনি চিরঞ্জীব ও চির বিরাজমান এবং যিনি প্রত্যেক জিনিসেরই মালিক ও রাব্ব, তাঁকেই তুমি তোমার প্রকৃত আশ্রয়স্থল মনে করবে। তাঁর সত্তা এমনই যে, তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত এবং ভীতি-বিহ্বলতার সময় তাঁরই দিকে ঝুঁকে পড়া কর্তব্য। সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা হিসাবে তিনিই যথেষ্ট। মানুষের উচিত তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও। আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِه তুমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। তিনি বলতেন ঃ

سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ

হে আল্লাহ! হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। (ফাতহুল বারী ২/৩২৮) মহান আল্লাহর এই উক্তির ভাবার্থ হচ্ছে ঃ অকৃত্রিম ইবাদাত করবে শুধু আল্লাহরই এবং শুধু তাঁর সত্তার উপরই ভরসা করবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রাব্ব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

فَٱعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِ

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২৩) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلۡ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيۡهِ تَوَكَّلۡنَا

বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি। (সূরা মুলক, ৬৭ ঃ ২৯) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। অর্থাৎ বান্দাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাঁর সামনে প্রকাশমান। অণু পরিমাণ কাজও তাঁর কাছে গোপন নয়।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ *তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই।* অর্থাৎ তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁর বিনাশ নেই। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি। তিনিই সব কিছুর আহারদাতা। তিনি স্বীয় ক্ষমতা বলে আসমান ও যমীনকে বিরাট উঁচু ও প্রশস্ত করে মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। কার্যাবলীর তাদবীর ও ফলাফল তাঁরই পক্ষ হতে এবং তাঁরই হুকুম ও তাদবীরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাঁর ফাইসালা সত্য, সঠিক ও উত্তমই হয়। তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধে পূর্ণ অবগতি একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই ছিল যিনি ছিলেন দুনিয়া ও আখিরাতে সাধারণভাবে সমস্ত আদম সন্তানের নেতা। একটি কথাও তিনি নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলেননি। বরং তিনি যা কিছু বলতেন তা আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়েই বলতেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার যে গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলির সবই সত্য। তিনি যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন তার সবই সঠিক। প্রকৃত ও সত্য ইমাম তিনিই। সমস্ত বিবাদের মীমাংসা তাঁরই নির্দেশক্রমে করা হবে। যে তাঁর কথা বলে সে সত্যবাদী। আর যে তাঁর বিপরীত কথা বলে সে মিথ্যাবাদী এবং তার কথা প্রত্যাখ্যাত হবে, তা সে যে কেহই হোক না কেন। আল্লাহর ফরমান অবশ্যই পালনীয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٍ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করনা কেন, ওর মীমাংসাতো আল্লাহরই নিকট। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১০) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقًا وَعَدۡلاً

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৫) অর্থাৎ তিনি সত্য বলেছেন এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ ন্যায়ানুগ ও সঠিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا *তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।*

মূর্তি পূজকদের আচরণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন

মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সাজদাহ করত। তাদেরকে যখন 'রাহমান'কে সাজদাহ করার কথা বলা হত তখন তারা বলত ঃ আমরা রাহমানকে চিনিনা। আল্লাহর নাম যে 'রাহমান' এটা তারা অস্বীকার করত। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধি চুক্তির লেখককে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে বলেন তখন মুশরিকরা বলে ওঠে ঃ "আমরা রাহমানকে চিনিনা এবং রাহীমকেও না। বরং আমাদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখুন। (আহমাদ ৩/২৬৮, মুসলিম ১৭৮৪) তাদের এই কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَۖ أَيًّا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ

বল ঃ তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামইতো তাঁর! (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১১০) অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ এবং তিনিই রাহমান।

যখন اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ *তোমরা রাহমানের প্রতি সাজদাহবনত হও।* এ আয়াত নাযিল হয় তখন কাফিরেরা বলত ঃ وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا

রাহমান আবার কে? তুমি কেহকেও সাজদাহ করতে বললেই কি আমরা তাকে সাজদাহ করব? وَزَادَهُمْ نُفُورًا মোট কথা, এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মু'মিনরা আল্লাহর ইবাদাত করে যিনি রাহমান এবং রাহীম। তাঁরা তাঁকেই ইবাদাতের যোগ্য মনে করে এবং তাঁর উদ্দেশেই সাজদাহ করে।

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সূরা ফুরকানের এই আয়াতটির পাঠক ও শ্রোতার উপর সাজদাহ ওয়াজিব হওয়া শারীয়াতের বিধান। এসব ব্যাপারে মহামহিমান্বিত আল্লাহই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৬১। কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্ররাজি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চাঁদ!	٦١. تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا
৬২। এবং যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী রূপে।	٦٢. وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةً لِّمَنۡ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوۡ أَرَادَ شُكُورًا

আল্লাহর অসীম শক্তি ও ক্ষমতার বিবরণ

মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, ব্যাপক ক্ষমতা এবং উচ্চ মর্যাদার কথা বলছেন যে, তিনি আকাশে গ্রহচক্র বানিয়েছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য বড় বড় তারকাও হতে পারে, আবার পাহারা দেয়ার বুরুজও হতে পারে। (তাবারী ১৯/২৮৯, বাগাবী ৩/৩৭৪) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা। (সূরা মুলক, ৬৭ ঃ ৫)

تبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا *কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ।* سِرَاجٌ দ্বারা সূর্যকে বুঝানো হয়েছে যা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে থাকে। এটা প্রদীপের মত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا

এবং সৃষ্টি করেছি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ১৩) এর দ্বারা সূর্যকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقَمَرًا مُّنِيرًا আর আমি সৃষ্টি করেছি জ্যোতির্ময় চন্দ্র। অর্থাৎ উজ্জ্বল ও আলোকময় করেছি যা সূর্যের আলোর মত নয়। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا

আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫) আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

أَلَمْ تَرَوْا۟ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا. وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا

তোমরা কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে? এবং সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোক রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ১৫-১৬) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً *তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী রূপে।* মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) خِلْفَةً

শব্দের অর্থ করেছেন ভিন্নতা। কারণ রাতের রয়েছে অন্ধকারত্ব এবং দিনের রয়েছে উজ্জ্বলতা। (তাবারী ১৯/২৯০, ২৯১) দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন চক্রাকারে পরিবর্তন হতেই চলেছে। একটির পর অপরটির আবর্তন চলে আসছে। এটা আল্লাহ তা'আলার সুন্দর ব্যবস্থাপনা যে, দিবস ও রজনী একের পরে এক আসছে ও যাচ্ছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৩) তিনি আরও বলেন ঃ

يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০)

لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا *যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য।* তাঁর আদেশে ও দু'টির একটি অপরটিকে অনুসরণ করছে যাতে তাঁর মু'মিন বান্দারা ইবাদাতের জন্য সময় নির্ণয় করতে পারে। যদি কোন বান্দা/বান্দী রাতের সালাত আদায় করতে ভুলে যায় তাহলে দিনের বেলা তা আদায় করে নিতে পারে। তদ্রূপ দিনের কোন ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে না পারলে রাতের মধ্যে তা আদায় করে নিতে পারে।

সহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাতে স্বীয় হস্ত সম্প্রসারিত করেন যাতে দিনের পাপীরা তাওবাহ করতে পারে এবং দিনে তিনি স্বীয় হস্ত সম্প্রসারিত করেন যাতে রাতের পাপীরা তাওবাহ করার সুযোগ পায়। (মুসলিম ৪/২১১৩)

৬৩। 'রাহমান' এর বান্দা তারাই যারা নম্রভাবে চলাফিরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ	٦٣. وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا	লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে ঃ সালাম।
٦٤. وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا	৬৪। এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশে সাজদাহবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে।
٦٥. وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا	৬৫। এবং তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন; ওর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ।
٦٦. إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا	৬৬। নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট!
٦٧. وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا	৬৭। আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা এবং কার্পন্যও করেনা; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।

আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দার মর্যাদা

এখানে আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে বিনয় ও নম্রতার সাথে চলাফিরা করে। তারা গর্ব-অহংকার, ঝগড়া-ফাসাদ এবং যুল্ম-অত্যাচার করেনা। যেমন লুকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন ঃ

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا

এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করনা। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৮) কৃত্রিমভাবে কোমর বাকিয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে রুগ্ন ব্যক্তির মত পায়ে পায়ে চলা এখানে উদ্দেশ্য কখনই নয়। এটাতো রিয়াকারদের কাজ। তারা লোকদেরকে দেখানোর জন্য এবং দুনিয়ার দৃষ্টি তাদের দিকে ঘুরিয়ে নেয়ার উদ্দেশেই এরূপ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি এমনভাবে চলতেন যে, মনে হত যেন তিনি কোন উঁচু জায়গা হতে নীচে নামছেন এবং যেন যমীনকে তাঁর জন্য জড়িয়ে নেয়া হচ্ছে। এখানে উদ্দেশ্য হল শান্ত ও গাম্ভীর্যের সাথে ভদ্রভাবে চলা, দুর্বলতা ও অসুস্থতার ঢঙ্গে নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা সালাতের জন্য এসো তখন দৌড়ে এসোনা, বরং শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে এসো। জামা'আতের সাথে যা পাবে তা আদায় করে নাও এবং যা ছুটে যাবে তা (পরে) পুরা করে নাও। (ফাতহুল বারী ২/৪৫৩)

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ বান্দাদের গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মূর্খ লোকেরা যখন তাদের সাথে মূর্খতাপূর্ণ কথা বলে তখন তারা এই মূর্খদের সাথে তদ্রূপ আচরণ করেনা। বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়। মন্দ কথার প্রতিউত্তরে তারা কখনও মুখে মন্দ কথা উচ্চারণ করেনা। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস এই ছিল যে, কোন লোক যতই তাঁকে কড়া কথা বলত ততই তিনি তাকে নরম কথা বলতেন। কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতে এই গুণেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ

তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে চলে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৫) তাদের রাত্রি যেভাবে অতিবাহিত হয় তার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশে সাজদাহবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে। তারা বিছানা হতে পৃথক হয়ে যায়। তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকে।

كَانُواْ قَلِيلاً مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ১৭-১৮)

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ

তারা শয্যা ত্যাগ করে ...। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১৬)

أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ

যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন সময়ে সাজদাহবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৯) তারা আল্লাহর রাহমাতের আশা রাখে। তাই তারা তাঁর ইবাদাতে রাত্রি কাটিয়ে দেয়। তারা বলে ঃ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

হে আমাদের রাব্ব! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন! ওর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ।

হাসান (রহঃ) বলেন ঃ যে জিনিস আসে ও চলে যায় তা غَرَامٌ নয়। غَرَامٌ হল ওটাই যা আসার পরে আর চলে যায়না বা সরে যায়না। আদম সন্তান দৈনন্দিন যে শাস্তির সম্মুখীন হয় তাতো ক্ষণিকের জন্য, ওটা দীর্ঘস্থায়ী হয়না, কিছুক্ষণ কিংবা কিছু দিন পর ওর ফলাফল শেষ হয়ে যায়। স্থায়ী শাস্তি হল তা যার কোন বিরাম নেই, যে শাস্তিকে পৃথক করা যায়না এবং যা আকাশ ও পৃথিবী স্থায়ী থাকা পর্যন্ত চলতে থাকবে। (তাবারী ১৯/২৯৭) সুলাইমান আত তাইমীও (রহঃ) অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। (আবদুর রাযযাক ৩/৭২) অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا তাদের জন্য কতইনা নিকৃষ্ট ঐ জায়গা যারা ওখানে বসবাস করবে কিংবা জীবনের সমস্ত সময় যাদের ওখানে কাটাতে হবে।

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদের আর একটি গুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা, তারা তাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করার ব্যাপারেও

কার্পণ্য করেনা, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। নিম্নের আয়াতে আল্লাহ এ হুকুমই দিয়েছেন ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ

তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৯)

٦٨. وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا	৬৮। এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা; যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে।
٦٩. يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا	৬৯। কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।
٧٠. إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَـٰلِحًا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَـٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا	৭০। তারা নয় - যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন উত্তম আমলের দ্বারা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭১। যে ব্যক্তি তাওবাহ করে ও সৎ কাজ করে সে সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।	٧١. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا

আল্লাহর মু'মিন বান্দাগণ শির্‌ক, হত্যা এবং ব্যভিচার করা থেকে মুক্ত

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করে ঃ তারপর কোনটি? জবাবে তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সাথে খাদ্য খাবে। পুনরায় লোকটি প্রশ্ন করে ঃ তারপর কোন পাপটি সবচেয়ে বড়? তিনি উত্তর দেন ঃ ঐ পাপটি এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخرَ ... الخ এই আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিকে সত্যায়িত করা হয়েছে। (আহমাদ ১/৩৮০, নাসাঈ ৬/৪২০, ফাতহুল বারী ১২/১১৬, মুসলিম ১/৯০, ৯১)

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, তিনি ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ মুশরিকদের কতক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে যারা বহু হত্যাকার্য ও ব্যভিচার করেছিল। তারা বলে ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যা কিছু বলছেন এবং যে দিকে আহ্বান করছেন তার সবই উত্তম ও সত্য। কিন্তু আমরা যেসব পাপকার্য করেছি সেগুলোর ক্ষমা আছে কি? ঐ সময় وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخرَ ... الخ এ আয়াতটি এবং নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ

বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩) (তাবারী ১৯/৪১৪) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا *যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে।* আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন যে, *'আছামা'* (**أَثَامًا**) হল জাহান্নামের একটি উপত্যকা। (তাবারী ১৯/৩০৮) ইকরিমাহও (রহঃ) বলেন যে, **أَثَامًا** হল জাহান্নামের একটি উপত্যকা, ওখানে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত লোকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৯/৩০৮) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, **أَثَامًا** হল শাস্তি যা আয়াতের অর্থ থেকে বোধগম্য হচ্ছে। পরবর্তী আয়াত থেকে এর বিশ্লেষণ পাওয়া যায় ঃ

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة *কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে।* অর্থাৎ বিরামহীন শাস্তি দেয়া হবে এবং শাস্তির কঠোরতাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হবে। **وَيَخْلُدْ فِيه مُهَانًا** আর সেখানে তাকে ঘৃণিত ও ধিক্কৃত অবস্থায় রাখা হবে। এই কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا তারা নয় যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন উত্তম আমল দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হত্যাকারীর তাওবাহও গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে নিম্নের আয়াতের মধ্যেও সাংঘর্ষিকতা নেই। সূরা নিসার আয়াতটি উপরের ব্যাখ্যার বিপরীত নয়, যদিও এটা মাদানী আয়াত।

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

আর যে কেহ ইচ্ছা করে কোন মু'মিনকে হত্যা করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৯৩) কেননা এটা সাধারণ কথা। অতএব সূরা নিসার আয়াতটির এ হুকুম প্রযোজ্য হবে ঐ হত্যাকারীদের উপর যারা তাদের এ কাজ হতে তাওবাহ করেনি। আর এখানকার এ আয়াতটি প্রযোজ্য ঐ হত্যাকারীদের উপর যারা তাওবাহ করেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে ক্ষমা না করার কথা ঘোষণা করেন।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৮) আর সহীহ হাদীস দ্বারাও হত্যাকারীর তাওবাহ কবূল হওয়া প্রমাণিত। যেমন ঐ লোকটির ঘটনা যে একশ' জন লোককে হত্যা করেছিল এবং তারপর তাওবাহ করেছিল এবং আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ কবূল করেছিলেন। (বুখারী ৩৪৭০, মুসলিম ৭০০৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন সৎ আমলের দ্বারা।

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বশেষে জাহান্নাম হতে বের হবে এবং সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে আমি চিনি। সে হবে ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলার সামনে আনা হবে। আল্লাহ তা'আলা (মালাইকা/ ফেরেশতাদেরকে) নির্দেশ দিবেন ঃ তার বড় বড় পাপগুলো ছেড়ে দিয়ে ছোট ছোট পাপগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ কর। সুতরাং তাকে প্রশ্ন করা হবে ঃ অমুক দিন কি তুমি অমুক কাজ করেছিলে? অমুক অমুক পাপ তুমি করেছিলে কি? সে একটিও অস্বীকার করতে পারবেনা, বরং সবটাই স্বীকার করে নিবে। শেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন ঃ তোমার প্রতিটি পাপের পরিবর্তে তোমাকে সাওয়াব দান করা হল। তখন সে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আরও কতকগুলো কাজ করেছিলাম যেগুলো এখানে দেখছিনা? আবূ যার (রাঃ) বলেন যে, এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে হেসে ওঠেন যে, তাঁর দাঁতের মাড়ী দেখতে পাওয়া যায়। (আহমাদ ৫/১৭০, মুসলিম ১/১৭৭)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ যাবীর (রহঃ) মাকহুলকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন যে, একজন অতি বৃদ্ধ লোক, যার ভ্রুগুলি চোখের উপর এসে গিয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয়ে আরয করে ঃ আমি এমন একটি লোক যে, আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতা, কোন পাপ এবং কোন দুষ্কার্য করতে বাকী রাখিনি। আমার পাপরাশি এত বেড়ে গেছে যে, যদি সেগুলো সমস্ত মানুষের উপর বন্টন করে দেয়া হয় তাহলে সবাই আল্লাহর গযবে পতিত হবে। এমতাবস্থায় আমার পাপরাশির ক্ষমার কোন উপায়

আছে কি? এখনো আমার তাওবাহ কবূল হতে পারে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উত্তরে বললেন ঃ তুমি মুসলিম হয়েছ কি? লোকটি জবাবে বলল ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি যা কিছু করেছিলে আল্লাহ সবই ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমার পাপগুলো সৎ আমলে পরিবর্তন করে দিবেন। সে তখন বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বিশ্বাসঘাতকতা ও দুষ্কর্মগুলোও (তিনি সৎ আমলে পরিবর্তন করে দিবেন)? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমার বিশ্বাসঘাতকতা ও দুষ্কর্মগুলোও (আল্লাহ তা‘আলা সৎ আমলে পরিবর্তন করে দিবেন)। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ছোট-বড় সব পাপই কি ক্ষমা হয়ে যাবে? তিনি জবাবে বললেন ঃ হ্যাঁ, সবই ক্ষমা হয়ে যাবে। সে তখন আনন্দের সাথে আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতে করতে চলে গেল। (দুররুল মানসুর ৬/২৮১) এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। আনাস (রাঃ) হতে আবূ ইয়ালা (রহঃ), বাযযার (রহঃ) এবং তাবারানীও (রহঃ) সংক্ষিপ্তাকারে এটি বর্ণনা করেছেন।

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় দয়া, স্নেহ, অনুগ্রহ ও করুণার খবর দিতে গিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি নিজের দুষ্কার্যের কারণে লজ্জিত হয়ে তাওবাহ করে, আল্লাহ তার তাওবাহ কবূল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং যে কেহ দুস্কার্য করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ

তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০৪) আর এক আয়াতে আছে ঃ

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ

বল ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩) অর্থাৎ যারা পাপ করার পর আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে তারা যেন তাঁর করুণা হতে নিরাশ না হয়।

৭২। আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না এবং যখন তারা অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে –	٧٢. وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا
৭৩। এবং যারা তাদের রবের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করেনা -	٧٣. وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا۟ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا
৭৪। আর যারা প্রার্থনা করে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করুন।	٧٤. وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّـٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ প্রাপ্ত

আল্লাহর সৎ বান্দাদের আরও গুণাগুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না, মূর্তি পূজা হতে তারা বেঁচে থাকে। তারা মিথ্যা কথা বলেনা, পাপাচারে লিপ্ত হয়না, কুফরী করেনা, অসার বাক্য ও ক্রিয়া-কলাপ হতে দূরে থাকে, গান-বাজনা শোনেনা এবং মুশরিকদের আনন্দ-উৎসবে যোগদান করেনা। তারা মদ পান করেনা।

আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের খবর দিবনা? এ কথা তিনি তিনবার বলেন। সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ (খবর দিন)। তখন তিনি বললেন ঃ তা হল আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তখন পর্যন্ত তিনি বালিশে হেলান দিয়েছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসেন এবং বলেন ঃ আর মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। এ কথা তিনি বারবার বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণ মনে মনে বলেন যে, তিনি যদি নীরব হতেন! (ফাতহুল বারী ৫/৩০৯, মুসলিম ১/৯১) কুরআনুল হাকীমের শব্দ দ্বারা এ অর্থই বেশী প্রকাশমান যে, তারা মিথ্যার ধারে কাছেও যায়না। এ জন্যই পরে বর্ণিত হয়েছে যে, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ঘটনাক্রমে তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সাথে তারা তা পরিহার করে চলে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে এবং যারা তাদের রবের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করেনা।

মু'মিন ব্যক্তিদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে ঃ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

নিশ্চয়ই মু'মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের

সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২)

অন্যদিকে কাফিরদের এরূপ হয়না। তাদের অবস্থা হল এই যে, যখন তারা আল্লাহর কোন বাণী শোনে তাতে তাদের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়না এবং তাদের ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসার কোন চিহ্নও পরিলক্ষিত হয়না। তারা তাদের কুফরী বিশ্বাস ও আচরণ এবং জাহিলিয়াতের ভাবধারা ও কুপথ অবলম্বনের উপর স্থায়ী থাকে। কুরআনের আয়াতসমূহ তাদের অন্তরে ক্রিয়াশীল হয়না।

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ

আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে। কিন্তু যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪-১২৫) সুতরাং তারা তাদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকেনা, কুফরী পরিত্যাগ করেনা এবং ঔদ্ধত্যপনা, হঠকারিতা এবং অজ্ঞতা হতে বিরত হয়না। পক্ষান্তরে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাদের ব্যাধি আরও বেড়ে যায়। অতএব, কাফিরেরা আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে বধির ও অন্ধ হয়।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ মু'মিনদের অভ্যাস এর বিপরীত। তারা হক হতে বধিরও নয় এবং অন্ধও নয়। তারা শুনে ও বুঝে। আর এর দ্বারা তারা উপকার লাভ করে এবং নিজেদেরকে সংশোধিত করে। তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে, তিনি যেন তাদের ঔরষজাত সন্তানদেরকে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার, তাঁর ইবাদাত করার তাওফীক দান করার এবং যারা তাঁর সাথে শরীক করে তাদের অন্তর্ভুক্ত না করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল তারা আল্লাহর পথে ধাবিত হবে এবং এর প্রতিদানে দুনিয়া ও আখিরাতে তারা সুখে-শান্তিতে থাকবে। (তাবারী ১৯/৩১৮)

যুবাইর ইব্‌ন নুফাইর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা একদা মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদের (রাঃ) নিকট বসেছিলাম, এমন সময় একটি লোক তাঁর পাশ দিয়ে গমন করে। সে বলে ঃ তার ঐ দু' চক্ষুর জন্য মুবারকবাদ যে চক্ষুদ্বয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দর্শন করেছে! আপনি যেমন তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর সঙ্গ লাভ করেছেন তেমনই যদি আমরাও তাঁকে দেখতাম ও তাঁর সাহচর্য লাভ করতাম তাহলে আমাদের জীবনকে আমরা ধন্য মনে করতাম! তার এ কথা শুনে মিকদাদ (রাঃ) অসন্তুষ্ট হলেন। আমি বিস্মিত হলাম যে, লোকটিতো মন্দ কথা বলেনি, অথচ তিনি অসন্তুষ্ট হলেন কেন! মিকদাদ (রাঃ) তার দিকে ফিরে বললেন ঃ জনগণের কি হয়েছে যে, তারা এমন কিছুর আকাংখা করে যা তাদের শক্তির বাইরে এবং যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রদান করেননি? তারা ঐ সময় থাকলে তাদের অবস্থা কি হত তা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেতো ঐসব লোকও ছিল যারা না তাঁকে বিশ্বাস করেছে এবং না তাঁর আনুগত্য করেছে। ফলে আল্লাহ সুবহানাহু তাদেরকে উল্টা মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তোমরা কি আল্লাহর এ অনুগ্রহ স্বীকার করনা যে, তিনি ইসলাম ও মুসলিম ঘরে ঐ মায়ের গর্ভে তোমাদের জন্ম দিয়েছেন যিনি আল্লাহকে রাব্ব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসাবে সাক্ষ্য দান করেছেন এবং ঐসব বিপদ-আপদ থেকে তোমাদেরকে বাঁচিয়ে নেয়া হয়েছে যেগুলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর পতিত হয়েছিল? আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন যুগে প্রেরণ করেন যখন দুনিয়ার অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। ঐ সময় দুনিয়াবাসীদের নিকট মূর্তিপূজা অপেক্ষা উত্তম ধর্ম আর কিছুই ছিলনা। জাহিলিয়াতের দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফুরকান নিয়ে এলেন যা হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করল এবং এর ফলে পিতা ও পুত্র পৃথক হয়ে গেল। মুসলিমরা তাদের পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে কুফরীর উপর দেখে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তারা সব জাহান্নামী। এর ফলে তাদের মনে তাদের ভালবাসার জনের প্রতি দরদের কারণে তারা থাকত উদ্বেগাকুল। কারণ তারাতো জাহান্নামী। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কথাই জানিয়েছেন। এ জন্যই তাদের প্রার্থনা ছিল ঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর হয়। (আহমাদ ৬/২) এই প্রার্থনার শেষে রয়েছে ঃ

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করুন। আমরা যেন তাদেরকে সৎ কাজের শিক্ষা দিতে পারি। তারা যেন ভাল কাজে আমাদের অনুসারী হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন ঃ সত্য পথ প্রদর্শন করুন যারা অন্যদেরকেও সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে। তারা চান যে, তাদের ইবাদাতের অনুসরণ করে যেন তাদের পরবর্তী সন্তানরা শিক্ষা লাভ করে এবং পরবর্তী সময়ে তাদের বংশ পরম্পরায় সন্তানরা এ থেকে উপকার লাভ করে এবং অন্যান্যরাও উপকৃত হয়। ইহাই তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং সফল পরিসমাপ্তি। যেমন সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তান যখন মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি আমল বাকী থাকে। প্রথম হল সুসন্তান, যে তার জন্য প্রার্থনা করে; দ্বিতীয় হল সেই ইল্ম যার দ্বারা তার মৃত্যুর পরে জনগণ উপকৃত হয় এবং তৃতীয় হল সাদাকায়ে জারিয়া। (মুসলিম ৩/১২৫৫)

৭৫। তাদেরকে প্রতিদান স্বরূপ দেয়া হবে জান্নাত, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।	٧٥. أُوْلَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا
৭৬। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে, কত উত্তম সেখানে অবস্থান ও আবাস স্থল!	٧٦. خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
৭৭। বল ঃ তোমরা আমার রাব্বকে না ডাকলে তাঁর কিছুই আসে যায়না। তোমরা অস্বীকার করেছ, ফলে অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি।	٧٧. قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ

فَسَوۡفَ يَكُونُ لِزَامًا.	

অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দাদের জন্য প্রতিদান এবং মাক্কাবাসীদের প্রতি হুশিয়ারী

أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا মু'মিনদের পবিত্র গুণাবলী, তাদের ভাল কথা ও কাজের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিদানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা জান্নাত লাভ করবে যা উচ্চতম স্থান। আবূ জাফর আল বাকির (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইহার উন্নত মানের জন্য এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। কারণ এই যে, তারা উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত ছিল। তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। তাই সেখানে তারা সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে।

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَمًا তাদের জন্য রয়েছে সেখানে শান্তি আর শান্তি! জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের খিদমাতে হাযির হবে এবং সালাম জানিয়ে বলবে ঃ তোমাদের পরিণাম ভাল হয়েছে, কেননা তোমরা ধৈর্যশীল ছিলে।

خَالِدِينَ فِيهَا তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। তারা সেখান হতে বের হওয়ার ইচ্ছা করবেনা এবং তাদের বের করেও দেয়া হবেনা। সেখানকার নি'আমাত কম হবেনা এবং শান্তি ও আরামের সমাপ্তি হবেনা। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى ٱلۡجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ

পক্ষান্তরে যারা হয়েছে ভাগ্যবান, বস্তুতঃ তারা থাকবে জান্নাতে (এবং) তাতে তারা অনন্ত কাল থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৮) حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا তারা হবে বড়ই ভাগ্যবান। তাদের উঠা, বসা এবং বিশ্রামের জায়গা খুবই মনোরম। দেখতেও সুন্দর এবং বাসের পক্ষেও আরামদায়ক। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي হে নাবী! তুমি এসব কাফিরকে বলে দাও ঃ তোমরা আমার রাব্বকে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায়না। فَقَدْ كَذَّبْتُمْ তোমরা

অস্বীকার করছ। এখন হে কাফিরের দল! তোমরা মনে করনা যে, তোমাদের মুআ'মালা শেষ হয়ে গেল। فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا জেনে রেখ যে, তোমাদের উপর অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর শাস্তি তোমাদেরকে ঘিরে রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, ইহা হল বদরের দিন। (তাবারী ১৯/৩২৪, আবদুর রাযযাক ৩/৭২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا *ফলে অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি*। হাসান বাসরী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে, ইহা হল কিয়ামাতের ঘটনা। (দুররুল মানসুর ৬/২৮৭) যা হোক, এ দু'এর বিশ্লেষণের ব্যাপারে মূলগত কোন পার্থক্য নেই।

সূরা ফুরকান এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২৬ ঃ শু'আরা, মাক্কী ٢٦ – سورة الشعراء، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ২২৭, রুকূ ১১) (اَيَاتُهَا : ٢٢٧، رُكُوْعَاتُهَا : ١١)

মালিকের (রহঃ) রিওয়ায়াতকৃত তাফসীরে এই সূরার নাম দেয়া হয়েছে 'সূরা জামিআহ'।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। তা' সীন মীম।	١. طسٓمٓ
২। এগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।	٢. تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ
৩। তারা মু'মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়ত মনঃকষ্টে আত্মবিনাসী হয়ে পড়বে।	٣. لَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ
৪। আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি।	٤. إِن نَّشَأۡ نُنَزِّلۡ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةٗ فَظَلَّتۡ أَعۡنَٰقُهُمۡ لَهَا خَٰضِعِينَ
৫। যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٥. وَمَا يَأۡتِيهِم مِّن ذِكۡرٖ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ مُحۡدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنۡهُ مُعۡرِضِينَ

৬। তারাতো মিথ্যা জেনেছে, সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তার প্রকৃত বার্তা তাদের নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে।	٦. فَقَدْ كَذَّبُوا۟ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنۢبَـٰٓؤُا۟ مَا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
৭। তারা কি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেনা? আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট জিনিস উদগত করেছি।	٧. أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
৮। নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়।	٨. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
৯। তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	٩. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

কুরআন থেকে যে অবিশ্বাসীরা পালিয়ে বেড়ায়, আল্লাহ চাইলে তারাও ঈমান আনতে বাধ্য হত

হুরূফে মুকাত্তাআতের আলোচনা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ এগুলি হল সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত যা খুবই স্পষ্ট, সম্পূর্ণ পরিষ্কার এবং হক ও বাতিল, ভাল ও মন্দের মধ্যে ফাইসালা ও পার্থক্যকারী। মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ তারা ঈমান আনছেনা বলে তুমি দুঃখ করনা এবং নিজেকে ধ্বংস করে ফেলনা। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ

অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَـٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا

তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৬) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং অন্যান্যরা **لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ** এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ এখন তুমি নিজেই নিজকে হত্যা কর। (তাবারী ১৯/৩৩০, দুররুল মানসুর ৬/৩৬০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি। অর্থাৎ তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করার ইচ্ছা করলে আমি এমন জিনিস আকাশ হতে অবতীর্ণ করতাম যে, তা দেখে তারা ঈমান আনতে বাধ্য হত। কিন্তু আমিতো তাদের ঈমান আনা বা না আনা তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছি। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِى ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। তাহলে তুমি কি মানুষের উপর যবরদস্তি করতে পার, যাতে তারা ঈমান আনেই? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১৮) দীন ও মাযহাবের এই বিভিন্নতাও আল্লাহ তা‘আলারই নির্ধারণকৃত এবং এটা তাঁর নিপুণতা প্রকাশকারী। তিনি রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, দলীল-প্রমাণাদি কায়েম করেছেন, অতঃপর তিনি মানুষকে ঈমান আনা বা না আনার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এখন যে পথে ইচ্ছা সে চলতে থাকুক। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَث إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা দয়াময় হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) তিনি আরও বলেন ঃ

يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

পরিতাপ বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ

অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি; যখনই কোন জাতির নিকট তাদের রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৪) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون তারাতো অস্বীকার করেছে; সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার প্রকৃত বার্তা তাদের নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে। যালিমরা অতিসত্বরই জানতে পারবে যে, তাদেরকে কোন পথে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্য স্থল কোথায়? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২২৭) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিজের শান-শওকত, ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ যাঁর কথা এবং যাঁর দূতকে তোমরা অবিশ্বাস করছ তিনি এত বড় ক্ষমতাবান ও চির বিরাজমান যে, তিনি একাই সারা যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রাণী ও নিস্প্রাণ বস্তু সৃষ্টি করেছেন। ক্ষেত, ফল-মূল, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি সবই তাঁর সৃষ্ট।

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, শা’বী (রহঃ) বলেন যে, মানুষ যমীনের উৎপন্নদ্রব্য স্বরূপ। তাদের মধ্যে যারা জান্নাতী তারা বিনয়ী ও ভদ্র এবং যারা জাহান্নামী তারা ইতর ও ছোটলোক। (দুররুল মানসুর ৬/২৮৯)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً এতে সৃষ্টিকর্তার বিরাট ক্ষমতার বহু নিদর্শনাবলী রয়েছে যে, তিনি বিস্তৃত যমীন ও উঁচু আসমান সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক ঈমান আনেনা। বরং উল্টা তারা নাবীদেরকে অস্বীকার করে। আল্লাহর কিতাবসমূহকে তারা স্বীকার করেনা, তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজ করে থাকে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ হে নাবী! তোমার রাব্ব পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। তিনি সবকিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর সামনে তাঁর সৃষ্টজীব সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম। অপর দিকে তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই করুণাময় ও অনুগ্রহশীল। তাঁর অবাধ্য বান্দাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়া করেননা, বরং শাস্তি দিতে তিনি বিলম্ব করেন, যাতে তারা সৎ পথে ফিরে আসে। কিন্তু তবুও যদি তারা সৎ পথে ফিরে না আসে, তখন তিনি তাদেরকে অতি শক্তভাবে পাকড়াও করেন এবং তাদের থেকে পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আবুল আলিয়াহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং তাঁকে ছাড়া অন্যদের ইবাদাত করে তাদেরকে শাস্তি দানের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর এবং তাঁকে রুখতে পারে এমন কেহ নেই। (তাবারী ৩/২৬০, ৫/৫১১) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ যারা তাওবাহ করে এবং তাঁর দিকে ফিরে আসে তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়াবান।

১০। স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মূসাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট চলে যাও -	١٠. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
১১। ফির‘আউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করেনা?	١١. قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ

১২। তখন সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে।	١٢. قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ
১৩। এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে, আর আমার জিহ্বাতো সাবলীল নয়, সুতরাং হারূণের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠান।	١٣. وَيَضِيقُ صَدۡرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرۡسِلۡ إِلَىٰ هَـٰرُونَ
১৪। আমার বিরুদ্ধে তাদের এক অভিযোগ রয়েছে, আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।	١٤. وَلَهُمۡ عَلَىَّ ذَنۢبٌ فَأَخَافُ أَن يَقۡتُلُونِ
১৫। আল্লাহ বললেন ঃ না কখনই নয়, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি শ্রবণকারী।	١٥. قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذۡهَبَا بِـَٔايَـٰتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسۡتَمِعُونَ
১৬। অতএব তোমরা উভয়ে ফির‘আউনের নিকট যাও এবং বল ঃ আমরা জগতসমূহের রবের রাসূল।	١٦. فَأۡتِيَا فِرۡعَوۡنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ
১৭। আমাদের সাথে যেতে দাও বানী ইসরাঈলকে।	١٧. أَنۡ أَرۡسِلۡ مَعَنَا بَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ
১৮। ফির‘আউন বলল ঃ আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন পালন করিনি? এবং তুমিতো	١٨. قَالَ أَلَمۡ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثۡتَ فِينَا مِنۡ عُمُرِكَ سِنِينَ

তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ।	
১৯। তুমিতো তোমার কাজ যা করার তা করেছ; তুমি অকৃতজ্ঞ।	١٩. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ
২০। মূসা বলল ঃ আমিতো এটা করেছিলাম তখন যখন আমি অজ্ঞ ছিলাম।	٢٠. قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ
২১। অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছিলাম; অতঃপর আমার রাব্ব আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূল করেছেন।	٢١. فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًا وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
২২। আর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছ তাতো এই যে, তুমি বানী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ।	٢٢. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

মূসা (আঃ) এবং ফির‘আউনের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা এবং রাসূল মূসা কালীমুল্লাহকে (আঃ) যে নির্দেশ দিয়েছিলেন এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তূর পাহাড়ের ডান দিক হতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে ডাক দেন, তাঁর সাথে কথা বলেন এবং তাঁকে নিজের রাসূল ও মনোনীত বান্দারূপে নির্বাচন করেন। তাঁকে তিনি ফির‘আউনের নিকট প্রেরণ করেন, যে ছিল চরম অত্যাচারী বাদশাহ। তার মধ্যে আল্লাহর ভয় মোটেই ছিলনা।

মূসা (আঃ) মহান আল্লাহর নিকট স্বীয় দুর্বলতার কথা প্রকাশ করেন এবং তা তাঁর পক্ষ থেকে দূর করে দেয়া হয়। যেমন সূরা তা-হা'য় তাঁর প্রার্থনায় বলা হয় ঃ

قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى. وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى. وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى. يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى. وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِى. هَٰرُونَ أَخِى. ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِى. وَأَشْرِكْهُ فِىٓ أَمْرِى. كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَٰمُوسَىٰ

মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজকে সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে। আমার ভাই হারূণ, তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন। এবং তাকে আমার কাজে অংশী করুন। যাতে আমরা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি প্রচুর। এবং আপনাকে স্মরণ করতে পারি অধিক। আপনিতো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা। তিনি বললেন ঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ২৫-৩৬) এখানে তিনি তাঁর ওযর বর্ণনা করে বলেন ঃ আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে, আমার জিহ্বায় জড়তা রয়েছে। সুতরাং (আমার বড় ভাই) হারূনকেও (আঃ) আমার সাথে নাবী বানিয়ে দিন। وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ আর আমি তাদেরই মধ্য হতে একজন কিবতীকে বিনা দোষে মেরে ফেলেছিলাম। ঐ কারণে আমি মিসর ছেড়েছিলাম। তাই এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, তারা হয়তো আমাকে হত্যা করে ফেলবে। জবাবে মহান আল্লাহ তাঁকে বলেন ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমার ভাইকে আমি তোমার সঙ্গী বানিয়ে দিলাম এবং তোমাদেরকে উজ্জ্বল দলীল প্রদান করলাম। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِـَٔايَٰتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَٰلِبُونَ

তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবেনা। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ

৩৫) সুতরাং তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরা জয়যুক্ত হবে।

قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ তোমরা আমার নিদর্শনগুলি নিয়ে তার কাছে যাও এবং তাকে বুঝাতে থাক। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

আমি তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও দেখি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪৬) আমার হিফাযাত, সাহায্য-সহানুভূতি এবং পৃষ্ঠপোষকতা তোমাদের সাথে রইলো। فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ অতএব তোমরা উভয়ে ফির‘আউনের কাছে গিয়ে বল, আমরা জগতসমূহের রবের রাসূল রূপে তোমার নিকট প্রেরিত হয়েছি। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ

অবশ্যই আমরা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪৭) আল্লাহ তাদেরকে আরও বলতে বললেন ঃ

أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ বানী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও। তারা আল্লাহর মু’মিন বান্দা। তুমি তাদেরকে তোমার দাস বানিয়ে রেখেছ এবং তাদের অবস্থা করেছ অত্যন্ত শোচনীয়। তুমি তাদের মাধ্যমে লাঞ্ছনা ও অপমান জনক সেবার কাজ করিয়ে নিচ্ছ এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দিচ্ছ। এখন তুমি তাদেরকে আযাদ করে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও। মূসার (আঃ) এ পয়গাম ফির‘আউন অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞানে শুনল এবং তাঁকে ধমকের সুরে বলল ঃ

أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে প্রতিপালন করিনি? এবং তুমিতো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ। আর তুমি আমাকে এর প্রতিদান এই দিয়েছ যে, আমাদের একটি লোককে হত্যা করেছ। তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ। তার এ কথার জবাবে মূসা (আঃ) তাকে বললেন ঃ

فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ আমিতো এটা করেছিলাম তখন যখন আমি অজ্ঞ ছিলাম এবং ওটা ছিল আমার নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা। মূসা (আঃ) আরও বললেন ঃ

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ঐ যুগ চলে গেছে, এখন অন্য যুগ এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে রাসূল করে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন। এখন যদি তুমি আমার কথা মেনে নাও তাহলে তুমি শান্তি লাভ করবে। আর যদি আমাকে অবিশ্বাস কর তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি যে ভুল করেছিলাম সেই কারণে তোমাদের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। এরপর আমার প্রতি আল্লাহ এই অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং এখন পুরাতন কথার উল্লেখ না করে আমার দা‘ওয়াত কবূল করে নাও।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ জেনে রেখ যে, তুমি আমার একার প্রতি একটা অনুগ্রহ করেছিলে বটে, কিন্তু আমার কাওমের উপর তুমি যুল্ম ও বাড়াবাড়ি করেছ। তাদেরকে তুমি অন্যায়ভাবে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। আমার সাথে তুমি যে সদাচরণ করেছ এবং আমার কাওমের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করেছ দু’টি কি সমান হবে?

২৩। ফির‘আউন বলল ঃ জগতসমূহের রাব্ব আবার কি?	٢٣. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
২৪। মূসা বলল ঃ তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাব্ব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।	٢٤. قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ
২৫। ফির‘আউন তার পরিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল ঃ তোমরা শুনেছ তো!	٢٥. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥٓ أَلَا تَسْتَمِعُونَ
২৬। মূসা বলল ঃ তিনি তোমাদের রাব্ব এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও	٢٦. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ

ٱلْأَوَّلِينَ	রাব্ব।
٢٧. قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ	২৭। ফির‘আউন বলল ঃ তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূলটি নিশ্চয়ই পাগল।
٢٨. قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ	২৮। মূসা বলল ঃ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাব্ব, যদি তোমরা বুঝতে।

ফির‘আউন তার প্রজাবর্গকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল এবং তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছিল যে, পূজনীয় ও রাব্ব শুধু সে’ই, সে ছাড়া আর কেহই নয়। ফলে তাদের সবারই বিশ্বাস এটাই ছিল। মূসা (আঃ) যখন বললেন যে, তিনি জগতসমূহের রবের রাসূল তখন সে বলল ঃ

وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ জগতসমূহের রাব্ব আবার কি? তার উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, সে ছাড়া কোন রাব্বই নেই। সুতরাং মূসা (আঃ) ভুল বলছেন। এর কারণ এই যে, সে তার লোকদেরকে বলত ঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৮)

فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ

এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৪) তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাকে তাদের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে অস্বীকার করত এবং ফির‘আউন ছাড়া আর কেহ রাব্ব আছে এ কথা বিশ্বাস করতনা। মূসা (আঃ) যখন বললেন ঃ ‘আমিই এই পৃথিবীর মালিকের (রবের) রাসূল’ তখন ফির‘আউন তাঁকে বলল ঃ আমি ছাড়া এই পৃথিবীর অন্য কেহ রাব্ব আছে বলে তুমি যে দাবী করছ সে কে? সালাফগণ এবং পরবর্তী

সময়ের ইমামগণ এ আয়াতের এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি হচ্ছে নিম্নের আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ. قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَىۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ

ফির‘আউন বলল ঃ হে মূসা! কে তোমাদের রাব্ব? মূসা বলল ঃ আমার রাব্ব তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন; অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪৯-৫০)

এখানে এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কোন কোন তর্কশাস্ত্রবিদ এখানে হোঁচট খেয়েছেন। তারা বলেছেন যে, ফির‘আউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহ তা‘আলার মূল বা প্রকৃতি সম্পর্কে। কিন্তু এটা তাঁদের ভুল ধারণা। কেননা মূল সম্পর্কে সে তখনই প্রশ্ন করত যখন আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হত। সেতো আল্লাহর অস্তিত্বকেই বিশ্বাস করতনা। সে তার ঐ বিশ্বাসকেই প্রকাশ করত এবং প্রত্যেককে এই বিশ্বাস নামের গরল ঢোক পান করাত, যদিও ওর বিপরীত দলীল প্রমাণাদি তার সামনে খুলে গিয়েছিল। তাই সে যখন প্রশ্ন করল যে, রাব্বুল আলামীন কে? তখন মূসা (আঃ) উত্তর দেন যে, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا যিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা, সবারই মালিক এবং যিনি সব কিছুর উপরই সক্ষম তিনিই রাব্বুল আলামীন। তিনি একাই পূজনীয়/ইবাদাতের যোগ্য, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। ঊর্ধ্বজগত আকাশ এবং ওর সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তু আর নিম্নজগত পৃথিবী এবং ওর সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তু সবারই তিনি সৃষ্টিকর্তা। এতদুভয়ের মধ্যস্থিত জিনিস যেমন সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, পশু-পাখি, ফুল-ফল, বাতাস ইত্যাদি সবই তাঁর সামনে নত এবং তাঁর ইবাদাতে লিপ্ত। তিনি বলেন ঃ

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ হে ফির‘আউন! তোমার অন্তর যদি বিশ্বাসরূপ সম্পদ হতে শূন্য না হত এবং তোমার চক্ষু যদি উজ্জ্বল হত তাহলে তাঁর এসব গুণাগণ তাঁর সত্তাকে মানার পক্ষে যথেষ্ট হত। মূসার (আঃ) এ কথাগুলি শুনে ফির‘আউন কোন উত্তর দিতে না পেরে কথাগুলিকে হাসি-তামাশা করে উড়িয়ে দেয়ার জন্য তার বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

أَلاَ تَسْتَمِعُونَ দেখ, এ লোকটি আমাকে ছাড়া অন্যকে মা‘বূদ বলে বিশ্বাস করছে, এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে! মূসা (আঃ) তার এ মনোভাবে হতবুদ্ধি হলেননা, বরং তিনি আল্লাহর অস্তিত্বের আরও দলীল প্রমাণ বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন ঃ

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ তিনিই তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের মালিক, সৃষ্টিকর্তা ও রাব্ব। তিনি ফির‘আউনের লোকদেরকে বললেন ঃ তোমরা যদি ফির‘আউনকে রাব্ব বলে স্বীকার করে নাও তাহলে একটু চিন্তা করে দেখ যে, ফির‘আউনের পূর্বে জগতবাসীর রাব্ব কে ছিল? তার অস্তিত্বের পূর্বেও আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব ছিল, তাহলে এগুলির স্রষ্টা কে ছিল? সুতরাং আল্লাহই আমার রাব্ব, তিনিই সারা জগতের রাব্ব। আমি তাঁরই প্রেরিত রাসূল। ফির‘আউন মূসার (আঃ) কথাগুলির কোন সদুত্তর খুঁজে পেলনা। তাই সে উত্তর খুঁজে না পেয়ে তার লোকদেরকে বলল ঃ

إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের এ রাসূলটি নিশ্চয়ই পাগল। তা না হলে আমাকে ছাড়া অন্যকে কেন সে রাব্ব বলে স্বীকার করবে? মূসা (আঃ) এর পরেও তাঁর দলীল বর্ণনার কাজ চালিয়ে গেলেন। তার বাজে কথায় কর্ণপাত না করে তিনি বললেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ আল্লাহ পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুরই রাব্ব। হে ফির‘আউনের লোকেরা! ফির‘আউন যদি তার নিজকে আল্লাহ দাবী করার ব্যাপারে সত্যবাদী হয় তাহলে এর বিপরীত দেখিয়ে দিক। আল্লাহ পূর্ব দিক থেকে নক্ষত্রগুলি উদিত করেন, আর পশ্চিমে তারকারাজি অস্তমিত হয়। ফির‘আউন এগুলির রাব্ব হলে সে এর বিপরীত করে দেখিয়ে দিক। আল্লাহর খলীল ইবরাহীমও (আঃ) এ কথাই তাঁর সময়ের বাদশাহকে তর্কে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ

তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করনি যে ইবরাহীমের সাথে তার রাব্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন। ইবরাহীম বলেছিল ঃ আমার রাব্ব তিনিই যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। সে বলেছিল ঃ আমিই জীবন ও মৃত্যু দান করি। ইবরাহীম বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে আনয়ন করেন, কিন্তু তুমি ওকে পশ্চিম দিক হতে আনয়ন কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৮) অনুরূপভাবে মূসার (আঃ) মুখে ক্রমান্বয়ে এরূপ সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল শুনে ফির‘আউনের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। কিন্তু সে বুঝতে পারে যে, তার মত একটি লোক যদি মূসাকে (আঃ) না মানে তাহলে কি আসে যায়? এসব স্পষ্ট দলীল প্রমাণতো তার লোকদের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে যাবে। এ জন্যই সে তার শক্তি ও ক্ষমতার আশ্রয় নিল এবং মনে করল যে, ওভাবেই সে মূসাকে (আঃ) পরাস্ত করতে সক্ষম হবে, যে বর্ণনা সামনে আসছে।

২৯। ফির‘আউন বলল ঃ তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে মা‘বূদ রূপে গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব।	٢٩. قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ
৩০। মূসা বলল ঃ আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করলেও?	٣٠. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِينٍ
৩১। ফির‘আউন বলল ঃ তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে তা উপস্থিত কর।	٣١. قَالَ فَأْتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ
৩২। অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক সুস্পষ্ট অজগর হল।	٣٢. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

৩৩। আর মূসা হাত বের করল, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।	٣٣. وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيۡضَآءُ لِلنَّـٰظِرِينَ
৩৪। ফির‘আউন তার পারিষদবর্গকে বলল ঃ এতো এক সুদক্ষ যাদুকর।	٣٤. قَالَ لِلۡمَلَإِ حَوۡلَهُۥٓ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ عَلِيمٌ
৩৫। এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে তার যাদুবলে বহিস্কার করতে চায়! এখন তোমরা কি করতে বল?	٣٥. يُرِيدُ أَن يُخۡرِجَكُم مِّنۡ أَرۡضِكُم بِسِحۡرِهِۦ فَمَاذَا تَأۡمُرُونَ
৩৬। তারা বলল ঃ তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও -	٣٦. قَالُوٓاْ أَرۡجِهۡ وَأَخَاهُ وَٱبۡعَثۡ فِى ٱلۡمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ
৩৭। যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।	٣٧. يَأۡتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ

সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর ফির‘আউন শক্তি প্রয়োগের আশ্রয় নিল

ফির‘আউন যখন বিতর্কে হেরে গেল, দলীল ও বর্ণনায় বিজয়ী হতে পারলনা, তখন সে ক্ষমতার দাপট প্রকাশ করতে লাগল এবং গায়ের জোরে সত্যকে দাবিয়ে রাখার ইচ্ছা করল। সে বলল ঃ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ হে মূসা! আমাকে ছাড়া অন্যকে যদি তুমি মা‘বূদ রূপে গ্রহণ কর তাহলে জেলখানায় আমি তোমাকে বন্দী করব এবং সেখানেই তোমার জীবন শেষ করব। তখন মূসা (আঃ) তাকে বললেন ঃ

أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনলেও কি তুমি বিশ্বাস করবেনা? ফির‘আউন উত্তরে বলল ঃ

فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তাহলে কোন নিদর্শন নিয়ে এসো।

মূসা (আঃ) তখন তাঁর হাতের লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। মাটিতে পড়া মাত্রই লাঠিটি এক বিরাটা অজগর হয়ে গেল। অতঃপর মূসা (আঃ) তাঁর হাতটি বের করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল। কিন্তু ফির‘আউনের ভাগ্যে ঈমান ছিলনা বলে এমন উজ্জ্বল নিদর্শন দেখার পরেও হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যপনা পরিত্যাগ করলনা। সে তার পারিষদবর্গকে বলল ঃ

إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ এ লোকটিতো এক সুদক্ষ যাদুকর। يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ এ তোমাদেরকে তার যাদুবলে তোমাদের দেশ হতে বের করে দিতে চায়। এখন তোমরা আমাকে উপদেশ দাও যে, কি করা উচিত।

قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ *তারা বলল ঃ তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে*। অর্থাৎ তোমরা তাকে এবং তার ভাইকে কিছু দিনের জন্য অপেক্ষায় রাখ, আর অন্য দিকে রাজ্যের প্রতিটি আনাচে-কানাচে লোক পাঠিয়ে দাও যারা দক্ষ ও অভিজ্ঞ যাদুকরদের হাযির করবে যাতে মূসার (আঃ) চেয়েও উন্নত যাদু প্রদর্শন করার মাধ্যমে তাকে পরাজিত করে আমরা জয়ী হতে পারি। সুতরাং ফির‘আউন তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করল এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর কৌশলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। লোকদেরকে যাদু দেখার জন্য মাইদানে

উপস্থিত হতে বলা হল। আল্লাহ চাইলেন যে, সমবেত জনতা ঐ দিন আল্লাহর সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ করবে।

৩৮। অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হল।	٣٨. فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَـٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ
৩৯। আর লোকদেরকে বলা হল ঃ তোমরাও সমবেত হচ্ছ কি?	٣٩. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ
৪০। যেন আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।	٤٠. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَـٰلِبِينَ
৪১। অতঃপর যাদুকরেরা এসে ফির‘আউনকে বলল ঃ আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?	٤١. فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا۟ لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَـٰلِبِينَ
৪২। ফির‘আউন বলল ঃ হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার নিকটজনদের অন্ত র্ভুক্ত হবে।	٤٢. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ
৪৩। মূসা তাদেরকে বলল ঃ তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।	٤٣. قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ

৪৪। অতঃপর তারা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তারা বলল ঃ ফির‘আউনের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব।	٤٤. فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَـٰلِبُونَ
৪৫। অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল; সহসা ওটা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল।	٤٥. فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
৪৬। তখন যাদুকরেরা সাজদাহবনত হয়ে পড়ল।	٤٦. فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَـٰجِدِينَ
৪৭। তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের রবের প্রতি -	٤٧. قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৪৮। যিনি মূসা ও হারুনেরও রাব্ব।	٤٨. رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ

মূসা (আঃ) এবং যাদুকরেরা মুখোমুখি হল

মূসা (আঃ) ও ফির‘আউনের মধ্যে যে মৌখিক তর্ক-বিতর্ক চলছিল তা শেষ হল এবং এখন কার্যের বিতর্ক শুরু হল। এই বিতর্কের আলোচনা সূরা আ‘রাফ, সূরা তা-হা এবং এই সূরায় রয়েছে। কিবতীদের ইচ্ছা ছিল আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করা, আর আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা ছিল নূরকে ছড়িয়ে দেয়া, যদিও কাফিরেরা তা পছন্দ করেনা। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছা বিজয় লাভ করল। যেখানেই ঈমান ও কুফরীর মধ্যে মুকাবিলা হয়েছে সেখানেই ঈমান কুফরীর উপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَـٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৮) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ

আর বল ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮১) এখানেও এটাই হয়েছিল। প্রতিটি শহরে লোক পাঠিয়ে বড় বড় খ্যাতনামা যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হয়। তাদের সঠিক সংখ্যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তাদের একজন বলেছিল ঃ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ যাদুকরদের বিজয় লাভের পর আমরা তাদেরই অনুসারী হয়ে যাব। অথচ এ কথা কারও মুখ দিয়ে বের হলনা ঃ 'হক যে দিকে হবে, তা যাদুকর কিংবা মূসা (আঃ) যে'ই হোক, আমরাও সেই দিকের হয়ে যাব।' তারা সবাই ছিল তাদের বাদশাহর ধর্মের অনুসারী। যথাস্থানে ফির'আউন আমীর-ওমরাহকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে গমন করল। সাথে সৈন্য-সামন্তও ছিল। যাদুকরদেরকে সে তার সামনে ডাকিয়ে নিল। যাদুকেররা ফির'আউনকে বলল ঃ

أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? জবাবে ফির'আউন বলল ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুধু পুরস্কার নয়, বরং তোমরা আমার নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা তখন আনন্দে আহ্লাদিত হয়ে মাইদানের দিকে চলল। সেখানে গিয়ে তারা মূসাকে (আঃ) বলল ঃ

يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ. قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟

হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। মূসা বলল ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৫-৬৬) অতঃপর যাদুকরেরা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল ঃ

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ফির'আউনের ইয্যাতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হবো। যেমন সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা যখন কোন কাজ করে তখন বলে ঃ এটা অমুকের সৎ আমলের কারণে হয়েছে। সূরা আ'রাফে রয়েছে ঃ

سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

যখন যাদুকরেরা নিক্ষেপ করল তখন লোকের চোখে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করল এবং তাদেরকে ভীত ও আতংকিত করল, তারা এক বড় রকমের যাদু দেখাল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১১৬) সূরা তা-হায় আছে ঃ

وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

যাদুকরেরা যা'ই করুক কখনও সফল হবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৯)

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ মূসার (আঃ) হাতে যে লাঠিটি ছিল তা তিনি মাইদানে নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে ওটা বিরাট অজগর হয়ে যায় এবং মাইদানে যাদুকরদের যতগুলো নযরবন্দীর জিনিস ছিল সবগুলোকেই খেয়ে ফেলে।

فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ. فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَٰغِرِينَ. وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ. قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হল, আর তারা যা কিছু করেছিল তা বাতিল প্রতিপন্ন হল। আর ফির'আউন ও তার দলবলের লোকেরা মুকাবিলার মাইদানে পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হল। যাদুকরেরা তখন সাজদাহবনত হল। তারা বলল ঃ আমরা বিশ্বের রবের প্রতি ঈমান আনলাম, মূসা ও হারূনের রবের প্রতি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১১৮-১২২)

এত বড় পরিবর্তন ফির'আউন স্বচক্ষে দেখতে পেল যে, যে যাদুকরদের মাধ্যমে সে মূসার (আঃ) উপর জয়ী হবে ভেবেছিল তারা নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে নিল এবং সারা জাহানের মালিক আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হল। এভাবে ফির'আউন সবার সামনে পরাজিত ও অপমানিত হল যা এর পূর্বে আর কখনও ঘটেনি। কিন্তু ঐ অভিশপ্তের ভাগ্যে ঈমান লিখিত ছিলনা বলে তখনও তার চোখ খুললনা, বরং সে মহামহিমান্বিত আল্লাহর আরও বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। আল্লাহ, তাঁর মালাইকা এবং সমস্ত মানব জাতির অভিশাপ তার উপর বর্ষিত হোক। স্বীয় ক্ষমতা বলে সে সত্যকে দূর করে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। সে যাদুকরদেরকে বলল ঃ

إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ

সেতো দেখছি তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭১)

إِنَّ هَـٰذَا لَمَكۡرٌ مَّكَرۡتُمُوهُ فِي ٱلۡمَدِينَةِ

নিশ্চয়ই তোমরা এক চক্রান্ত পাকিয়েছ শহরবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১২৩)

৪৯। ফির‘আউন বলল ঃ আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তাতে বিশ্বাস করলে? এইতো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে; শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে; আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবই।	٤٩. قَالَ ءَامَنتُمۡ لَهُۥ قَبۡلَ أَنۡ ءَاذَنَ لَكُمۡ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحۡرَ فَلَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيۡدِيَكُمۡ وَأَرۡجُلَكُم مِّنۡ خِلَـٰفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ أَجۡمَعِينَ
৫০। তারা বলল ঃ কোন ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।	٥٠. قَالُواْ لَا ضَيۡرَ ۖ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ
৫১। আমরা আশা করি যে, আমাদের রাব্ব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, কারণ আমরা মু’মিনদের মধ্যে অগ্রণী।	٥١. إِنَّا نَطۡمَعُ أَن يَغۡفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَـٰيَـٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ফির‘আউন এবং যাদুকরদের মধ্যে বাদানুবাদ

তাদের প্রতি ফির‘আউনের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের ফল উল্টা হল। আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান ও আনুগত্য আরও বেড়ে গেল। তাদের অন্তর যে কুফরীর আবরণে আচ্ছাদিত ছিল তা দূর হল এবং ঈমানের নূরে তা পরিপূর্ণ হল। তারা এমন জ্ঞানের অধিকারী হল যা তাদের নেতা ফির‘আউন ও তার পরিষদবর্গের অন্তর স্পর্শ করলনা। তারা বুঝতে পারল যে, মূসা (আঃ) যা করে দেখালেন তা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। ওটা ছিল ঐ সত্যের নিদর্শন যা তিনি মহান আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। অতঃপর ফির‘আউন তাদেরকে বলল ঃ

آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ তোমাদের উচিত ছিল আগে আমার কাছ থেকে অনুমতি নেয়া, আমি অনুমতি দিলে তোমরা তা করতে পার, আর অনুমতি না দিলে তোমরা তা করতে পারনা। কারণ আমি তোমাদের শাসক এবং আমাকে তোমাদের মেনে চলতেই হবে। তাই একটি কথা বানিয়ে নিয়ে বলল ঃ

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ *এইতো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে*। অর্থাৎ ঃ আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমরা সবাই মূসার (আঃ) শিষ্য এবং সে তোমাদের গুরু। সে’ই তোমাদের সবাইকে যাদু শিখিয়েছে। এটা ছিল ফির‘আউনের সম্পূর্ণরূপে বে-ঈমানী ও প্রতারণামূলক কথা। ইতোপূর্বে যাদুকরেরা না মূসাকে (আঃ) দেখেছিল, না মূসা (আঃ) যাদুকরদেরকে চিনতেন। আল্লাহর নাবী নিজেইতো যাদু জানতেননা, সুতরাং অপরকে তিনি তা শিখাবেন কি করে? ফির‘আউন যাদুকরদের ধমকাতে শুরু করল এবং নিজের অত্যাচারমূলক নীতিতে নেমে এলো। সে যাদুকরদেরকে বলল ঃ

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলব। অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করে ছাড়ব। যাদুকরদের সবাই সমস্বরে জবাব দিল ঃ

لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ এতে কোন ক্ষতি নেই। তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করতে পার। এটাকে আমরা মোটেই পরোয়া করিনা। আমাদেরকেতো আল্লাহ

তা‘আলার নিকট ফিরে যেতেই হবে। আমরা তাঁরই নিকট আমাদের কাজের প্রতিদান চাই। তুমি আমাদেরকে যত কষ্ট দিবে ততই আমরা তাঁর নিকট থেকে সাওয়াব লাভ করব। সত্যের উপর বিপদ-আপদ সহ্য করাতো সাধারণ ব্যাপার, যাকে আমরা মোটেই ভয় করিনা। إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا আমাদের এখন কামনা এটাই যে, আমাদের রাব্ব আমাদের পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করবেন।

أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ *কারণ আমরা মু’মিনদের মধ্যে অগ্রণী*। অর্থাৎ মিসরবাসীদের মধ্যে আমরাই হলাম প্রথম মুসলিম। যাদুকরদের এ উত্তর শুনে ফির‘আউন আরও চটে গেল এবং তাদের সবাইকে হত্যা করে ফেলল।

৫২। আমি মূসার প্রতি অহী করেছিলাম এই মর্মে ঃ আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বহির্গত হও; তোমাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।	٥٢. وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ
৫৩। অতঃপর ফির‘আউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল –	٥٣. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ
৫৪। এই বলে ঃ এরাতো ক্ষুদ্র একটি দল।	٥٤. إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ
৫৫। তারাতো আমাদের ক্রোধের সৃষ্টি করেছে।	٥٥. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ
৫৬। এবং আমরাতো সদা সতর্ক একটি দল।	٥٦. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَٰذِرُونَ
৫৭। পরিণামে আমি ফির‘আউন গোষ্ঠিকে বহিস্কৃত করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবন হতে।	٥٧. فَأَخْرَجْنَٰهُم مِّن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ

৫৮। এবং ধন ভান্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে।	٥٨. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
৫৯। এরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী।	٥٩. كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَٰهَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

বানী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ

মূসা (আঃ) তাঁর নাবুওয়াতের দীর্ঘ বছর ফির‘আউন ও তার লোকদের মধ্যে কাটিয়ে দেন। তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনাবলী ও দলীল প্রমাণাদি তাদের কাছে তুলে ধরেন। কিন্তু তবুও তাদের মাথা নীচু হলনা, অহংকার কমলনা এবং দেমাগীর মধ্যে কোনই পার্থক্য দেখা দিলনা। অতঃপর তাদের অবস্থা এমন স্তরে পৌঁছে গেল যে, তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ার ব্যাপারে আর কিছুই বাকী থাকলনা। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ মূসার (আঃ) উপর অহী করলেন ঃ

أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ আমার নির্দেশ মোতাবেক তুমি বানী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতারাতি মিসর হতে বেরিয়ে পড়। এই সময় বানী ইসরাঈল কিবতীদের নিকট হতে বহু অলংকার ধার স্বরূপ গ্রহণ করে এবং চাঁদ ওঠার সময় তারা চুপচাপ মিসর হতে প্রস্থান করে। কেহ কেহ বলেন যে, তখন আকাশে চাঁদ উদিত হচ্ছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ঐ রাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। (তাবারী ১৯/৩৫৪) আল্লাহ তা‘আলাই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। মূসা (আঃ) পথে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ ইউসুফের (আঃ) কাবর কোথায় আছে? বানী ইসরাঈলের একজন বৃদ্ধা তাঁর কাবরটি দেখিয়ে দেয়। মূসা (আঃ) ইউসুফের (আঃ) তাবূতটি (শবাধারটি) সাথে নেন। কথিত আছে যে, অন্যান্য জিনিসের সাথে তাবূতটি তিনি নিজেই বহন করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, ইউসুফের (আঃ) অসিয়াত ছিল যে, বানী ইসরাঈল যদি মিসর ত্যাগ করে তাহলে যেন তাঁর তাবূতটি তাদের সাথে নিয়ে যায়। (তাবারী ১৯/৩৫৪)

বানী ইসরাঈলের লোকগুলিতো তাদের পথে চলতে থাকল। আর ওদিকে ফির‘আউন ও তার লোকেরা সকালে দেখল যে, ইসরাঈলী শিবিরে কেহই নেই। সুতরাং ফির‘আউন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ সৈন্য জমা করতে লাগল। সকলকে একত্রিত করে সে তাদেরকে বলল ঃ

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ বানী ইসরাঈলতো একটি ক্ষুদ্র দল। তারা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। সদা-সর্বদা তারা আমাদেরকে দুঃখ কষ্ট দিতে রয়েছে। তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হচ্ছে। حَاذِرُوْنَ এর কিরা‘আতে এই অর্থ হবে। পূর্বযুগীয় বিজ্ঞজনদের একটি দল حَذِرُوْنَ পড়েছেন। তখন অর্থ হবে ঃ আমরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত রয়েছি এবং ইচ্ছা করছি যে, তাদেরকে তাদের ঔদ্ধত্যপনার স্বাদ গ্রহণ করাব। তাদের সকলকে এক সাথে ঘিরে ফেলে কচুকাটা করব। আল্লাহর কি মহিমা যে, এটা তাদের উপরই ফিরে এলো। ফির‘আউন ও তার কাওম লোক-লস্করসহ একই সময়ে ধ্বংস হয়ে গেল। (তার উপর ও তার অনুসারীদের উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হোক) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّات وَعُيُون. وَكُنُوز وَمَقَام كَرِيمٍ পরিণামে আমি ফির‘আউন গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করলাম। অর্থাৎ আল্লাহর রাহমাত থেকে তাদেরকে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে এবং জাহান্নামের আগুনে তাদের বাসস্থান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যদিও তারা পৃথিবীতে রেখে গেছে বিশাল অট্টালিকা, রাজ প্রাসাদ, ধন-সম্পদ, সম্মান-প্রতিপত্তি, লোক-লস্কর এবং অনেক ক্ষমতা। এখানে বলা হয়েছে ঃ

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ *এরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী*। অনুরূপভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَـٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَـٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১৩৭)

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ

আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫)

৬০। তারা সূর্যোদয় কালে তাদের পশ্চাতে এসে পড়ল।	٦٠. فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ
৬১। অতঃপর যখন দু' দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বলল ঃ আমরাতো ধরা পড়ে যাচ্ছি!	٦١. فَلَمَّا تَرَآءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ
৬২। মূসা বলল ঃ কিছুতেই নয়। আমার সঙ্গে আছেন আমার রাব্ব; সত্বর তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন।	٦٢. قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ
৬৩। অতঃপর আমি মূসার প্রতি অহী করলাম ঃ তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল।	٦٣. فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ
৬৪। আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে।	٦٤. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْأَخَرِينَ
৬৫। এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে।	٦٥. وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ
৬৬। অতঃপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে।	٦٦. ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخَرِينَ

৬৭। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়।	٦٧. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
৬৮। এবং তোমার রাব্ব - তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	٦٨. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

বানী ইসরাঈলীদেরকে ফির‘আউনের পিছু ধাওয়া এবং সৈন্যবাহিনীসহ ফির‘আউনের পানিতে ডুবে মরা

ফির‘আউন তার সমস্ত লোক-লস্কর, সমস্ত প্রজা এবং মিসরের ভিতরের ও বাইরের লোক, নিজস্ব লোক ও নিজের কাওমের লোকদেরকে নিয়ে বড়ই আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে বানী ইসরাঈলের লোকদেরকে আটক করার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল।

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ সূর্যোদয়ের সময় ফির‘আউন তার দলবলসহ বানী ইসরাঈলের নিকট পৌঁছে যায়। কাফিরেরা মু’মিনদেরকে এবং মু’মিনরা কাফিরদেরকে দেখতে পায়। হঠাৎ মূসার (আঃ) সঙ্গীদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঃ

إِنَّا لَمُدْرَكُونَ হে মূসা! বলুন, এখন উপায় কি? আমরাতো ধরা পড়ে যাব। সামনে রয়েছে লোহিত সাগর এবং পিছনে রয়েছে ফির‘আউনের অসংখ্য সৈন্য। অতএব আমাদের এখন উভয় সংকট! মূসা (আঃ) অত্যন্ত শান্ত মনে জবাব দিলেন ঃ

كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমাদের উপর কোন বিপদ আসতে পারেনা। আমি নিজের ইচ্ছায় তোমাদেরকে নিয়ে বের হইনি, বরং আহকামুল হাকিমীন আল্লাহর নির্দেশক্রমে বের হয়েছি। তিনি কখনও ওয়াদা খেলাফ করেননা। তাদের অগ্রভাগে ছিলেন হারূন (আঃ)! তাঁর সাথেই ইউশা ইব্‌ন নূন ছিলেন এবং ফির‘আউনের বংশের কোন একজন মু’মিন লোক ছিল।

আর মূসা (আঃ) তাঁর দলবলের শেষাংশে ছিলেন। ভয় ও পথ না পাওয়ার কারণে বানী ইসরাঈলের সবাই হতবুদ্ধি হয়ে থমকে দাঁড়ায়। ইউশা ইব্‌ন নূন অথবা ফির'আউন পরিবারের মু'মিন ব্যক্তি উদ্বেগের সাথে মূসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করে ঃ এই পথে চলারই কি আল্লাহর নির্দেশ ছিল? তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ। ইতোমধ্যে ফির'আউনের সেনাবাহিনী তাদের একেবারে কাছেই এসে পড়ে। তৎক্ষণাৎ মূসার (আঃ) নিকট আল্লাহর অহী আসে ঃ

أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ হে মূসা! তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, তারপর আমার ক্ষমতার নিদর্শন দেখে নাও। মূসা (আঃ) তখন সমুদ্রে তাঁর লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন।

فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ *ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল*। অনেক উঁচু পাহাড় পানির দুই দিকে প্রাচীরের সৃষ্টি করেছিল। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৯/৩৫৮) 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হচ্ছে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে তৈরী পথসমূহ। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সমুদ্র ১২ ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, ঐ ১২টি পথ দিয়ে বানী ইসরাঈলের ১২টি গোত্র পার হয়ে যায়। (দুররুল মানসুর ৬/২৯৯) সুদ্দী (রহঃ) আরও যোগ করেন ঃ এর মাঝে মাঝে জানালাও ছিল যার মাধ্যমে তারা একে অপরকে দেখতে পেত এবং সমুদ্রের পানিকে শক্ত দেয়ালের মত স্থির করে রাখা হয়েছিল। (তাবারী ১৯/৩৫৭) আল্লাহ তা'আলা ওতে বাতাস প্রেরণ করেন যা সমুদ্রের তলদেশকে শুকিয়ে যমীনের মত শক্ত করে দিয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَٱضۡرِبۡ لَهُمۡ طَرِيقًا فِي ٱلۡبَحۡرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخۡشَىٰ

এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুস্ক পথ নির্মাণ কর; পিছন হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭৭) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ *আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে*। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ)

বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউন এবং তার সেনাবাহিনীকে সমুদ্রের কাছে একত্রিত করলেন। (তাবারী ১৯/৩৫৯) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ আমি মূসা এবং তার সাথে বানী ইসরাঈলকে ফির‘আউনের হাত থেকে রক্ষা করেছি যারা মূসার সাথে তার ধর্মে দীক্ষিত ছিল। কিন্তু ফির‘আউন এবং তার সাথে যারা ছিল তাদের সবাইকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছি এবং তাদের কেহকেই ছাড় দেইনি। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً আমি তোমাদেরকে যে ঘটনার কথা বর্ণনা করলাম তার উদ্দেশ্য এই যে, মু’মিন ব্যক্তিদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, তারা যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহর হিকমাত এবং ক্ষমতা অসীম, তা কখনও নিরুপণ করা সম্ভব নয়।

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ এর বিশদ বর্ণনা আমরা এ সূরার ৯ নং আয়াতে আলোচনা করেছি। তাই এর পুর্নবর্ণনা করা হলনা।

৬৯। তাদের নিকট ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।	٦٩. وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ إِبۡرَٰهِيمَ
৭০। সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা কিসের ইবাদাত কর?	٧٠. إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦ مَا تَعۡبُدُونَ
৭১। তারা বলল ঃ আমরা মূর্তি পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের পূজায় রত থাকব।	٧١. قَالُواْ نَعۡبُدُ أَصۡنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَـٰكِفِينَ
৭২। সে বলল ঃ তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শোনে?	٧٢. قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُونَكُمۡ إِذۡ تَدۡعُونَ

৭৩। অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে?	٧٣. أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ
৭৪। তারা বলল ঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি।	٧٤. قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ
৭৫। সে বলল ঃ তোমরা কি তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ যার পূজা করছ -	٧٥. قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ
৭৬। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা?	٧٦. أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ
৭৭। তারা সবাই আমার শত্রু, জগতসমূহের রাব্ব ব্যতীত।	٧٧. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ

আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) শির্কের বিরুদ্ধে দাওয়াত

এখানে ইবরাহীমের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর উম্মাতের কাছে ইবরাহীমের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করেন, যাতে তারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, তাঁর ইবাদাত এবং শির্ক ও মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্টিতে তাঁর অনুসরণ করে। ইবরাহীম (আঃ) প্রথম দিন থেকেই আল্লাহর একাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ তাওহীদের উপর কায়েম থাকেন।

তিনি তাঁর পিতাকে এবং কাওমকে বলেন ঃ مَا تَعْبُدُونَ তোমরা এসব কিসের ইবাদাত কর? তারা উত্তরে বলে ঃ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ আমরাতো প্রাচীন যুগ থেকেই মূর্তি-পূজা করে আসছি। ইবরাহীম (আঃ) তাদের ভুল নীতি তাদের কাছে তুলে ধরে বলেন ঃ

هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ তোমরাতো তাদের কাছে প্রার্থনা করে থাক এবং দূর থেকে ও নিকট থেকে তাদেরকে ডেকে থাক, তারা তোমাদের ডাক শোনে কি? যখন তোমরা উপকার লাভের আশায় তাদেরকে ডাক তখন তারা তোমাদেরকে কোন উপকার করতে পারে কি? কিংবা যদি তোমরা তাদের ইবাদাত ছেড়ে দাও তাহলে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে কি?

কাওমের পক্ষ থেকে তিনি যে উত্তর পেলেন তাতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের ঐ মা‘বূদগুলো এসব কাজের কোনটাই করতে সক্ষম নয়। তথাপিও তারা শুধু তাদের বড়দের অনুকরণ করছে মাত্র। তাদের এ জবাবে ইবরাহীম (আঃ) পরিষ্কারভাবে তাদেরকে বলে দিলেন ঃ

أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা এবং তোমরা যাদের পূজা করছ তারা সবাই আমার শত্রু। আমি খাঁটি একাত্মবাদী। তোমরা ও তোমাদের মা‘বূদরা আমার যে ক্ষতি করার ইচ্ছা কর করে নাও। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে এ কথাই বলেছিলেন ঃ

فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ

তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের ষড়যন্ত্র মযবূত করে নাও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭১) হূদও (আঃ) বলেছিলেন ঃ

إِنِّىٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ. مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّى تَوَكَّلۡتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسۡتَقِيمٍ

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে শরীক সাব্যস্ত করছ - তাঁর (আল্লাহর) সাথে। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে রয়েছেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪-৫৬) অনুরূপভাবে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কাওমকে বললেন ঃ

وَكَيۡفَ أَخَافُ مَآ أَشۡرَكۡتُمۡ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمۡ أَشۡرَكۡتُم بِٱللَّهِ

তোমাদের মনগড়া ও বানানো শরীকদেরকে আমি কিরূপে ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা এই ভয় করছনা যে, আল্লাহর সাথে তোমরা শরীক করছ। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৮১) তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহয় ঈমান আন। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৪)

وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦٓ إِنَّنِي بَرَآءٞ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ. إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي
فَإِنَّهُۥ سَيَهۡدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةَۢ بَاقِيَةٗ فِي عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ

স্মরণ কর, ইবরাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৬-২৮) ওটাকেই অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকেই তিনি কালেমা বানিয়ে নেন।

৭৮। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন।	٧٨. ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهۡدِينِ
৭৯। তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়।	٧٩. وَٱلَّذِي هُوَ يُطۡعِمُنِي وَيَسۡقِينِ
৮০। এবং অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।	٨٠. وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ
৮১। আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।	٨١. وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحۡيِينِ
৮২। এবং আশা করি, তিনি কিয়ামাত দিবসে আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।	٨٢. وَٱلَّذِيٓ أَطۡمَعُ أَن يَغۡفِرَ لِي خَطِيٓـَٔتِي يَوۡمَ ٱلدِّينِ

ইবরাহীমের (আঃ) প্রতি আল্লাহর দয়ার বর্ণনা

এখানে ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় রবের গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ আমি এসব গুণে গুণান্বিত রবেরই ইবাদাত করি। তিনি ছাড়া আর কারও আমি ইবাদাত করবনা। তাঁর প্রথম গুণ এই যে, তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তাঁর দ্বিতীয় গুণ এই যে, তিনিই হলেন প্রকৃত পথ প্রদর্শক। তিনি যাকে চান তাঁর পথে পরিচালিত করেন এবং যাকে চান ভুল পথে পরিচালিত করেন।

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ আমার রবের তৃতীয় গুণ এই যে, তিনি হলেন সৃষ্টজীবের আহারদাতা। আসমান ও যমীনের সমস্ত উপকরণ তিনিই প্রস্তুত করেছেন। মেঘ উঠানো, ছড়ানো এবং তা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করা, তা দ্বারা পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করা এবং এরপর যমীন হতে ফসল উৎপাদন এসব তাঁরই কাজ। তিনিই পিপাসা নিবারণকারী সুপেয় পানি আমাদেরকে দান করেন এবং তাঁর অন্যান্য সৃষ্টজীবকেও দান করে থাকেন। মোট কথা, আহার্য ও পানীয় দানকারী তিনিই।

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ সাথে সাথে আমাদেরকে সুস্থতা দানও তাঁরই কাজ। এখানে ইবরাহীম (আঃ) পূর্ণ ভদ্রতা রক্ষা করেছেন যে, রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্বন্ধ তিনি নিজের দিকে করেছেন, আর রোগমুক্তির সম্বন্ধ করেছেন আল্লাহ তা‘আলার দিকে। অথচ রোগও তাঁরই নির্ধারণকৃত ও তৈরীকৃত। এই সৌন্দর্য ও নমনীয়তা সূরা ফাতিহায়ও রয়েছে।

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৬) ইনআম ও হিদায়াতের সম্বন্ধ রয়েছে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার দিকে। আর গযবের ফায়েল বা কর্তাকে লুপ্ত রাখা হয়েছে। সূরা জিন-এ জিনদের উক্তিতেও এটাই পরিলক্ষিত হয়। তারা বলেছে ঃ

وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

আমরা জানিনা, জগতবাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না কি তাদের রাব্ব তাদের মংগল করার ইচ্ছা রাখেন। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ১০) এখানেও মঙ্গলের নিসবাত বা সম্বন্ধ রবের দিকে করা হয়েছে এবং অমঙ্গলের মধ্যে এই সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়নি। অনুরূপভাবে এই আয়াতেও রয়েছে ঃ

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। ওষুধের মধ্যে ক্রিয়া সৃষ্টি করা তাঁরই হাতে।

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ জীবন ও মরণের উপরও ক্ষমতাবান তিনিই। প্রথমবার তিনিই সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়বার তিনিই পুনরুত্থিত করবেন।

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ দুনিয়া ও আখিরাতের পাপরাশি মার্জনা করার ক্ষমতা তাঁরই। তিনি যা চান তাই করেন। ক্ষমাশীল ও দয়ালু তিনিই।

৮৩। হে আমার রাব্ব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আমাকে মিলিত করুন।	٨٣. رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ
৮৪। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করুন!	٨٤. وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى ٱلْأَخِرِينَ
৮৫। এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন!	٨٥. وَٱجْعَلْنِى مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ
৮৬। আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, সেতো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।	٨٦. وَٱغْفِرْ لِأَبِىٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ
৮৭। এবং আমাকে লাঞ্ছিত করবেননা পুনরুত্থান দিবসে -	٨٧. وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ

৮৮। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা।	٨٨. يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
৮৯। সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।	٨٩. إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

ইবরাহীমের (আঃ) নিজের এবং পিতার জন্য দু‘আ করা

এটা হল ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা যে, তাঁর রাব্ব যেন তাঁকে **حُكْمًا** (হুক্ম) দান করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা (হুক্ম) হল ইলম বা জ্ঞান। (বাগাবী ৩/৩৯০)

وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করেন যে, তিনি যেন তাঁকে এগুলি দান করে দুনিয়া ও আখিরাতে সৎ লোকদের সাথে মিলিত করেন। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ সময়ে বলেছিলেন **اَللَّهُمَّ فِىْ الرَّفِيْقِ الْاَعْلَى** হে আল্লাহ! উচ্চ ও মহান বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন। এ কথা তিনি তিন বার বলেছিলেন। (ফাতহুল বারী ৭/৭০৩) এরপর তিনি আরও দু‘আ করেন ঃ

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ আমাকে আমার পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করুন। লোকেরা যেন আমার পরে আমাকে স্মরণ করে এবং কাজে কর্মে আমার অনুসরণ করে। এটি নিম্নের আয়াতের অনুরূপ ঃ

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْأَخِرِينَ. سَلَـٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ. كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১০৮-১১০) তিনি আরও দু‘আ করেন ঃ

وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ হে আমার রাব্ব! আখিরাতে আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তিনি আরও প্রার্থনা করেন ঃ

وَاغْفِرْ لِأَبِي হে আল্লাহ! আমার পথভ্রষ্ট পিতাকেও আপনি ক্ষমা করে দিন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ

হে আমার রাব্ব! তুমি ক্ষমা কর আমাকে এবং আমার মাতা-পিতাকে। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৮) পিতার জন্য এই ক্ষমা প্রার্থনা করা তাঁর একটি ওয়াদার কারণে ছিল।

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৪) কিন্তু যখন তাঁর কাছে এটা প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, তাঁর পিতা ছিল আল্লাহর শত্রু এবং সে কুফরীর উপরই মৃত্যু বরণ করেছে তখন তার প্রতি তাঁর মহব্বত দূর হয়ে যায় এবং এরপর তিনি তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাও ছেড়ে দেন। ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন বড়ই পরিষ্কার অন্তরের অধিকারী এবং খুবই সহনশীল। তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন ঃ

وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ

যদিও তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখিনা। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৪) এরপর ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনায় বলেন ঃ

وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ হে আল্লাহ! আমাকে পুনরুত্থান দিবসে লাঞ্ছিত করবেননা। অর্থাৎ যে দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মাখলূককে জীবিত করে একই মাইদানে দাঁড় করানো হবে সেই দিন যেন তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা না হয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন ইবরাহীমের (আঃ) তাঁর পিতার সাথে সাক্ষাৎ হবে। তিনি দেখবেন যে, তাঁর পিতার চেহারা লাঞ্ছনায় ও ধূলো-বালিতে আচ্ছন্ন রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫৭)

অন্য রিওয়ায়াতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীমের (আঃ) পিতার সাথে তাঁর দেখা হবে। ঐ সময় তিনি বলবেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা

করেছিলেন যে, পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করবেননা। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন ঃ জেনে রেখ যে, কাফিরদের জন্য জান্নাত সম্পূর্ণরূপে হারাম। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, কিয়ামাত দিবসে ইবরাহীমের (আঃ) সাথে তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাত হবে। তখন মুখমণ্ডলে কালিমা ও ধূলাবালি মাখানো অবস্থায় আযরকে দেখা যাবে। পিতাকে ঐ অবস্থায় দেখে ইবরাহীম (আঃ) বলবেন ঃ আমি কি তোমাকে বলেছিলাম না যে, তুমি আমার নাফরমানী করনা? পিতা উত্তরে বলবে ঃ আচ্ছা, আজ আর নাফরমানী করবনা। তখন তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট আরয করবেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, এই দিন আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেননা। কিন্তু আজ এর চেয়ে বড় অপমান আমার জন্য আর কি হতে পারে যে, আমার পিতা আপনার রাহমাত হতে দূরে রয়েছে। উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা বলবেন ঃ আমিতো কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ হে ইবরাহীম! দেখ তো, তোমার পায়ের নীচে কি? তখন তিনি দেখবেন যে, এক কুৎসিত বেজি মল-মূত্র মাখা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৫, নাসাঈ ৬/৪২২) প্রকৃতপক্ষে ওটাই হবে তাঁর পিতা যার ঐরূপ আকৃতি করে তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়া হবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। ঐ দিন মানুষ যদি তার ক্ষতিপূরণ ধন-সম্পদ দ্বারা আদায় করতে চায়, এমনকি যদি দুনিয়া ভর্তি সোনাও প্রদান করে তবুও তা নিষ্ফল হবে। ঐ দিন উপকার দানকারী হবে ঈমান, আন্তরিকতা এবং শির্ক ও মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্টি।

إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ যাদের অন্তর পরিষ্কার হবে, অর্থাৎ অন্তর শির্ক ও কুফরীর ময়লা আবর্জনা হতে পবিত্র থাকবে, যারা আল্লাহ তা‘আলাকে সত্য জানবে, কিয়ামাতকে নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস করবে, পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান রাখবে, আল্লাহর একাত্মবাদকে স্বীকার করবে তারাই হবে লাভবান। (তাবারী ১৯/৩৬৬) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন ঃ নির্মল হৃদয় হল সেই হৃদয় যা পরিশুদ্ধ। (বাগাবী ৩/৩৯০) ইহা হল মু’মিন ব্যক্তির হৃদয়। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকদের হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

তাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১০) আবূ উসমান নিশাপুরী (রহঃ) বলেন ঃ নির্মল হৃদয় হল ওটি যা বিদ‘আত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সুন্নাতের পুংখানুপুংখ অনুসারী।

৯০। মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত।	٩٠. وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
৯১। আর পথভ্রষ্টদের জন্য উম্মোচিত করা হবে জাহান্নাম।	٩١. وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ
৯২। তাদেরকে বলা হবে ঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের ইবাদাত করতে -	٩٢. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ
৯৩। আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?	٩٣. مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ
৯৪। অতঃপর তাদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।	٩٤. فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ
৯৫। এবং ইবলীস বাহিনীর সবাইকেও।	٩٥. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ
৯৬। তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে -	٩٦. قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ

৯৭। আল্লাহর শপথ! আমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম -	٩٧. تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ
৯৮। যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের রবের সমকক্ষ মনে করতাম।	٩٨. إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৯৯। আমাদেরকে দুস্কৃতকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিল।	٩٩. وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ
১০০। পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই।	١٠٠. فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ
১০১। কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই।	١٠١. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ
১০২। হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত তাহলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!	١٠٢. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১০৩। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মু'মিন নয়।	١٠٣. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১০৪। তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٠٤. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

তাকওয়া অবলম্বনকারী বনাম কিয়ামাত দিবসে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাদের বাদানুবাদ ও বিপথে যাওয়ার জন্য অনুশোচনা

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ *মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত।* যারা সৎ কাজ করেছিল, অসৎ কাজ হতে বিরত থেকেছিল, যারা পৃথিবীর সব আরাম আয়েশ ত্যাগ করে জান্নাত প্রাপ্তির আশায় মেহনত করেছিল। ঐ দিন জান্নাত তাদের কাছে সৌন্দর্যমণ্ডিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ পক্ষান্তরে জাহান্নাম এরূপভাবেই অসৎ লোকদের সামনে প্রকাশিত হবে। ওর মধ্য হতে একটি গ্রীবা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, যে পাপীদের দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকাবে এবং এমনভাবে চীৎকার শুরু করবে যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে। মুশরিকদেরকে অত্যন্ত ধমকের সুরে বলা হবে ঃ

أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ *তারা কোথায়, তোমরা যাদের ইবাদাত করতে আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম।* আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যেসব বাতিল মা'বূদের পূজা করতে তারা আজ কোথায়? তারা আজ তোমাদের কোন উপকার করতে পারবেনা। অথবা তারা নিজেরাই নিজেদের কোন সাহায্য করতে সক্ষম হবেনা। বরং তোমরা ও তারা সবাইকে আজ জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন করা হবে। নিশ্চয়ই আজ তোমরা ওতে প্রবেশ করবে।

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ অনুসারী ও অনুসৃত সকলকে সেদিন অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাদেরকে ওতে (জাহান্নামে) সজোরে নিক্ষেপ করা হবে। (তাবারী ১৯/৩৬৭) অন্যান্যরা বলেন ঃ অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে এবং তাদের নেতাদেরকে একজনের উপর অপরজনকে নিক্ষেপ করা হবে, যারা শির্ক করেছে।

সেখানে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত দুর্বল লোকেরা দাম্ভিক লোকদের সাথে ঝগড়া করবে ও বলবে ঃ আমরা সারা জীবন তোমাদের কথামত চলেছি। সুতরাং আজ তোমরা আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করছ না কেন? তখন তারা বুঝতে পারবে যে, তারা সঠিক পথ গ্রহণ করেনি। তাই তারা বলবে ঃ

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ সত্য কথা এই যে, আমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তি তেই ছিলাম। তোমাদের নির্দেশাবলীকে আমরা আল্লাহর নির্দেশাবলী মনে করে

নিয়েছিলাম। বিশ্ব-রবের সাথে আমরা তোমাদেরও ইবাদাত করেছিলাম। আমরা তোমাদেরকে আমাদের রবের সমান মনে করেছিলাম।

وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ. فَمَا لَنَا من شَافعِينَ বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পাপীরা আমাদেরকে ঐ ভুল ও বিপজ্জনক পথে পরিচালিত করেছিল। এখন আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী নেই। তারা পরস্পর বলাবলি করবে ঃ

فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشۡفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعۡمَلُ

এমন কোন সুপারিশকারী আছে কি যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো যেতে পারে যাতে আমরা পূর্বের কৃতকর্মের তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৫৩) অতঃপর তারা বলবে ঃ

فَمَا لَنَا من شَافعِينَ. وَلاَ صَديقٍ حَميمٍ এখানে আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে এমন কেহকে দেখছিনা এবং কোন সত্যিকারের বন্ধুও পরিলক্ষিত হচ্ছে না যে, সে আমাদের এই দুঃখের সময় সাহায্য করবে। তারা আরও বলবে ঃ

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ منَ الْمُؤْمنينَ *হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত তাহলে আমরা মু’মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!* তারা চাইবে তাদেরকে একটি বারের জন্য আবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হোক। তাহলে তারা তাদের রবের অত্যন্ত বাধ্য হবে এবং তাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধ পালন করবে। কিন্তু আল্লাহ ভাল করেই জানেন যে, তাদেরকে যদি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে এর পূর্বে যেমন নিষিদ্ধ কাজ করত তদ্রূপই তারা পূর্বের কাজেই লিপ্ত হবে। কারণ তারা হল চরম মিথ্যাবাদী। সূরা ص এও আল্লাহ তা‘আলা এই জাহান্নামীদের বিতর্কের কথা বর্ণনা করে বলেন ঃ

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهۡلِ ٱلنَّارِ

এটা নিশ্চিত সত্য জাহান্নামীদের এই বাদ প্রতিবাদ। (সূরা সা’দ, ৩৮ ঃ ৬৪)

إِنَّ فِي ذَلكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمنينَ *এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মু’মিন নয়।* ইবরাহীম (আঃ) নিজের কাওমের কাছে যা কিছু বর্ণনা করেছেন এবং তাদের সামনে যেসব দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন ও

তাদেরকে তাওহীদের ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন তাতে নিশ্চিতরূপে আল্লাহর আল্লাহ হওয়া এবং তাঁর একাত্মবাদের উপর স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তবুও অধিকাংশ লোক ঈমান আনেনা। স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান আল্লাহ সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার রাব্ব মহাপরাক্রমশালী এবং সাথে সাথে তিনি পরম দয়ালুও বটে।

১০৫। নূহের সম্প্রদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।	١٠٥. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ
১০৬। যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা?	١٠٦. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
১০৭। আমিতো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	١٠٧. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১০৮। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٠٨. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১০৯। আমি তোমাদের নিকট এ জন্য কোন প্রতিদান চাইনা; আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে।	١٠٩. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
১১০। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١١٠. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

নূহের (আঃ) কাওমের প্রতি তাঁর দা'ওয়াত এবং তাদের প্রতিক্রিয়া

ভূ-পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম যখন মূর্তি-পূজা শুরু হয় এবং জনগণ শাইতানী পথে চলতে শুরু করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীদের ধারাবাহিকতা নূহের (আঃ) দ্বারা শুরু করেন। তিনি জনগণকে মূর্তি পূজা করার কারণে আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু তবুও তারা তাদের দুষ্কর্ম হতে বিরত হলনা। গাইরুল্লাহর ইবাদাত তারা পরিত্যাগ করলনা। বরং উল্টাভাবে নূহকেই (আঃ) তারা মিথ্যাবাদী বলল, তাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং তাঁকে কষ্ট দিতে থাকল। নূহকে (আঃ) অবিশ্বাস করার অর্থ যেন সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার করা। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ নূহের কাওম রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা? আমিতো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আর জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাইনা। আমার পুরস্কারতো শুধু জগতসমূহের রবের নিকটই আছে।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ সুতরাং তোমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং আমার আনুগত্য করা। আমার সত্যবাদিতা, আমার শুভাকাংখা তোমাদের উপর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সাথে সাথে আমার বিশ্বস্ততাও তোমাদের কাছে পূর্ণভাবে প্রকাশমান।

১১১। তারা বলল ঃ আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে?	١١١. قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلۡأَرۡذَلُونَ
১১২। নূহ বলল ঃ তারা কি কাজ করছে তা জানা আমার কি দরকার?	١١٢. قَالَ وَمَا عِلۡمِى بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

১১৩। তাদের হিসাব গ্রহণতো আমার রবেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে।	١١٣. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ
১১৪। মু’মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়,	١١٤. وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১১৫। আমিতো শুধু একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।	١١٥. إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

নূহের (আঃ) কাওমের দাবী এবং উহার প্রতিউত্তর

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ নূহের (আঃ) কাওম তাঁর দাওয়াতের উত্তর দেয় যে, কতকগুলো ইতর শ্রেণীর লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে, অতএব তাদের সাথে তারা কি করে তাঁর অনুসরণ করতে পারে? তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহর নাবী নূহ (আঃ) বলেন ঃ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ আমার এটা দায়িত্ব নয় যে, আমার আহ্বানে যে সাড়া দিবে সে কি করে বা করেছে সেই সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। আমার দায়িত্ব তাদেরকে সৎ পথে আহ্বান করা। আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ রাখা এবং হিসাব গ্রহণ আল্লাহ তা‘আলারই কাজ। তোমাদের এ চাহিদা পূরণ করা আমার সাধ্যের অতিরিক্ত যে, আমার মাজলিস হতে আমি গরীবদেরকে দূরে সরিয়ে দিই। মু’মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। আমিতো শুধুমাত্র একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। যে আমাকে মানবে সে’ই আমার লোক। আর যে আমাকে মানবেনা তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। যে আমার দা‘ওয়াত কবূল করবে সে আমার এবং আমি তার, সে সাধারণ লোক হোক অথবা ভদ্রই হোক এবং ধনী হোক কিংবা দরিদ্রই হোক।

১১৬। তারা বলল ঃ হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে	١١٦. قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰنُوحُ

নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ
১১৭। নূহ বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অস্বীকার করছে।	١١٧. قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ
১১৮। সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে এবং আমার সাথে যে সব মু’মিন রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করুন।	١١٨. فَٱفْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِى وَمَن مَّعِىَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১১৯। অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম বোঝাই করা নৌ-যানে।	١١٩. فَأَنجَيْنَـٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ
১২০। অতঃপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।	١٢٠. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ
১২১। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।	١٢١. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১২২। এবং তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, দয়ালু।	١٢٢. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

নূহের (আঃ) কাওমের ভীতি প্রদর্শনের কারণে আল্লাহর কাছে নূহের (আঃ) অভিযোগ এবং কাফিরদের ধ্বংস

দীর্ঘদিন ধরে নূহ (আঃ) তাঁর কাওমের মধ্যে অবস্থান করেন। দিন-রাত তাদেরকে তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু যতই তিনি সৎ কাজের দা'ওয়াত দিতে এগিয়ে চলেন ততই তারা মন্দ কাজে এগিয়ে যায় এবং তাঁর প্রচারে বাধা দান বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা শক্তির দাপট দেখিয়ে বলে ঃ

لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ তুমি যদি তোমার দা'ওয়াত দেয়া থেকে বিরত না থাক তাহলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। তিনিও তখন তাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দেন। তিনি বলেন ঃ

رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অস্বীকার করছে। সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মু'মিন রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করুন। যেমন অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ

তখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ আমিতো অসহায়; অতএব তুমি আমার প্রতিবিধান কর। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১০)

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন এবং মানুষ, জীবজন্তু ও আসবাব-পত্রে ভরপুর নৌকায় আরোহণের নির্দেশ দেন। এরপর আসমান ও যমীন হতে প্লাবন এসে পড়ে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত কাফিরের মূলোৎপাটিত হয়। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মু'মিন নয়। আল্লাহ পরাক্রমশালী, আবার সাথে সাথে তিনি পরম দয়ালুও বটে।

১২৩। 'আদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল।	١٢٣. كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ

১২৪। যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা?	١٢٤. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ
১২৫। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	١٢٥. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১২৬। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٢٦. فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১২৭। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাইনা, আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকট রয়েছে।	١٢٧. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
১২৮। তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে অনর্থক স্মৃতিসৌধ/ভাস্কর্য নির্মাণ করছ?	١٢٨. أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ
১২৯। আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে?	١٢٩. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ
১৩০। এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে।	١٣٠. وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ

১৩১। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٣١. فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১৩২। ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সেই সমুদয় জ্ঞান যা তোমরা জান।	١٣٢. وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعۡلَمُونَ
১৩৩। তোমাদের দিয়েছেন পশু-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি।	١٣٣. أَمَدَّكُم بِأَنۡعَـٰمٍ وَبَنِينَ
১৩৪। উদ্যান ও প্রস্রবন।	١٣٤. وَجَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ
১৩৫। আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিনের শাস্তির।	١٣٥. إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ

‘আদ জাতির প্রতি হুদের (আঃ) দা‘ওয়াত

এখানে হুদের (আঃ) ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে যে, তিনি তাঁর সম্প্রদায় ‘আদ জাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন। তারা ছিল আহকাফের অধিবাসী। আহকাফ হল ইয়ামান দেশের হায্‌রা মাউতের পার্শ্ববর্তী একটি পার্বত্য অঞ্চল। হুদের (আঃ) যুগটি ছিল নূহের (আঃ) পরবর্তী যুগ। সূরা আ’রাফেও তাঁর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعۡدِ قَوۡمِ نُوحٍ وَزَادَكُمۡ فِى ٱلۡخَلۡقِ بَصۜۡطَةً

তোমরা সেই অবস্থার কথা স্মরণ কর যখন নূহের সম্প্রদায়ের পর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৬৯) ‘আদ সম্প্রদায়কে বেশ স্বচ্ছলতা প্রদান করা হয়। তারা ছিল সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী। তাদের ছিল প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। জমি-জমা, বাগ-বাগিচা, ফল-মূল, নদী-প্রস্রবণ ইত্যাদির প্রাচুর্য ছিল তাদের। মোট কথা, সুখের

সামগ্রী তাদের সবই ছিল। কিন্তু তারা মহান আল্লাহর নি‘আমাতরাশির জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি এবং তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে অন্যদের উপাসনা করত। নাবীকে (আঃ) তারা অবিশ্বাস করেছিল। তিনি তাদেরকে বুঝিয়েছিলেন এবং আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি তাদেরকে তাঁর রাসূল হওয়ার কথা জানিয়ে দেয়ার পর তাঁর আনুগত্য করা এবং আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হওয়ার দা‘ওয়াত দেন, যেমন নূহ (আঃ) দা‘ওয়াত দিয়েছিলেন। নূহ (আঃ) তাঁর লোকদেরকে বলেছিলেন ঃ

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ *তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে অনর্থক স্মৃতিসৌধ/ভাস্কর্য নির্মাণ করছ?* তাফসীরকারকগণ ‘رِيعٍ’ শব্দের অর্থের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। তবে সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, উহা হল চলাচলের প্রশস্ত জায়গায় উঁচু উঁচু স্মৃতি-স্তম্ভ তৈরী করা যাতে কেহকে কিংবা কোন বিষয়ে স্মরণে আসে। এ জন্যই তিনি বলেছেন ঃ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً অর্থাৎ এ সব স্মৃতি স্তম্ভের তোমাদের কোন প্রয়োজনই ছিলনা। এর দ্বারা লোক দেখানো এবং অপচয় ছাড়া আর কিছুই সাধিত হয়না। তাদের নাবী তাদেরকে এ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিচ্ছেন এ কারণে যে, এতে অযথা সময় ব্যয় করার সাথে সাথে অর্থ এবং অহেতুক শারীরিক শ্রমও ব্যয় হচ্ছে এবং পরিণামে কোন উপকার লাভ হচ্ছেনা, না দুনিয়ায় আর না আখিরাতে। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ তোমরা মনে করছ যে, এর দ্বারা তোমরা এবং তোমরা যাদের জন্য এসব নির্মাণ করছ তারা চিরস্থায়ী হবে। কিন্তু এটা হবার নয়। তোমাদের পূর্বেও যারা এরূপ করেছে তারাও একদিন মানুষের অন্তর থেকে মুছে গেছে। এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের কাছে তোমাদের কর্মের কোনই মূল্য থাকবেনা। কেহই তোমাদের কথা আলোচনা করবেনা। এমন কি তোমাদের পূর্বের লোকদের মত তোমাদেরকেও ঘৃণার চোখে দেখবে।

আল্লাহ তা‘আলা ‘আদ সম্প্রদায়ের ধন-দৌলত ও ঘর-বাড়ীর বর্ণনা দেয়ার পর তাদের প্রতিপত্তি ও শক্তির বর্ণনা দিয়েছেন যে, তারা ছিল বড়ই উদ্ধত, অহংকারী ও পাষাণ হৃদয়। আল্লাহর নাবী হূদ (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখালেন এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে বললেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে ঐ সব নি‘আমাতের কথা স্মরণ করালেন যেগুলি মহান আল্লাহ তাদেরকে দান করেছিলেন। যেমন চতুস্পদ জন্তু, সন্তান-সন্ততি, উদ্যান এবং প্রস্রবণ। তারপর

তিনি তাদেরকে বললেন যে, তিনি তাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করেন। তিনি তাদেরকে জান্নাতের সুখপ্রদ শান্তির সুখবর দেন এবং জাহান্নাম হতে ভীতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু সবই বিফলে যায়।

১৩৬। তারা বলল ঃ তুমি উপদেশ দাও অথবা না'ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান।	١٣٦. قَالُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ
১৩৭। এটাতো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব।	١٣٧. إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ
১৩৮। আমরা শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নই।	١٣٨. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
১৩৯। অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি তাদের ধ্বংস করলাম। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	١٣٩. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَـٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১৪০। এবং তোমার রাব্ব পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٤٠. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

হুদের (আঃ) কাওমের সাড়া না দেয়া এবং তাদের ধ্বংসের বর্ণনা

হুদের (আঃ) হৃদয়গ্রাহী আহ্বান এবং উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শনযুক্ত ভাষণ তাঁর কাওমের উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হলনা। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিল ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ (হে হুদ)! তুমি আমাদেরকে উপদেশ দাও আর না'ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমরা তোমার কথা মেনে নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতি পরিত্যাগ করতে পারিনা।

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

এবং আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারিনা, আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৩) প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের অবস্থা এটাই। তাদেরকে বুঝানো ও উপদেশ দান বৃথা। সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা এ কথাই বলেছিলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করছে তাদের জন্য উভয়ই সমান; তুমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর, তারা ঈমান আনবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬)

خُلُقُ الْأَوَّلِينَ *এটাতো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব।* إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ

এর দ্বিতীয় কিরা‘আত خَلْقُ الْأَوَّلِينَও রয়েছে। আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্ন মাসউদের (রাঃ) মতে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ হে হুদ! তুমি যে কথা আমাদেরকে বলছ এটাতো পূর্ববর্তীদের কথিত কথা। আলকামাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৯/৩৭৮) যেমন কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল ঃ

وَقَالُوٓا۟ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

এবং তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫) অন্যত্র বলা রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا. وَقَالُوٓا۟ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

কাফিরেরা বলে ঃ এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছু নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। অবশ্যই তারা যুল্‌ম ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। এবং তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪-৫)

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوٓا۟ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ করেছেন? উত্তরে তারা বলে ঃ পূর্ববর্তীদের কিস্‌সা-কাহিনী। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৪) প্রসিদ্ধ কিরা'আত হিসাবে অর্থ হবে ঃ 'যার উপর আমরা রয়েছি ওটাই আমাদের পূর্বপুরুষদের মাযহাব। আমরাতো তাদের পথেই চলব এবং তাদের রীতি-নীতিরই অনুসরণ করব। আর এর উপরই আমরা মৃত্যু বরণ করব। তুমি যা বলছ তা বাজে কথা। মৃত্যুর পরে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে এটা ঠিক নয়। আমাদের বিচার করা হবেনা এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা।'

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও অবিশ্বাস করার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কুরআনের একাধিক জায়গায় তাদের ধ্বংসের বর্ণনা রয়েছে। প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করে তাদেরকে মূলোৎপাটিত করা হয় এবং ওর সাথে সাথে ছিল তীব্র হিমবাহ। এরাই ছিল প্রথম 'আদ। এভাবে তাদের শাস্তি প্রদানের জন্য যে ধরণের মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সেই ধরণের ব্যবস্থা করেন। তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং হিংস্র প্রকৃতির লোক। তাই আল্লাহ সুবহানাহু আরও শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ায় তাদেরকে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ

তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব কি করেছিলেন 'আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি? (সূরা ফাজর, ৮৯ ঃ ৬-৭) ইরাম গোত্রের প্রথম আ'দ জাতির ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ

এবং এই যে, তিনিই প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫০) ঐ আ'দ জাতি ছিল ইরাম ইব্‌ন শাম ইব্‌ন নূহের বংশধর। ذَاتِ

الْعِمَاد তারা সুউচ্চ প্রাসাদে বাস করত। কেহ কেহ ইরামকে একটি শহর বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এ বিষয়টি ইসরাঈলী রিওয়ায়াত, যা কা‘ব এবং অহাব বর্ণনা করেছেন, যার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

ٱلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى ٱلْبِلَـٰدِ

যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নির্মিত হয়নি। (সূরা ফাজ্র, ৮৯ ঃ ৮) যদি ইরাম দ্বারা শহর উদ্দেশ্য হত তাহলে বলা হত ঃ

اَلَّتِىْ لَمْ يُبْنَ مِثْلُهَا فِىْ الْبِلاَدِ যার মত কোন শহর নির্মাণ করা হয়নি। কুরআনুল হাকীমের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ

আর ‘আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত ঃ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا۟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

আর ‘আদ’ সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে; তুমি যদি তখন উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তাহলে দেখতে পেতে যে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৬-৭) অর্থাৎ তাদেরকে দেখা গেছে মস্তকবিহীন নিথর দেহে। কারণ প্রচন্ড বাতাস তাদের এক একজনকে উপরে তুলে আবার মাথা নিম্নমুখী করে যমীনে নিক্ষেপ করেছে। ফলে তাদের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং

তাদের দেহ এক পাশে পড়ে রয়েছিল। দেখে মনে হয়েছিল যেন কোন খেজুর গাছ ওর শিকড় থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে।

তারা পাহাড়ের চূড়ায় এবং গুহায় তাদের দূর্গ নির্মাণ করেছিল। তারা আশ্রয়ের জন্য অধর্ব-মানুষ সমান গভীর পরিখা খনন করেছিল। কিন্তু এসব কোন কিছুই তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে উহা বিলম্বিত হয়না। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ৪) তাই আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন ঃ

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ *অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি তাদের ধ্বংস করলাম।*

১৪১। ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলদের অস্বীকার করেছিল।	١٤١. كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ
১৪২। যখন তাদের ভাই সালিহ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা?	١٤٢. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَـٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
১৪৩। আমিতো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	١٤٣. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১৪৪। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٤٤. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১৪৫। আমি তোমাদের নিকট এ জন্য কোন প্রতিদান চাইনা, আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে।	١٤٥. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদ জাতি

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল সালিহর (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, তাঁকে তাঁর কাওম ছামূদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা ছিল আরাবীয় লোক। তারা হিজর নামক শহরে বাস করত। ওটা ছিল ওয়াদি আল কুরা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল কাওমে হুদের (অর্থাৎ ‘আদের) পরে এবং কাওমে ইবরাহীমের পূর্বে। শাম অভিমুখে যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এখান দিয়ে গমন করার কথা সূরা আ’রাফের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। ছামূদ সম্প্রদায়কে তাদের নাবী সালিহ (আঃ) আল্লাহর দিকে আহ্বান করে বলেন ঃ ‘আমি তোমাদের নিকট এক বিশ্বস্ত রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য স্বীকার কর।’ কিন্তু তারা তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করল এবং কুফরীর উপরই কায়েম থাকল। তারা সালিহকে (আঃ) অবিশ্বাস করল এবং তাঁর উপদেশ সত্ত্বেও তারা পরহেযগারী অবলম্বন করলনা। বিশ্বস্ত রাসূলের উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা হিদায়াতের পথে এলোনা। অথচ নাবী (আঃ) তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বললেন ঃ আমি এ কাজের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা, আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে। তারপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর নি‘আমাতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যেগুলি আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন।

১৪৬। তোমাদেরকে কি এ জগতে ভোগ বিলাসের মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে দেয়া হবে -	١٤٦. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ
১৪৭। উদ্যানে, প্রস্রবণে -	١٤٧. فِي جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ
১৪৮। ও শস্যক্ষেতে এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে?	١٤٨. وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ
১৪৯। তোমরাতো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ	١٤٩. وَتَنْحِتُونَ مِنَ

ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَٰرِهِينَ	করেছ।
١٥٠. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ	১৫০। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
١٥١. وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ	১৫১। এবং সীমা লংঘনকারীদের আদেশ মান্য করনা -
١٥٢. ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ	১৫২। যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করেনা।

ছামূদ জাতিকে পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, তারা আল্লাহর বিভিন্ন নি‘আমাত ভোগ করেছে

সালিহ (আঃ) স্বীয় কাওমের মধ্যে দা‘ওয়াত দিতে রয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহর নি‘আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আল্লাহ তাদের জীবিকায় প্রশস্ততা দান করেছেন, যিনি তোমাদের জন্য বাগান, প্রস্রবণ, শস্যক্ষেত, ফল-মূল ইত্যাদি সরবরাহ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ *এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগান।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল পাকা খেজুর এবং ধনাঢ্যতা। (ফাতহুল বারী ৭/৭৩১) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হল সুবিস্তৃত ফলন্ত খেজুরের বাগান। ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদ (রহঃ) আমর ইব্ন আবী আমর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, যিনি সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যখন তা পেঁকে যায় এবং নরম হয়। ইহা বর্ণনা করার পর ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন ঃ আবূ সালিহ (রহঃ) হতেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে মযবূত দূর্গ, সুউচ্চ ও সুন্দর প্রাসাদে বাস করতে দিয়েছেন। তোমরা নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ। এসব চাকচিক্যময় প্রাসাদ তোমরা তৈরী করছ শুধুমাত্র তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি প্রকাশ করার জন্য, বসবাসের জন্য এগুলির তোমাদের প্রয়োজন নেই।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ সুতরাং এ সকল অহেতুক ব্যয় করার ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহকে ভয় করা এবং আমার আনুগত্য করা উচিত। তোমাদের উচিত সকাল সন্ধ্যায় তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা, নি‘আমাতদাতা এবং অনুগ্রহকারীর ইবাদাত করা এবং তাঁর হুকুম মেনে চলা ও তাঁর একাত্মবাদ স্বীকার করে নেয়া।

وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ তোমাদের বর্তমান নেতৃবর্গকে মোটেই মেনে চলা উচিত নয়। তারা সীমালংঘন করেছে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে শান্তি স্থাপন না করে শির্ক, নাফরমানী, পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত রয়েছে এবং অন্যদেরকেও সেদিকে আহ্বান করছে। সত্যের আনুকূল্য করে নিজেদের সংশোধিত করার তারা মোটেই চেষ্টা করছেনা।

১৫৩। তারা বলল ঃ তুমিতো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম।	١٥٣. قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ
১৫৪। তুমিতো আমাদের মত একজন মানুষ, অতএব তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।	١٥٤. مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ
১৫৫। সালিহ বলল ঃ এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের এবং তোমাদের জন্য	١٥٥. قَالَ هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا

রয়েছে পানি পানের পালা নির্ধারিত এক এক দিনে।	شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ
১৫৬। এবং তোমরা ওর কোন অনিষ্ট সাধন করনা; তাহলে মহা দিনের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।	١٥٦. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ
১৫৭। কিন্তু তারা ওকে বধ করল, পরিণামে তারা অনুতপ্ত হল।	١٥٧. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا۟ نَٰدِمِينَ
১৫৮। অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়।	١٥٨. فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১৫৯। তোমার রাব্ব, তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٥٩. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ছামূদ জাতির মু‘জিযা চাওয়া এবং অবশেষে তাদের নিপাত হওয়া

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ঐ আচরণের কথা বর্ণনা করছেন যা ছামূদ জাতি সালিহর (আঃ) প্রতি করেছিল, যখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আহ্বান করেছিলেন। قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ *তারা বলল ঃ তুমিতো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম।* মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তিনি যাদুগ্রস্ত হয়েছেন। (তাবারী ১৯/৩৮৪, ৩৮৫) অতঃপর তারা বলে ঃ

مَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ, তোমার দা‘ওয়াতে আমরা কি করে সাড়া দিব? আমাদের কাছে আল্লাহর কোন বার্তা আসেনা, আর শুধু তোমার কাছেই কি অহী আসে, এ কি করে হয়? এটি ঐ আয়াতেরই অনুরূপ যেখানে তারা বলেছিল ঃ

أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ

আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সেতো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৫-২৬) এর সাথে সাথেই তারা বলল ঃ

مَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ, সুতরাং আমাদের মধ্যে আর কারও উপর অহী না এসে শুধু তোমার উপর অহী আসবে এটা অসম্ভব। এটা তোমার বানানো কথা ছাড়া কিছুই নয়। তুমি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছ এবং আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ আচ্ছা, আমরা এখন বলি যে, তুমি যদি সত্যিই নাবী হও তাহলে কোন মু‘জিযা দেখাওতো দেখি? ঐ সময় তাদের ছোট-বড় সবাই একত্রিত ছিল এবং একবাক্যে তারা সালিহর (আঃ) কাছে মু‘জিযা দেখতে চেয়েছিল। সালিহ (আঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কি ধরণের মু‘জিযা দেখতে চাও? তারা উত্তর দেয় ঃ এই যে আমাদের সামনে বিরাট পাহাড় রয়েছে এটা ফাটিয়ে দিয়ে এর মধ্য হতে দশ মাসের একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বের কর। তিনি বললেন ঃ আমি যদি আমার রবের নিকট প্রার্থনা করি এবং তিনি তোমাদের আকাংখিত মু‘জিযা আমার হাত দ্বারা দেখিয়ে দেন তাহলে তোমরা আমাকে নাবী বলে স্বীকার করবে তো? তারা তখন তাঁর কাছে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করল যে, যদি তিনি এ মু‘জিযা দেখাতে পারেন তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে নাবী বলে স্বীকার করবে। সালিহ (আঃ) তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে সালাত আদায় করা শুরু করলেন এবং ঐ মু‘জিযার জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করলেন। ঐ সময়ই ঐ পাহাড় ফেটে গেল এবং তাদের দাবী অনুযায়ী ওর মধ্য হতে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বেরিয়ে এলো।

কিছু লোক তাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী মু’মিন হয়ে গেল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কাফিরই রয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ

هَذِه نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ খেয়াল রেখ, একদিন আমার এই উষ্ট্রীর পানি পান করার পালা এবং অপরদিন তোমাদের পানি পান করার পালা থাকল।

وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ সাবধান! তোমরা আমার এ উষ্ট্রীর কোন প্রকার অনিষ্ট করবেনা, তাহলে তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হবে। কিছুদিন পর্যন্ত তারা এটা মেনে চললো। উষ্ট্রীটি তাদের মধ্যেই অবস্থান করতে থাকল। ওটা ঘাস-পাতা খেত এবং ওর পানি পানের পালার দিন সবাই ওর দুগ্ধ পান করে পরিতৃপ্ত হত। কিন্তু কিছুকাল পর তাদের ধ্বংসের অনিবার্যতা হেতু দুষ্কার্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তাদের এক অভিশপ্ত ব্যক্তি উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করল এবং সমস্ত শহরবাসী তাকে সমর্থন করল।

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ অতঃপর ঐ দুরাচার উষ্ট্রীটির পা কেটে ফেলে ওকে হত্যা করল। ফলে তাদেরকে কঠিনভাবে লজ্জিত হতে হল। আকস্মিকভাবে তাদের যমীণ কেঁপে উঠল। প্রচন্ড ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত হানল এবং এরপর বিকট আওয়াজ তাদেরকে আচ্ছন্ন করল এবং তারা তাদের বাসগৃহেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইল এবং ঐভাবেই তাদের প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল। তারা যা ভাবেনি সেই দিক থেকে বিপদ তাদেরকে ঘিরে ফেলল এবং তারা তাদের ভিটামাটিতে মুখ থুবরে পড়ে রইল।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ *এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়। তোমার রাব্ব, তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।*

১৬০। লূতের সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল।	١٦٠. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ

১৬১। যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা?	١٦١. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ
১৬২। আমিতো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	١٦٢. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১৬৩। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٦٣. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১৬৪। আমি এ জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা, আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে	١٦٤. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

লূতের (আঃ) আহ্বান

এখানে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল লূতের (আঃ) বর্ণনা দিচ্ছেন। তাঁর নাম ছিল লূত ইব্‌ন হারান ইব্‌ন আযর। তিনি ইবরাহীমের (আঃ) ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। ইবরাহীমের (আঃ) জীবদ্দশায়ই আল্লাহ তা‘আলা লূতকে (আঃ) অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির উম্মাতের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ লোকগুলো সাদুম এবং ওর আশে পাশে বসবাস করত। তাদের দুষ্কর্মের কারণে তাদের উপরও আল্লাহর শাস্তি আপতিত হয় এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের বসতির জায়গাটি একটি ময়লাযুক্ত দুর্গন্ধময় পানির বিলে পরিণত হয়েছে। ওটা এখনো ‘বিলাদে গাওর’ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যা যেরুজালেমের পাহাড়ী ও সমতল ভূমির এলাকা ‘বিলাদে কারক’ ও ‘শাওবাকের’ মধ্যভাগে অবস্থিত। ঐ লোকগুলোও আল্লাহর রাসূল লূতকে (আঃ) অবিশ্বাস করে। তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত করা, তাঁর সাথে শরীক না করা এবং তিনি তাদের প্রতি যে নাবী প্রেরণ করেছেন তাঁর আনুগত্য করার উপদেশ দেন। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা পৃথিবীতে সর্ব প্রথম যে জঘন্যতম অনাসৃষ্টি শুরু করেছ তা থেকে বিরত থাক। অর্থাৎ

নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের দ্বারা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে যেওনা। কিন্তু তারা তাঁর কথা মানলনা, বরং তাঁকে কষ্ট দিতে শুরু করল।

১৬৫। সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি শুধু পুরুষের সাথেই উপগত হবে?	١٦٥. أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ
১৬৬। আর তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক, বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।	١٦٦. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
১৬৭। তারা বলল ঃ হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।	١٦٧. قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ
১৬৮। লূত বলল, আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি।	١٦٨. قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ
১৬৯। হে আমার রাব্ব! আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে, তারা যা করে তা হতে রক্ষা কর।	١٦٩. رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ
১৭০। অতঃপর আমি তাকে এবং তার পরিবার পরিজনের সবাইকে রক্ষা করলাম -	١٧٠. فَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ

১৭১। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	١٧١. إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَٰبِرِينَ
১৭২। অতঃপর অন্যদেরকে ধ্বংস করলাম।	١٧٢. ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ
১৭৩। তাদের উপর শাস্তি মূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট!	١٧٣. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ
১৭৪। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	١٧٤. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১৭৫। তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٧٥. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

লূতের (আঃ) কাওমের কার্যাবলীর প্রতি ধিক্কার, তাদের প্রতিক্রিয়া এবং তাদের জন্য শাস্তি

লূত (আঃ) তাঁর কাওমকে এই বিশেষ নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখতে গিয়ে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশে পুরুষদের নিকট যেওনা, বরং তোমরা তোমাদের হালাল স্ত্রীদের কাছে গিয়ে তোমাদের কাম বাসনা চরিতার্থ কর, যাদেরকে মহান আল্লাহ তোমাদের জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এ কথার উত্তরে তাঁর কাওমের লোকেরা তাঁকে বলল ঃ

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ হে লূত! তুমি যদি এ কাজ হতে বিরত না হও তাহলে অবশ্যই তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল ঃ লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিস্কার কর, এরাতো এমন লোক যারা অতি পবিত্র সাজতে চায়। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫৬) তাদের এ অবস্থা দেখে লূত (আঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি ও তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতার কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন ঃ

إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ আমি তোমাদের এ জঘন্য কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি এ কাজ মোটেই পছন্দ করিনা। তোমাদের এই অপকর্মের ব্যাপারে আমি নির্দোষ। আমি মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে এসব কাজ হতে মুক্তরূপে প্রকাশ করছি।

অতঃপর লূত (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা‘আলার নিকট বদ দু‘আ করেন এবং নিজের ও পরিবার-পরিজনদের জন্য মুক্তির প্রার্থনা করেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর কাওমের সাথে যোগ দিয়েছিল। তাই সেও তাদের সাথে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যেমন সূরা আ’রাফ (৭ ঃ ৮০-৮১), সূরা হুদ (১১ ঃ ৭৭) এবং সূরা হিজরে (১৫ ঃ ৫৮-৭৬) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

লূত (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে রাতে ঐ জনপদ হতে সরে পড়লেন। অতঃপর পিছনে ফেলে আসা সবারই উপর আযাব এসে পড়ে এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হয়। তাদের জন্য এই প্রস্তর বৃষ্টি ছিল কতই না নিকৃষ্ট! তাদের এ ঘটনাটিও একটি শিক্ষামূলক বিষয়। এতে সবারই জন্য উপদেশ রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়। তবে আল্লাহ যে মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

১৭৬। আইকাবাসীরা রাসূল-দেরকে অস্বীকার করেছিল -	١٧٦. كَذَّبَ أَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ
১৭৭। যখন শু‘আইব তাদেরকে বলেছিল ঃ তোমরা	١٧٧. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ

أَلَا تَتَّقُونَ	কি সাবধান হবেনা?
١٧٨. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ	১৭৮। আমিতো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।
١٧٩. فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ	১৭৯। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
١٨٠. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ	১৮০। আমি তোমাদের নিকট এ জন্য কোন প্রতিদান চাইনা; আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে।

আইকাবাসীদের প্রতি শু‘আইবের (আঃ) দা‘ওয়াত

এ লোকগুলো মাদইয়ানের অধিবাসী ছিল। শু‘আইবও (আঃ) তাদেরই মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁকে তাদের ভাই না বলার কারণ শুধু এই যে, তারা আইকার পূজা করত। আর এই আইকার সাথেই তাদেরকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। আইকা ছিল একটি গাছ। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, উহা ছিল গাছের সমষ্টি যে গাছসমূহের শাখা থেকে ছড়া বের হয়ে মাটি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ কারণেই অন্যান্য নাবীদেরকে বংশগত সম্পর্কের কারণে যেমন তাঁদের উম্মাতের ভাই বলা হয়েছে, শু‘আইবকে (আঃ) তাঁর উম্মাতের ভাই বলা হয়নি, যদিও বংশগত হিসাবে তিনিও তাদের ভাই ছিলেন। যাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি তাঁরা বলেন যে, আইকাবাসী এবং মাদইয়ানবাসী এক নয়। তারা অন্য কাওম ছিল। তারা দাবী করেন যে, শু‘আইবকে (আঃ) তাঁর নিজের কাওমের নিকটও পাঠানো হয়েছিল এবং ঐ কাওমের নিকটও তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। আবার অন্যান্যরা বলেন যে, তিনি তৃতীয় একটি কাওমের নিকটও প্রেরিত হয়েছিলেন।

أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ (*আইকাবাসী*) ইসহাক ইবন বিশরের (রহঃ) মতে আইকাবাসী ছিল শু‘আইবের (আঃ) কাওম। (দুররুল মানসুর ৬/৩১৮) অন্যান্যদের

মধ্যে যুআইবির (রহঃ) বলেন ঃ আইকা এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা মূলতঃ একই লোক। (তাবারী ১৯/৩৯০) আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

যদিও আর একটি মন্তব্য পাওয়া যায় যে, আইকাবাসী এবং মাদইয়ানবাসী দু’টি ভিন্ন জাতি, কিন্তু সঠিক মতামত হচ্ছে এই যে, তারা ছিল একই জাতি। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ণনা করার কারণে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলে অনেকের কাছে মনে হয়েছে। শু‘আইব (আঃ) তাদের প্রতি আল্লাহর বাণী প্রচার করেন এবং তাদেরকে উপদেশ দেন যে, তারা যেন মাপে এবং ওযনে কম না করে। তিনি মাদইয়ানবাসীদের প্রতিও একই দা‘ওয়াত দেন। এতে প্রমাণ হয় যে, তারা একই জাতি ছিল।

১৮১। তোমরা মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিবে; যারা মাপে কমতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	١٨١. أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ
১৮২। এবং তোমরা ওযন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।	١٨٢. وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ
১৮৩। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবেনা এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ফিরনা।	١٨٣. وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
১৮৪। এবং তোমরা ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।	١٨٤. وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ

সঠিক মাপে ওযন করার আদেশ

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ শু'আইব (আঃ) ওযন ও মাপ ঠিক করার হিদায়াত করছেন। মাপে কম করতে তিনি নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন ঃ যখন তোমরা কেহকে কোন জিনিস মেপে দিবে তখন পূর্ণমাত্রায় দিবে, তার প্রাপ্য হতে কম দিবেনা। অনুরূপভাবে কারও নিকট থেকে যখন কোন জিনিস নিবে তখন বেশী নেয়ার চেষ্টা করনা। অর্থাৎ অন্যের কাছ থেকে নেয়ার সময় যেমন সঠিক নিচ্ছ তেমনি অন্যকে দেয়ার সময়েও সঠিক মাপে দিবে।

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ দাঁড়ি-পাল্লা সঠিক রাখবে যাতে ওযন সঠিক হয়। ন্যায়ের সাথে ওযন করবে, ফাঁকি দিবেনা। কেহকে তার জিনিস কম দিবেনা।

وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ চুরি-ডাকাতি এবং লুটপাট করবেনা। লোকদেরকে ভয় দেখিয়ে তাদের মাল-ধন ছিনিয়ে নিবেনা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقۡعُدُواْ بِكُلِّ صِرَٰطٍ تُوعِدُونَ

আর (জীবনের) প্রতিটি পথে এমনিভাবে দস্যি হয়ে যেওনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৮৬)

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ঐ আল্লাহর শাস্তিকে তোমরা ভয় কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত লোককে সৃষ্টি করেছেন। যিনি তোমাদের ও তোমাদের বড়দের রাব্ব। এটি একই ধরণের আয়াত যাতে মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبُّكُمۡ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ

তিনি তোমাদের রাব্ব এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও রাব্ব। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), সুফিয়ান ইব্ন ওয়াইনাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ 'وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ' এর অর্থ করেছেন ঃ তিনি পূর্ববর্তী জাতিকেও সৃষ্টি করেছেন। এরপর ইব্ন যায়িদ (রহঃ) তিলাওয়াত করেন ঃ

وَلَقَدۡ أَضَلَّ مِنكُمۡ جِبِلًّا كَثِيرًاۖ أَفَلَمۡ تَكُونُواْ تَعۡقِلُونَ

শাইতানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬২)

১৮৫। তারা বলল ঃ তুমিতো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।	١٨٥. قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلۡمُسَحَّرِينَ
১৮৬। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ বলে আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।	١٨٦. وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلۡكَـٰذِبِينَ
১৮৭। তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।	١٨٧. فَأَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ
১৮৮। সে বলল ঃ আমার রাব্ব ভাল জানেন, যা তোমরা কর।	١٨٨. قَالَ رَبِّىٓ أَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُونَ
১৮৯। অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল; এটাতো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি।	١٨٩. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ
১৯০। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	١٩٠. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ

১৯১। তোমার রাব্ব! তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٩١. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

শু‘আইবকে (আঃ) তাঁর কাওমের অস্বীকার করা এবং শাস্তির আগমন বার্তার হুশিয়ারী

ছামূদ সম্প্রদায় তাদের নাবীকে (আঃ) যে উত্তর দিয়েছিল ঐ উত্তরই এই লোকগুলোও তাদের নাবী শু‘আইবকে (আঃ) দিল। তারাও তাদের নাবীকে বলল ঃ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. وَمَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ তোমাকে কেহ যাদু করেছে। তোমার জ্ঞান ঠিক নেই। তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ। আর আমাদের বিশ্বাস যে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে আমাদের কাছে নাবী রূপে প্রেরণ করেননি।

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاء তুমি যদি সত্যিই নাবী হয়ে থাক তাহলে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও দেখি? আসমানী শাস্তি আমাদের উপর নিয়ে এসো। সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আকাশ থেকে শাস্তি পতিত হোক। যেমন কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল ঃ

وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَـٰرَ خِلَـٰلَهَا تَفْجِيرًا. أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ قَبِيلاً

আর তারা বলে ঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদীনালা। অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খন্ড বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও মালাইকাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯০-৯২)

এমনকি তারা এ কথাও বলেছিল ঃ অথবা তুমি আকাশের একটা খণ্ড আমাদের উপর নিক্ষেপ করবে যেমন তুমি ধারণা করছ অথবা আল্লাহ কিংবা তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে সরাসরি আমাদের সামনে নিয়ে আসবে। অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ

আর যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২) অনুরূপভাবে ঐ কাফির অজ্ঞ লোকেরা বলেছিল ঃ

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاء তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। নাবী (আঃ) উত্তরে বলেন ঃ

رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ তোমরা যা কর আমার রাব্ব তা ভালরূপে অবগত আছেন। তোমরা যা হওয়ার যোগ্য তিনি তোমাদেরকে তা’ই করবেন। তিনি কারও প্রতি অন্যায় করেননা। যদি তোমরা তাঁর কাছে আসমানী শাস্তির যোগ্য হয়ে থাক তাহলে তিনি অনতিবিলম্বে তোমাদের উপর ঐ শাস্তি অবতীর্ণ করবেন।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ শেষ পর্যন্ত যে শাস্তি তারা কামনা করেছিল সেই শাস্তিই তাদের উপর এসে পড়ে। তারা কঠিন গরম অনুভব করে। সাত দিন পর্যন্ত যমীন যেন টগবগ করে ফুটতে থাকে। কোন জায়গায়, কোন ছায়ায় ঠাণ্ডা ও শান্তি তারা প্রাপ্ত হয়নি। তারা চরম অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। সাত দিন পর তারা দেখতে পায় যে, একখণ্ড কালো মেঘ তাদের নিকট চলে আসছে। ঐ মেঘখণ্ড এসে তাদের মাথার উপর ছেয়ে যায়। তারা গরমে অস্থির হয়ে পড়েছিল। ঐ মেঘ দেখে তারা ওর নীচে জমায়েত হয়। যখন সবাই ওর নীচে এসে যায় তখন ঐ মেঘ হতে অগ্নি বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। সাথে সাথে যমীন প্রচণ্ডভাবে তার দিকে টানতে শুরু করে এবং এমন ভীষণ শব্দ করে যে, তাদের অন্তর ফেটে যায় এবং একই সাথে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *এটাতো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি।* কুরআনের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বর্ণনার প্রেক্ষিত অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে

যে, তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। সূরা আ’রাফে তিনি বলেন যে, তাদেরকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে পাকড়াও করা হয়েছিল এবং তারা তাদের বাসগৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছিল। এর কারণ ছিল এই যে, তারা তাদের নাবী শু‘আইবকে (আঃ) বলেছিল ঃ

لَنُخْرِجَنَّكَ يَـٰشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا

আমরা অবশ্যই তোমাকে, তোমার সংগী সাথী মু’মিনদেরকে আমাদের জনপদ হতে বহিস্কার করব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসবে। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৮৮) তারা আল্লাহর নাবীকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিল। পরিণামে তাঁর কাওমকেই বরং আল্লাহ তা‘আলা ভূমিকম্পের মাধ্যমে বাড়ী ছাড়া করলেন। সূরা হুদে রয়েছে ঃ

وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ

যারা সীমালংঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর নাবীকে (আঃ) বিদ্রূপ করে বলেছিল ঃ

أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَـٰٓؤُا۟ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ

তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি তোমাকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা ঐ সব উপাস্য বর্জন করি যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃ-পুরুষরা করে আসছে? অথবা এটা বর্জন করতে বল যে, আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি? বাস্তবিকই তুমি হচ্ছ বড় সহিষ্ণু, সদাচারী। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮৭)

তারা এসব বলেছিল হাসি-তামাসা এবং বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে। সুতরাং শু‘আইবকে (আঃ) তাদের কার্যকলাপের জবাব দেয়া যরুরী হয়ে পড়েছিল এবং তাদের আচরণের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানও অবশ্যম্ভাবী ছিল। আর আল্লাহ সুবহানাহু তা’ই করলেন। তিনি বলেন ঃ

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ

অতঃপর মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭৩)

وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ

এবং ঐ যালিমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গর্জন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৪)

তারা বলেছিল ঃ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ *তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।* তারা অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী ও দুর্দমনীয় ভাষায় সালিহকে (আঃ) এ কথা বলেছিল। ফলে তাদের জন্য এমন শাস্তি অবধারিত হয়েছিল যা তারা কখনও কল্পনাও করতে পারেনি।

فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল; এটাতো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি।* মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর (রহঃ) ইয়াযীদ ইব্ন বাহিলি (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

আমি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ *পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল* - এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর বজ্রপাত এবং ঠান্ডা বাতাস প্রেরণ করেন যা তাদেরকে অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল ও আতংকগ্রস্ত করে তোলে। ফলে তারা তাদের গৃহকোণে আশ্রয় নেয় যাতে বজ্রধ্বনি এবং ওর বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হচ্ছিলনা। তারা আবার সবাই খোলা মাঠে জড় হল। আল্লাহ তা‘আলা তখন সূর্যের নিচে মেঘ জমা করেন। তারা ওর নিচে ছায়া এবং শীতলতা অনুভব করে এবং আরাম বোধ করে। তাই একজন অপর জনকে ডাকতে থাকে এবং এক এক করে সবাই ওর নিচে জমা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর আগুন বর্ষণ করেন। ফলে সবাই পুড়ে মারা যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উহাই ছিল ‘ছায়া দানের শাস্তির দিন’, আসলে ওটা ছিল শাস্তির ভয়ংকর দিন। (তাবারী ১৯/৩৯৪)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়। তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ৮-৯)

নিঃসন্দেহে এ ঘটনা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মহাশক্তির একটি বড় নিদর্শন। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার ব্যাপারে মহাপরাক্রমশালী। কেহই তাঁর উপর বিজয় লাভ করতে পারেনা। তিনি তাঁর সৎ বান্দাদের প্রতি পরম করুণাময়।

১৯২। নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত।	١٩٢. وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
১৯৩। জিবরাঈল ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে -	١٩٣. نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ
১৯৪। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার।	١٩٤. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ
১৯৫। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরাবী ভাষায়।	١٩٥. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

কুরআন আল্লাহ কর্তৃক নাযিল হয়েছে

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنَّهُ এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ مُحْدَثٍ

যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৫)

لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ *ওটি (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে।* রূহুল আমীন দ্বারা জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অহী নিয়ে আসতেন। রূহুল আমীন দ্বারা যে জিবরাঈল (আঃ) উদ্দেশ্য এটা পূর্বযুগীয় বহু বিজ্ঞজন হতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যুহরী (রহঃ) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) প্রমুখ। (তাবারী ১৯/৩৯৬) যুহরী (রহঃ) বলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

তুমি বল ঃ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে এ জন্য যে, সে আল্লাহর হুকুমে এই কুরআনকে তোমার অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৯৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ হে নাবী! এই মর্যাদা সম্পন্ন মালাক, যে মালাইকা/ফেরেশতাদের নেতা, তোমার হৃদয়ে আল্লাহর ঐ পবিত্র ও উত্তম কথা অবতীর্ণ করে যা সর্ব প্রকারের মলিনতা, হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বক্রতা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, যেন তুমি পাপীদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচার পথ প্রদর্শন করতে পার। আর যাতে তুমি আল্লাহর অনুগত বান্দাদের তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিতে পার। এটা সুস্পষ্ট আরাবী ভাষায় অবতারিত যাতে সবাই এটা বুঝতে এবং পড়তে পারে, তাদের যেন ওজর-আপত্তি করার কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। আর যাতে এ কুরআনুল কারীম সরল সঠিক পথে চলার ব্যাপারে প্রত্যেকের উপর দলীল হতে পারে।

১৯৬। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ রয়েছে।	١٩٦. وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ
১৯৭। বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা এটা অবগত আছে, এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়?	١٩٧. أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَـٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
১৯৮। আমি যদি ইহা কোন আজমীর (অনারাবের) প্রতি অবতীর্ণ করতাম -	١٩٨. وَلَوْ نَزَّلْنَـٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ
১৯৯। এবং ওটা সে তাদের নিকট পাঠ করত, তাহলে	١٩٩. فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا

তারা তাতে ঈমান আনতনা।	كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ

পূর্ববর্তী ধর্মীয় গ্রন্থেও কুরআনের কথা উল্লেখ আছে

মহান আল্লাহ বলেন যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলির মধ্যেও এই শেষ পবিত্র কিতাব আল-কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী, এর সত্যতা এবং গুণগান বিদ্যমান রয়েছে। পূর্ববর্তী নাবীরাও এর সুসংবাদ দিয়েছেন, এমনকি এ সমস্ত নাবীর (আঃ) শেষ নাবী, যাঁর পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আর কোন নাবী ছিলেননা, অর্থাৎ ঈসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে একত্রিত করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ

স্মরণ কর, মারইয়াম তনয় ঈসা বলল ঃ হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি উহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাঁর সুসংবাদদাতা। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৬)

زُبُرٌ শব্দটি زَبُوْرٌ শব্দের বহুবচন। زَبُوْرٌ দাঊদের (আঃ) কিতাবের নাম। زبر শব্দটি এখানে কিতাবসমূহের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوهُ فِى ٱلزُّبُرِ

তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে ‘আমলনামায়। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫২) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ যদি তারা বুঝে ও হঠকারিতা না করে তাহলে এটা কি কুরআনুল হাকীমের সত্যতার জন্য অনেক বড় দলীল নয় যা স্বয়ং বানী ইসরাঈলের আলেমরাও পাঠ করে? যারা সত্যবাদী ও যারা হঠকারী নয় তারা তাওরাতের ঐ আয়াতগুলি জনগণের সামনে প্রকাশ করছে যেগুলিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেরিত

কুরআনের উল্লেখ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার সংবাদ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ) এবং তাদের ন্যায় সত্য উক্তিকারী মহোদয়গণ দুনিয়ার সামনে তাওরাত ও ইঞ্জীলের ঐ সমুদয় আয়াত দেখিয়ে দেন যেগুলি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য ও গুণাবলী প্রকাশ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যে পড়তে কিংবা লিখতে জানেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭)

কুরাইশদের ছিল কঠিন অবিশ্বাস

অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে যে, দীনের ব্যাপারে কুরাইশদের অস্বীকৃতি কত গভীর ছিল এবং কুরআনের প্রতি বাধা দানের ব্যাপারে তারা কতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ

আমি যদি এই কালাম কোন আজমীর উপর অবতীর্ণ করতাম এবং সে ওটা মুশরিকদের নিকট পাঠ করত তাহলে তখনও তারা এতে ঈমান আনতনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّوا۟ فِيهِ يَعْرُجُونَ. لَقَالُوٓا۟ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَـٰرُنَا

যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে, তবুও তারা বলবে ঃ আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৪-১৫) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত তবুও তারা ঈমান আনতনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১১)

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬)

২০০। এভাবে আমি পাপীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি।	٢٠٠. كَذَٰلِكَ سَلَكْنَٰهُ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ
২০১। তারা এতে ঈমান আনবেনা যতক্ষণ না তারা মর্মন্তদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।	٢٠١. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ
২০২। অতঃপর এটা তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, তারা কিছুই বুঝতে পারবেনা।	٢٠٢. فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
২০৩। তখন তারা বলবে ঃ আমাদেরকে কি অবকাশ দেয়া হবে?	٢٠٣. فَيَقُولُوا۟ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ
২০৪। তারা কি তাহলে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?	٢٠٤. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
২০৫। তুমি চিন্তা করে দেখ, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই,	٢٠٥. أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ
২০৬। অতঃপর তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে -	٢٠٦. ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ
২০৭। তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের	٢٠٧. مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟

কোন কাজে আসবে কি?	يُمَتَّعُونَ
২০৮। আমি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিলনা।	٢٠٨. وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ
২০৯। এটা উপদেশ স্বরূপ, আর আমি অত্যাচারী নই।	٢٠٩. ذِكۡرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ

শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত অবিশ্বাসী কাফিরেরা ঈমান আনবেনা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ অবিশ্বাস, কুফরী, অস্বীকার ও অমান্যকরণ এই অপরাধীদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। তারা যে পর্যন্ত স্বচক্ষে শাস্তি প্রত্যক্ষ না করবে ততক্ষণে ঈমান আনবেনা। ঐ সময় যদি তারা ঈমান আনে তাহলে তা বিফলে যাবে। সেই সময় তারা অভিশপ্ত হয়েই যাবে। না অনুশোচনা করে কোন কাজ হবে, আর না ওজর করে কোন উপকার হবে। فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً তাদের অজ্ঞাতে আকস্মিকভাবে তাদের উপর আল্লাহর আযাব চলে আসবে।

وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ঐ সময় তারা কামনা করবে যে, যদি তাদেরকে ক্ষণিকের জন্য অবকাশ দেয়া হত তাহলে তারা সৎ হয়ে যেত! শুধু তারা কেন, প্রত্যেক যালিম, পাপী, ফাসিক, কাফির ও বদকার ব্যক্তি শাস্তি প্রত্যক্ষ করা মাত্রই সঠিক পথ অবলম্বন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকবে, কিন্তু সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوۡمَ يَأۡتِيهِمُ ٱلۡعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرۡنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبۡ دَعۡوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمۡ تَكُونُوٓاْ أَقۡسَمۡتُم مِّن قَبۡلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন যালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতেনা যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৪)

যখন কোন পাপী এবং অন্যায় আচরণকারী শাস্তি প্রত্যক্ষ করে তখন সে বুঝতে পারে যে, তার অস্বীকৃতির ফল কি হতে যাচ্ছে। মূসা (আঃ) যখন ফির‘আউনের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালেন ঃ

رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا

হে আমাদের রাব্ব! আপনি ফির‘আউন ও তার প্রধানবর্গকে দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের জীবনোপকরণ। হে আমাদের রাব্ব! এর ফলে তারা আপনার পথ হতে (মানব মন্ডলীকে) বিভ্রান্ত করছে। হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের দু‘আ কবূল করা হল। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৮-৮৯)

ফির‘আউন যখন মূসার (আঃ) ফরিয়াদের জবাবে শাস্তি প্রত্যক্ষ করছিল তখন তার মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল।

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ. ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ

এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলতে লাগল ঃ আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা‘বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহূর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯০-৯১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَـٰفِرُونَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫) বলা হয়েছে ঃ

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ *তারা কি তাহলে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?* মূসা (আঃ) দীন অস্বীকারকারীদের প্রতি শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। কাফিরেরা মনে করত যে, তা কখনও সংঘটিত হবেনা। তাদের ঐ অস্বীকৃতির জবাবে ভয় প্রদর্শন করে আবার তাদের প্রতি এ আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। যেমন তারা বলেছিল ঃ

ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ

আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৯) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ. يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। সেদিন শাস্তি তাদেরকে

আচ্ছন্ন করবে উর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে এবং তিনি বলবেন ঃ তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৩-৫৫) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. ثُمَّ جَاءهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ. مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ *তুমি ভেবে দেখ, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই। অতঃপর তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি?* অর্থাৎ আল্লাহ যদি তাদের অপরাধের শাস্তি কিছু দিনের জন্য অথবা অনেক দিন পিছিয়ে দেন তাহলে তারা যেন না ভাবে যে, ওটা থেকে তারা বেঁচে গেছে। তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েই গেছে। তাদের চাকচিক্যময় জীবন কোনই কাজে আসবেনা।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا

যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪৬) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ

তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কামনা করে যেন তাকে হাজার বছর আয়ু দেয়া হয়, এবং ঐরূপ আয়ু প্রাপ্তিও তাদেরকে শাস্তি হতে মুক্ত করতে পারবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৯৬)

وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ

এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা যখন সে ধ্বংস হবে। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১১) তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ সেদিন তাদের কোন উপকারে আসবেনা। সেই দিন যখন তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদের শক্তি ও দাপট সব হারিয়ে যাবে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন কাফিরকে নিয়ে আসা হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামের আগুনে ডুবিয়ে দেয়ার পর উঠানো হবে এবং বলা

হবে ঃ তুমি কখনও সুখ ও নি‘আমাত পেয়েছিলে কি? সে উত্তরে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার শপথ! আমি কখনোই সুখ-শান্তি পাইনি। অপর একটি লোককে নিয়ে আসা হবে যে সারা জীবনে কখনও সুখ-শান্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি, তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে বের করে আনার পর জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি জীবনে কখনও দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলে কি? সে জবাবে বলবে ঃ আপনার সত্তার শপথ! আমি জীবনে কখনও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিনি। (আহমাদ ৩/২০৩, মুসলিম ২৮০৭)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিজের ন্যায়পরায়ণতার খবর দিচ্ছেন যে, তিনি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করেননি যার জন্য তিনি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেননি। তিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেন এবং সতর্ক করে থাকেন যাতে অজুহাত দেখানোর কোন সুযোগ না থাকে। এরপরেও যারা অমান্য করে তাদের উপর তিনি বিপদের পাহাড় চাপিয়ে দেন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ. ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ এরূপ কখনও হয়নি যে, নাবীদেরকে প্রেরণ না করেই আমি কোন উম্মাতের উপর শাস্তি পাঠিয়েছি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَـٰلِمُونَ

তোমার রাব্ব জনপদসমূহকে ধ্বংস করেননা, ওর কেন্দ্রে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ওর বাসিন্দারা যুল্ম করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৯)

২১০। শাইতানরা ইহাসহ অবতীর্ণ হয়নি।	٢١٠. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَـٰطِينُ

২১১। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখেনা।	٢١١. وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمۡ وَمَا يَسۡتَطِيعُونَ
২১২। তাদেরকে শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।	٢١٢. إِنَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّمۡعِ لَمَعۡزُولُونَ

জিবরাঈল (আঃ) কুরআনের বাণী বহন করে নিয়ে আসতেন, শাইতান নয়

মহান আল্লাহ বলেন যে, এটি এমন এক পবিত্র কিতাব যার আশে পাশে মিথ্যা আসতে পারেনা। এটি (আল-কুরআন) মহাবিজ্ঞানময় ও প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত।

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ এটিকে শক্তিশালী মালাক/ফেরেশতা রূহুল আমীন (জিবরাঈল (আঃ) বহন করে এনেছেন, শাইতান আনয়ন করেনি।

অতঃপর শাইতান যে এটি আনয়ন করেনি তার তিনটি কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সে এর যোগ্যতাই রাখেনা। তার কাজ হল মাখলূককে পথভ্রষ্ট করা, সরল-সঠিক পথে আনয়ন করা নয়। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ এই কিতাবের বৈশিষ্ট্য। অথচ শাইতানের কাজ হল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কিতাব হল জ্যোতি ও হিদায়াত এবং এটি হল মযবূত দলীল। আর শাইতানরা এই তিনটিরই উল্টা। তারা অন্ধকার-প্রিয়। তারা ভ্রান্তপথ প্রদর্শক এবং অজ্ঞতার অনুসন্ধানী। সুতরাং এই কিতাব ও শাইতানদের মধ্যে আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে। কোথায় ওরা এবং কোথায় এই কিতাব! দ্বিতীয় কারণ এই যে, সেতো এটি বহন করার যোগ্যতাই রাখেনা এবং ওদের মধ্যে এ শক্তিও নেই।

لَوۡ أَنزَلۡنَا هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيۡتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِ

যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২১)

এরপর তৃতীয় কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এই কুরআন অবতীর্ণ করার সময় শাইতানদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারা ওটা শুনতেই পায়নি। আকাশের চতুর্দিকে প্রহরী নিযুক্ত ছিল। শোনার জন্য যখনই তারা আকাশে উঠতে যাচ্ছিল তখনই তাদের উপর আগুনের তারকা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। এর একটি অক্ষরও শোনার ক্ষমতা কোন শাইতানের ছিলনা। এর ফলে আল্লাহর কালাম নিরাপদ ও সুরক্ষিত অবস্থায় তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে যায় এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর মাখলূকের কাছে এটা পৌঁছে। এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ তাদেরকে শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। যেমন তিনি স্বয়ং জিনদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَـٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَـٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا. وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়। আমরা জানিনা, জগতবাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না কি তাদের রাব্ব তাদের মংগল করার ইচ্ছা রাখেন। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ৮-১০)

২১৩। অতএব তুমি অন্য কোন মা‘বূদকে আল্লাহর সাথে ডেকনা, তাহলে তুমি শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	٢١٣. فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ
২১৪। তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও।	٢١٤. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

২১৫। এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মু’মিনের প্রতি বিনয়ী হও।	٢١٥. وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
২১৬। তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তাহলে তুমি বল ঃ তোমরা যা কর তার জন্য আমি দায়ী নই।	٢١٦. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
২১৭। তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর।	٢١٧. وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ
২১৮। যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (সালাতের জন্য)।	٢١٨. ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ
২১৯। এবং দেখেন সাজদাহ-কারীদের সাথে তোমার উঠা বসা।	٢١٩. وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ
২২০। তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٢٢٠. إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

নিকটাত্মীয়দেরকে সাবধান করার নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করছেন ঃ তুমি শুধু আমারই ইবাদাত করবে এবং আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। আর যে এরূপ করবে অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে সে অবশ্যই শাস্তির যোগ্য হবে। তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিবে যে, ঈমান ও আমল ছাড়া অন্য কিছুই আল্লাহ সুবহানাহু থেকে মুক্তিদাতা নয়। এরপর তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ একাত্মবাদী ও তোমার অনুসারী মু’মিনদের প্রতি বিনয়ী হবে। আর যে কেহই আমার আদেশ ও নিষেধ অমান্য করবে সে যে’ই হোক না কেন তার সাথে কোনই সম্পর্ক রাখবেনা এবং তার প্রতি স্বীয় অসন্তোষ প্রকাশ করবে।

বিশেষ লোককে এই ভয় প্রদর্শন সাধারণ লোককে ভয় প্রদর্শন করার বিপরীত নয়। কেননা এটা তার একটা অংশ। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَـٰفِلُونَ

যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মাক্কা এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৭) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

তুমি এর (কুরআন) সাহায্যে ঐ সব লোককে ভীতি প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৫১) আরও এক জায়গায় বলেন ঃ

لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

যাতে তুমি ওর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৯)

وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ مِنَ ٱلۡأَحۡزَابِ فَٱلنَّارُ مَوۡعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এই উম্মাতের মধ্যে যার কানে আমার খবর পৌঁছেছে, সে ইয়াহুদী হোক অথবা খৃষ্টানই হোক, অতঃপর আমার উপর সে ঈমান আনেনি, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুসলিম ১/১৩৪) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। আমরা ঐগুলি বর্ণনা করছি ঃ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন আল্লাহ তা‘আলা وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতের উপর উঠে يَاصَبَاحَاهْ [১] বলে উচ্চ স্বরে ডাক দেন। এ ডাক শুনে লোকেরা তাঁর নিকট একত্রিত হয়। যারা আসতে পারেনি তারা লোক পাঠিয়ে দেয়। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন ঃ হে বানী আবদুল মুত্তালিব! হে বানী ফিহর! হে বানী লুওয়াই! আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এই পাহাড়ের পাদদেশে তোমাদের শত্রু-সেনাবাহিনী রয়েছে এবং তারা ওঁৎ পেতে বসে আছে, সুযোগ পেলেই তোমাদেরকে হত্যা করবে, তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই এক বাক্যে উত্তর দেয় ঃ হ্যাঁ, আমরা আপনার কথা সত্য বলেই বিশ্বাস করব। তিনি তখন বলেন ঃ তাহলে জেনে রেখ যে, সামনের কঠিন শাস্তি হতে আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি। তাঁর এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলে ওঠে ঃ তুমি ধ্বংস হও। এটা শোনানোর জন্যই কি তুমি আমাদেরকে ডেকেছিলে? তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ‘মাসাদ’ (তাব্বাত ইয়াদা) অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ১/৩০৭)

تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ

ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। (সূরা মাসাদ, ১১১ ঃ ১) (আহমাদ ১/৩০৭, ফাতহুল বারী ৮/২০৬, মুসলিম ১/১৯৩, তিরমিযী ৯/২৯৬, নাসাঈ ৬/৫২৬)

[১] আকস্মিক কোন বিপদের সময় আরাবের লোকেরা বিপদ সংকেত হিসাবে এরূপ শব্দ উচ্চারণ করত। রাসূল (সঃ) ঐ প্রচলিত প্রথারই অনুসরণ করেছিলেন।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা! হে আবদুল মুত্তালিবের মেয়ে সুফিয়া! হে বানী আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর কাছে আমি তোমাদের জন্য কোন (উপকারের) অধিকার রাখবনা। তবে হ্যাঁ, আমার কাছে যে সম্পদ আছে তা হতে তোমরা যা চাওয়ার তা চেয়ে নাও। (আহমাদ ৬/১৮৭, মুসলিম ১/১৯২)

কাবিসাহ ইব্ন মুখারিক (রাঃ) এবং যুহাইর ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন, যখন وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন যার চূড়ার উপর একটি পাথর ছিল। সেখান থেকে তিনি ডাক দিয়ে বলতে শুরু করেন ঃ হে বানী আবদে মানাফ! আমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র। আমার ও তোমাদের উপমা ঐ লোকটির মত যে শত্রু দেখল এবং দৌড়ে নিজের লোকদেরকে সতর্ক করতে এলো যাতে শত্রুরা তার আগে সেখানে পৌঁছে আক্রমণ করতে না পারে এবং তিনি তাদেরকে ডাকতে থাকেন ঃ হে লোকসকল! (আহমাদ ৫/৬০, মুসলিম ১/১৯৩, নাসাঈ ৬/৪২৩) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ তুমি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর নির্ভর কর। তিনিই তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী। তিনিই তোমাকে শক্তি যোগাবেন এবং তোমার কথাকে সমুন্নত করবেন। তাঁর দৃষ্টি সব সময় তোমার উপর রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعۡيُنِنَا

ধৈর্য ধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৮)

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ যখন তুমি সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন তুমি আমার চোখের সামনে থাক। (কুরতুবী ১৩/১৪৪) ইকরিমাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ যখন তুমি সালাতে দন্ডায়মান হও, রুকূ কর ও সাজদাহ কর। (তাবারী ১৯/৪১২) হাসান (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ যখন তুমি একাকী সালাত আদায় কর। যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ যখন তুমি শু’য়ে থাক অথবা বসে থাক। (দুররুল মানসুর ৬/৩৩০) কাতাদাহ

(রহঃ) বলেন ঃ যখন তুমি দাঁড়িয়ে থাক, বসে থাক এবং অন্যান্য অবস্থায়ও। (আবদুর রায্যাক ৩/৭৭) অর্থাৎ তুমি একাকী সালাত আদায় করলেও আমি দেখতে পাই এবং জামা'আতে আদায় করলেও তুমি আমার সামনেই থাক। (দুররুল মানসুর ৬/৩৩১, তাবারী ১৯/৪১৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা খুবই শুনে থাকেন এবং তাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবহিত। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬১)

২২১। তোমাদেরকে কি জানাব, কার নিকট শাইতানরা অবতীর্ণ হয়?	٢٢١. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ
২২২। তারাতো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক চরম মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।	٢٢٢. تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
২২৩। তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।	٢٢٣. يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَـٰذِبُونَ
২২৪। এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত।	٢٢٤. وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ
২২৫। তুমি কি দেখনা, তারা বিভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক	٢٢٥. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ

উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়?	يَهِيمُونَ
২২৬। এবং যা তারা করেনা তা বলে।	٢٢٦. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
২২৭। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং আল্লাহকে বার বার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্য স্থল কোথায়?	٢٢٧. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

ধর্মীয় পুস্তক রদ-বদল করার জন্য মূর্তি পূজকদের প্রতি নিন্দাবাদ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মুশরিকরা বলত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কুরআন নিয়ে আগমন করেছেন তা সত্য নয়। তিনি এটা স্বয়ং রচনা করেছেন। অথবা তাঁর কাছে জিনদের নেতা এসে থাকে যে তাঁকে শিখিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আপত্তিকর কথা হতে পবিত্র করেছেন এবং প্রমাণ করছেন যে, তিনি যে কুরআন আনয়ন করেছেন তা আল্লাহর কালাম এবং তাঁর নিকট হতেই এটা অবতারিত। সম্মানিত, বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী মালাক জিবরাঈল (আঃ) এটি বহন করে এনেছেন। এটি কোন শাইতান বা জিন আনয়ন করেনি। শাইতানরাতো কুরআনের শিক্ষা হতে সম্পূর্ণ বিমুখ। তাদের শিক্ষাতো কুরআনুল হাকীমের শিক্ষার একেবারে বিপরীত। সুতরাং কি করে তারা কুরআনের ন্যায় পবিত্র ও সুপথ প্রদর্শনকারী কালাম আনয়ন করে মানুষকে সুপথ প্রদর্শন করতে

পারে? তারাতো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। কেননা তারা নিজেরাও চরম মিথ্যাবাদী ও পাপী। তারা চুরি করে আকাশ থেকে যে এক আধটি কথা শুনে নেয়, ওর সাথে বহু শত মিথ্যা কথা মিলিয়ে দিয়ে তাদের কমরেড জ্যোতিষীদের কানে পৌঁছিয়ে থাকে। ঐ জ্যোতিষীরা তখন ওর সাথে নিজেদের পক্ষ হতে আরও বহু মিথ্যা কথা মিলিয়ে দিয়ে লোকদের মধ্যে প্রচার করে। শাইতান লুকিয়ে যে সত্য কথাটি আকাশে শুনেছিল ওটা সত্যরূপেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু লোকেরা ঐ একটি সত্য কথার উপর ভিত্তি করে জ্যোতিষী/ভবিষ্যদ্বক্তার আরও শত শত মিথ্যা কথাকেও সত্য বলে বিশ্বাস করে। এভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভবিষ্যদ্বক্তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ তারা কিছুই না। জনগণ বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা এমনও কথা বলে যা সত্য হয়ে থাকে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ, এটা ঐ কথা যা জিনেরা চুরি করে আকাশ হতে শুনে আসে এবং তা ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা বন্ধুদের কানে পৌঁছিয়ে থাকে। অতঃপর ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা নিজের পক্ষ হতে শত মিথ্যা কথা ওর সাথে মিলিয়ে বলে দেয়। (ফাতহুল বারী ১৩/৫৪৫)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ তা‘আলা আকাশে কোন কাজের ফাইসালা করেন তখন মালাইকা বিনয়ের সাথে নিজেদের পালক ঝুকিয়ে দেন। কোন পাথরে শিকল বাজানো হলে যেরূপ শব্দ হয় ঐরূপ শব্দ ঐ সময় আসতে থাকে। যখন ঐ বিহ্বলতা দূর হয় তখন মালাইকা/ফেরেশতারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের রাব্ব কি বলেছেন (কি হুকুম করেছেন)? উত্তরে বলা হয় ঃ তিনি সত্য বলেছেন (সঠিক হুকুম করেছেন)। তিনি সমুন্নত ও মহান। কখনও কখনও আল্লাহ তা‘আলার ঐ হুকুম চুরি করে শ্রবণকারী কোন জিনের কানে পৌঁছে যায় যা এভাবে একের উপর এক মাধ্যম হয়ে ঐ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। হাদীস বর্ণনাকারী সুফিয়ান (রহঃ) স্বীয় হাতের অঙ্গুলীগুলি বিছিয়ে দিয়ে ওর উপর অপর হাত ঐভাবেই রেখে ওগুলিকে মিলিত করে বলেন ঃ এইভাবে। এখন উপরের জন নীচের জনকে, সে তার নীচের জনকে ঐ কথা বলে দেয়। শেষ পর্যন্ত সর্ব নীচের জন ঐ কথা ভবিষ্যদ্বক্তার কানে পৌঁছিয়ে থাকে। কখনও কখনও এমনও হয় যে, ঐ কথা পৌঁছানোর পূর্বেই শ্রোতা জিনকে অগ্নিশিখা ধ্বংস করে ফেলে,

সুতরাং শাইতান ঐ কথা পৌঁছাতে পারেনা। আবার কখনও কখনও অগ্নিশিখা পৌঁছার পূর্বেই শাইতান ঐ কথা পৌঁছিয়ে থাকে। ঐ কথার সাথে যাদুকর নিজের পক্ষ হতে শত শত মিথ্যা কথা মিলিয়ে দিয়ে প্রচার করে। ঐ একটি কথা সত্যরূপে প্রকাশিত হওয়ায় জনগণ সবগুলোকেই সত্য মনে করে থাকে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯৮)

আয়িশা (রাঃ) হতে সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে এও আছে যে, আল্লাহর মালাইকা পৃথিবী বিষয়ক কথা-বার্তা মেঘের উপর বলে থাকেন যা শাইতান শুনে নিয়ে ভবিষ্যদ্বক্তাদের কানে পৌঁছিয়ে থাকে। আর ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা/জ্যোতিষী/যাদুকর একটি সত্যের সাথে শতটি মিথ্যা মিলিয়ে দেয়। (বুখারী ৩২৮৮)

রাসূলকে (সাঃ) কবি বলায় নিন্দা জ্ঞাপন

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ** *এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত*। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ অবিশ্বাসী কাফিরেরা মানুষ ও জিনদের মধ্য থেকে বিপদগামী লোকদের কথাকে মেনে চলে। (তাবারী ১৯/৪১৬) মুজাহিদ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৯/৪১৫, ৪১৬) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ দুই কবি তাদের কবিতার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি বিদ্রুপাত্মক কবিতা আবৃত্তি করছিল এবং লোকদের মধ্যে এক দল এক কবিকে এবং অপর দল অন্য কবিকে সমর্থন/উৎসাহ যোগাচ্ছিল। তখন আল্লাহ সুবহানাহু **وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ** এ আয়াতটি নাযিল করেন। (দুররুল মানসুর ৬/৩২৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ *তুমি কি দেখ না যে, তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়?* প্রত্যেক বাজে বিষয় তারা তাদের কবিতায় উল্লেখ করে থাকে। তারা কারও প্রশংসা করতে গিয়ে তাকে একেবারে আকাশে উঠিয়ে দেয়। মিথ্যা প্রশংসা করে তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। তারা হয় কথার সওদাগর, কিন্তু কাজে অলস। তারা নিজেরা যা করেনা তা বলে থাকে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা সমস্ত ধরনের অসার বাক্য দিয়ে কথার মালা গাঁথে। (তাবারী ১৯/৪১৮) যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মুখে যা

আসে তা’ই তারা বলে, কোন কিছুই তাদের বলতে আটকায়না। (দুররুল মানসুর ৬/৩৩৪) মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা তার এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ১৯/৪১৭) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ *এবং যা তারা করেনা, তা বলে।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে আল আউফী (রহঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় দুই লোক কবিতার মাধ্যমে একে অপরের নিন্দা করছিল। তাদের একজন ছিল আনসার এবং অপর জন ছিল অন্য গোত্রভুক্ত। তাদের উভয়কেই দু’টি ভিন্ন ভিন্ন দল উৎসাহ যোগাচ্ছিল, যারা ছিল অশিক্ষিত ও মূর্খ। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন ঃ

وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ *এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনা, তারা বিভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় এবং যা তারা করেনা তা বলে।* (তাবারী ১৯/৪১৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবিও নন, যাদুকরও নন, ভবিষ্যদ্বক্তাও নন এবং মিথ্যা আরোপকারীও নন। তাঁর বাহ্যিক অবস্থাই তাঁর এসব দোষ হতে মুক্ত হওয়ার বড় সাক্ষী। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا عَلَّمْنَـٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ

আমি তাকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। ইহাতো শুধু উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬৯) অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা। ইহা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। ইহা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৪০-৪৩)

ইসলামী কবিদের ব্যাপারে ব্যতিক্রম

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কুসাইদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তামিম আদ দারীর (রাঃ) মুক্ত করা দাস আবুল হাসান সালিম আল বাররাদ (রাঃ) বলেন যে, যখন وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ *এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা যারা বিভ্রান্ত।* এ আয়াত নাযিল হয় তখন হাস্সান ইব্ন সাবিত (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাহ (রাঃ) এবং কা‘ব ইব্ন মালিক (রাঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলেতো কবিদের অবস্থা খুবই খারাপ। আল্লাহতো নিশ্চয়ই জানেন যে, আমরাও কবি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات *কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে।* অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا من بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ঈমান আনয়নকারী ও সৎকর্মশীল তোমরাই এবং আল্লাহকে বার বার স্মরণকারীও তোমরা। তোমরাই অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। সুতরাং তোমরা এদের হতে স্বতন্ত্র। (তাবারী ১৯/৪২০, আবূ দাঊদ ৫০১৬)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে শুধু আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার (রাঃ) কথা আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিওতো কবি? তাঁরই এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ... الخ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা এটা মাক্কী সূরা। আর আনসার কবিরা সবাই ছিলেন মাদীনায়। অতএব তাঁদের ব্যাপারে এ সূরা অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভবই বটে। যে হাদীসগুলি বর্ণিত হয়েছে ওগুলো মুরসাল। সুতরাং এগুলোর উপর ভরসা করা যায়না। তবে এ আয়াতটি যে স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। আর এই স্বাতন্ত্র্য শুধু এই আনসার কবিদের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে কোন কবি তার অজ্ঞতার যুগে যদি ইসলাম ও মুসলিমদের বিপক্ষে কবিতা লিখে থাকে, অতঃপর মুসলিম হয়ে তাওবাহ করে এবং পূর্বের দুষ্কর্মের ক্ষতিপূরণ হিসাবে বেশি বেশি

আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে তারাও নিন্দনীয় কবিদের হতে স্বতন্ত্র হবে। কেননা সৎ কার্যাবলী দুষ্কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেয়। যখন সে মুসলিমদের ও ইসলামের প্রশংসা করল তখন ঐ দুষ্কর্ম সৎকর্মে পরিবর্তিত হয়ে গেল। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন যাব'আরী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্নাম করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর খুবই প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যখন খারাপ লোক ছিলাম তখন আমার এই জিহ্বা শাইতানের প্ররোচনায় বিপদগামী হয়ে অনেক কথা উচ্চারণ করেছে। এখন আমি তা থেকে পরিত্রান পাবার জন্য আমার জিহ্বাকে ব্যবহার করব। নিশ্চয়ই যে শাইতানের পথে ঝুকে পড়ে সে হয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। অনুরূপভাবে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই হওয়া সত্ত্বেও তাঁর একজন বড় শত্রু ছিলেন এবং তাঁর খুবই দুর্নাম ও উপহাস করতেন। কিন্তু যখন তিনি মুসলিম হলেন তখন এমন পাকা মুসলিম হলেন যে, সারা দুনিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা বড় প্রিয়জন তার কাছে আর কেহই ছিলনা। প্রায়ই তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর সাথে গভীর ভালবাসা রাখতেন। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا তারা অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে অর্থাৎ কবিতার মাধ্যমে তারা কাফিরদের নিন্দামূলক কবিতার জবাব দিয়ে থাকেন। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা ঐ সমস্ত লোকের নিন্দা করে যারা অবিশ্বাসী কাফিরদের পক্ষ হয়ে মু'মিন ব্যক্তিদের নিন্দা করে। (তাবারী ১৯/৪২০) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মত পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/৪১৯, ৪২০) সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসসানকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ তুমি কাফিরদের নিন্দা করে কবিতা রচনা কর; অথবা বলেছিলেন ঃ তুমি কাফিরদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কবিতা রচনা কর এবং জিবরাঈল (আঃ) তোমার সঙ্গে আছেন। (ফাতহুল বারী ৬/৩৫১)

কা'ব ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি কুরআনুল কারীমে কবিদের নিন্দা জ্ঞাপনের কথা শোনেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা (কবিদের সম্পর্কে) যা নাযিল করার তাতো নাযিল করেছেন (তাহলে আমিও কি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত?)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ

(না, না, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। জেনে রেখ যে,) মু’মিন তরবারী ও জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে থাকে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের কবিতাগুলি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) মুজাহিদের তীরের ন্যায় আক্রমণ করেছে। (আহমাদ ৬/৩৮৭)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ অত্যাচারীদের গন্তব্যস্থল কোথায় তা তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ

যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ৫২) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যুল্ম হতে বেঁচে থাক। কারণ কিয়ামাতের দিন যুল্ম অন্ধকারের কারণ হবে। (আহমাদ ২/১০৬)

কাতাদাহ ইব্ন দি‘আমাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ উক্তিটি আম বা সাধারণ, কবি হোক বা অন্য কেহ হোক, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

সূরা শু‘আরা এর তাফসীর সমাপ্ত।

Contents

সূরা ২৭ ঃ নাম্‌ল, মাক্কী
٢٧ – سورة النمل، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৯৩, রুকূ ৭) (اَيَاتُهَا : ٩٣، رُكُوْعَاتُهَا : ٧)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। তা সীন; এগুলি আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের।	١. طسٓ ۚ تِلۡكَ ءَايَـٰتُ ٱلۡقُرۡءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ
২। পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য।	٢. هُدًى وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُؤۡمِنِينَ
৩। যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং যারা আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।	٣. ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأَخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ
৪। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকে আমি শোভন করেছি, ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়।	٤. إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمۡ أَعۡمَـٰلَهُمۡ فَهُمۡ يَعۡمَهُونَ
৫। এদেরই জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।	٥. أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمۡ سُوٓءُ

ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ	
٦. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ	**৬। নিশ্চয়ই তোমাকে আল কুরআন দেয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হতে।**

মু'মিনদের জন্য কুরআন হল পথ নির্দেশ ও সুখবার্তা এবং কাফিরদের জন্য সতর্ক বাণী

সূরাসমূহের শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তাআত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি এসে থাকে সেগুলির পূর্ণ আলোচনা সূরা বাকারাহর শুরুতে করা হয়েছে। সুতরাং এখানে ওগুলির পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ এগুলি হল উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত। هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ এগুলি হল মু'মিনদের জন্য পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ। যারা এগুলিকে বিশ্বাস করে এগুলির অনুসরণ করে তারা কুরআনকে সত্য বলে স্বীকার করে এবং ওর উপর আমল করে থাকে।

এরাই তারা যারা সঠিকভাবে ফার্‌য সালাত আদায় করে এবং অনুরূপভাবে ফার্‌য যাকাত প্রদানের ব্যাপারেও কোন ত্রুটি করেনা। আর তারা পরকালের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং এরপরে পুরস্কার ও শাস্তিকেও তারা স্বীকার করে। জান্নাত ও জাহান্নামকে তারা সত্য বলে বিশ্বাস করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪)

যাতে তুমি ওর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভনীয় করেছি। তাদের কাছে তাদের মন্দ কাজও ভাল মনে হয়। তাই তারা ঔদ্ধত্য ও বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০)

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (*এদেরই জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত*) তাদের জন্য এ শাস্তি দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও। মানব সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক অপরাধীকেই একত্রিত করা হবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবেনা কোন ধন-সম্পদ এবং হৃদয়ের প্রশান্তি। মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ হে নাবী! নিশ্চয়ই তোমাকে আল-কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট হতে। তাঁর আদেশ ও নিষেধের মধ্যে কি নিপুণতা রয়েছে তা তিনিই ভাল জানেন। ছোট-বড় সমস্ত কাজ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবহিত। সুতরাং কুরআনুল হাকীমের সবকিছুই নিঃসন্দেহে সত্য। এর মধ্যে যেসব আদেশ ও নিষেধ রয়েছে সবই ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১৫)

৭। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল ঃ আমি আগুন দেখেছি, সত্বর আমি সেখান হতে তোমাদের জন্য কোন খবর আনব অথবা তোমাদের জন্য আনব জ্বলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।	٧. إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِۦٓ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا سَـَٔاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
৮। অতঃপর সে যখন ওর নিকট এলো তখন ঘোষিত হল ঃ ধন্য সেই ব্যক্তি যে আছে এই আগুনের মধ্যে এবং যারা আছে ওর চতুস্পার্শ্বে। জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত।	٨. فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৯। হে মূসা! আমিতো আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٩. يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
১০। তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল তখন সে পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও তাকালনা। বলা হল ঃ হে মূসা!	١٠. وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّى

Contents

ভীত হয়োনা, নিশ্চয়ই আমি

১১। তবে যারা যুল্‌ম করার পর মন্দ কাজের পরিবর্তে সৎ কাজ করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	١١. إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسۡنَۢا بَعۡدَ سُوٓءٖ فَإِنِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ
১২। তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও। এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে; এটা ফির‘আউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; তারাতো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।	١٢. وَأَدۡخِلۡ يَدَكَ فِي جَيۡبِكَ تَخۡرُجۡ بَيۡضَآءَ مِنۡ غَيۡرِ سُوٓءٖۖ فِي تِسۡعِ ءَايَٰتٍ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ وَقَوۡمِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمٗا فَٰسِقِينَ
১৩। অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত এলো তখন তারা বলল ঃ এটাতো সুস্পষ্ট যাদু।	١٣. فَلَمَّا جَآءَتۡهُمۡ ءَايَٰتُنَا مُبۡصِرَةٗ قَالُواْ هَٰذَا سِحۡرٞ مُّبِينٞ
১৪। তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল!	١٤. وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗاۚ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

মূসার (আঃ) ঘটনা এবং ফির‘আউনের ধ্বংস

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় প্রিয় পাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মূসার (আঃ) ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি মূসাকে (আঃ) মর্যাদাসম্পন্ন নাবী বানিয়েছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন, তাঁকে বড় বড় মু‘জিযা দান করেছিলেন এবং ফির‘আউন ও তার লোকদের কাছে তাঁকে নাবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ঐ কাফিরের দল তাঁকে অস্বীকার করে। তারা কুফরী ও অহংকার করার মাধ্যমে তাঁর অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

মূসা (আঃ) যখন নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে চলছিলেন তখন তিনি পথ ভুলে যান। রাত্রি এসে পড়ে এবং চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যায়। ঐ সময় এক দিকে তিনি অগ্নিশিখা দেখতে পান। তখন তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বলেন ঃ

إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি আলো দেখতে পাচ্ছি এবং ঐ আলোর দিকে যাচ্ছি। হয়ত সেখানে কেহ রয়েছে, তার কাছে পথ জেনে নিব, অথবা সেখান হতে কিছু আগুন নিয়ে আসব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। হলও তাই। সেখান হতে তিনি একটি বড় খবর আনলেন এবং বড় একটা নূর (জ্যোতি) লাভ করলেন। এরপর বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا যখন মূসা (আঃ) ঐ আলোর নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি সেখানকার দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান। তিনি একটি সবুজ রংয়ের গাছ দেখলেন যার উপর আগুন জড়িয়ে রয়েছে। অগ্নিশিখা যত প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে, গাছের শ্যামলতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পান যে, ঐ নূর আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে ওটা আগুন ছিলনা, বরং ওটা ছিল জ্যোতি। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে ওটি ছিল বিশ্বরাব্ব এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর জ্যোতি। মূসা (আঃ) অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তিনি কোন কিছুই বুঝতে পারছিলেননা। হঠাৎ শব্দ এলো ঃ

نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ ধন্য সেই ব্যক্তি যে আছে এই আগুনের মধ্যে এবং যারা আছে ওর চতুস্পার্শ্বে (অর্থাৎ মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী)। ইব্ন

আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যারা নূরের স্পর্শে এসেছে তাদের জন্য রয়েছে সৌভাগ্য। (তাবারী ১৯/৪২৮)

وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। তিনি যা চান তা'ই করেন। তাঁর সৃষ্টের মধ্যে তাঁর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

[illegible]

নন। তিনি মাখলূকের সঙ্গে তুলনীয় হওয়া হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এরপর আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ

يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ হে মূসা! আমিতো আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ সুবহানাহু তাঁকে (মূসাকে) বলেন যে, যিনি আহ্বান করছেন তিনিই তাঁর রাব্ব, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে পৃথিবীর সবকিছু, যাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে রয়েছে প্রজ্ঞা। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মূসাকে (আঃ) নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَأَلْقِ عَصَاكَ হে মূসা! তুমি তোমার হাতের লাঠিখানা যমীনে ফেলে দাও যাতে তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাও যে, আল্লাহ তা'আলা স্বেচ্ছাচারী এবং তিনি সবকিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ শ্রবণ মাত্রই মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দেন। তৎক্ষণাৎ লাঠিখানা এক বিরাট ভয়ংকর সাপ হয়ে যায় এবং অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও খুব দ্রুত চলতে ফিরতে শুরু করে। লাঠিকে এরূপ বিরাট জীবন্ত সাপ হতে দেখে মূসা (আঃ) ভীত হয়ে পড়েন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ *ভীত হয়োনা, নিশ্চয়ই আমি এমন, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায়না*। কুরআনুল কারীমে **جان** শব্দ রয়েছে। এটা হল এক প্রকার সাপ যা অতি দ্রুত চলতে পারে এবং খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে।

وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ মূসা (আঃ) ঐ সাপ দেখে ভীত হয়ে পড়েন এবং ভয়ের কারণে স্থির থাকতে পারেননি, বরং পিছন ফিরে সেখান হতে পালাতে শুরু

করেন। তিনি এত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, একবার মুখ ঘুরিয়েও দেখেননি। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা ডাক দিয়ে বললেন ঃ

لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ হে মূসা! ভীত হয়োনা। আমিতো তোমাকে আমার মনোনীত রাসূল ও মর্যাদা সম্পন্ন নাবী বানাতে চাই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ তবে যারা যুল্‌ম করার পর মন্দ কাজের পরিবর্তে সৎ কাজ করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। এই আয়াতে মানুষের জন্য বড়ই সুসংবাদ রয়েছে। যে কেহই কোন অন্যায় ও মন্দ কাজ করবে, অতঃপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ঐ কাজ ছেড়ে দিবে ও খাঁটি অন্তরে তাওবাহ করবে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ কবূল করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ

এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবাহ করে, ঈমান আনে, সৎ কাজ করে ও সৎ পথে অবিচল থাকে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৮২) অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ

এবং যে কেহ দুস্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) এই বিষয়ের বহু আয়াত রয়েছে। লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া একটি মু'জিযা, এর সাথে সাথে মূসাকে (আঃ) আর একটি মু'জিযা দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নাবী মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও, তাহলে এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে। এটা ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত, যেগুলি দ্বারা আমি বিভিন্ন সময়ে তোমার পৃষ্ঠপোষকতা করব, যাতে তুমি সত্যত্যাগী ফির'আউন ও তার কাওমের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পার।

ঐ নয়টি মু'জিয়া এগুলিই ছিল যেগুলির বর্ণনা নিম্নের আয়াতে রয়েছে যার পূর্ণ তাফসীর ওখানেই গত হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍ... الخ

আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০১)

যখন এই সুস্পষ্ট ও প্রকাশমান মু'জিযাগুলি ফির'আউন ও তার লোকদেরকে দেখানো হল তখন তারা হঠকারিতা করে বলল ঃ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ এটাতো সুস্পষ্ট যাদু।

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا *তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে*

[illegible]

তরফ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু তাদের ঔদ্ধত্যতা ও অবাধ্যতা সত্য স্বীকার করা থেকে বিরত রাখছে। তাদের এ অবাধ্যতা ও ভুল পথে চলার কারণ এই যে, তাদের অভ্যাসই হল সবকিছুতেই অবজ্ঞা প্রকাশ করা এবং তাদের ঔদ্ধত্যতার কারণ এই যে, সত্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ হে মুহাম্মাদ! দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কতই না বিস্ময়কর ও শিক্ষামূলক হয়েছিল। একই সাথে সবাই তারা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল। সুতরাং হে শেষ নাবীকে বিশ্বাসকারী দল! তোমরা এই নাবীকে অবিশ্বাস করে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করনা। কেননা এই নাবীতো মূসা (আঃ) অপেক্ষাও উত্তম ও শ্রেষ্ঠতর। তাঁর দলীল প্রমাণাদি ও মু'জিযাগুলিও মূসার (আঃ) মু'জিযাগুলি অপেক্ষা বড় এবং মযবূত। স্বয়ং তাঁর ঐ অস্তিত্ব, তাঁর স্বভাব চরিত্র, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং পূর্ববর্তী নাবীদের (আঃ) তাঁর সম্পর্কে শুভ সংবাদ ও তাঁদের নিকট হতে তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা/অঙ্গীকার গ্রহণ ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে না মেনে নির্ভয়ে থাকবে এটা মোটেই উচিত নয়।

১৫। আমি অবশ্যই দাউদকে ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা বলেছিল ঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মু'মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।	١٥. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ

	عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১৬। সুলাইমান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিল ঃ হে লোক সকল! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু হতে প্রদান করা হয়েছে; এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।	١٦. وَوَرِثَ سُلَيْمَـٰنُ دَاوُۥدَ ۖ وَقَالَ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَىْءٍ ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ
১৭। সুলাইমানের সামনে সমবেত করা হল তার বাহিনীকে, জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হল বিভিন্ন ব্যূহে।	١٧. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَـٰنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
১৮। যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিপীলিকা বলল ঃ হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।	١٨. حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوْا۟ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَـٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَـٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

১৯। فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ

১৯। সুলাইমান ওর উক্তিতে মৃদু হাস্য করল এবং বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তজ্জন্য এবং যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎ কর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত করুন।

সুলাইমান (আঃ) এবং তাঁর বাহিনীর পিপীলিকার বাসস্থানের পাশ দিয়ে পদযাত্রা

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা‘আলার ঐ নি‘আমাতরাশির বর্ণনা রয়েছে যেগুলি তিনি তাঁর দুই বান্দা দাঊদ (আঃ) ও সুলাইমানকে (আঃ) দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদেরকে দান করেছিলেন উভয় জগতের সম্পদ। এই নি‘আমাতগুলি দান করার সাথে সাথে তিনি তাঁদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও তাওফীক দিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদেরকে প্রদত্ত নি‘আমাতরাজির কারণে সদা-সর্বদা আল্লাহ তা‘আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁর প্রশংসা করতেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ সুলাইমান হয়েছিল দাঊদের (আঃ) উত্তরাধিকারী।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী নয়। বরং রাজত্ব ও নাবুওয়াতের উত্তরাধিকারী উদ্দেশ্য। যদি সম্পদের উত্তরাধিকারী উদ্দেশ্য হত তাহলে শুধুমাত্র সুলাইমানের (আঃ) নাম আসতনা। কেননা দাঊদের (আঃ) একশ’ জন স্ত্রী ছিল। আর নাবীদের (আঃ) সম্পদের মীরাস হয়না। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা নাবীদের দল কেহকেও (সম্পদের)

উত্তরাধিকারী করিনা। আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদাকাহ (রূপে পরিগণিত) হয়। (তিরমিযী ৫/২৩৪, বুখারী ৬৭২৭)

সুলাইমান (আঃ) বললেন ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ *হে লোক সকল! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু হতে প্রদান করা হয়েছে।* এখানে আল্লাহ সুবহানাহু সুলাইমানকে (আঃ) জিন ও মানব সন্তানের উপর যে বিশেষ ক্ষমতা ও পরিচালনার নি'আমাত দান করেছেন সেই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) পশু-পাখির ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন যা অন্য কোন নাবী কিংবা মানুষকে আর শিক্ষা দেয়া হয়নি। পাখিরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যাওয়ার সময় যখন একে অপরের সাথে কথা বলত কিংবা পশুরা তাদের নিজেদের মধ্যে বাক্য বিনিময় করত তা সবই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) বুঝতে পারার জ্ঞান দান করেছিলেন। সুলাইমান (আঃ) আল্লাহর নি'আমাতরাজি স্মরণ করে বলেন ঃ

عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ হে লোকসকল! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এটা আমার প্রতি আল্লাহর একটি বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ যা অন্য কেহকেও দেয়া হয়নি। إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ এটা অবশ্যই তাঁর সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

فَهُمْ يُوزَعُونَ সুলাইমানের (আঃ) সৈন্য একত্রিত হল যাদের মধ্যে মানুষ, জিন, পাখী ইত্যাদি সবই ছিল। তাঁর নিকটবর্তী ছিল মানুষ, তারপর জিন। পাখী তাঁর মাথার উপর থাকত। গরমের সময় তারা তাঁকে ছায়া দিত। সবাই নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যার জন্য যে জায়গা নির্ধারিত ছিল সে সেই জায়গায়ই থাকত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক দলের প্রধানকে তার দলের লোকদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানোর জন্য নিয়োজিত রাখা হত যাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই সুশৃংখলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেমনটি বর্তমান শাসকরাও তাদের সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখে। (তাবারী ১৯/৫০০, ৫০১)

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ এই সেনাবাহিনীকে নিয়ে সুলাইমান (আঃ) চলছিলেন। পথিমধ্যে তাঁদেরকে এমন জায়গা দিয়ে গমন করতে হল

যেখানে পিপীলিকার বাহিনী ছিল। সুলাইমানের (আঃ) সেনাবাহিনীকে দেখে একটি পিপীলিকা অন্যান্য পিপীলিকাকে বলল ঃ

يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান (আঃ) ও তাঁর সেনাবাহিনী তাঁদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

আমার রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ এই যে, আপনি আমাকে পাখী ও জীব-জন্তু ইত্যাদির ভাষা শিখিয়েছেন এবং আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনার ইনআম এই যে, তাঁরা মু'মিন ও মুসলিম ছিলেন ইত্যাদি।

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ আর আমাকে তাওফীক দিন যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত করুন। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমার মৃত্যু ঘটানোর পর আপনার মু'মিন বান্দাদের এবং আপনার নিকটতর বন্ধুদের সাথে মিলিত করুন।

২০। সুলাইমান পক্ষীকুলের সন্ধান নিল এবং বলল ঃ ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখছিনা যে! সে অনুপস্থিত না কি?	٢٠. وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِىَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآئِبِينَ
২১। সে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে না পারলে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি	٢١. لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا

দিব অথবা যবাহ করব।	أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ

হুদহুদ পাখির অনুপস্থিতি

মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং অন্যান্যরা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদহুদ পাখিটি এতটাই পারদর্শী ছিল যে, সুলাইমান (আঃ) যখন তাঁর প্রাসাদ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতেন এবং তখন যদি সেখানে পানির প্রয়োজন হত তাহলে হুদহুদ পাখি জানিয়ে দিত যে, কোথায় পানি পাওয়া যাবে। বিভিন্ন অনুসন্ধানী দল যেমন নানা বিষয়ের অন্বেষনে পৃথিবী ঘুরে বেরিয়ে বিভিন্ন জিনিস আবিস্কার করে, হুদহুদ পাখিও অনুরূপভাবে বলে দিতে পারত যে, কোথায়, মাটির কত নিম্ন স্তরে পানি পাওয়া যাবে। হুদহুদ পাখি ঐ পানি প্রাপ্তির জায়গা খুঁজে পেয়ে সুলাইমানকে (আঃ) দেখিয়ে দিলে তিনি জিনদেরকে হুকুম করতেন যে, তারা যেন ঐ স্থানের মাটি খুঁড়ে পানির স্তরে পৌঁছে তা সংগ্রহ করে। এভাবে একদিন তিনি এক জঙ্গলে অবস্থান ছিলেন এবং পানির খোঁজ নেয়ার জন্য হুদহুদ পাখীর সন্ধান নেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় হুদহুদ উপস্থিত ছিলনা। তাকে দেখতে না পেয়ে সুলাইমান (আঃ) বলেন ঃ

مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ আমি আজ হুদহুদকে দেখতে পাচ্ছিনা। সে কি পাখীদের মধ্যে কোন জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে বলেই আমার চোখে পড়ছেনা, নাকি আসলেই সে অনুপস্থিত রয়েছে?

একদা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট এই তাফসীর শুনে নাফি ইবনুল আযরাক খারেজী প্রতিবাদ করে বসে। এই বাজে উক্তিকারী লোকটি প্রায়ই আবদুল্লাহর (রাঃ) কথার প্রতিবাদ করত। সে বলল ঃ হে ইব্ন আব্বাস (রাঃ)! আপনিতো আজ হেরে গেলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ এটা তুমি কেন বলছ? উত্তরে সে বলল ঃ আপনি বলছেন যে, হুদহুদ যমীনের নীচের পানি দেখতে পেত। কিন্তু কি করে এটা সত্য হতে পারে? ছেলেরা জাল বিছিয়ে ওকে মাটি দ্বারা ঢেকে ওর উপর দানা নিক্ষেপ করে হুদহুদ পাখীকে শিকার করে থাকে। যদি সে যমীনের নীচের পানি দেখতে পায় তাহলে যমীনের উপরের জাল সে দেখতে পায়না কেন? তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) উত্তর দেন ঃ তুমি মনে করবে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ)

হেরে যাওয়ার ফলে নিরুত্তর হয়ে গেছেন, এরূপ ধারণা আমি না করলে তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করতামনা। জেনে রেখ যে, যখন মৃত্যু এসে যায় তখন চক্ষু অন্ধ হয়ে যায় এবং জ্ঞান লোপ পায়। এ কথা শুনে নাফি নিরুত্তর হয়ে যায় এবং বলে ঃ আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনও কুরআনের বিষয়ে আপনার কথার কোন প্রতিবাদ করবনা। (কুরতুবী ১৩/১৭৭, ১৭৮)

সুলাইমান (আঃ) বললেন ঃ **لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا** যদি সত্যিই সে অনুপস্থিত থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিব। আল আমাশ (রহঃ) মিনহাল ইব্‌ন আমর (রহঃ) থেকে, তিনি সাঈদ (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুলাইমান (আঃ) যে শাস্তির কথা বুঝাতে

[illegible]
দাঁড় করিয়ে রাখার মাধ্যমে। (তাবারী ১৯/৪৪৩) একাধিক সালাফও বলেছেন যে, হুদহুদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল তার পালক তুলে ফেলা এবং সূর্যের তাপে ফেলে রাখা যাতে পিপীলিকারা তাকে খেয়ে ফেলে।

أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ (*অথবা যবাহ করব*) অথবা যবাহ করেই ফেলবো। আর যদি সে তার অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে।

সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াইনাহ (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রহঃ) বলেন ঃ কিছুক্ষণ পর হুদহুদ এসে গেল। জীব-জন্তুগুলো তাকে বলল ঃ আজ তোমার রক্ষা নেই। বাদশাহ সুলাইমান (আঃ) তোমাকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। হুদহুদ তখন তাদেরকে বলল ঃ বাদশাহ কি শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন বল দেখি? তারা তা বর্ণনা করল। তখন সে খুশী হয়ে বলল ঃ তাহলে আমি রক্ষা পেয়ে যাব।

২২। অনতি বিলম্বে হুদহুদ এসে পড়ল এবং বলল ঃ আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি এবং ‘সাবা’ হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।	٢٢. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَقِينٍ

২৩। আমি এক নারীকে দেখলাম যে তাদের উপর রাজত্ব করছে; তাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।	٢٣. إِنِّي وَجَدتُّ ٱمۡرَأَةً تَمۡلِكُهُمۡ وَأُوتِيَتۡ مِن كُلِّ شَيۡءٍ وَلَهَا عَرۡشٌ عَظِيمٌ
২৪। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদাহ করছে; শাইতান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ হতে নিবৃত্ত করেছে; ফলে তারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়না -	٢٤. وَجَدتُّهَا وَقَوۡمَهَا يَسۡجُدُونَ لِلشَّمۡسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمۡ لَا يَهۡتَدُونَ
২৫। তারা নিবৃত্ত রয়েছে আল্লাহকে সাজদাহ করা হতে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, এবং যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর।	٢٥. أَلَّا يَسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخۡرِجُ ٱلۡخَبۡءَ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَيَعۡلَمُ مَا تُخۡفُونَ وَمَا تُعۡلِنُونَ
২৬। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই। তিনি মহাআরশের অধিপতি। [সাজদাহ]	٢٦. ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ۩

হুদহুদ পাখির সুলাইমানের (আঃ) কাছে আগমন এবং সাবাবাসীর তথ্য প্রদান

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ হুদহুদ তার অনুপস্থিতির অল্পক্ষণ পরেই এসে পড়ল এবং আরয করল ঃ হে আল্লাহর নাবী (আঃ)! যে সংবাদ আপনি এবং আপনার বাহিনী অবগত নন সেই সংবাদ নিয়ে আমি আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আমি সাবা (একটি দেশের নাম যা ইয়ামানে অবস্থিত) হতে এলাম এবং সেখান থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। একজন নারী সেখানে রাজত্ব করছেন।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ তার নাম ছিল বিলকিস বিন্‌ত শারাহীল। তিনি ছিলেন সাবা দেশের সম্রাজ্ঞী। (দুররুল মানসুর ৬/৩৫১)

وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ পার্থিব প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র

সিংহাসনে তিনি বসেন। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, সিংহাসনটি স্বর্ণ দ্বারা মুণ্ডিত ছিল এবং দামী পাথর দ্বারা কারুকার্য খচিত। ওটা অনেক উঁচু ছিল। ওর পূর্ব অংশে তিনশ’ ষাটটি জানালা ছিল। অনুরূপ সংখ্যক জানালা পশ্চিম অংশেও ছিল। ওটাকে এমন শিল্পচাতুর্যের সাথে নির্মাণ করা হয়েছিল যে, প্রত্যহ সূর্য যখন উদিত হত তখন উহার এক দিকের জানালা দিয়ে আলোকিত হত এবং যখন অস্ত যেত তখন উহার বিপরীত দিকের জানালা দিয়ে আলোকিত হত। দরবারের লোকেরা সকাল-সন্ধ্যায় সূর্যকে সাজদাহ করত।

এ জন্যই হুদহুদ পাখি বলল ঃ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ *আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদাহ করছে; শাইতান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ হতে নিবৃত্ত করেছে*। রাজ্যের রানী, প্রজা সবাই ছিল সূর্যপূজক। আল্লাহর উপাসক তাদের মধ্যে একজনও ছিলনা। শাইতান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভনীয় করে তুলত। সে তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করত। তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ফলে তারা সৎ পথে আসেনি। তারা জানতনা যে, সত্য পথ কোন্‌টি। আল্লাহ তা‘আলা যাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের কেহকেই যে সাজদাহ

করা যাবেনা এ দা'ওয়াতও তাদের কাছে কেহ পৌঁছে দেননি। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদাত কর। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৭) ঘোষিত হয়েছে ঃ

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ তিনি একাই প্রকৃত মা'বূদ। তিনিই মহান আরশের অধিপতি, যার চেয়ে বড় আর কোন কিছুই নেই।

যেহেতু হুদহুদ কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী, এক আল্লাহর ইবাদাতের হুকুমদাতা এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশে সাজদাহ করতে বাধাদানকারী, সেই হেতু তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ উঠিয়ে নেয়া হয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটি প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, সেগুলো হল ঃ পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ এবং সুরূদ্ অর্থাৎ লাটূরা। (আহমাদ, ১/৩৩২, আবূ দাঊদ ৫/৪১৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০৭৪)

২৭। সুলাইমান বলল ঃ আমি দেখব, তুমি সত্য বলেছ, না	٢٧. قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ

কি তুমি মিথ্যাবাদী?	كُنتَ مِنَ ٱلۡكَـٰذِبِينَ
২৮। তুমি যাও আমার এই পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের নিকট অর্পন কর; অতঃপর তাদের নিকট হতে দূরে সরে থেক এবং লক্ষ্য কর তাদের প্রতিক্রিয়া কি?	٢٨. ٱذۡهَب بِّكِتَـٰبِى هَـٰذَا فَأَلۡقِهۡ إِلَيۡهِمۡ ثُمَّ تَوَلَّ عَنۡهُمۡ فَٱنظُرۡ مَاذَا يَرۡجِعُونَ
২৯। সেই নারী বলল ঃ হে পরিষদবর্গ! আমাকে এক	٢٩. قَالَتۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَؤُاْ إِنِّىٓ

৩০। ইহা সুলাইমানের নিকট হতে এবং ইহা দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।	٣٠. إِنَّهُۥ مِن سُلَيۡمَـٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
৩১। অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করনা, এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।	٣١. أَلَّا تَعۡلُواْ عَلَىَّ وَأۡتُونِى مُسۡلِمِينَ

বিলকিসকে সুলাইমানের (আঃ) পত্র প্রদান

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ হুদহুদের খবর শ্রবণ মাত্রই সুলাইমান (আঃ) এর সত্যতা নিরূপণ শুরু করলেন যে, যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয় তাহলে সে ক্ষমার যোগ্য হবে, আর যদি সে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয় তাহলে সে হবে শাস্তির যোগ্য। তাই তিনি তাকেই বললেন ঃ

اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ তুমি আমার এ চিঠিখানা বিলকিসকে দিয়ে এসো যে সেখানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতা

রয়েছেন। তখন ঐ চিঠিখানা চঞ্চুতে করে অথবা পালকের সাথে জড়িয়ে হুদহুদ উড়ে চললো। সেখানে পৌঁছে সে বিলকিসের প্রাসাদে প্রবেশ করল। ঐ সময় বিলকিস নির্জন কক্ষে অবস্থান করছিলেন। হুদহুদ একটি জানালার মধ্য দিয়ে ঐ চিঠিখানা তার সামনে রেখে দিল এবং ভদ্রতার সাথে একদিকে সরে গেল। এতে তিনি অত্যন্ত বিস্মিতা হন এবং সাথে সাথে কিছুটা ভয়ও তার অন্তরে অনুভূত হল। চিঠিখানা তুলে নিয়ে ওর মোহর ছিঁড়ে ফেলে পড়তে শুরু করলেন। ওতে লিখা ছিল ঃ

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـــنِ الرَّحِيمِ. أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ *ইহা সুলাইমানের নিকট হতে এবং ইহা দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করনা এবং আনুগত্য স্বীকার করে*

إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। ঐ পত্রটি যে সম্মানিত ছিল এটা তার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। কারণ একটি পাখী ওটাকে নিয়ে এসেছে, অতি সতর্কতার সাথে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছে এবং তার সামনে আদবের সাথে রেখে দিয়ে এক দিকে সরে দাঁড়িয়েছে! তাই তিনি বুঝে নিলেন যে, নিঃসন্দেহে চিঠিটি সম্মানিত এবং কোন মর্যাদা সম্পন্ন লোকের পক্ষ হতে প্রেরিত।

তারপর তিনি পত্রটির বিষয়বস্তু সকলকে শুনিয়ে দিলেন। শুরুতেই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখা রয়েছে এবং সাথে সাথে মুসলিম হওয়ার ও তাঁর অনুগত হওয়ার আহ্বান রয়েছে।

সুতরাং তারা সবাই বুঝে নিল যে, এটা আল্লাহর নাবীরই দা'ওয়াতনামা। তারা এটাও বুঝতে পারল যে, তাঁর সাথে মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই।

অতঃপর পত্রটির সুন্দর বাচনভঙ্গী, সংক্ষেপণ, অথচ গভীর ভাব তাদের সকলকেই বিস্ময়াভিভূত করল। অল্প কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ *অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করনা*। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে আমার সাথে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করনা। وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (*এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও*) (দুররুল মানসুর

৬/৩৫৪) আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, আমার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করনা অথবা আমার পথে ফিরে আসতে ঔদ্ধত্যতা প্রদর্শন করনা। বরং وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও। (তাবারী ১৯/৪৫৩)

সুলাইমানের (আঃ) পত্রের বিষয়বস্তু শুধু নিম্নরূপই ছিল ঃ আমার সামনে হঠকারিতা করনা, আমাকে বাধ্য করনা, আমার কথা মেনে নাও, অহংকার করনা, বরং খাঁটি একাত্মবাদী ও অনুগত হয়ে আমার নিকট চলে এসো।

৩২। সেই নারী বলল ঃ হে পরিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও; আমি যা সিদ্ধান্ত নিই	٣٢. قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا

৩৩। তারা বলল ঃ আমরাতো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। কি আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন।	٣٣. قَالُوا۟ نَحْنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍ وَأُو۟لُوا۟ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ
৩৪। সে বলল ঃ রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন ওকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তি-দেরকে অপদস্থ করে; এরাও এ রূপই করবে।	٣٤. قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ
৩৫। আমি তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, দেখি	٣٥. وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ

দূতেরা কি বার্তা নিয়ে ফিরে আসে!	فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرۡجِعُ ٱلۡمُرۡسَلُونَ

বিলকিস তার রাজন্যবর্গদের সাথে পরামর্শ করলেন ঃ রাজা-বাদশাহ যে জনপদে প্রবেশ করে সেখানেই ধ্বংস যজ্ঞ চালায়

বিলকিস তার সভাষদবর্গকে সুলাইমানের (আঃ) পত্রের বিষয়বস্তু শুনিয়ে তাদের কাছে পরামর্শ চেয়ে বললেন ঃ

أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ তোমরাতো জান যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে পরামর্শ না করি এবং তোমরা উপস্থিত না থাক ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত একা গ্রহণ করিনা। অতএব

نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ আমাদের যুদ্ধের শক্তি যথেষ্ট রয়েছে এবং আমাদের ক্ষমতা সর্বজনবিদিত। আপনি আমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আপনি যা হুকুম করবেন তা আমরা পালন করার জন্য প্রস্তুত আছি।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বিলকিসের সভাষদবর্গ ও সৈন্য-সামন্ত যুদ্ধের প্রতি বেশ আগ্রহ প্রকাশ করল বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী। তাই তিনি তার মন্ত্রীবর্গ ও উপদেষ্টাদেরকে বললেন ঃ

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً রাজা-বাদশাহদের নিয়ম এই যে, যখন তারা বিজয়ীর বেশে কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন ওকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে। এরাও এরূপই করবে। এবং আল্লাহও তাই বলেন ঃ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (*এরাও এ রূপই করবে*) (তাবারী ১৯/৪৫৫)

অতঃপর তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন যে, সুলাইমানের (আঃ) সাথে সন্ধি করা যাক। সুতরাং তিনি তার কৌশলপূর্ণ কথা সভাষদবর্গের সামনে পেশ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ এখন আমি তাঁর কাছে এক মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। দেখা যাক, দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে? খুব সম্ভব তিনি এটা কবূল করবেন এবং ভবিষ্যতেও প্রতি বছর আমরা এটা জিযিয়া হিসাবে তাঁর নিকট পাঠাতে থাকব। সুতরাং তাঁর আমাদের দেশকে আক্রমণ করার প্রয়োজন হবেনা।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এভাবে উপঢৌকন পাঠিয়ে তিনি বড়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। একজন মুসলিম হিসাবে এবং এর পূর্বে মুশরিক অবস্থায়ও তিনি জানতেন যে, উপঢৌকন এমনই জিনিস যা লোহাকেও নরম করে দেয়। আর ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার কাওমকে বলেছিলেন ঃ যদি তিনি আমাদের উপঢৌকন গ্রহণ করেন তাহলে বুঝবে যে, তিনি একজন বাদশাহ, অতএব তার সাথে যুদ্ধ করা যাবে। আর যদি গ্রহণ না করেন তাহলে

৩৬। অতঃপর যখন দূত সুলাইমানের নিকট এলো তখন সুলাইমান বলল ঃ তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে উৎকৃষ্ট। অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে আনন্দ বোধ করছ।	٣٦. فَلَمَّا جَآءَ سُلَيۡمَـٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيۡرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلۡ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمۡ تَفۡرَحُونَ
৩৭। তাদের নিকট ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সৈন্যবাহিনী যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান হতে বহিস্কার করব	٣٧. ٱرۡجِعۡ إِلَيۡهِمۡ فَلَنَأۡتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخۡرِجَنَّهُم مِّنۡهَآ أَذِلَّةً وَهُمۡ

লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অপমানিত।	صَـٰغِرُونَ

বিলকিসের উপঢৌকন পাঠানো এবং সুলাইমানের (আঃ) প্রতিক্রিয়া

সালাফগণের একাধিক ব্যক্তি বলেছেন যে, বিলকিস খুবই মূল্যবান উপঢৌকন যেমন সোনা, মণি-মাণিক্য ইত্যাদি সুলাইমানের (আঃ) নিকট প্রেরণ করলেন। কেহ কেহ বলেন যে, কিছু ছেলেকে মেয়ের পোশাকে এবং কতগুলি মেয়েকে ছেলের পোশাকে পাঠিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন ঃ যদি সুলাইমান (আঃ) তাদেরকে চিনে নিতে পারেন তাহলে তাঁকে নাবী বলে মেনে নেয়া হবে।

সুলাইমান (আঃ) ঐ রাণীর (বিলকিসের) উপঢৌকনের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করলেননা। বরং তা দেখা মাত্রই বলেছিলেন ঃ

أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ ঘুষ দিয়ে নিজেদেরকে শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার ইচ্ছা করছ? এটা কখনও সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাকে বহু কিছু দিয়েছেন। রাজ্য-রাজত্ব, ধন-সম্পদ, সৈন্য-সামন্ত সবকিছুই আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। যে কোন দিক দিয়েই আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম অবস্থায় রয়েছি।

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لاَّ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً

তোমরা এগুলো নিয়ে তোমাদের লোকদের নিকট ফিরে যাও। জেনে রেখ যে, আমি অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সৈন্যবাহিনী যার মুকাবিলা করার শক্তি তোমাদের নেই। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সেখান হতে বহিষ্কার করব লাঞ্ছিতভাবে এবং তোমরা হবে অবনমিত।

দূতেরা যখন উপঢৌকনগুলি ফিরিয়ে নিয়ে বিলকিসের নিকট পৌঁছল এবং শাহী পয়গাম তাকে জানিয়ে দিল তখন সুলাইমানের (আঃ) নাবুওয়াত সম্পর্কে তার আর কোন সন্দেহ থাকলনা। সুতরাং সমস্ত সৈন্য-সামন্ত ও প্রজাসহ তিনি মুসলিম হয়ে গেলেন এবং তিনি তার সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে সুলাইমানের (আঃ) নিকট হাযির হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যখন সুলাইমান (আঃ)

বিলকিসের সংকল্পের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন এবং আল্লাহ তা‘আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

৩৮। সুলাইমান আরও বলল ঃ হে আমার পরিষদবর্গ! তারা আমার নিকট এসে আত্মসমর্পন করার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে?	٣٨. قَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَؤُاْ أَيُّكُمۡ يَأۡتِينِي بِعَرۡشِهَا قَبۡلَ أَن يَأۡتُونِي مُسۡلِمِينَ
৩৯। এক শক্তিশালী জিন বলল ঃ আপনি আপনার স্থান হতে উঠার পূর্বে আমি ওটা আপনার নিকট এনে দিব এবং	٣٩. قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبۡلَ أَن تَقُومَ مِن

৪০। কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল ঃ আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দিব। সুলাইমান যখন ওটা সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখল তখন সে বলল ঃ এটা আমার রবের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ; যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে তার নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় সে	٤٠. قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُۥ عِلۡمٞ مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبۡلَ أَن يَرۡتَدَّ إِلَيۡكَ طَرۡفُكَۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسۡتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضۡلِ رَبِّي لِيَبۡلُوَنِيٓ ءَأَشۡكُرُ أَمۡ أَكۡفُرُۖ وَمَن شَكَرَ

জেনে রাখুক যে, আমার রাব্ব অভাবমুক্ত, মহানুভব।	فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ

মুহুর্তের মধ্যে যেভাবে বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসা হল

ইয়াযিদ ইব্ন রূমান (রহঃ) থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ দূতেরা যখন বিলকিসের নিকট ফিরে আসে এবং পুনরায় তার কাছে নাবুওয়াতের পয়গাম পৌঁছে তখন তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারেন যে, সুলাইমান (আঃ) একজন নাবী। তাই তিনি বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তিনি একজন নাবী এবং নাবীদের সঙ্গে কখনও মুকাবিলা করা যায়না। তৎক্ষণাৎ তিনি পুনরায় দূত পাঠিয়ে বললেন ঃ আমি আমার কাওমের নেতৃস্থানীয় লোকজনসহ আপনার দরবারে হাযির হচ্ছি, যাতে স্বয়ং আপনার সাথে সাক্ষাত করে দীনী জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং আপনার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা পেতে পারি। এ কথা বলে দূত পাঠিয়ে দিলেন এবং একজনকে তার দরবারে নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে তার দায়িত্বে সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনার ভার দিয়ে নিজের মণি-মাণিক্য খচিত স্বর্ণের মহামূল্যবান সিংহাসনটি একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখলেন। ঐ কক্ষটি আর একটি কক্ষের মধ্যে এবং সেই কক্ষটি আর একটি কক্ষের মধ্যে এমনিভাবে সাতটি কক্ষের অভ্যন্তরে রেখে প্রত্যেকটি কক্ষ তালাবদ্ধ করে দেয়া হল এবং প্রতিনিধিকে এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিলেন যে, তার ফিরে না আসা পর্যন্ত সে যেন তার সিংহাসন এবং লোকজনের প্রতি খেয়াল রাখে। অতঃপর বারো হাজার ইয়ামানী সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে সুলাইমানের (আঃ) রাজ্যাভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। ঐ বারো হাজার সেনাধ্যক্ষের প্রত্যেকের অধীনে হাজার হাজার সৈন্য ছিল। জিনেরা বিলকিস ও তার লোকজনের প্রতিক্ষণের খবর সুলাইমানের (আঃ) নিকট পৌঁছে দিচ্ছিল। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, তারা নিকটবর্তী হয়ে গেছেন তখন তিনি তাঁর রাজসভায় বিদ্যমান মানব ও জিনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ বিলকিস (তার মুসলিম হওয়ার পূর্বে) ও তার লোক-লস্কর এখানে পৌঁছে যাওয়ার পূর্বেই তার সিংহাসনটি আমার নিকট হাযির করে দিতে পারে এমন কেহ তোমাদের মধ্যে

আছে কি? (তাবারী ৯/৫২০) কেননা যখন সে এখানে এসে পৌঁছবে এবং ইসলাম কবূল করে নিবে তখন তার ধন-সম্পদ আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তাঁর এ কথা শুনে একজন শক্তিশালী জিন, সে ছিল এক বিরাট পাহাড়ের মত, বলল ঃ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ আপনার দরবারে আজকের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দিতে পারি। (দুররুল মানসুর ৬/৩৫৯, বাগাবী ৩/৪২০)

সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ সুলাইমান (আঃ) জনগণের বিচার মীমাংসার জন্য সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত সাধারণ দরবারে বসতেন। জিনটি বলল ঃ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ এই সময়ের মধ্যেই আমি বিলকিসের সিংহাসনটি আপনার নিকট নিয়ে আসতে সক্ষম। আর আমি আমানাতদারও বটে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ ওটা বহন করে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমি যথেষ্ট শক্তিশালী এবং ওতে যে মনি-মানিক্য রয়েছে তা হিফাযাত করার ব্যাপারেও আমি উত্তম আমানাতদার। সুলাইমান (আঃ) বললেন ঃ আমি চাই যে, এরও পূর্বে যেন তার সিংহাসনটি আমার নিকট পৌঁছে যায়। (বাগাবী ৩/৪২০) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, সুলাইমান ইব্ন দাঊদের (আঃ) ঐ সিংহাসনটি নিয়ে আসার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা‘আলা সুলাইমানকে (আঃ) যে একটি বড় মু‘জিযা ও পূর্ণ শক্তিতে বলীয়ান করেছেন তার প্রমাণ বিলকিসকে প্রদর্শন করা। সুলাইমানকে (আঃ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এমন ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন যা তাঁর পূর্বে এবং পরে এখন পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টির অন্য কেহকে প্রদান করেননি। বিলকিস এবং তার সাথের লোকদেরকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সুলাইমান (আঃ) এটা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহর তরফ থেকে তিনি নাবুওয়াত প্রাপ্ত এবং বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী, যার ফলে বিলকিস তার দেশ হতে রওয়ানা দিয়ে সুলাইমানের (আঃ) প্রাসাদে পৌঁছার পূর্বেই তার সিংহাসন এনে উপস্থিত করা হয়েছে। অথচ বিলকিস ঐ সিংহাসনটি অনেক কক্ষ এবং তালাবদ্ধ করার মাধ্যমে অত্যন্ত নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে এসেছেন। সুলাইমান (আঃ) যখন বললেন ঃ আমি ওটা এর চেয়েও দ্রুত এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা চাই তখন قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ *কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল*। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সে ছিল আসিফ, সুলাইমানের (আঃ) লিপিকার (লেখক)। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইয়াযীদ

ইব্ন রূমান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার নাম ছিল আসিফ ইব্ন বারখিইয়া এবং সে ছিল একজন মু'মিন ব্যক্তি যার আল্লাহর বড়ত্বের নামসমূহ (ইসমে আযম) জানা ছিল। (বাগাবী ৩/৪২০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ সে ছিল মানুষের মধ্য থেকে মু'মিন ব্যক্তি এবং তার নাম ছিল আসিফ।

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ *আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দিব।* অর্থাৎ আপনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকুন এবং আপনার দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে চোখের পলক পড়ার আগেই আপনি ওটা আপনার সামনে দেখতে পাবেন। অতঃপর সে উঠে দাঁড়ালো, অযূ করল এবং সালাতে দাঁড়িয়ে গেল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, সে বলেছিল ঃ

يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْاكْرَام ঃ হে মহিমাময়, মহানুভব! (তাবারী ১৯/৪৬৬) সুলাইমান (আঃ) যখন ওটা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন তখন বললেন ঃ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ এটা আমার রবের অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, নাকি অকৃতজ্ঞ হই? যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্যই এবং যে অকৃতজ্ঞ হয়

مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا

যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সে'ই ভোগ করবে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৪) وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (*এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় সে জেনে রাখুক যে, আমার রাব্ব অভাবমুক্ত, মহানুভব*) তাঁর কোন বান্দা যদি তাঁকে আহ্বান (সালাত আদায়) না করে তাতে তাঁর কিছুই আসে যায়না। كَرِيمٌ তিনি প্রাচুর্যময়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। কেহ যদি তাঁর ইবাদাত না

করে তাহলে তাতে তাঁর মর্যাদা এতটুকুও কমে যাবেনা। যেমন মূসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ

إِن تَكْفُرُوٓاْ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৮)

সহীহ মুসলিমে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের এবং তোমাদের মানব ও দানব সবাই তোমাদের মধ্যের সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু ও সৎ লোকটির মত হয়ে যায় তবুও আমার রাজত্ব ও মান-মর্যাদা একটুও বৃদ্ধি পাবেনা। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের মানব ও দানব সবাই তোমাদের মধ্যের সবচেয়ে বেশি পাপী ও অবাধ্য লোকটির মত হয়ে যায় তবুও আমার আধিপত্য ও মান-মর্যাদা একটুও হ্রাস পাবেনা। এগুলিতো তোমাদের আমল মাত্র, যেগুলি লিখিত আকারে থাকবে এবং তোমরা যা করছ তার প্রতিদান লাভ করবে। সুতরাং তোমাদের কেহ কল্যাণ

৪১। সুলাইমান বলল ঃ তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না কি সে বিভ্রান্তের অন্তর্ভুক্ত হয়।	٤١. قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ
৪২। ঐ নারী যখন এলো, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ তোমার সিংহাসন কি এইরূপই? সে বলল ঃ এটাতো যেন ওটাই। আমাদেরকে ইতোপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা	٤٢. فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَـٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُۥ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ

আত্মসমর্পনও করেছি।	
৪৩। আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করত তা'ই তাকে সত্য হতে নিবৃত করেছিল, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।	٤٣. وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَـٰفِرِينَ
৪৪। তাকে বলা হল ঃ এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে ওটা দেখল তখন সে ওটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার উভয় পায়ের গোছা অনাবৃত করল। সুলাইমান বলল ঃ স্বচ্ছ স্ফটিক মন্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো নিজের প্রতি যুল্‌ম করেছিলাম, আমি সুলাইমানের সাথে জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করছি।	٤٤. قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِى ٱلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَـٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

বিলকিসকে পরীক্ষা করা হল

বিলকিস এবং তার সাথের লোকেরা সুলাইমানের (আঃ) দরবারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসার পর সুলাইমান (আঃ) আদেশ করেন যে, সিংহাসনের কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন করা হোক যাতে পরীক্ষা করা যায় যে, বিলকিস তার সিংহাসনটি চিনতে পারেন কিনা এবং এর মাধ্যমে তার ভিতর কি প্রতিক্রিয়া হয় তাও লক্ষ্য করা যাবে। আরও জানা যাবে যে, তিনি কি

সিংহাসনটি দেখা মাত্রই বলেন যে, ওটাই তার সিংহাসন নাকি অন্য কোন মন্তব্য করেন। সুলাইমান (আঃ) বললেন ঃ

نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ *তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না কি সে বিভ্রান্তের অন্তর্ভুক্ত হয়।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ সিংহাসনের অলংকরণের কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন করে ফেল। (তাবারী ১৯/৪৬৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি এ আদেশ করেন যে, এর লাল রংকে হলুদ রংয়ে পরিবর্তন কর, সবুজ রংকে লাল রংয়ে পরিবর্তন কর ইত্যাদি। এভাবে সবকিছুই পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছিল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা ওতে কিছু কিছু যোগ করেছিল এবং কিছু অংশ ফেলে দিয়েছিল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ ওর সম্মুখের কারুকাজ পিছনের দিকে এবং পিছনের কারুকাজ সামনের দিকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এ ছাড়া কোন কোন অংশ ফেলে দিয়ে ওখানে নতুন কিছু যোগ করা হয়েছিল। (তাবারী ১৯/৪৬৯) অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ *ঐ নারী যখন এলো, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ তোমার সিংহাসন কি এইরূপই*। যোগ-বিয়োগ করার মাধ্যমে পরিবর্তন করা বিলকিসের সিংহাসনটি তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হল ঃ এটি দেখতে কি আপনার সিংহাসনের মত? বিলকিস ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, তরিৎকর্মা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি এর উত্তর তৎক্ষণাৎ প্রদান করলেননা যে, ওটাই তার সিংহাসন। কারণ ওটিতো তার থেকে তখন দূরে থাকার কথা। তিনি এ কথাও বললেননা যে, ওটাই তার সিংহাসন, যেহেতু তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ওতে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই তিনি বললেন ঃ كَأَنَّهُ هُوَ মনে হচ্ছে যেন ওটাই। এই উত্তর দ্বারা তার দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এটাই বুদ্ধিমান/বুদ্ধিমতিদের জন্য প্রকৃত উত্তর হওয়া উচিত। কেননা তিনি দেখেছেন যে, সিংহাসনটি সম্পূর্ণরূপে তার সিংহাসনেরই মত। কিন্তু ওটা সেখানে পৌঁছা অসম্ভব বলেই তিনি এইরূপ উত্তর দিয়েছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, সুলাইমানের (আঃ) উক্তি ছিল ঃ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ এর পূর্বেই আমাদেরকে প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পনও করেছি। (তাবারী ১৯/৪৭১) বিলকিসকে তার কুফরী আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করতে এবং আল্লাহর একাত্মবাদ হতে ফিরিয়ে রেখেছিল। অথবা এও

হতে পারে যে, সুলাইমান (আঃ) বিলকিসকে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করা হতে বিরত রেখেছিলেন। ইতোপূর্বে তিনি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু প্রথম উক্তিটির পৃষ্ঠপোষকতা এ বিষয়টিও করছে যে, রাণী বিলকিস তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা প্রাসাদে প্রবেশের পরে করেছিলেন। যেমন এটা সত্বরই আসছে।

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا

তাকে বলা হল ঃ এই প্রাসাদে প্রবেশ করুন। যখন সে ওটা দেখল তখন সে ওটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার উভয় পায়ের গোছা অনাবৃত করল। সুলাইমান (আঃ) জিনদের দ্বারা একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন যা শুধু কাঁচ দ্বারা নির্মিত ছিল। কাঁচ ছিল খুবই স্বচ্ছ। সেখানে আগমনকারী ওটাকে কাঁচ বলে চিনতে পারতনা, বরং মনে করত যে, ওগুলি পানি ছাড়া কিছুই নয়। অথচ আসলে পানির উপরে কাঁচের আবরণ ছিল।

‘সারহুন’ এবং ‘কাওয়ারির’ এর বর্ণনা

صَرْحٌ বলা হয় প্রাসাদকে এবং প্রত্যেক উচ্চ ইমারাতকে। যেমন অভিশপ্ত ফির‘আউন তার উযীর হামানকে বলেছিল ঃ

يَـٰهَـٰمَـٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًا

হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ৩৬) ইয়ামানের একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সুউচ্চ প্রাসাদের নামও صَرْحٌ ছিল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ ভিত্তি যা খুবই দৃঢ় ও মযবূত। সুলাইমানের (আঃ) ঐ প্রাসাদটি কাঁচ ও স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত ছিল। বিলকিস যখন সুলাইমানের (আঃ) এই শান-শওকত ও জাঁক-জমক অবলোকন করলেন এবং সাথে সাথে তাঁর উত্তম চরিত্র ও গুণ স্বচক্ষে দেখলেন তখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল। তৎক্ষণাৎ তিনি মুসলিম হয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي *হে আমার রাব্ব! আমিতো নিজের প্রতি যুল্‌ম করেছিলাম*। নিজের পূর্ব জীবনের শির্‌ক ও কুফরী হতে তাওবাহ করে দীনে সুলাইমানীর (আঃ) অনুগত হয়ে গেলেন। এরপর তিনি ঐ আল্লাহর ইবাদাত করতে শুরু করলেন যিনি সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, ব্যবস্থাপক এবং যিনি তার আদেশ বাস্তবায়নে পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী।

Contents

৪৫। আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। কিন্তু তারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল।	٤٥. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ
৪৬। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছনা, যাতে তোমরা	٤٦. قَالَ يَٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

৪৭। তারা বলল ঃ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সালিহ বলল ঃ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।	٤٧. قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদ জাতি

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন সালিহ (আঃ) তাঁর কাওমের কাছে এলেন এবং আল্লাহর রিসালাত আদায় করতে গিয়ে তাদেরকে তাওহীদের দা'ওয়াত দিলেন তখন তাদের মধ্যে দু'টি দল হয়ে যায়। একটি মু'মিনদের দল এবং অপরটি কাফিরদের দল। এ দু'টি দল পরস্পরের মধ্যে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا بِٱلَّذِىٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ

তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা তাদের মধ্যকার দুর্বল ও উৎপীড়িত মু'মিনদেরকে বলল ঃ তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালিহ তার রাব্ব কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে? তারা উত্তরে বলল ঃ নিশ্চয়ই যে বার্তাসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি। দাম্ভিকরা বলল ঃ তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা বিশ্বাস করিনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৭৫-৭৬) সালিহ (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ হে আমার কাওম! তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা রাহমাত চাওয়ার পরিবর্তে শাস্তি চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছনা, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার? তারা উত্তরে বলল ঃ

اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যেহেতু তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত তাই যখনই তাদের কারও প্রতি কোন বিপদ আপতিত হত তখনই তারা বলত ঃ সালিহ (আঃ) এবং তাঁর লোকদের কারণেই এরূপ হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা সালিহ (আঃ) এবং তাঁর লোকদেরকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করত। (দুররুল মানসুর ৬/৩৬৯) এ কথাই ফির'আউন ও তার লোকেরা মূসার (আঃ) ব্যাপারে বলেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا۟ لَنَا هَٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا۟ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ

যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হত তখন তারা বলত ঃ এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ-দৈন্য ও বিপদ আপদ হত তখন তারা ওটাকে মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩১) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ

এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা বলে ঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তাহলে বলে যে, এটা তোমার নিকট হতে হয়েছে। তুমি বল ঃ সমস্তই আল্লাহর নিকট হতে হয়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৮)

আল্লাহ তা'আলা জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে খবর দিয়ে বলেন, যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিলেন তখন ঃ

قَالُوٓا۟ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا۟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا۟ طَـٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ

তারা বলল ঃ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে। তারা বলল ঃ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ১৮-১৯) এখানে রয়েছে যে, সালিহ (আঃ) বললেন ঃ

তিরস্কার দ্বারা এবং বিপদ-আপদ দ্বারাও। তবে এখানে তোমাদেরকে অবকাশ দেয়া হচ্ছে। এর পরে পাকড়াও করা হবে।

৪৮। আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎ কাজ করতনা।	٤٨. وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

৪৯। তারা বলল ঃ তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর; আমরা রাতে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব, অতঃপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত বলব ঃ তার ও তার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।	٤٩. قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ
৫০। তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।	٥٠. وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
৫১। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে- আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে	٥١. فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَـٰهُمْ

৫২। এইতো তাদের ঘরবাড়ী সীমা লংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।	٥٢. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
৫৩। এবং যারা মু’মিন ও মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি	٥٣. وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

উদ্ধার করেছি।	وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ

ছামূদ জাতির দুস্কৃতকারীরা কু-পরামর্শ করল এবং ধ্বংস হল

এখানে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ছামূদ জাতি সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, তারা লোকদেরকে কুফরী ও ঘৃণ্য কাজে আহ্বান করত এবং সালিহকে (আঃ) অস্বীকার করত। মু'জিযা স্বরূপ যে উষ্ট্রী পাঠানো হয়েছিল তারা ওটিকে হত্যা করল এবং সালিহকেও (আঃ) হত্যা করার পরিকল্পনা করল। তারা যুক্তি করল যে, রাতে পরিবারের লোকদের সাথে ঘুমন্ত অবস্থায় তারা সালিহকে (আঃ) হত্যা করবে এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরকে বলবে যে, ঐ হত্যার ব্যাপারে তারা কিছুই জানেনা। এ কথা বলা তাদের জন্য সহজ হবে এ কারণে যে, রাতের আঁধারে হত্যা করলে তা কেহ দেখতে পাবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ *আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎ কাজ করতনা।* ঐ নয় ব্যক্তি ছামূদ জাতির লোকদেরকে তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করল। কারণ তারা ছিল তাদের বিভিন্ন গোত্রের নেতা অথবা গোত্র প্রধান। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ ওরাই ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করেছিল। অর্থাৎ তাদের প্ররোচনায়ই উষ্ট্রীটিকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের সবার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৯)

إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا

তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য সে যখন তৎপর হয়ে উঠল। (সূরা শাম্‌স, ৯১ ঃ ১২) আবদুর রাযযাক (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহইয়া ইব্‌ন রাবিয়াহ আস সানা'নী (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন ঃ আমি শুনেছি যে 'আতা (অর্থাৎ ইব্‌ন আবী রাবিয়াহ) وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা রৌপ্য মুদ্রাকে ভেঙ্গে টুকরা করত। (আবদুর রাযযাক

৩/৮৩) তারা রৌপ্য মুদ্রা ভেঙ্গে টুকরা করে ওর দ্বারা ব্যবসায়ের লেন-দেন করত। ঐ সময় মুদ্রার ওযন না করে মুদ্রার সংখ্যার পরিমান দ্বারা লেন-দেন হত এবং ঐ নিয়ম তখন আরাবে প্রচলিত ছিল।

ইমাম মালিক (রহঃ) ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা থেকে কিছু অংশ কেটে রেখে দেয়াও পৃথিবীতে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়ার নামান্তর। এর অর্থ হল অবিশ্বাসী কাফিরেরা পৃথিবীতে যে কোন প্রকারে যে কোন বিষয় অবলম্বন করার মাধ্যমে দুর্নীতি ও অপরাধ ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট থাকে।

تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ঐ অপবিত্র দল একত্রিত হয়ে পরামর্শ গ্রহণ করল ঃ ঐ রাতে সালিহকে (আঃ) যে'ই প্রথম দেখতে পাবে সে তাকে হত্যা করবে। এতে তারা সবাই একমত হয়ে দৃঢ়ভাবে শপথ ও প্রতিজ্ঞা করল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কিন্তু তারা সালিহর (আঃ) নিকট পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হল এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। (তাবারী ১৯/৪৭৮) আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, উষ্ট্রীকে হত্যা করা হয়েছে শোনার পর সালিহ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

تَمَتَّعُواْ فِى دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিন দিন বাস করে নাও; এটা ওয়াদা, যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬৫) তারা বলাবলি করল ঃ সালিহ (আঃ) আমাদের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে ৩ দিন সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, কিন্তু তার আগেই আমরা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে হত্যা করব। সালিহর (আঃ) গৃহের কাছে একটি পাহাড় ছিল এবং ঐ পাহাড়ের একটি শিলাখণ্ডে বসে তিনি আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। সুতরাং তারা ঐ পাহাড়ের একটি গুহায় লুকিয়ে থাকার জন্য বের হল। উদ্দেশ্য এই যে, সালিহ (আঃ) যখন শিলাখণ্ডে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন তখন তারা তাঁকে হত্যা করে তাদের বাসগৃহে ফিরে আসবে। অতঃপর তারা সালিহর (আঃ) বাড়ী গিয়ে তাঁর পরিবারের লোকদেরকেও হত্যা করবে। তারা যখন পাহাড়ে আরোহণ করে তখন আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় পাহাড়ের উপর থেকে একটি শিলাখণ্ড তাদের দিকে গড়িয়ে আসছিল। শিলাখণ্ডটি তাদেরকে পিষে ফেলবে এই ভয়ে তারা দৌড়ে গিয়ে একটি গুহার ভিতর আশ্রয় নেয়। তৎক্ষণাৎ ঐ শিলাখণ্ডটি তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল ঐ গুহার মুখে থেমে গিয়ে গুহা থেকে তাদের বের হওয়ার পথ বন্ধ করে

দেয়। তাদের লোকেরা জানতেও পারলনা যে, তারা কোথায় আছে কিংবা তাদের ব্যাপারে কি ঘটেছে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের কেহকে পাহাড়ের গুহায় এবং অন্যদেরকে তাদের আবাসস্থলে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করেন এবং সালিহ (আঃ) ও তাঁর ধর্মাদর্শে বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে। আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। এইতো তাদের ঘর-বাড়ী সীমা লংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ তাদের যুল্‌ম ও বাড়াবাড়ির কারণে তাদের জাঁকজমকপূর্ণ শহর ধূলিসাৎ

৫৪। স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা জেনে শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ?	٥٤. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ
৫৫। তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরাতো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।	٥٥. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ

	قَوۡمٌ تَجۡهَلُونَ
৫৬। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল ঃ লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিস্কার কর, এরাতো এমন লোক যারা অতি পবিত্র সাজতে চায়।	٥٦. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخۡرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٖ مِّن قَرۡيَتِكُمۡۖ إِنَّهُمۡ أُنَاسٞ يَتَطَهَّرُونَ
৫৭। অতঃপর তাকে ও তার পরিজনবর্গকে আমি উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ব্যতীত, তাকে করেছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।	٥٧. فَأَنجَيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥٓ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ قَدَّرۡنَٰهَا مِنَ ٱلۡغَٰبِرِينَ
৫৮। তাদের উপর ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক।	٥٨. وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرٗاۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلۡمُنذَرِينَ

লূত (আঃ) এবং তাঁর জাতি

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল লূতের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, তিনি তাঁর উম্মাত অর্থাৎ তাঁর কাওমকে তাদের এমন জঘন্যতম কাজের জন্য ভীতি প্রদর্শন করেন যে কাজ তাদের পূর্বে কেহই করেনি অর্থাৎ কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হওয়া। সমস্ত কাওমের অবস্থা এই ছিল যে, পুরুষ

লোকেরা পুরুষ লোকদের দ্বারা এবং মহিলারা মহিলাদের দ্বারা তাদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ (সমকামীতা) করত। সাথে সাথে তারা এত বেহায়া হয়ে গিয়েছিল যে, ঐ জঘন্য কাজ গোপনে করাও প্রয়োজন মনে করতনা।

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ *তোমরা জেনে শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ*। প্রকাশ্যে তারা এই বেহায়াপূর্ণ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ত। মহিলাদেরকে ছেড়ে তারা পুরুষ লোকদের কাছে আসত। এ জন্যই লূত (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ

بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ তোমরা তোমাদের অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ হতে ফিরে এসো। তোমরা এমনই মূর্খ হয়ে গেছ যে, শারীয়াতের পবিত্রতার সাথে সাথে তোমাদের স্বাভাবিক পবিত্রতাও বিদায় নিতে শুরু করেছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি শুধু পুরুষের সাথেই উপগত হবে? আর তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক, বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ১৬৫-১৬৬) মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা উত্তরে বলেছিল ঃ

أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ তোমরা লূতের পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর, তারাতো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়। অর্থাৎ তোমরা যে কাজ করছ তাতে তারা বিব্রত বোধ করছে এবং যেহেতু তোমরা তোমাদের কাজকে ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত মনে করছ তাই তোমাদের উচিত তাদেরকে তোমাদের সমাজ থেকে উৎখাত করা। কারণ তারা তোমাদের সাথে তোমাদের শহরে বাস করার যোগ্য নয়। সুতরাং তারা সবাই এ

যখন কাফিরেরা লূত (আঃ) ও তাঁর পরিবারকে দেশান্তর করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সবাই একমত হয় তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন এবং লূত (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে তাদের হতে এবং যে শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তা হতে রক্ষা করেন। তবে হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রী, যে তাঁর কাওমের সাথেই ছিল এবং ঐ ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রথম হতেই তার নাম লিপিবদ্ধ

হয়েছিল, সে বাকী রয়ে যায় এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। কেননা সে'ই লূতের (আঃ) অতিথিদের খবর তাঁর কাওমের নিকট পৌঁছে দিয়েছিল। তবে এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, সে তাদের অশ্লীল কাজে শরীক ছিলনা। আল্লাহর নাবীর স্ত্রী বদকার হবে এটা নাবীর মর্যাদার পরিপন্থী।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ঐ কাওমের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হয়, যে পাথরগুলির উপর তাদের নাম লিখিত ছিল। প্রত্যেকের উপর তার নামেরই পাথর পড়েছিল এবং তাদের একজনও বাঁচেনি। তাদের উপর আল্লাহর হুকুম কায়েম হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। কিন্তু তারা বিরোধিতাকরণ, অবিশ্বাসকরণ ও বেঈমানীর উপর অটল ছিল। তারা আল্লাহর নাবী লূতকে (আঃ) কষ্ট দিয়েছিল, এমনকি তাঁকে দেশ হতে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ তাই ঐ মন্দ প্রস্তর-বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।

৫৯। বল ঃ প্রশংসাহ আল্লাহই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ, নাকি তারা যাদেরকে শরীক করা হয়?	৫৯. قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠ করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ হে রাসূল! তুমি বলে দাও যে, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। তিনিই তাঁর বান্দাদেরকে অসংখ্য নি'আমাত দান করেছেন। তিনি মহৎ গুণাবলীর অধিকারী। তাঁর নাম উচ্চ ও পবিত্র। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরও হুকুম করছেন ঃ তুমি আমার মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম (শান্তি) পৌঁছে দাও। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, তাঁরা হলেন তাঁর রাসূল ও নাবীগণ।

Contents

তাঁদের সবারই প্রতি উত্তম দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার এ উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মতই ঃ

سُبْحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَـٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ. وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

তোমার রাব্ব, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৮০-১৮২)

আশ শাউরী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে প্রায় একই রূপ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের উভয়ের ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ তারাও আল্লাহর বান্দা যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেছেন, যদিও এ বর্ণনা নাবী/রাসূলগণের জন্যই বেশি উপযুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু কাফিরদেরকে প্রশ্ন করছেন ঃ **آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ** বল ঃ এক ও শরীকবিহীন আল্লাহকে বিশ্বাস করা উত্তম, নাকি তোমরা যাদেরকে আল্লাহর অংশী কর তারা উত্তম?

৬০। বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি ওটা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। ওর বৃক্ষাদি উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য হতে

٦٠. أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟

শَجَرَهَآ ۗ أَءِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ	বিচ্যুত।

তাওহীদের আরও কিছু দলীল

বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সারা বিশ্বের সবকিছুই নির্ধারণকারী, সকলের সৃষ্টিকর্তা এবং সবারই আহারদাতা একমাত্র আল্লাহ। বিশ্ব জগতের সব কিছুর ব্যবস্থাপক তিনিই। أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ঐ সুউচ্চ আকাশমণ্ডলী এবং ঐ উজ্জ্বল তারকারাজি তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এই কঠিন ও ভারী যমীন, এই সুউচ্চ শৃংগবিশিষ্ট পর্বতরাজি এবং এই বিস্তীর্ণ মাঠ সৃষ্টি করেছেন তিনিই। এই ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা, ফল-মূল, নদ-নদী, জীব-জন্তু, দানব-মানব এবং নৌ ও স্থল ভাগের সাধারণ প্রাণীসমূহের তিনিই সৃষ্টিকর্তা।

وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণকারী। এর দ্বারা স্বীয় সৃষ্টজীবের জীবিকার ব্যবস্থা তিনিই করেছেন।

فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ মনোরম উদ্যান ও বৃক্ষাদি উদগত করার ক্ষমতা তাঁর ছাড়া আর কারও নেই। এগুলি হতে ফল-মূল বের করেন তিনিই, যেগুলি চক্ষু জুড়ায় এবং খেতেও সুস্বাদু ও আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا হে মুশ্‌রিক ও কাফিরের দল! তোমাদের বাতিল মা'বূদদের কেহই না কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে, আর না বৃক্ষাদি উদ্‌গত করার শক্তি রাখে। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র আহারদাতা। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যে সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র তিনিই যে রিয্‌কদাতা তা মুশ্‌রিকরাও স্বীকার করত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৭, সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৫) অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ ভূমি মৃত হওয়ার পর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে ওকে সঞ্জীবিত করেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ প্রশংসা আল্লাহরই। (সূরা 'আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৩) মোট কথা, তারা জানে ও মানে যে, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা শুধুমাত্র আল্লাহই বটে। কিন্তু তাদের জ্ঞান-বিবেক লোপ পেয়েছে যে, তারা ইবাদাতের সময় আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যদেরকেও শরীক করে। অথচ তারা জানে যে, তাদের মা'বূদরা না পারে সৃষ্টি করতে এবং না পারে রুযী দিতে। আর প্রত্যেক জ্ঞানী লোক সহজেই এ কথার ফাইসালা করতে পারে যে, ইবাদাতের যোগ্য তিনিই যিনি সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা ও রিয্কদাতা। এ জন্যই মহান আল্লাহ এখানে প্রশ্ন করেন ঃ

أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ আল্লাহর সাথে অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য আছে কি? মাখলূককে সৃষ্টি করার কাজে এবং তাদেরকে খাদ্য দান করার কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কেহ শরীক আছে কি? মুশরিকরা সৃষ্টিকর্তা ও আহারদাতা রূপে একমাত্র আল্লাহকেই স্বীকার করত, অথচ ইবাদাতে অন্যদেরকেও শরীক করত।

৬১। বলত, কে পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং ওর মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তাকে স্থির রাখার জন্য স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন	٦١. أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ

অন্তরায়; আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই জানেনা।	ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا আল্লাহ সুবহানাহুই পৃথিবীকে স্থির থাকার ব্যবস্থা করেছেন। ইহা কোন দিকে সরে যায়না এবং কোন দিকে হেলেও পড়েনা। যদি তা হত তাহলে কোন মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে বাস করা সম্ভব হতনা। তাঁর মহানুভবতা ও দয়ার কারণে পৃথিবী হয়েছে সমতল এবং নীরব। ওর নিজের কোন শব্দ নেই, কোন দিকে চলাচলও করছেনা কিংবা অনবরত ঝাঁকুনি দিচ্ছেনা। এ বিষয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً

আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৪)

وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَارًا আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন যা দেশে দেশে পৌঁছে যমীনকে উর্বর করে দিচ্ছে, যার দ্বারা বাগ-বাগিচায় বীজ উদ্গত হয় এবং ফসল উৎপন্ন হতে পারে।

মহান আল্লাহ যমীনকে দৃঢ় করার জন্য ওর উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে যমীন নড়াচড়া ও হেলা-দোলা না করে। তাঁর কি অপূর্ব ক্ষমতা যে, একটি লবণাক্ত পানির সমুদ্র এবং আর একটি মিষ্টি পানির সমুদ্র, দু'টিই প্রবাহিত হচ্ছে।

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا এ দু'টি সমুদ্রের মাঝে কোন দেয়াল বা পর্দা নেই। তথাপি মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহ এ দু'টিকে পৃথক পৃথক করে রেখেছেন। না লবণাক্ত পানি মিষ্টি পানির সাথে মিশ্রিত হতে পারে, আর না মিষ্টি পানি লবণাক্ত পানির সাথে মিলিত হতে পারে। লবণাক্ত পানি নিজের উপকার পৌঁছাতে রয়েছে এবং মিষ্টি পানিও নিজের উপকার পৌঁছাচ্ছে। এর নির্মল ও সুপেয় পানি মানুষ নিজেরা পান করে এবং নিজেদের পশুগুলোকে পান করায়। শস্যক্ষেত, বাগান ইত্যাদিতেও এ পানি পৌঁছিয়ে থাকে। লবণাক্ত পানি দ্বারাও

মানুষ উপকার লাভ করে। এটা চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত রয়েছে যাতে বাতাস খারাপ না হয়। অন্য আয়াতেও এ দু'টির বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا

তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন; একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৩) এ জন্যই তিনি এখানে বলেন ঃ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি যে এসব কাজ করতে পারে? এসব কাজ তারা করতে পারলেতো ইবাদাতের যোগ্য তাদেরকে মনে করা যেত? بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ প্রকৃতপক্ষে মানুষ শুধু অজ্ঞতাবশতঃই গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে থাকে। অথচ ইবাদাতের যোগ্য শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই।

৬২। কে আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূর করেন এবং তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাক।	٦٢. أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ তা'আলা অবহিত করছেন যে, বিপদ-আপদের সময় তাঁর সত্তাই

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ

অতঃপর যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৫৩) এখানে তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ **أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ** তাঁর সত্তা এমনই যে, প্রত্যেক আশ্রয়হীন ব্যক্তি তাঁর কাছে আশ্রয় লাভ করে থাকে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ তিনি ছাড়া আর কেহই দূর করতে পারেনা।

বাল হাযীম থেকে আগত একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কোন জিনিসের দিকে আহ্বান করছেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে আহ্বান করছি ঐ আল্লাহ তা'আলার দিকে যিনি এক, যাঁর কোন অংশীদার নেই। যিনি ঐ সময় তোমার কাজে এসে থাকেন যখন তুমি কোন বিপদ-আপদে পতিত হও। যখন তুমি জঙ্গলে ও মরুপ্রান্তরে পথ ভুলে যাও তখন তুমি যাঁকে ডাকো এবং তিনি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে তোমাকে পথ-প্রদর্শন করেন। যদি খরা হয়, আর তুমি তাঁর নিকট প্রার্থনা কর তাহলে ফসল উৎপাদনের জন্য তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। লোকটি বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে কিছু উপদেশ দিন! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ কেহকেও অপবাদ দিওনা, সাওয়াবের কোন কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করনা যদিও সেই কাজ মুসলিমের সাথে হাসি মুখে মিলিত হওয়া হয় এবং নিজের পাত্র খালি করে অন্যের পাত্র পানি দ্বারা পূর্ণ করে দাও যদি সে তা চায়। আর স্বীয় লুঙ্গীকে পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত রাখবে। এর চেয়ে বেশি চাইলে পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত

পথ। আল্লাহ তা'আলা এটা পছন্দ করেননা। (আহমাদ ৫/৬৪)

জিহাদে অংশ নেয়া এক মুজাহিদের বিস্ময়কর ঘটনা

ফাতিমাহ বিনতুল হাসান উম্ম আহমাদ আল আলিয়াহর (রহঃ) জীবনী গ্রন্থে হাফিয ইব্ন আসাকির (রহঃ) একটি খুবই বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ফাতিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ মুসলিমদের এক সেনাবাহিনী এক যুদ্ধে কাফিরদের নিকট পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন একজন বড়ই দানশীল ও সৎ লোক। তার দ্রুতগামী ঘোড়াটি হঠাৎ থেমে যায়। ঐ দানশীল লোকটি বহুক্ষণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঐ ঘোড়াটি একটি কদমও উঠালনা। শেষে অপারগ হয়ে ঘোড়াটিকে লক্ষ্য করে আফসোস করে তিনি বলেন ঃ তুমিতো বেঁকে বসলে, অথচ এইরূপ সময়ের জন্যই আমি তোমার খিদমাত করেছিলাম এবং তোমাকে অত্যন্ত ভালবেসে লালন-পালন করেছিলাম! সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াটিকে বাক-শক্তি দান করলেন। সে বলল ঃ আমার থেমে যাওয়ার কারণ এই যে, আপনি আমার জন্য যে ঘাস ও দানা আমাকে দেখা-শোনাকারীর হাতে সমর্পণ করতেন, ওর মধ্য হতে সে কিছু কিছু চুরি করে নিত। আমাকে সে খুব কমই খেতে দিত এবং আমার উপর যুল্ম করত। ঘোড়ার এ কথা শুনে ঐ সৎ ও আল্লাহভীরু লোকটি ওকে বললেন ঃ এখন তুমি চলতে থাক। আমি আল্লাহকে সামনে রেখে তোমার সাথে ওয়াদা করছি যে, এখন থেকে আমি সদা-সর্বদা তোমাকে নিজের হাতে খাওয়াব। মনিবের এ কথা শোনা মাত্রই ঘোড়াটি দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করল এবং তাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিল। ওয়াদা অনুযায়ী লোকটি ঘোড়াটিকে নিজের হাতেই খাওয়াতে থাকলেন। জনগণ তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন এক লোকের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন সাধারণভাবে তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং জনগণ এ ঘটনা শোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে তার নিকট আসতে লাগল। বাইজান্টিয়ামের বাদশাহ এ খবর পেয়ে যে কোনভাবে এই দরবেশ লোকটিকে তার শহরে নিয়ে আসার ইচ্ছা করল। বাদশাহ বলল ঃ এমন লোক যে শহরে থাকবে সেই শহরে কোন বিপদ আসতে পারেনা। বহু চেষ্টা করেও কিন্তু সে তাকে তার শহরে নিয়ে আসতে সক্ষম হলনা। অবশেষে সে একটি লোককে পাঠালো যে, সে যেন কোন রকম কৌশল অবলম্বন করে তাকে তার কাছে পৌঁছে দেয়। প্রেরিত লোকটি পূর্বে মুসলিম ছিল, কিন্তু পরে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল। সে সম্রাটের নির্দেশক্রমে দরবেশ লোকটির নিকট এলো এবং নিজের মুসলিম হওয়ার কথা প্রকাশ করল। সে তাওবাহ করে অত্যন্ত সৎ সেজে তাঁর নিকট থাকতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে ঐ সৎ লোকটির নিকট বেশ বিশ্বাসভাজন হয়ে গেল।

একদিন তারা সমুদ্র তীরে হাঁটাহাঁটি করার জন্য বের হল। কিন্তু ঐ মুরতাদ তার একজন সঙ্গীকে নিয়ে, যে ছিল বাইজান্টাইনের অনুসারী, ঐ মুজাহিদকে আটক করে জেলে ঢুকানোর চক্রান্ত করে। তখন ঐ সৎ লোকটি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে প্রার্থনা করলেন ঃ হে আল্লাহ! এ লোকটি আমাকে আপনার নাম করে ধোঁকা দিয়েছে। এখন আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, আপনি যেভাবেই চান আমাকে এ দু'জন হতে রক্ষা করুন! তৎক্ষণাৎ দু'টি হিংস্র জন্তু এসে ঐ দুই ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। আর আল্লাহর ঐ মু'মিন বান্দা নিরাপদে সেখান হতে ফিরে এলেন। (তারিখ দিমাস্‌ক ১৯/৪৮৯)

পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করার কারা হকদার

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণার মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর বলেন ঃ

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। একজন একজনের পিছনে আসতে রয়েছে। ক্রমান্বয়ে এটা চলতেই রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنۢ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ

তাঁর ইচ্ছা হলে তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং তোমাদের পরে তোমাদের স্থানে যাকে ইচ্ছা স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক জাতির বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৩) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ

আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬৫) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

এবং যখন তোমার রাব্ব মালাইকা/ফেরেশতাদের বললেন ঃ নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩০) এ আয়াতের তাফসীরে এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানকার এই আয়াতেরও ভাবার্থ

এটাই যে, একের পরে এক, এক যুগের পরে দ্বিতীয় যুগ এবং এক কাওমের পরে অপর কাওম প্রতিনিধিত্ব করবে।

সুতরাং এটা হল আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা এবং এতে মাখলূকের কল্যাণ রয়েছে। কারণ তিনি ইচ্ছা করলে সবাইকেই একই সাথে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে এই নিয়ম রেখেছেন যে, একজন মারা যাবে এবং আর একজন জন্মগ্রহণ করবে। তিনি আদমকে (আঃ) মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর বংশাবলী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি এমন এক পন্থা রেখেছেন যে, যেন দুনিয়াবাসীদের জীবিকার পথ সংকীর্ণ না হয়। অন্যথায় হয়ত সমস্ত মানুষ একই সাথে জন্ম নিলে তাদেরকে পৃথিবীতে খুবই সংকীর্ণতার সাথে জীবন অতিবাহিত করতে হত। সুতরাং বর্তমান পদ্ধতি মহান আল্লাহ তা'আলার নিপুণতারই পরিচায়ক। সবারই জন্ম, মৃত্যু এবং আগমন ও প্রস্থানের সময় তাঁর নিকট নির্ধারিত রয়েছে। সবকিছুই তাঁর অবগতিতে আছে। কিছুই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে নেই। তিনি এমনই একটা দিন আনয়নকারী যে দিন সবাইকে একত্রিত করবেন এবং তাদের কার্যাবলীর বিচার করবেন। সেই দিন তিনি পাপ ও সাওয়াবের প্রতিদান প্রদান করবেন। মহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর ক্ষমতার বর্ণনা দেয়ার পর প্রশ্ন করছেন ঃ

أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ এসব কাজ করতে পারে এমন অন্য কেহ আছে কি? অর্থাৎ অন্য কারওই এসব কাজের কোন ক্ষমতা নেই। তাদের ক্ষমতা যখন নেই তখন তারা ইবাদাতেরও যোগ্য হতে পারেনা।

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ কিন্তু মানুষ অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

৬৩। কে তোমাদেরকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং কে স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা	٦٣. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ

হতে বহু উর্ধ্বে।	تَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ আকাশ ও পৃথিবীতে তিনি এমন কতগুলি দিক নির্দেশনা রেখে দিয়েছেন যে, নৌপথে ও স্থলে কেহ পথ ভুলে গেলে ওগুলি দেখে সঠিক পথে আসতে পারে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَعَلَـٰمَـٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

আর পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও; এবং নক্ষত্রের সাহায্যেও মানুষ পথের নির্দেশ পায়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ

আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ওগুলির সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার স্থল ভাগে এবং সমুদ্রে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৭)

وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته আল্লাহ তা'আলা মেঘমালা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করার পূর্বে বৃষ্টির সুসংবাদবাহী ঠাণ্ডা বাতাস প্রেরণ করেন যার দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, এখন রাহমাতের বারিধারা বর্ষিত হবে।

أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّه تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ আল্লাহ ছাড়া এসব কাজ করার ক্ষমতা আর কারও নেই। তিনি সমস্ত শরীক হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি এদের হতে বহু উর্ধ্বে।

৬৪। বলতো, কে আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর ওর পুনরাবৃত্তি করবেন, এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ দান করেন? আল্লাহর সাথে	٦٤. أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ

অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? বল ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।	قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَـٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَـٰدِقِينَ

ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তিনিই যিনি স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে সৃষ্টজীবকে বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন ও করতে রয়েছেন। যেমন অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ

তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১২-১৩)

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করা, জমি হতে ফসল উৎপাদন করা এবং আকাশ ও পৃথিবী হতে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করা তাঁরই কাজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ. وَٱلۡأَرۡضِ ذَاتِ ٱلصَّدۡعِ

শপথ আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি এবং শপথ যমীনের যা বিদীর্ণ হয়। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১১-১২) অন্যত্র রয়েছে ঃ

يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَا

তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা হতে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত হয় ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২) সুতরাং মহিমান্বিত আল্লাহই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণকারী, ওটাকে যমীনে এদিক হতে ওদিকে প্রেরণকারী এবং এর মাধ্যমে নানা প্রকারের ফল, ফুল, শস্য এবং ঘাস-পাতা উদ্‌গতকারী, যা মানুষের নিজেদের ও তাদের জন্তুগুলোর জীবিকা।

كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَـٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ

তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫৪) আল্লাহ তা'আলা নিজের এসব শক্তি এবং এসব মূল্যবান অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়ার পর প্রশ্নের সুরে বলেন ঃ

أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّه এসব কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কেহ শরীক আছে কি, যার ইবাদাত করা যেতে পারে?

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে মা'বূদ রূপে মেনে নেয়ার দাবীকে দলীল দ্বারা প্রমাণ করতে পার তাহলে দলীল পেশ কর। কিন্তু তাদের নিকট কোনই দলীল নেই বলে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে যার নিকট কোন সনদ নেই, তার হিসাব রয়েছে তার রবের নিকট, নিশ্চয়ই কাফিরেরা সফলকাম হবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৭)

৬৫। বল ঃ আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেনা এবং তারা জানেনা তারা কখন পুনরুত্থিত হবে।	٦٥. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ
৬৬। বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে; তারাতো এ বিষয়ে সন্দেহের	٦٦. بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى

ٱلْأَخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ	মধ্যে রয়েছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।

গাইবের খবর জানেন একমাত্র আল্লাহ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন সারা জগতবাসীকে জানিয়ে দেন যে, অদৃশ্যের খবর কেহ জানেনা। এখানে اسْتِثْنَاء مُنْقَطِع হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মানব, দানব এবং মালাক/ফেরেশতা গাইব বা অদৃশ্যের খবর জানেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৫৯) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৪) এই বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ তারা জানেনা তারা কখন পুনরুত্থিত হবে। কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে তা আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের কেহই জানেনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

তা হবে আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এক ভয়ংকর ঘটনা। তোমাদের উপর ওটা আকস্মিকভাবেই আসবে। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১৮৭) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে। অন্যেরা بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ পড়েছেন। অর্থাৎ আখিরাতের সঠিক সময় না জানার ব্যাপারে

সবারই জ্ঞান সমান। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলের (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন ঃ যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি জানেননা। (মুসলিম ১/৩৬)

কাফিরেরা তাদের রাব্ব থেকে অজ্ঞ বলে তারা আখিরাতকেও অস্বীকারকারী! সেখান পর্যন্ত তাদের জ্ঞান পৌঁছেনি। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا বরং তারাতো এ বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। এর দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا

আর তাদেরকে তোমার রবের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে ঃ তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ; অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৮) উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের মধ্যে কাফিরেরা এটা মনে করত।

সুতরাং উপরোল্লিখিত আয়াতে যদিও ضَمِيْر টি جِنْس এর দিকে ফিরেছে, কিন্তু উদ্দেশ্য কাফিরই বটে! এ জন্যই শেষে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُوْنَ বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। তারা চক্ষু বন্ধ করে রেখেছে।

৬৭। কাফিরেরা বলে ঃ আমরা ও আমাদের পিতৃ-পুরুষরা মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে?	٦٧. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ
৬৮। এ বিষয়েতো আমাদেরকে এবং পূর্ব-পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন	٦٨. لَقَدْ وُعِدْنَا هَـٰذَا نَحْنُ

করা হয়েছিল। এটাতো পূর্ববর্তী উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।	وَءَابَآؤُنَا مِن قَبۡلُ إِنۡ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ
৬৯। বল ঃ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।	٦٩. قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ
৭০। তাদের সম্পর্কে তুমি দুঃখ করনা এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুন্ন হয়োনা।	٧٠. وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَلَا تَكُن فِي ضَيۡقٍ مِّمَّا يَمۡكُرُونَ

সংশয়বাদীদের পুনর্জীবনের অমূলক ধারণার জবাব

এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদেরকে তাদের মৃত্যু হওয়া ও গলে-পচে যাওয়া এবং মাটি ও ভস্ম হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় কিভাবে সৃষ্টি করা হবে এটা এখন পর্যন্ত তাদের বোধগম্যই হয়না। তারা এটাকে বড়ই বিস্ময়কর মনে করে। তারা বলে ঃ

لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ পূর্ব যুগ হতেই আমরা এটা শুনে আসছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহকেও আমরা মৃত্যুর পর জীবিত হতে দেখিনি। এটা শুধু শোনা কথা। এক যুগের লোক তাদের পূর্বযুগীয় লোকদের হতে, তারা তাদের পূর্ব যুগের লোকদের হতে শুনেছে এবং এভাবে আমাদের যুগ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিন্তু এ সবকিছুই অযৌক্তিক ও বিবেক বুদ্ধি বহির্ভূত। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জবাব বলে দিচ্ছেন ঃ

তুমি বল ঃ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমন করে দেখ, যারা রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল ও

কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছে! তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে নাবীদেরকে ও মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেছেন। এটা নাবীদের সত্যবাদীতারই দলীল। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঃ

وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ এই কাফির ও মুশরিকরা তোমাকে ও আমার কালামকে অবিশ্বাস করছে বলে তুমি দুঃখ করনা ও মনঃক্ষুণ্ন হয়োনা। তারা তোমার ব্যাপারে যে ষড়যন্ত্র করছে তা আমার অজানা নেই। আমিই তোমার পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি তোমাকে ও তোমার দীনকে জয়যুক্ত রাখব এবং দুনিয়ার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তোমাকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করব।

৭১। তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে?	٧١. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
৭২। বল ঃ তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ সম্ভবতঃ তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।	٧٢. قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ
৭৩। নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।	٧٣. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
৭৪। তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে তা তোমার রাব্ব অবশ্যই জানেন।	٧٤. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

৭৫। আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।	٧٥. وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা কিয়ামাতকে স্বীকার করতনা বলে সাহসিকতা ও বাহাদুরির সাথে সত্বর এর আগমন কামনা করত এবং বলত ঃ

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল দেখি এটা আসবে কখন? আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে জবাব দেয়া হচ্ছে ঃ

عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ খুবই সম্ভব যে, ওটা সম্পূর্ণরূপে নিকটবর্তী হয়েই গেছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা যে ব্যাপারে ত্বরান্বিত করতে বলছ তাতো তোমাদের কাছে প্রায় এসেই গেছে অথবা তার কিছু কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে। (তাবারী ১৯/৪৯২) মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৯/৪৯২, দুররুল মানসুর ৬/৩৭৫) নিম্নের আয়াতেও অনুরূপ বলা হয়েছে ঃ

عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا

সম্ভবতঃ ওটার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫১) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৪) لَكُمْ এর لاَم অক্ষরটি رَدِفَ শব্দের عَجْلٌ (তাড়াতাড়ি করা)-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আনা হয়েছে। এটা মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ মানুষের উপর আল্লাহর বহু দয়া ও অনুগ্রহ

রয়েছে এবং রয়েছে তাদের উপর তাঁর অসংখ্য নি'আমাত। তথাপি তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে তা তিনি অবশ্যই জানেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১০) অন্যত্র আছে ঃ

يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى

যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই তিনি জানেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭)

أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন তারা যা কিছু গোপন করে অথবা প্রকাশ করে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। তিনি অদৃশ্যের সব খবরই রাখেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহর নিকট সহজ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭০)

৭৬। বানী ইসরাঈল যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে, এই কুরআন তার অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে।	٧٦. إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ

ٱلَّذِى هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ	
٧٧. وَإِنَّهُۥ لَهُدًى وَرَحۡمَةٌ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ	৭৭। আর নিশ্চয়ই এটি মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রাহমাত।
٧٨. إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِى بَيۡنَهُم بِحُكۡمِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡعَلِيمُ	৭৮। তোমার রাব্ব নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।
٧٩. فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلۡحَقِّ ٱلۡمُبِينِ	৭৯। অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর কর; তুমিতো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।
٨٠. إِنَّكَ لَا تُسۡمِعُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَلَا تُسۡمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوۡاْ مُدۡبِرِينَ	৮০। মৃতকে তুমি কথা শোনাতে পারবেনা, বধিরকেও পারবেনা আহ্বান শোনাতে, যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়।
٨١. وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِى ٱلۡعُمۡىِ عَن ضَلَٰلَتِهِمۡۖ إِن تُسۡمِعُ إِلَّا مَن يُؤۡمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسۡلِمُونَ	৮১। তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবেনা। তুমি শোনাতে পারবে শুধু তাদেরকে যারা বিশ্বাস করে। আর তারাই আত্মসমর্পনকারী (মুসলিম)।

কুরআনে বানী ইসরাঈলের মতাদর্শ এবং তাদের প্রতি আল্লাহর ফাইসালা

আল্লাহ স্বীয় পবিত্র কিতাব সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, কুরআন যেমন রাহমাত স্বরূপ তেমনই সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী ফুরকানও বটে। বানী ইসরাঈল অর্থাৎ যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের বাহক তাদের মতভেদের ফাইসালা এই কিতাবে রয়েছে। যেমন ঈসার (আঃ) উপর ইয়াহুদীরা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল এবং খৃষ্টানরা তাঁকে তাঁর সীমার চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কুরআন এর ফাইসালা করে দিয়েছে এবং ইফরাত (বাহুল্য) এবং তাফরীতকে (অত্যল্প) ছেড়ে দিয়ে সত্য কথা প্রকাশ করেছে। কুরআন বলেছে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর হুকুমে তিনি সৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর মা ছিলেন অত্যন্ত পবিত্র ও সতী-সাধ্বী। সঠিক ও সন্দেহহীন কথা এটাই।

ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ

এই মারইয়াম তনয় ঈসা! আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৪)

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ এই কুরআন মু'মিনদের অন্তরের হিদায়াত এবং তাদের জন্য সরাসরি রাহমাত। إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের ফাইসালা করবেন যিনি বদলা নেয়ার ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত এবং বান্দাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

আল্লাহর প্রতি আস্থা এবং দা'ওয়াতের কাজে নিয়োজিত থাকার আদেশ

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর কর। তুমিতো স্পষ্টভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা তোমার বিরোধিতা করছে তারা তাদের নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্যই এমন করছে। আর বিরুদ্ধবাদীরা চিরন্তন রূপে হতভাগ্য। তাদের

উপর তোমার রবের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং তাদের ভাগ্যে ঈমান নেই। তুমি যদি তাদের সমস্ত মু'জিযা প্রদর্শন কর তবুও তারা ঈমান আনবেনা।

إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى তারা মৃতের ন্যায়। আর তুমিতো মৃতকে কথা শোনাতে পারবেনা এবং পারবেনা তুমি বধিরকে তোমার ডাক শোনাতে, যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়। আর যারা চোখ থাকতেও অন্ধ সাজে তাদেরকে তুমি পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে সক্ষম হবেনা।

إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا তুমি শোনাতে পারবে শুধু তাদেরকে যারা আমার আয়াতসমূহকে বিশ্বাস করে এবং তারাইতো আত্মসমর্পণকারী। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকার করে এবং আল্লাহর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমল করে যায়।

৮২। যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর এসে যাবে তখন আমি মাটির গহ্বর হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে; এ জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।	٨٢. وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ

পৃথিবীতে হিংস্র প্রাণীর আবির্ভাবের বর্ণনা

যে জীবের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে তা শেষ যুগে প্রকাশিত হবে যখন মানুষ আল্লাহর দীনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে, যখন তারা সত্য দীনকে পরিবর্তন করে ফেলবে। কেহ কেহ বলেন যে, এটা মাক্কা মুকাররামা হতে বের হবে। আবার অন্য কেহ বলেন যে, এটা অন্য স্থান হতে বের হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ এখনই আসবে ইনশাআল্লাহ। সে বাকশক্তি সম্পন্ন হবে এবং বলবে যে, মানুষ আল্লাহর নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাসী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, এ ছাড়া আলী (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, সে কথা বলবে অর্থাৎ সে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে। (তাবারী ১৯/৫০০) এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা এখানে ওর কয়েকটি উল্লেখ করছি।

হুযাইফা ইব্‌ন আসিদ আল গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা কিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কক্ষ হতে বের হয়ে আমাদের নিকট আগমন করেন। আমাদেরকে এই আলোচনায় লিপ্ত দেখে বলেন ঃ কিয়ামাত ঐ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত না তোমরা দশটি নিদর্শন দেখতে পাবে। ওগুলি হল পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া, ধূম্র, দাব্বাতুল আরদ্‌, ইয়াজুজ-মা’জুজ বের হওয়া, ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের (আঃ) আগমন, দাজ্জাল বের হওয়া, পূর্বে, পশ্চিমে ও আরাব উপদ্বীপে তিনটি খাসফ (মাটিতে প্রোথিত হওয়া) এবং মধ্য ইয়ামান হতে এক আগুন বের হওয়া যা লোকদেরকে চালনা করবে বা তাদেরকে একত্রিত করবে। তাদের সাথেই রাত্রি কাটাবে এবং তাদের সাথেই দুপুরে বিশ্রাম করবে। (আহমাদ ৪/৬, মুসলিম ৪/২২২৫, ২২২৬, আবূ দাঊদ ৪/৪৯১, তিরমিযী ৬/৪১৩, নাসাঈ ৬/৪৫৬, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৪১)

মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জায (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি একটি হাদীস মুখস্ত করেছি যা আমি কখনও ভুলে যাইনি। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের প্রথম লক্ষণ হবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বেই দাব্বাতের (ভয়ংকর প্রাণীর) মানব সমাজে আবির্ভাব। এর যেটি আগে হবে তার পরেরটিও এর পরপর দেখা যাবে। (মুসলিম ৪/২২৬০)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছ’টি জিনিসের আগমনের পূর্বেই তোমরা জলদি করে বেশিবেশি সৎ কাজ করে নাও। ওগুলি হল সূর্যের পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া, ধূম্র নির্গত হওয়া, দাজ্জালের আগমন ঘটা, দাব্বাতুল আর্‌য আসা এবং তোমাদের প্রত্যেকের প্রিয়জন মারা যাওয়া অথবা সর্বত্র দুর্যোগ ছড়িয়ে পড়া। (মুসলিম ৪/২২৬৭)

মুসলিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অন্যত্র বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছয়টি বিষয় প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই উত্তম আমল করার জন্য তোমরা অগ্রগামী হও। তা হল দাজ্জাল, কালো ধূয়া, দাব্বাতুল আর্‌দ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া এবং (তোমাদের কারও প্রিয়জনের মৃত্যু) অথবা সাধারণ বিপর্যয়। (মুসলিম ৪/২২৬৭)

অপর একটি হাদীসে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছয়টি নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তোমরা খুব বেশি বেশি উত্তম আমল করবে। তা হল পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়, ধূম্র প্রকাশ পাওয়া, দাব্বাত, দাজ্জাল এবং সাধারণ বিপর্যয়। এ হাদীসটি একমাত্র ইব্‌ন মাজাহই (রহঃ) তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৪৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দাব্বাতুল আর্‌দ বের হবে এবং তার সাথে থাকবে মূসার (আঃ) লাঠি ও সুলাইমানের (আঃ) আংটি। লাঠি দ্বারা কাফিরের নাকের উপর মোহর লাগানো হবে এবং আংটি দ্বারা মু'মিনের চেহারা উজ্জ্বল করা হবে। জনগণ যখন খাবার খাওয়ার জন্য দস্তরখানার কাছে একত্রিত হবে তখন তারা মু'মিন ও কাফিরকে পৃথকভাবে চিনে নিবে এবং তারা একে অপরকে সম্বোধন করে ডাকবে 'ওহে মু'মিন, ওহে কাফির। (তায়ালেসী ৩৩৪)

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, কাফিরদের নাকের উপর আংটি দ্বারা আঘাত করা হবে এবং মু'মিনদের চেহারা লাঠির ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল হয়ে যাবে। তারা যখন খাবার খাওয়ার জন্য দস্তরখানার কাছে একত্রিত হবে তখন মু'মিন ও কাফিরকে পৃথকভাবে চিনে নিবে এবং তারা একে অপরকে সম্বোধন করে ডাকবে 'ওহে মু'মিন, ওহে কাফির।' (আহমাদ ২/২৯৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৫১)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ভূমি থেকে দাব্বাতুল আর্‌দ বের হবে। ওর মাথা হবে বলদের মাথার মত, চোখ হবে শূকরের চোখের মত, কান হবে হাতীর কানের মত এবং শিং হবে পুরুষ হরিনের শিংয়ের মত। ওর ঘাড় হবে উটপাখীর মত, বক্ষ হবে সিংহের মত, রং হবে বাঘের মত, ওর পাঁজর হবে বিড়ালের মত, লেজ হবে ভেড়ার মত এবং পা হবে উটের মত। প্রত্যেক দুই জোড়ের মাঝে বার গজের ব্যবধান থাকবে। ওর সাথে থাকবে মূসার (আঃ) লাঠি এবং সুলাইমানের (আঃ) আংটি। এমন কোন মু'মিন বান্দা বাদ থাকবেনা যার মুখমণ্ডলে সাদা দাগ অংকিত হবেনা যা থেকে আলোর বিচ্ছুরণ হতে থাকবে এবং সমস্ত মুখমণ্ডল সাদা আলোয় আলোকিত হবে। অন্যদিকে এমন কোন অবিশ্বাসী কাফির অবশিষ্ট থাকবেনা যার মুখে ওর দ্বারা কালো দাগ দেয়া হবেনা এবং এর ফলে তার সমস্ত মুখমণ্ডল কালিমাযুক্ত হয়ে যাবে। এরপর লোকেরা যখন তাদের সাথে ব্যবসায়িক লেন-দেন করবে তখন একে অপরকে (তাদের চিহ্ন দেখে)

বলবে ঃ ওহে মু'মিন! এটা কত? অথবা ওহে কাফির! এটা কত? পরিবারের সদস্যরা সবাই যখন একত্রে খেতে বসবে তখন তারাও বুঝতে পারবে যে, তাদের মধ্যে কে মু'মিন এবং কে কাফির। দাব্বাতুল আর্‌দ বলবে ঃ ওহে অমুক এবং অমুক! তোমরা আনন্দ করতে থাক, তোমরা হচ্ছ জান্নাতের অধিবাসী। এবং ওহে অমুক এবং অমুক! তোমরা হচ্ছ জাহান্নামের অধিবাসী। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ *যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর এসে যাবে তখন আমি মাটির গহ্বর হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে; এ জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।* (বাগাবী ৩/৪২৯)

৮৩। স্মরণ কর সেই দিনের কথা যেদিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একটি দলকে, যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করত এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে।	٨٣. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ
৮৪। যখন তারা সমবেত হবে তখন (আল্লাহ তাদেরকে) বলবেন ঃ তোমরা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ ওটা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি? না তোমরা অন্য কিছু করছিলে?	٨٤. حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
৮৫। সীমা লংঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবেনা।	٨٥. وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ

৮৬। তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আমি রাত সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকপ্রদ? এতে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।	٨٦. أَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

কিয়ামাত দিবসে বদ আমলকারীদেরকে একত্রিত করা হবে

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, যারা তাঁর নিদর্শনকে এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে এবং তাঁর বাণীকে স্বীকার করেনা তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে তাঁর সামনে একত্রিত করা হবে। সেখানে তাদেরকে শাসন-গর্জন করা হবে যাতে তারা লাঞ্ছিত হয় এবং হেয় প্রতিপন্ন হয়। وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا প্রত্যেক কাওমের মধ্য হতে প্রত্যেক যুগের এ ধরনের মানুষের দলকে পৃথক পৃথকভাবে পেশ করা হবে। যেমন মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ

(বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ

দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে। (সূরা তাকউয়ির, ৮১ ঃ ৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তাদের প্রত্যেককে ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (তাবারী ১৯/৫০১) আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (তাবারী ১৯/৪৩৮) অতঃপর তাদের সবাইকেই আল্লাহ তা'আলার সামনে হাযির করা হবে। তাদের হাযির হওয়া মাত্রই ঐ প্রকৃত প্রতিশোধ গ্রহণকারী আল্লাহ অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় তাদেরকে পুংখানুপুংখরূপে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবেন এবং হিসাব নিবেন।

তখন قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ *(আল্লাহ তাদেরকে) বলবেন ঃ তোমরা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ ওটা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি? না তোমরা অন্য কিছু করছিলে।* যেমন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩১-৩২) সুতরাং ঐ সময় তাদের উপর তাদের অপরাধের প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং তারা কোন অজুহাতই পেশ করতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

ইহা এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্ফূর্তি হবেনা এবং তাদেরকে ওয্‌র পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৩৫-৩৬) অনুরূপভাবে এখানে তিনি বলেন ঃ

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ সীমা লংঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবেনা। তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। নিজেদের যুল্‌মের প্রতিফল তারা পূর্ণরূপেই প্রাপ্ত হবে। দুনিয়ায় তারা যালিম ছিল। এখন তারা যাঁর সামনে দাঁড়াবে তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের সব খবর রাখেন। কোন কথা তাঁর সামনে লুকিয়ে রাখলে কিংবা বানিয়ে বললে তা টিকবেনা।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং স্বীয় সমুন্নত মাহাত্ম্যের কথা বলছেন, যে বিষয়ে কারও অবাধ্য হওয়া চলবেনা। আর তিনি নিজের বিরাট সাম্রাজ্য প্রদর্শন করছেন যা তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য হওয়া, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে যে নির্দেশাবলী জারী করা হয়েছিল তা মেনে চলা ও নিষিদ্ধ কাজগুলো হতে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য হওয়া এবং নাবীদেরকে বিশ্বাস করার মূলের উপর সুস্পষ্ট দলীল।

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ তিনি মানুষের বিশ্রামের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا আর দিবসকে তিনি করেছেন উজ্জ্বল ও আলোকময়, যাতে তারা জীবিকার

অনুসন্ধানে বের হতে পারে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সফর যেন তাদের জন্য সহজ হয়। এ সবের মধ্যে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই যথেষ্ট ও পূর্ণমাত্রায় নিদর্শন রয়েছে।

৮৭। আর যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আল্লাহ যাদেরকে চান তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সবাই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়।	٨٧. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ
৮৮। তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করেছ, কিন্তু সেদিন ওগুলি হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান, এটা আল্লাহরই সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সব কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।	٨٨. وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ
৮৯। যে কেহ সৎ কাজ নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে এবং সেদিন তারা শংকা হতে নিরাপদ থাকবে।	٨٩. مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ

৯০। আর যে কেহ অসৎ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে আগুনে (এবং তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।	٩٠. وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহ অবস্থা, সৎ আমলকারীদেরকে উত্তম প্রতিদান এবং বদ আমলকারীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে

আল্লাহ সুবহানাহু জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন মানুষের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হবে। হাদীসে শিংগা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, উহা হল এমন একটি জিনিস যাতে আল্লাহর আদেশে ইসরাফীল মালাক (ফেরেশতা) ওতে ফুঁক দিবেন। ওতে তিনি প্রথমবার অনেক সময় ধরে ফুঁক দিবেন। এটি হল পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আলামত। তখন পৃথিবীতে খারাপ লোক ছাড়া আর কেহ বসবাস করবেনা। আকাশে ও যমীনে তখন যারা বেঁচে থাকবে তারা সবাই ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পতিত হবে। إِلاَّ مَن شَاء اللَّهُ *আল্লাহ যাদেরকে চান তারা ব্যতীত*। একমাত্র শহীদগণের উপর এর কোন প্রভাব পড়বেনা, তারা আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকবে এবং তাদেরকে খাদ্য প্রদান করা হবে।

ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জায (রহঃ) বর্ণনা করেন, উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বলেন যে, তাঁর নিকট একটি লোক এসে তাকে বলে ঃ আপনি এটা কি কথা বলেন যে, এরূপ এরূপ লোকের উপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে? উত্তরে তিনি সুবহানাল্লাহ বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথবা এ ধরনের কোন কালেমা উচ্চারণ করে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ আমার সিদ্ধান্ত ছিল যে, আমি কারও কাছে কোন হাদীসই বর্ণনা করবনা। আমি এ কথা বলেছিলাম যে, সত্তরই তোমরা বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখবে। বাইতুল্লাহকে ধ্বংস করা হবে এবং এই হবে, ঐ হবে ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জাল আসবে, অতঃপর চল্লিশ (চল্লিশ দিন, মাস কিংবা বছর) অবস্থান করবে, চল্লিশ দিন, কি চল্লিশ মাস, কি চল্লিশ বছর তা আমার জানা

নেই। তারপর আল্লাহ তা‘আলা ঈসাকে (আঃ) অবতরণ করাবেন। তিনি দেখতে উরওয়া ইব্ন মাসউদের (রাঃ) মত হবেন। তিনি দাজ্জালকে খুঁজতে থাকবেন এবং তাকে ধ্বংস করে ফেলবেন। এরপর সাতটি বছর এমনভাবে অতিবাহিত হবে যে, সারা দুনিয়ায় দু’জন লোক এমন থাকবেনা যাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা সিরিয়ার দিক হতে ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত করবেন, এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠে যারই অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান রয়েছে সে’ই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এমনকি কেহ যদি কোন পাহাড়ের গর্তেও ঢুকে পড়ে তাহলে সেই গর্তেও বায়ু প্রবেশ করে তার মৃত্যু ঘটিয়ে দিবে। তখন ভূ-পৃষ্ঠে শুধু দুষ্ট লোকেরাই অবস্থান করবে। তারা পাখীর মত হাল্কা ও চতুস্পদ জন্তুর মত জ্ঞান-বুদ্ধিহীন হবে। তাদের মধ্য হতে ভাল ও মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা উঠে যাবে। তাদের কাছে শাইতান এসে বলবে ঃ কে তা করবে যা আমি করতে বলব? তারা বলবে ঃ আমাদেরকে তুমি কি করতে আদেশ করতে চাও? তখন সে মূর্তি পূজা করতে আদেশ করবে এবং তারা মূর্তি পূজা শুরু করে দিবে। তথাপি আল্লাহ তা‘আলা তাদের রিয্কের ব্যবস্থা করতেই থাকবেন এবং তাদেরকে সুখে-স্বাচ্ছন্দে রাখবেন। এমতাবস্থায় ইসরাফীলকে (আঃ) শিংগায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। যার কানেই এই শব্দ পৌঁছবে সে’ই সেখানেই কান পেতে আরও পরিস্কারভাবে শুনতে চেষ্টা করবে। সর্বপ্রথম এই শব্দ ঐ লোকটি শুনতে পাবে যে তার উটগুলোর জন্য পানির হাউয ঠিক ঠাক করার কাজে লিপ্ত থাকবে। এই শব্দ শোনা মাত্রই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে এবং সব লোকই এভাবে অজ্ঞান হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা শিশিরের মত বারিবর্ষণ করবেন। ফলে দেহ অঙ্কুরিত বা উত্থিত হতে থাকবে। এরপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। এর ফলে সবাই কাবর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে এবং এদিক ওদিক তাকাতে থাকবে। তখন বলা হবে ঃ হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবের সমীপে চল। তারা সেখানে উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। কারণ তাদের সওয়াল-জবাব হবে। তারপর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলা হবে ঃ জাহান্নামীদেরকে পৃথক কর। প্রশ্ন করা হবে ঃ কতজনের মধ্য হতে কতজনকে? উত্তরে বলা হবে ঃ প্রতি হাযারের মধ্য হতে নয় শত নিরানব্বই জনকে। এটা হবে ঐ দিন যে দিন ছোটদের চুলও ধূসর বর্ণের হয়ে যাবে। ওটা হবে ঐ দিন যে দিন হাঁটু পর্যন্ত পা উন্মোচিত হবে। (মুসলিম ৪/২২৫৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ তারা তাদের মুখমণ্ডল এদিক ওদিক ফিরাতে থাকবে যাতে তারা আরও পরিস্কারভাবে শুনতে পায় যে, আকাশের কোন্ প্রান্ত থেকে শব্দ আসছে। অর্থাৎ ওটিই প্রথম শব্দ যা সবাইকে ভয়ার্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলবে। অতঃপর আর একটি ফুঁক দেয়া হলে তখন সবার মৃত্যু ঘটবে। এর পরের ফুৎকারে সবাইকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং সবাই তাদের কাবর থেকে উত্থিত হয়ে তাদের রবের সম্মুখে তাদের কৃতকর্মের ফাইসালার জন্য উপস্থিত হবে।

وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (সবাই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়) এ আয়াতের هَمْزَة টিকে মদ দিয়েও পড়া হয়েছে। সবাই নিরুপায়, অসহায়, অধীনস্থ এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার সামনে হাযির হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার হুকুম রোধ করার ক্ষমতা কারও হবেনা। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ

অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে মাটি হতে উঠার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৫)

সুর বা শিংগার হাদীসে রয়েছে যে, তৃতীয় ফুৎকারে (তাফসীরকারকের এ বর্ণনা সঠিক নয়। অধিকাংশ আলেমের মতে দুইবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, যা সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত) আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে সমস্ত রূহকে শিংগার ছিদ্রে রাখা হবে এবং দেহ কাবর হতে উদ্‌গত হতে শুরু করবে। তখন ইসরাফীল (আঃ) আবার শিংগায় ফুৎকার দিবেন। তখন রূহগুলি উড়তে থাকবে। মু’মিনদের রূহ জ্যোতির্ময় হবে এবং কাফিরদের রূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেন ঃ আমার মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের শপথ! অবশ্যই প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহে ফিরে যাবে। তখন রূহগুলি তাদের দেহগুলির মধ্যে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করবে যেমনভাবে গরল বা বিষ শিরার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে থাকে। অতঃপর লোকেরা তাদের মাথা হতে কাবরের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ

সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৪৩) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ

তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছ, অথচ সেদিন ওগুলি হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৮৮) অর্থাৎ ঐ দিন পর্বতমালাকে মেঘপুঞ্জের ন্যায় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়তে এবং টুকরা টুকরা হতে দেখা যাবে। ঐ টুকরাগুলির চলাচল শুরু হবে এবং শেষ পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا. وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا

যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে এবং পর্বত চলবে দ্রুত। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৯-১০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে, যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৫-১০৭)

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً

স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ এটা আল্লাহরই সৃষ্টি নৈপুণ্য, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুষম। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত। তাঁর সর্বময় ক্ষমতার বিষয় মানুষের জ্ঞানে ধরতে পারেনা। তিনি তাঁর বান্দাদের ভাল-মন্দ সমস্ত কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাদের

প্রতিটি কাজের তিনি শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করবেন। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর মহান আল্লাহ বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا যে কেহ সৎ কাজ করে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তা হল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করা উত্তম আমল। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন যে, তিনি তাদের প্রত্যেকের সৎ (উত্তম) আমলের প্রতিদান দশগুণ বাড়িয়ে দেন। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ কিয়ামাতের মাইদানের উৎকণ্ঠা এবং ভয়াবহতা থেকে তারা মুক্ত থাকবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ

মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবেনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৩)

أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ

শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, নাকি যে কিয়ামাত দিবসে নিরাপদে থাকবে সে? (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪০)

وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءَامِنُونَ

আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৭)

وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ পক্ষান্তরে যে কেহ অসৎ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল কি তোমাদেরকে দেয়া হয়নি?

৯১। আমিতো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রবের ইবাদাত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। সব কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আত্মসমর্পন-	٩١. إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ

أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ	কারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।
٩٢. وَأَنْ أَتْلُوَا۟ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ	৯২। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি কুরআন আবৃত্তি করতে। অতঃপর যে ব্যক্তি সৎ পথ অনুসরণ করে, সে তা অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং কেহ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বল ঃ আমিতো শুধু সর্তককারীদের মধ্যে একজন।
٩٣. وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.	৯৩। আর বল ঃ প্রশংসা আল্লাহরই, তিনি তোমাদেরকে সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন, তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে। তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে তোমাদের রাব্ব গাফিল নন।

আল্লাহর পথে কুরআনের মাধ্যমে দা‘ওয়াত দেয়ার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِه الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ হে রাসূল! তুমি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও ঃ আমি এই মাক্কা শহরের প্রভুর ইবাদাত ও আনুগত্য করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যিনি একে পবিত্র করেছেন এবং যিনি সব কিছুর মালিক। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ

বলে দাও ঃ হে লোকসকল! যদি তোমরা আমার দীন সম্বন্ধে সন্দিহান হও তাহলে আমি সেই মা'বূদদের ইবাদাত করিনা, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদাত কর; কিন্তু আমি সেই আল্লাহর ইবাদাত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০৪)

এখানে মাক্কা মুকাররামার দিকে মহান রবের সম্বন্ধ শুধুমাত্র ওর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণেই লাগানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ. ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ

অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। (সূরা কুরাইশ, ১০৬ ঃ ৩-৪)

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, তিনি এই শহরকে সম্মানিত করেছেন। যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এই শহরকে সম্মানিত করেছেন সেই দিন হতে যে দিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহর সম্মান দানের কারণে এটা কিয়ামাত পর্যন্ত সম্মানিতই থাকবে। না এর কাঁটাযুক্ত ঝোপ-ঝাড় কেটে ফেলা যাবে, না এর শিকারকে তাড়া করা যাবে এবং না এখানে পতিত কোন জিনিস উঠানো যাবে। তবে হ্যাঁ, যদি এটা এর মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য ঘোষণা করে প্রচার করা হয় তাহলে তার জন্য এটা জায়িয হবে এবং এর ঘাসও কেটে নেয়া যাবেনা (শেষ পর্যন্ত)। (ফাতহুল বারী ৪/৫৬, মুসলিম ২/৯৮৬, আবূ দাঊদ ২/৫১৭, নাসাঈ ৫/২০৩, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০৩৮, আহমাদ ১/২৫৩)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই বিশেষ বিষয়ের অধিকারের বর্ণনা দেয়ার পর নিজের সাধারণ অধিকারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ সব কিছুরই উপর আধিপত্য একমাত্র তাঁরই। তিনি ছাড়া অন্য কোন মালিক ও মা'বূদ নেই। প্রত্যেক জিনিসের মালিক ও অধিপতি তিনিই।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ তুমি আরও বলে দাও ঃ আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন কুরআন আবৃত্তি করি। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيَٰتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ

আমি তোমার প্রতি বিজ্ঞানময় বর্ণনা ও নিদর্শনাবলী হতে এটা আবৃত্তি করছি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৮) অন্য জায়গায় আছে ঃ

نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ

আমি তোমার নিকট মূসা ও ফির'আউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩)

فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন বলছেন ঃ যদি তোমরা আমার কথা মেনে নিয়ে সৎপথ অনুসরণ কর তাহলে তোমরা নিজেরাই কল্যাণ লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যদি তোমরা আমার কথা অমান্য করে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন কর তাহলে তোমরা নিজেদেরই অকল্যাণ ডেকে আনবে। আমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র। আমি আল্লাহ তা'আলার কালাম তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়ে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। সুতরাং তোমাদের কাজের জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবেনা। পূর্ববর্তী রাসূলগণও এরূপই করেছিলেন। তাঁরাও আল্লাহর কালাম জনগণের নিকট পৌঁছে দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০) তিনি আরও বলেন ঃ

إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ

তুমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহই সবকিছু পরিবেষ্টনকারী। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি স্বীয় বান্দাদের উপর তাদের বে-খবর অবস্থায় শাস্তি নাযিল করেননা। বরং প্রথমে তাদের কাছে

দা'ওয়াত পাঠিয়ে দেন, স্বীয় করণীয় সমাপ্ত করেন এবং ভাল ও মন্দ বুঝিয়ে দেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا তিনি তোমাদেরকে সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন, তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلْـَٔافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ

আমি শীঘ্র তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে ওটাই সত্য। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৫৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ তোমরা যা করছ সেই সম্বন্ধে তোমার রাব্ব গাফিল নন। বরং ছোট-বড় সব জিনিসকেই তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টন করে আছে।

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ) প্রায়ই নিম্নের ছন্দ দু'টি পাঠ করতেন, যা তাঁর নিজের রচিত অথবা অন্য কারও রচিত ঃ

যদি কোন এক দিন তুমি নির্জনে থাক তখন তুমি বলনা ঃ আমি একা, বরং তুমি বল ঃ আমাকে একজন দেখতে রয়েছেন। তুমি কখনও ধারণা করনা যে, আল্লাহ এক মুহুর্ত উদাসীন রয়েছেন বা কোন গোপনীয় জিনিস তাঁর জ্ঞানের বাইরে রয়েছে।

সূরা নাম্‌ল এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২৮ ঃ কাসাস, মাক্কী

٢٨ – سورة القصص، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৮৮, রুকূ ৯) (اَيَاتُهَا : ٨٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٩)

মা’দীকারিব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা আবদুল্লাহর (রাঃ) নিকট এসে আবেদন জানালাম যে, তিনি যেন আমাদেরকে সূরা **طسم** দু’ শত বার পাঠ করে শুনিয়ে দেন। তখন তিনি বললেন ঃ এটা আমার মুখস্থ নেই, তোমরা বরং খাব্বাব ইব্ন আরাত্ত (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁর থেকে এটা শুনে নাও। সুতরাং আমরা খাব্বাব ইব্ন আরাত্ত (রাঃ)-এর নিকট গমন করলে তিনি আমাদেরকে সূরাটি পড়ে শুনিয়ে দেন। (আহমাদ ১/৪১৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। তা-সীন-মীম।	١. طسٓمٓ
২। এই আয়াতগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের।	٢. تِلۡكَ ءَايَـٰتُ ٱلۡكِتَـٰبِ ٱلۡمُبِينِ
৩। আমি তোমার নিকট মূসা ও ফির‘আউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি, মু’মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশে।	٣. نَتۡلُواْ عَلَيۡكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرۡعَوۡنَ بِٱلۡحَقِّ لِقَوۡمٍ يُؤۡمِنُونَ
৪। নিশ্চয়ই ফির‘আউন তার দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল	٤. إِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلَ أَهۡلَهَا شِيَعًا يَسۡتَضۡعِفُ طَآئِفَةً مِّنۡهُمۡ يُذَبِّحُ

أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ	করেছিল, তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে সে জীবিত রাখত। সেতো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।
٥. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ	৫। আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে,
٦. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ	৬। আর তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে; এবং ফির‘আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত।

মূসা (আঃ) ও ফির‘আউনের ঘটনা এবং তাদের কাওমের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত

حُرُوْفٌ مُقَطَّعَةٌ এর বর্ণনা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ এই আয়াতগুলি হল সুস্পষ্ট কিতাবের অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের। সমস্ত কাজের মূল এবং অতীতের ও ভবিষ্যতের সমস্ত খবর এই কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ হে নাবী! আমি তোমার নিকট মূসা (আঃ) ও ফির‘আউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। যেমন অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ

আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৩) তাঁর সামনে এটা এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তিনি যেন ঐ সময় সেখানে বিদ্যমান ছিলেন।

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ

ফির‘আউন একজন অহংকারী, উদ্ধত ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। সে জনগণের উপর জঘন্যভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সে তাদেরকে পরস্পরে মধ্যে লড়াইয়ের মাধ্যমে মতানৈক্য সৃষ্টি করে তাদেরকে দুর্বল করে স্বয়ং তাদের উপর জোরপূর্বক প্রভুত্ব চালাতে থাকে। বিশেষ করে বানী ইসরাঈলকে সে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। অথচ মাযহাব হিসাবে সেই যুগে তারাই ছিল সর্বোত্তম। ফির‘আউন তাদেরকে খুবই নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছিল। সে সমস্ত ঘৃণ্য কাজ তাদের দ্বারা করিয়ে নিত। এত করেও তার প্রাণ ভরেনি। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল যাতে তারা শক্তিশালী হতে না পারে। তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার একটি বড় কারণ এই ছিল যে, ফির‘আউন আশংকা করত যে, বানী ইসরাঈল থেকে কোন ছেলে বড় হয়ে তার (ফিরা‘আউনের) ধ্বংসের কারণ হতে পারে এবং ফির‘আউনের রাজত্বেরও অবসান হতে পারে। তাই সাবধানতা অবলম্বন হিসাবে ফির‘আউন এই আইন জারী করে দিল যে, বানী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে ও কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হবে। কিন্তু মহামহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে। মূসা (আঃ) জীবিত রয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তা‘আলা ঐ উদ্ধত কাওমকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ হতে يَحْذَرُونَ পর্যন্ত।

আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে। আর তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফির‘আউন, হামান ও তাদের

বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। এটা প্রকাশমান কথা যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েই থাকে। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَـٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَـٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟ ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُۥ وَمَا كَانُوا۟ يَعْرِشُونَ

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৭) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

এরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৫৯)

ফির'আউন ছিল এমন ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী ব্যক্তি যে মনে করেছিল যে, ওর মাধ্যমে সে মূসা (আঃ) থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারবে। ফির'আউন তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিল, কিন্তু আল্লাহর শক্তি সে অনুমানও করতে পারেনি। শেষে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হয় এবং যে শিশুর কারণে সে হাজার হাজার নিস্পাপ শিশুর রক্ত প্রবাহিত করেছিল তাঁকেই তিনি তারই ক্রোড়ে লালন-পালন করিয়ে নেন, আর তাঁরই হাতে তিনি তাকে ও তার লোক-লস্করকে ধ্বংস করেন, যাতে সে জেনে ও বুঝে নেয় যে, সে আল্লাহ তা'আলার এক লাঞ্ছিত ও অসহায় দাস ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা কারও নেই। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

৭। আমি মূসার মায়ের অন্তরে ইংগিতে নির্দেশ করলাম	٧. وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ

ঃ শিশুটিকে তুমি স্তন্য দান করতে থাক; যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করনা, দুঃখ করনা; আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং তাকে রাসূলদের একজন করব।	أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيٓ ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
৮। অতঃপর ফির‘আউনের লোকজন তাকে কুড়িয়ে নিল। এর পরিণামতো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। ফির‘আউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।	٨. فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَٰطِـِٔينَ
৯। ফির‘আউনের স্ত্রী বলল ঃ এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর। তাকে হত্যা করনা, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃত পক্ষে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি।	٩. وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

মূসার (আঃ) মাকে ইলহাম পাঠানো হয়

বর্ণিত আছে যে, যখন বানী ইসরাঈলের হাজার হাজার পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হয় তখন কিবতীদের এই আশংকা হয় যে, এভাবে যদি বানী ইসরাঈলকে খতম করা হতে থাকে তাহলে যেসব নিকৃষ্ট কাজ প্রশাসনের পক্ষ হতে তাদের দ্বারা করিয়ে নেয়া হচ্ছে সেগুলো হয়তো কিবতীদের দ্বারাই করিয়ে নেয়া হবে। তাই দরবারে তারা সভা ডাকলো এবং ঐ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, বানী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে এক বছর হত্যা করা হবে এবং পরের বছর হত্যা করা হবেনা। ঘটনাক্রমে যে বছর হারূন (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন সেই বছর ছিল হত্যা বন্ধ রাখার বছর। কিন্তু মূসা (আঃ) ঐ বছর জন্মগ্রহণ করেন যে বছর বানী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে সাধারণভাবে হত্যা করা হচ্ছিল। মহিলা পরিদর্শকেরা ঘুরে-ফিরে গর্ভবতী নারীদের খোঁজ খবর নিচ্ছিল এবং তাদের নামগুলি তালিকাভুক্ত করছিল। বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সময় ঐ মহিলাগুলি হাযির হত। কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তারা ফিরে যেত। আর পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা সাথে সাথে জল্লাদদেরকে খবর দিত এবং তৎক্ষণাৎ জল্লাদেরা এসে পিতা-মাতার সামনে তাদের ঐ পুত্র সন্তানকে টুকরা টুকরা করে দিয়ে চলে যেত। তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।

মূসার (আঃ) মা যখন তাঁকে গর্ভে ধারণ করেন তখন সাধারণ গর্ভধারণের মত তাঁর গর্ভ প্রকাশ পায়নি। তাই যেসব নারী ও ধাত্রী গর্ভের সত্যতা নির্ণয়ের কাজে নিয়োজিতা ছিল তারা তাঁর গর্ভবতী হওয়া টের পায়নি। অবশেষে মূসার (আঃ) জন্ম হয়। তাঁর মা অত্যন্ত আতংকিতা হয়ে পড়েন। তাঁর প্রতি তাঁর মায়ের স্নেহ-মমতা এত বেশী ছিল যা সাধারণতঃ অন্যান্য নারীদের থাকেনা। মহান আল্লাহ মূসার (আঃ) চেহারা এমনই মায়াময় করেছিলেন যে, শুধু তাঁর মা কেন, যে'ই তাঁর দিকে একবার তাকাতো তারই অন্তরে তাঁর প্রতি মহব্বত জমে যেত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى

আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৩৯)

ফির'আউনের বাড়িতে মূসা (আঃ) লালিত পালিত হন

মূসার (আঃ) মা যখন তাঁর ব্যাপারে সদা আতংকিতা ও উৎকণ্ঠিতা থাকেন তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাকে ইঙ্গিতে নির্দেশ দেন ঃ

أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ তুমি শিশুটিকে স্তন্য দান করতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং তুমি ভয় করনা, দুঃখ করনা; আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব। তার বাড়ী নীল নদের তীরেই অবস্থিত ছিল। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী মূসার (আঃ) মা একটি বাক্স বানিয়ে নিলেন এবং তাঁকে ঐ বাক্সের মধ্যে রেখে দিলেন। তাঁর মা তাঁকে দুধ পান করিয়ে ঐ বাক্সের মধ্যে শুইয়ে দিতেন। আতংকের অবস্থায় ঐ বাক্সটিকে তিনি নদীতে ভাসিয়ে দিতেন এবং একটি দড়ি দ্বারা বাক্সটিকে বেঁধে রাখতেন। ভয় কেটে যাওয়ার পর ওটা আবার টেনে নিতেন।

একদিন এমন একটি লোক তার বাড়ীতে এলো যাকে দেখে তিনি অত্যন্ত ভয় পেলেন। তাড়াতাড়ি তিনি শিশুকে বাক্সে রেখে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু ভয়ে তাড়াতাড়ি এ কাজ করার কারণে তিনি দড়ি দ্বারা বাক্সটিকে বেঁধে রাখতে ভুলে গেলেন। বাক্সটি পানির স্রোতে ভাসতে ভাসতে ফির'আউনের প্রাসাদের পাশ দিয়ে চলতে থাকল। এ দেখে দাসীরা ওটা উঠিয়ে নিয়ে ফির'আউনের স্ত্রীর কাছে গেল। পথে তারা এই ভয়ে বাক্সটি খুলেনি যে, হয়ত বা তাদের উপর কোন অপবাদ দেয়া হবে। ফির'আউনের স্ত্রীর নিকট বাক্সটি খোলা হলে দেখা গেল যে, ওর মধ্যে একটি নূরানী চেহারার অত্যন্ত সুন্দর সুস্থ শিশু শায়িত রয়েছে। শিশুটিকে দেখা মাত্রই তার অন্তর তার প্রতি মহব্বতে পূর্ণ হয়ে গেল। আর তার প্রিয় রূপ/সৌন্দর্য তার অন্তরে জায়গা করে নিল। এতে মহান রবের যুক্তি ছিল এই যে, তিনি ফির'আউনের স্ত্রীকে সুপথ প্রদর্শন করবেন এবং ফির'আউনের দর্পকে চূর্ণ করে দিবেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ফির'আউনের লোকেরা তাকে (শিশুকে) উঠিয়ে নিল। এর পরিণামতো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। এতে একটি কথা এও আছে যে, যাঁর থেকে তারা বাঁচতে চেয়েছিল তিনিই তাদের মাথার উপর চড়ে বসলেন। এ জন্যই এর পরই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।

শিশুটিকে দেখা মাত্রই ফির‘আউন চমকে উঠল এই ভেবে যে, হয়তো বানী ইসরাঈলের কোন মহিলা শিশুটিকে নদীতে নিক্ষেপ করেছে এবং হতে পারে যে, এটা ঐ শিশুই হবে যাকে হত্যা করার জন্যই সে হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করেছে। এটা চিন্তা করে সে ঐ শিশুকেও হত্যা করার ইচ্ছা করল। তখন তার স্ত্রী আসিয়া বিন্‌ত মুজাহিম (রাঃ) শিশুটির প্রাণ রক্ষার জন্য ফির‘আউনের নিকট সুপারিশ করে বললেন ঃ

قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। তাকে হত্যা করনা। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি। উত্তরে ফির‘আউন বলেছিল ঃ সে তোমার জন্য নয়ন-প্রীতিকর হতে পারে। কিন্তু আমার জন্য নয়। আল্লাহর কি মাহাত্ম্য যে, হলও তাই। তিনি আসিয়াকে (রাঃ) স্বীয় দীন লাভের সৌভাগ্য দান করলেন এবং মূসার (আঃ) কারণে তিনি হিদায়াতপ্রাপ্তা হলেন। আর ঐ অহংকারী ফির‘আউনকে তিনি স্বীয় নাবীর (আঃ) মাধ্যমে ধ্বংস করেন। আসিয়া (রাঃ) বলেছিলেন ঃ

عَسَى أَن يَنفَعَنَا সে আমাদের উপকারে আসতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা তার এ আশা পূর্ণ করেন। মূসা (আঃ) দুনিয়ায় তার হিদায়াত লাভের মাধ্যম হন এবং আখিরাতে জান্নাত লাভের মাধ্যম হয়ে যান। আসিয়া (রাঃ) আরও বলেন ঃ

أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا আমরা তাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি। তাদের কোন সন্তান ছিলনা। তাই আসিয়া (রাঃ) শিশু মূসাকে (আঃ) সন্তান হিসাবে গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ কিভাবে গোপনে গোপনে স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন তা তারা বুঝতে পারেনি।

১০। মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল। যাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয়তো প্রকাশ করেই দিত।	١٠. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَٰرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

১১। সে মূসার বোনকে বলল ঃ এর পিছনে পিছনে যাও, সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর হতে তাকে দেখছিল।	١١. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
১২। পূর্ব হতেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার বোন বলল ঃ তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব যারা তোমাদের হয়ে একে লালন পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে?	١٢. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَـٰصِحُونَ
১৩। অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানেনা।	١٣. فَرَدَدْنَـٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

মূসার (আঃ) মায়ের অতীব দুঃখ এবং তার কোলে সন্তানকে ফিরিয়ে দেয়া

إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মূসার (আঃ) মা যখন তাঁকে বাক্সের মধ্যে রেখে ফির'আউনের লোকজনের ভয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন এবং অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েন, আর তার কলিজার টুকরা মূসার (আঃ) চিন্তা

ছাড়া অন্য কোন খেয়াল তার অন্তরে জেগেই উঠেনি, ঐ সময় যদি মহান আল্লাহ তার অন্তরকে দৃঢ় না করতেন তাহলে ধৈর্যহারা হয়ে গোপন রহস্য তিনি প্রকাশ করে ফেলতেন। ফলে তার পুত্র ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু মহামহিমান্বিত আল্লাহ তার হৃদয়কে দৃঢ় করে দেন এবং তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে দেন যে, তার পুত্রকে অবশ্যই তিনি ফিরে পাবেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবূ উবাইদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মতামত পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/৫২৯)

وَقَالَتْ لِأُخْتِه قُصِّيه মূসার (আঃ) মা তার বড় মেয়েকে বলেন ঃ হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি এই বাক্সের প্রতি দৃষ্টি রেখে সমুদ্রের তীর ধরে চলে যাও, পরিশেষে কি ঘটে তা দেখা যাক। পরে তুমি আমাকে খবর জানাবে।

মায়ের কথা মত মূসার (আঃ) বোনটি দূর হতে বাক্সের দিকে দৃষ্টি রেখে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে থাকেন। তিনি এমন অন্যমনস্কভাবে চলতে থাকেন যে, তিনি যে বাক্সটির দিকে খেয়াল রেখে চলছেন তা কেহ টেরও পেলনা। যখন বাক্সটি ফির'আউনের প্রাসাদের নিকট পৌঁছল এবং দাসীরা তা উঠিয়ে নিয়ে অন্দর মহলে প্রবেশ করল তখন কি ঘটে তা জানার আশায় তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেখানে এই ঘটলো যে, যখন আসিয়া (রাঃ) ফির'আউনকে মূসার (আঃ) হত্যার আদেশ জারী করা হতে বিরত রাখলেন এবং শিশু মূসাকে (আঃ) লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন শাহী মহলে যতগুলি ধাত্রী ছিল সবাইকেই শিশুটি দেয়া হল এবং সবাই অতি আদরের সাথে শিশুটিকে দুধ পান করাতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে শিশু মূসা (আঃ) কারও দুধ এক ঢোকও পান করলেননা। অবশেষে আসিয়া (রাঃ) শিশুটিকে তার দাসীদের হাতে দিয়ে তাদেরকে বাইরে পাঠালেন যে, তারা যেন ধাত্রী অনুসন্ধান করে এবং শিশুটি যার দুধ পান করবে তাকে যেন তার কাছে নিয়ে যায়।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ *পূর্ব হতেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে বিরত রেখেছিলাম।* বিশ্ব জগতের রবের ইচ্ছা ছিল এটাই যে, তাঁর নাবী (আঃ) যেন স্বীয় মা ছাড়া আর কারও দুধ পান না করেন এবং এতে বড় যৌক্তিকতা এই ছিল যে, এই বাহানায় যেন মূসা (আঃ) তাঁর মায়ের নিকট পৌঁছতে পারেন। দাসীরা শিশু মূসাকে (আঃ) নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তাঁর বোন তাঁকে চিনে নেন। কিন্তু তিনি তাদের কাছে কিছুই প্রকাশ করলেননা এবং তারাও কিছু বুঝতে পারলনা। তাঁর মা প্রথমে খুবই অস্থির ও উদ্বিগ্না ছিলেন বটে, কিন্তু পরে মহান

আল্লাহ তাকে ধৈর্য ও স্থিরতা দান করেছিলেন। ফলে তিনি নীরব ও শান্তই ছিলেন। মূসার (আঃ) বোন দাসীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা এত ব্যতিব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন কেন? তারা উত্তরে বলল ঃ এই শিশুটি কারও দুধ পান করছেনা। তাই আমরা এমন এক ধাত্রীর খোঁজে বেরিয়েছি যার দুধ এ শিশু পান করবে। তাদের এ কথা শুনে মূসার (আঃ) বোন তাদেরকে বললেন ঃ

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ তোমরা বললে আমি একজন ধাত্রীর খোঁজ দিতে পারি। সম্ভবতঃ এ শিশু তার দুধ পান করবে এবং সে একে উত্তমরূপে লালন-পালন করবে এবং এর শুভাকাংখিনী হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তার এ কথা শুনে ফির'আউনের লোকদের মনে কিছু সন্দেহ জাগল যে, এ মেয়েটি শিশুটির পিতা-মাতার খবর রাখে, সুতরাং তারা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কি করে জানলে যে, ঐ মহিলাটি এ শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব নিবে এবং এর শুভাকাংখিনী হবে? তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন ঃ কারণ আমরা চাই যে, রাজা সুখী হোক এবং লালন-পালন করার জন্য তারাও ভাল বখশীশ লাভ করুক। তার এ জবাবে তারাও বুঝে নিল যে, তাদের পূর্ব ধারণা ভুল ছিল, মেয়েটি সঠিক কথাই বলেছে। সুতরাং তারা তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল ঃ আচ্ছা, তাহলে চল, ঐ ধাত্রীটির বাড়ী আমাদেরকে দেখিয়ে দাও। তিনি তখন তাদেরকে নিয়ে তাদের বাড়ী গেলেন এবং তার মায়ের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ একে দিয়ে দাও। সরকারী লোকেরা শিশুটি তাকে প্রদান করলে তিনি তার দুধ পান করতে শুরু করলেন। সাথে সাথে এ খবর আসিয়ার (রাঃ) নিকট পৌঁছে দেয়া হল। এ খবর শুনে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাকে তিনি তার প্রাসাদে ডেকে নেন এবং বহু কিছু পুরস্কার দেন। কিন্তু তিনি জানতেননা যে, তিনিই শিশুটির প্রকৃত মা। তিনি তাকে পুরস্কৃত করলেন শুধু এ কারণে যে, শিশুটি তার দুধ পান করেছে। আসিয়া (রাঃ) মূসার (আঃ) মায়ের উপর অত্যন্ত খুশী হন এবং তাকে তার রাজপ্রাসাদে থেকেই শিশুটিকে দুধ পান করানোর জন্য অনুরোধ করেন। উত্তরে মূসার (আঃ) মা বলেন ঃ এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা আমার ছেলে-মেয়ে ও স্বামী রয়েছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি বরং শিশুটিকে আমার নিজ বাড়ীতেই দুধ পান করাব, তারপর আপনার নিকট পাঠিয়ে দিব। শেষে এটাই মীমাংসিত হয় এবং ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়াও (রাঃ) এতে সম্মত হন। সুতরাং মূসার (আঃ) মায়ের ভয় নিরাপত্তায়, দারিদ্রতা ঐশ্বর্যে, লাঞ্ছনা সম্মানে এবং ক্ষুধা পরিতৃপ্তি বা স্বচ্ছলতায় পরিবর্তিত হয়। শাহী দরবার থেকে তিনি বেতন ও

পুরস্কার পেতে থাকলেন এবং পেতে লাগলেন খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্র। আর সবচেয়ে বড় সুযোগ তিনি এই পেলেন যে, নিজের ছেলেকে নিজেরই ক্রোড়ে লালন-পালন করতে থাকলেন। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এভাবেই পরম করুণাময় আল্লাহ তার কষ্ট ও বিপদকে সুখ ও আরামে পরিবর্তিত করলেন। আল্লাহর সত্তা অতি পবিত্র। তাঁরই হাতে সমস্ত কাজ। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা কখনও হয়না। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা এমন প্রতিটি লোককে সাহায্য করেন যে তাঁর উপর ভরসা করে। তাঁর নির্দেশাবলী পালনকারীর সহায়ক তিনিই। তিনি তাঁর সৎ বান্দাদের বিপদের সময় এগিয়ে আসেন এবং তাদের বিপদ দূর করে দেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا অতঃপর আমি তাকে তার জননীর নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার দ্বারা তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে দুঃখ না করে, আর যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সে যেন এটা বিশ্বাস করে নেয় যে, সে অবশ্যই নাবী ও রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মূসার (আঃ) মা মনের সুখে স্বীয় সন্তানের লালন-পালনে নিমগ্ন হলেন এবং এমনভাবে মূসা (আঃ) লালিত-পালিত হতে থাকলেন যেভাবে একজন উচ্চমানের রাসূলকে লালন-পালন করা উচিত।

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ তা'আলার নিপুণতা এবং তাঁর আনুগত্যের শুভ পরিণাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা। তারা শুধু বাহ্যিক লাভ-লোকসানের প্রতিই দৃষ্টি দিয়ে থাকে এবং দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরকালকে পরিত্যাগ করে।

وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡ

বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৬)

فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

কিন্তু যদি অপছন্দ কর তাহলে তোমরা যে বিষয় অপছন্দ কর আল্লাহ সেটাকে প্রচুর কল্যাণকর করতে পারেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৯)

১৪। যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হল তখন আমি তাকে হিকমাত ও জ্ঞান দান করলাম। এভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি।	١٤. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ
১৫। সে নগরীতে প্রবেশ করল, যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেখানে সে দু'টি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখল - একজন তার নিজ দলের এবং অপর জন তার শত্রু দলের। মূসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারল, এতেই তার মৃত্যু হল। মূসা বলল ঃ এটা শাইতানের কান্ড, সেতো প্রকাশ্য শত্রু ও পথভ্রষ্টকারী।	١٥. وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ
১৬। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো আমার নিজের প্রতি যুল্ম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন! অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনিতো	١٦. قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	
১৭। সে আরও বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি যেহেতু আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবনা।	١٧. قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ فَلَنۡ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلۡمُجۡرِمِينَ

মূসা (আঃ) এক কিবতীকে মেরে ফেলেন

মূসার (আঃ) বাল্যকালের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর যৌবনের ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁকে হিকমাত ও দীনী জ্ঞান দান করলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাঁকে নাবুওয়াত দিলেন। (দুররুল মানসুর ৫/২৩১) وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ সৎ লোকেরা এরূপই প্রতিদান পেয়ে থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মূসা (আঃ) কিভাবে নাবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন এবং কিভাবে আল্লাহর সাথে তাঁর কথোপকথন হয়েছে। এর আগে তিনি এক কিবতীকে মেরে ফেলেছিলেন যে কারণে তিনি মিসর ত্যাগ করে মাদইয়ান চলে যান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا *সে নগরীতে প্রবেশ করল, যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক*। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ঐ সময়টি ছিল মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়। (তাবারী ১৯/৫৩৮) ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) 'আতা আল ইয়াসার (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, উহা ছিল দ্বিপ্রহর। (তাবারী ১৯/৫৩৮) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ هَذَا مِن شِيعَتِه وَهَذَا مِنْ عَدُوِّه দুই লোক একে অপরের সাথে মারামারি করছিল যাদের একজন ছিল মূসার (আঃ) দলের লোক অর্থাৎ বানী ইসরাঈলের লোক এবং অপর জন ছিল তাঁর শত্রু পক্ষের লোক অর্থাৎ একজন কিবতী। (তাবারী ১৯/৫৩৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ

(রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৯/৫৪০) বানী ইসরাঈলের লোকটি মূসাকে (আঃ) দেখতে পেয়ে ফাইসালার জন্য তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। কিবতী লোকটি মূসার (আঃ) কথায় কোন কর্ণপাত না করায় মূসা (আঃ) কিবতীর কাছে গেলেন।

فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ (*তখন মূসা তাকে আঘাত করল, এতেই তার মৃত্যু হল*) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ মূসা (আঃ) কিবতীকে একটি ঘুষি মারেন এবং এর ফলে সে মারা যায়। (তাবারী ১৯/৫৪০) মূসা (আঃ) এতে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন এবং বলেন ঃ

هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

এটা শাইতানের কান্ড, সেতো প্রকাশ্য শত্রু ও পথভ্রষ্টকারী। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো আমার নিজের প্রতি যুল্ম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন! অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এরপর মূসা (আঃ) বলেন ঃ

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

হে আমার রাব্ব! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হবনা। এটা আমি ওয়াদা করলাম।

১৮। অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হল। হঠাৎ সে শুনতে পেলো, পূর্বদিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল সে তার সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে। মূসা তাকে বলল ঃ তুমিতো সুস্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।	١٨. فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ ۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِينٌ

১৯। অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে ধরতে উদ্যত হল তখন সেই ব্যক্তি বলে উঠল ঃ হে মূসা! গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছ? তুমিতো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাওনা?	١٩. فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ

কিবতীকে মেরে ফেলার ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ল

মূসার (আঃ) ঘুষিতে কিবতী মারা যায় এই কারণে তাঁর মনে ভয় বাসা বেধেছিল। তাই তিনি শহরে খুবই সতর্কতার সাথে চলাফিরা করছিলেন যে, দেখা যাক কি ঘটে! রহস্য খুলে যায়নিতো? পরের দিন আবার তিনি শহরে বের হলে দেখেন যে, গতকাল যে ইসরাঈলীকে তিনি কিবতীর হাত হতে রক্ষা করেছিলেন সে আজ আর এক কিবতীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। তাঁকে দেখে সে তাঁর নিকট ফরিয়াদ করে। কিবতীকে লক্ষ্য করে মূসা (আঃ) বললেন ঃ

إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ তুমি খুবই দুষ্ট লোক। তাঁর এ কথা শুনে সে খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে। মূসা (আঃ) যখন ঐ যালিম কিবতীকে বাধা দেয়ার উদ্দেশে তার দিকে হাত বাড়ান তখন ঐ ইসরাঈলী তার কাপুরুষতার কারণে মনে করে বসে যে, মূসা (আঃ) তাকে দুষ্ট বলেছেন, অতএব তাকেই হয়তো তিনি ধরতে চাচ্ছেন। তাই সে নিজের প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশে তাঁকে লক্ষ্য করে বলে ঃ

يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ হে মূসা! আপনি গতকাল যেমন এক কিবতীকে হত্যা করেছেন সেভাবে কি আমাকেও হত্যা করতে চাচ্ছেন? গতকালের ঘটনার সময় শুধু সে'ই উপস্থিত ছিল। এ জন্য এ পর্যন্ত কেহই জানতে পারেনি যে, মূসার (আঃ) দ্বারা এ কাজ সংঘটিত হয়েছে।

কিন্তু আজ তার মুখে এ কথা শুনে কিবতী জানতে পারে যে, তিনিই এ কাজ করেছেন। কিবতী ঐ ইসরাঈলীকে ছেড়ে দিয়ে দৌড় দেয় এবং ফির'আউনের দরবারে পৌঁছে খবর দেয়। এ খবর শুনে ফির'আউন অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং মূসাকে (আঃ) হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁকে তার নিকট ধরে আনার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়।

২০। নগরীর দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে এলো এবং বলল ঃ হে মূসা! পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করেছে। সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও, আমিতো তোমার মঙ্গলকামী।	٢٠. وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ

এই আগন্তুককে رَجُل বলা হয়েছে। আরাবীতে 'পা' কে رِجْل বলা হয়। এ লোকটি যখন দেখল যে, ঐ লোকটি মূসার (আঃ) পিছনে লেগেছে এবং তাঁকে ধরার জন্য বেরিয়ে গেছে তখন সে দ্রুত দৌড়াতে শুরু করে এবং কাছের পথ ধরে অতি তাড়াতাড়ি মূসার (আঃ) নিকট পৌঁছে তাঁকে এ খবর অবহিত করে। সে তাঁকে বলে ঃ

إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ

পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করে ফেলার পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও। আমিতো তোমার হিতকাঙ্ক্ষী। সুতরাং হে মূসা (আঃ)! আমার কথা মেনে নাও।

২১। ভীত সতর্ক অবস্থায় সে সেখান হতে বের হয়ে পড়ল এবং বলল ঃ হে আমার	٢١. فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ

রাব্ব! আপনি যালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা করুন।	قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ
২২। যখন মূসা মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা শুরু করল তখন বলল ঃ আশা করি, আমার রাব্ব আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন।	٢٢. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ
২৩। যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছল তখন দেখল যে, একদল লোক তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন নারী তাদের পশুগুলিকে আগলাচ্ছে। মূসা বলল ঃ তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল ঃ আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারিনা, যতক্ষণ রাখালরা তাদের পশুগুলিকে নিয়ে সরে না যায়, আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।	٢٣. وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ
২৪। মূসা তখন তাদের পশুগুলিকে পানি পান করালো। অতঃপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করল ও	٢٤. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ

বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার কাঙ্গাল।	إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

মাদইয়ানে মূসার (আঃ) পলায়ন এবং সেখানে দুই মহিলার মেষপালকে পানি পান করানো

ঐ লোকটির মাধ্যমে মূসা (আঃ) যখন ফির‘আউন ও তার লোকদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত হন তখন তিনি অতি সন্তর্পণে একাকী সেখান থেকে পালিয়ে যান। ইতোপূর্বে তিনি রাজপুত্রদের মত জীবন যাপন করেছিলেন বলে এই সফর তাঁর কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ *ভীত সতর্ক অবস্থায় সে সেখান হতে বের হয়ে পড়ল।* ভয় ও ত্রাসের কারণে তিনি এদিক ওদিক দেখছিলেন এবং সোজা পথে দ্রুত এগিয়ে চলছিলেন। আর তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করছিলেন ঃ

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনি ফির‘আউন ও তার লোকদের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করুন। বর্ণিত আছে যে, মূসাকে (আঃ) মিসরের পথ-প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা‘আলা একজন মালাক/ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন যিনি ঘোড়ায় চড়ে তাঁর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে পথ-প্রদর্শন করেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। অতঃপর তিনি মরুভূমি অতিক্রম করে মাদইয়ানের পথে পৌঁছে যান। এতে তিনি খুবই খুশী হন এবং বলে ওঠেন ঃ

عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاء السَّبِيلِ আমি মহান আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, তিনি আমাকে সঠিক পথে চালিত করবেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর এ আশাও পূরণ করেন এবং তাঁকে শুধু দুনিয়া ও আখিরাতের সঠিক পথ-প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হলেননা, বরং তাঁকে অন্যদের জন্য সঠিক পথ-প্রদর্শকও বানালেন।

وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ

মাদইয়ান পৌঁছে পানি পান করার জন্য একটি কূপের নিকট গিয়ে তিনি দেখলেন যে, রাখালেরা কূপ হতে পানি উঠিয়ে তাদের পশুগুলোকে পান করাচ্ছে। তিনি এটাও দেখতে পেলেন যে, দুই মহিলা তাদের বকরীগুলোকে ঐ পশুগুলোর সাথে

পানি পান করানো হতে বিরত রয়েছে। তিনি যখন এ অবস্থা অবলোকন করলেন যে, মহিলাদ্বয় নিজেরাও তাদের বকরীগুলোকে পানি পান করাতে পারছেনা এবং ঐ রাখালেরাও তাদের পশুগুলোর সাথে ঐ বকরীগুলোকে পানি পান করানোর কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেনা তখন তাঁর মনে করুণার উদ্রেক হল। তাই তিনি মহিলা দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ مَا خَطْبُكُمَا তোমরা তোমাদের এ বকরীগুলোকে পানি পান করানো হতে বিরত থাকছ কেন? তারা উত্তরে বলল ঃ

لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ আমরা বকরীগুলোকে পানি পান করাতে পারিনা যতক্ষণে রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। فَسقَى لَهُمَا তাদের এ কথা শুনে তিনি নিজেই পানি উঠিয়ে তাদের বকরীগুলোকে পান করালেন।

ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ অতঃপর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার মুখাপেক্ষী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তিনি একটি গাছের নিচে বসেছিলেন। (তাবারী ১৯/৫৫৬)

২৫। তখন নারীদ্বয়ের একজন লজ্জা জড়িত চরণে তার নিকট এলো এবং বলল ঃ আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন, আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক আপনাকে দেয়ার জন্য। অতঃপর মূসা তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বলল ঃ ভয় করনা, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে গেছ।	٢٥. فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ

২৬। তাদের একজন বলল ঃ হে পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন; কারণ আপনার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।	٢٦. قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ
২৭। সে মূসাকে বলল ঃ আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনা। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।	٢٧. قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
২৮। মূসা বলল ঃ আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইল। এ দু'টি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবেনা। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার স্বাক্ষী।	٢٨. قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَىَّ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

মূসার (আঃ) সাথে ঐ দুই মহিলার এক জনের সাথে বিয়ে হল

ঐ মেয়ে দু'টির বকরীগুলোকে যখন মূসা (আঃ) পানি পান করিয়ে দিলেন তখন তারা তাদের বকরীগুলো নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। তাদের পিতা যখন দেখলেন যে, তাঁর মেয়েরা সময়ের পূর্বেই ঐদিন বাড়ীতে ফিরে গেছে তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি? তারা উত্তরে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের একজনকে পাঠিয়ে দিলেন মূসাকে (আঃ) ডেকে আনতে। মেয়েটি মূসার (আঃ) নিকট গেলেন।

فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء তিনি গেলেন সতী-সাধ্বী মেয়েরা যেভাবে পথে চলে সেই ভাবে। যেমনটি মু'মিনদের নেতা উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি গেলেন অত্যন্ত লজ্জাজড়িত চরণে চাদর দ্বারা সারা দেহ আবৃত করে। (তাবারী ১৯/৫৫৮) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন মাইমূন (রহঃ) বলেন, উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ তিনি অতি লজ্জাশীলা অবস্থায় তাঁর নিকট যান, তখন তার মুখমণ্ডলের উপর কাপড় জড়ানো ছিল। তিনি ঐ ধরণের প্রগলভ নারীর মত ছিলেননা যারা তাদের খেয়াল খুশি মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। (তাবারী ১৯/৫৫৯) এর বর্ণনাধারা সহীহ। অতঃপর তার সত্যবাদিতা ও বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত হতে হয় যে, তিনি 'আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন' এ কথা বললেননা। কেননা এতে সন্দেহের অবকাশ ছিল। বরং তিনি পরিষ্কারভাবে বললেন ঃ

إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন। মূসা (আঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে একজন সদাশয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মনে করে তার কাছে তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁর ঘটনা শুনে নারীদ্বয়ের পিতা তাঁকে সহানুভূতির সুরে বললেন ঃ

لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ তোমার আর কোন ভয় নেই। ঐ অত্যাচারীদের কবল হতে তুমি রক্ষা পেয়েছ। এখানে তাদের কোন শাসন কর্তৃত্ব নেই।

يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সুরায়িহ আল কাযী (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, যখন মহিলাটি

পিতাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে পিতা! আপনি এ লোকটিকে আমাদের বকরী চরানোর কাজে নিযুক্ত করুন! কেননা সে'ই উত্তমরূপে কাজ করতে পারে যে হয় শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। পিতা তখন মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আমার প্রিয় কন্যা! তার মধ্যে যে এ দু'টি গুণ রয়েছে তা তুমি কি করে জানতে পারলে? উত্তরে মেয়েটি বললেন ঃ দশজন শক্তিশালী লোক মিলিতভাবে কূপের মুখের যে পাথরটি সরাতে সক্ষম হত তা তিনি একাকী সরিয়ে ফেলেছেন। এর দ্বারা অতি সহজেই তার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আর তার বিশ্বস্ততার পরিচয় আমি এভাবে পেয়েছি যে, তাকে সাথে নিয়ে যখন আমি আপনার নিকট আসতে শুরু করি তখন তিনি পথ চিনেন না বলে আমি অগ্রবর্তী হই। তিনি তখন আমাকে বললেল ঃ না, তুমি বরং আমার পিছনে থাক। যখন পথ পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে তখন ঐ দিকে তুমি একটি কংকর ছুঁড়ে মারবে। তাহলেই আমি বুঝতে পারব যে, ঐ পথে আমাকে চলতে হবে। (তাবারী ১৯/৫৬২-৫৬৪)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তিন ব্যক্তির মত বোধশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা আর কারও মধ্যে পাওয়া যায়নি। তারা হলেন ঃ (১) আবূ বাকর (রাঃ), তার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় এই যে, তিনি খিলাফাতের জন্য উমারকে (রাঃ) মনোনীত করেন। (২) মিসরের অধিবাসী ইউসুফের (আঃ) ক্রেতা, যিনি প্রথম দৃষ্টিতেই ইউসুফের (আঃ) মর্যাদা বুঝে নেন এবং তাঁকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে স্বীয় স্ত্রীকে বলেন ঃ সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর। আর (৩) এই মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোকটির কন্যা যিনি মূসাকে (আঃ) তাদের কাজে নিয়োগ করার জন্য তার পিতার নিকট সুপারিশ করেছিলেন। (ইব্ন আবী শাইবাহ ১৪/৫৭৪) মেয়ের কথা শোনা মাত্রই তার পিতা মূসাকে (আঃ) বললেন ঃ

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। এই শর্তে যে, তুমি আট বছর পর্যন্ত আমার বকরী চরাবে। ঐ সম্ভ্রান্ত লোকটি আরও বললেন ঃ

فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর তাহলে সেটা তোমার ইচ্ছা। এটা তোমার জন্য অবশ্য করণীয় নয়। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনা। আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন রাবাহ (রহঃ) আল লাখমী (রহঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী উতবাহ ইব্ন নাযার আস সুলামীকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জাস্থানের হিফাযাত এবং পেট পুরে খাদ্যের বিনিময়ে মূসা (আঃ) নিজেকে চাকুরীতে নিয়োজিত করেন। (বাজ্জার ১৪৯৫) মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ) ঐ মহানুভব ব্যক্তির ঐ শর্ত কবূল করে নেন এবং তাঁকে বলেন ঃ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইলো। এ দু'টি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবেনা। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী।

যদিও দশ বছর পূর্ণ করা আইনানুমোদিত, কিন্তু ওটা অতিরিক্ত বিষয়, যরুরী নয়। যরুরী হল আট বছর। যেমন মিনার শেষ দুই দিন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ রয়েছে।

فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

অতঃপর কেহ যদি দু' দিনের মধ্যে (মাক্কায় ফিরে যেতে) তাড়াহুড়া করে তাহলে তার জন্য কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে কেহ যদি দু' দিন বিলম্ব করে তাহলে তার জন্যও পাপ নেই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২০৩) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামযা ইব্ন আমর আসলামীকে (রাঃ) সফরে সিয়াম পালন করা সম্পর্কে তার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন এবং তিনি অধিকাংশ দিন সিয়াম পালন করতেন ঃ সফরে সিয়াম পালন করা ও না করা তোমার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা হলে সিয়াম পালন করবে, আর ইচ্ছা না হলে না করবে। (বুখারী ১৯৪৩) যদিও অন্য দলীল দ্বারা সিয়াম পালন করাই উত্তম। এখানেও এই দলীলই রয়েছে যে, মূসা (আঃ) দশ বছরই পূর্ণ করেছিলেন।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হীরাবাসী এক ইয়াহুদী আমাকে জিজ্ঞেস করে ঃ মূসা (আঃ) আট বছর পূর্ণ করেছিলেন, নাকি দশ বছর? আমি উত্তরে বললাম ঃ এটা আমার জানা নেই। অতঃপর আমি আরাবের খুবই বড় আলেম ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট যাই এবং তাকে এটা জিজ্ঞেস করি। তিনি জবাবে বলেন ঃ এ দু'টোর মধ্যে যেটা বেশী ও পবিত্র মেয়াদ সেটাই তিনি পূর্ণ করেন অর্থাৎ তিনি দশ বছর পূর্ণ করেন। আল্লাহর কোন নাবী যা বলেন তা'ই করে থাকেন। (তাফসীর দেখুন (২০ ঃ ১১-১৬)

২৯. فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ
وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن
جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ
ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىٓ
ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ
مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ
تَصْطَلُونَ

২৯। মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করার পর স্বপরিবারে যাত্রা শুরু করল তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিজনবর্গকে বলল ঃ তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি সেখান হতে তোমাদের জন্য খবর আনতে পারি, অথবা এক খন্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।

৩০. فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ مِن
شَٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ
ٱلْمُبَٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن
يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ
ٱلْعَٰلَمِينَ

৩০। যখন মূসা আগুনের নিকট পৌঁছল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পাশে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হতে তাকে আহ্বান করে বলা হল ঃ হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের রাব্ব।

৩১. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا
رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا

৩১। আরও বলা হল ঃ তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে

দেখল তখন পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরে তাকালোনা। তাকে বলা হল ঃ হে মূসা! সামনে এসো, ভয় করনা, তুমিতো নিরাপদ।	وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْـَٔامِنِينَ
৩২। তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ওটা বের হয়ে আসবে শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দোষ হয়ে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় তোমার উপর চেপে ধর। এ দু'টি তোমার রাব্ব প্রদত্ত প্রমাণ, ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য। তারাতো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।	٣٢. ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَـٰسِقِينَ

মূসার (আঃ) মিসরে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে মু'জিযা প্রাপ্তি

পূর্বেই এটা বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আঃ) দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। কুরআনুল হাকীমের اَلْأَجَلَ শব্দের দ্বারাও ঐ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মূসার (আঃ) মনে খেয়াল ও আগ্রহ জাগে যে, তিনি চুপে চুপে স্বদেশে চলে যাবেন এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হবেন। তাই তিনি স্বীয় স্ত্রী ও তাঁর শ্বশুরের দেয়া বকরীগুলো সাথে নিয়ে মাদইয়ান হতে মিসরের পথে যাত্রা শুরু করেন। রাতে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয় এবং ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। চতুর্দিক অন্ধকারে চেয়ে যায়। তিনি বারবার প্রদীপ জ্বালানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনক্রমেই আলো জ্বালাতে পারলেননা। তিনি খুবই বিস্মিত ও হতবাক হয়ে

গেলেন। ইতোমধ্যে তিনি কিছু দূরে তূর পাহাড়ে আগুন জ্বলতে দেখতে পেলেন। তাই তিনি স্বীয় পরিজনকে বললেন ঃ

إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। ওখানে আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। আমি ওখানে যাচ্ছি। সেখানে যদি কেহ থেকে থাকে তাহলে আমি তার কাছ থেকে রাস্তা জেনে নিব, যেহেতু আমরা পথ ভুল করেছি এবং সেখান হতে কিছু আগুন নিয়ে আসব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ যখন তিনি সেখানে পৌঁছেন তখন ঐ উপত্যকার ডান দিকের পশ্চিমের পাহাড় হতে শব্দ শুনতে পান। যেমন কুরআনুল হাকীমের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ

মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৪) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মূসা (আঃ) আগুনের উদ্দেশে কিবলার দিকে গিয়েছিলেন এবং পশ্চিম দিকের পাহাড়টি তাঁর ডান দিকে ছিল। এক সবুজ-শ্যামল গাছে আগুন দেখা যাচ্ছিল যা পাহাড় সংলগ্ন উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে এ অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন যে, সবুজ-শ্যামল গাছ হতে অগ্নিশিখা বের হচ্ছে! অথচ কোন জিনিসে আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছেনা। মূসা (আঃ) শুনতে পেলেন যে, শব্দ আসছে ঃ

أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের রাব্ব। আমি যা ইচ্ছা করি তাই করতে পারি। আমি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কেহ নেই। আমি ব্যতীত রাব্বও কেহ নেই। আমি এক ও অদ্বিতীয়। আমি অতুলনীয়। আমার কোন অংশীদার নেই। আমার সত্তায়, আমার গুণাবলীতে, আমার কাজে এবং আমার কথায় আমার কোন শরীক ও সঙ্গী-সাথী নেই। সর্বদিক দিয়েই আমি পবিত্র। আমার কোন লয় ও ক্ষয় নেই। এই শব্দে তাঁকে আরও বলা হল ঃ

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর এবং আমার ক্ষমতা তুমি স্বচক্ষে দেখে নাও। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا۟ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ

হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি? সে বলল ঃ এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দিই এবং এটা দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষ পত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৭-১৮) অর্থ হল এই যে, তোমার যে লাঠিটি তুমি চেনো, **اَلْقَاهَا** অর্থাৎ তুমি ওটাকে নিক্ষেপ কর।

فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ

অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করল, সাথে সাথে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ২০) এটা ঐ বিষয়েরই প্রমাণ ছিল যে, শব্দকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই বটে। যিনি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যে জিনিসকে যা বলে দেন তা টলাবার নয়। সূরা তা-হা এর তাফসীরে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৫/৩৪২) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল তখন পিছন ফিরে ছুটতে লাগল এবং পিছনের দিকে ফিরেও তাকালনা। যদিও ওটি ছিল খুবই বৃহদাকার, তথাপিও ওটি খুব দ্রুত চলাচল করছিল। ওর ছিল বিরাট মুখ গহ্বর ও ছোবল। কোন শিলাখণ্ডের পাশ দিয়ে ওটা যখন যাচ্ছিল তখন ঐ শিলাখণ্ড গিলে ফেলছিল এবং প্রতিটি শিলাখণ্ড ওর মুখে পতিত হওয়ার সময় যে শব্দ হচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল যেন তা কোন পাহাড়ের উপর পতিত হচ্ছে। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শব্দ এলো ঃ

يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ হে মূসা! সামনে এসো, ভয় করনা; তুমিতো নিরাপদ। এ শব্দ শুনে মূসার (আঃ) ভয় কেটে গেল। তিনি নির্ভয়ে শান্তভাবে নিজের স্থানে এসে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। এই মু'জিযা দান করার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেন ঃ

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র সমুজ্জ্বল একটি চাঁদের মত অথবা আলোকিত রশ্মির মত যা হবে নির্দোষ। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ভয় দূর করার জন্য اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ তোমার হস্তদ্বয় তোমার উপর চেপে ধর। যে ব্যক্তি ভয় ও ত্রাসের সময় আল্লাহর এই নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় হাত বুকের উপর রাখবে, ইনশাআল্লাহ তার ভয় দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার উপরই আমাদের সমস্ত আস্থা ও নির্ভরশীলতা। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মূসাকে (আঃ) বলেন ঃ

فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ *এ দু'টি তোমার রাব্ব প্রদত্ত প্রমাণ, ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য।* এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, প্রথম প্রমাণ হচ্ছে মাটিতে লাঠি নিক্ষেপ করা এবং ওটা ভয়ংকর সাপে রূপান্তরিত হওয়া। দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে পোশাকের মধ্যে হাত প্রবেশ করিয়ে বের করে আনার পর ওটি রোগবিহীন অতি উজ্জ্বল শ্বেত শুভ্র রূপ ধারণ করা। এ দু'টি দৃষ্টান্ত থেকে দু'টি বিষয় প্রকাশ পায় যে, মহান আল্লাহ যখন যেভাবে যাকে চান তাকে তাঁর কাজের জন্য মনোনীত করেন এবং নাবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ যাকে দ্বারা চান তার মাধ্যমে মু'জিযা প্রকাশ করেন।

৩৩। মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশংকা করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।	٣٣. قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ
৩৪। আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।	٣٤. وَأَخِي هَـٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٓ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ
৩৫। (আল্লাহ) বললেন ঃ আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা	٣٥. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ

তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবেনা। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে।	بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِـَٔايَٰتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَٰلِبُونَ

মূসাকে (আঃ) সাহায্য করার জন্য তাঁর ভাইয়ের ব্যাপারে আবেদন এবং আল্লাহ তা কবূল করেন

এটা বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আঃ) ফির‘আউনের ভয়ে তার শহর হতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা যখন তাঁকে সেখানে তারই কাছে নাবীরূপে যেতে বললেন তখন তাঁর সব কিছু স্মরণ হয়ে গেল এবং তিনি আরয করলেন ঃ

رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا হে আমার রাব্ব! আমিতো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমার ভয় হচ্ছে যে, না জানি হয়তো তার প্রতিশোধ হিসাবে তারা আমাকে হত্যা করবে।

শৈশবে মূসার (আঃ) পরীক্ষার জন্য তাঁর সামনে একখণ্ড জ্বলন্ত আগুনের কাঠ এবং একটি খেজুর বা মুক্তা রাখা হয়েছিল। তখন তিনি আগুনের কাঠটি ধরে মুখে পুরে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর কথা বলতে কিছুটা তোতলামি এসে গিয়েছিল। আর এ কারণেই তিনি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى. يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى. وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِى. هَٰرُونَ أَخِى. ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِى. وَأَشْرِكْهُ فِىٓ أَمْرِى

আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে। আমার ভাই হারূণ, তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন এবং তাকে আমার কাজে অংশী করুন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ২৭-৩২) এখানেও তাঁর অনুরূপ প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি প্রার্থনা করেন ঃ

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী। অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। সুতরাং হারূন আমার সাথে থাকলে সে আমার কথা জনগণকে বুঝিয়ে দিবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁকে জবাবে বলেন ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ আমি তোমার দু'আ কবূল করলাম। তোমার ভাইয়ের দ্বারা আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। অর্থাৎ তাকেও তোমার সাথে নাবী বানিয়ে দিব। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـٰمُوسَىٰ

তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৩৬) অন্যত্র বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيًّا

আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে, নাবীরূপে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৩) এ জন্যই পূর্ব যুগীয় কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন ঃ কোন ভাই তার ভাইয়ের উপর ঐরূপ অনুগ্রহ করেনি যেরূপ অনুগ্রহ করেছিলেন মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারূনের (আঃ) উপর। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে তাঁকে নাবী বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল।

وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا

এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا আমি তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবেনা। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও। আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَـٰلَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا

তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহকে ছাড়া অন্য কেহকেও ভয় করতনা। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৯) সাহায্যকারী এবং পথ প্রদর্শনকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের এবং তাদের যারা অনুসরণ করবে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কি রয়েছে। তিনি বলেন ঃ أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ *তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে।* যেমন অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) আর এক আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَـٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১)

৩৬। মূসা যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি	٣٦. فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ

بِـَٔايَـٰتِنَا بَيِّنَـٰتٍ قَالُواْ مَا هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ	নিয়ে এলো তখন তারা বলল ঃ এটাতো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র! আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছে আমরা কখনো এরূপ কথা শুনিনি।
٣٧. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَـٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ	৩৭। মূসা বলল ঃ আমার রাব্ব সম্যক অবগত, কে তাঁর নিকট হতে পথ নির্দেশ নিয়ে এসেছে, এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। নিশ্চয়ই যালিমরা সফলকাম হবেনা।

মূসা (আঃ) ফির‘আউন এবং তার লোকদের কাছে উপস্থিত হন

মূসা (আঃ) নাবুওয়াত রূপ উপহার লাভ করে এবং আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে মিসরে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে তিনি ফির‘আউন ও তার লোকদের সামনে আল্লাহর একাত্মবাদ এবং তাঁর রিসালাতের ঘোষণা দেন এবং তাঁকে প্রদত্ত মু‘জিযাগুলি তাদেরকে প্রদর্শন করেন। ফির‘আউনসহ সবারই এ দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, নিশ্চয়ই মূসা (আঃ) আল্লাহর নাবী। কিন্তু সে যুগ যুগ ধরে যে অহংকার করে আসছিল তা এবং তার পুরাতন কুফরী মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তাই অন্তরের বিশ্বাসকে গোপন রেখে সে মুখে বলতে শুরু করল ঃ

مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرًى এটাতো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। অতঃপর সে স্বীয় চাতুরী ও শক্তির দাপট দেখিয়ে সত্যের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে গেল এবং আল্লাহর নাবীর (আঃ) সামনে বলল ঃ

وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ আমরাতো কখনও শুনিনি যে, আল্লাহ এক। শুধু আমরা কেন? আমাদের পূর্বপুরুষরাও কখনও এরূপ কথা শুনেনি।

আমরা বড়, ছোট সবাই বহু খোদার উপাসনা করে আসছি। এই নাবী কোথা হতে এই নতুন কথা নিয়ে এসেছে? উত্তরে মূসা (আঃ) বললেন ঃ

رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ আমাকে ও তোমাদেরকে আল্লাহ খুব ভাল রূপেই অবগত আছেন যে, কে সঠিক পথের উপর রয়েছে এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। আল্লাহর সাহায্য কার সাথে রয়েছে তা তোমরা সত্বরই জানতে পারবে।

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ যালিম অর্থাৎ মুশরিকদের পরিণাম কখনও শুভ হয়না। সুতরাং তারা সফলকাম হবেনা।

৩৮। ফির'আউন বলল ঃ হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর; হয়তো আমি তাতে উঠে মূসার মা'বূদকে দেখতে পাব। তবে আমি অবশ্য মনে করি যে, সে মিথ্যাবাদী।	٣٨. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ
৩৯। ফির'আউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা।	٣٩. وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ
৪০। অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও	٤٠. فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ

করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, যালিমদের পরিণাম কি হয়ে থাকে।	فَنَبَذْنَـٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلظَّـٰلِمِينَ
৪১। তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা।	٤١. وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ
৪২। এই পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামাত দিবসেও তারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।	٤٢. وَأَتْبَعْنَـٰهُمْ فِى هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ

ফির‘আউনের আত্মম্ভরিতা এবং তার সকরুণ পরিণতি

এখানে ফির‘আউনের ঔদ্ধত্যপনা এবং তার রাব্ব দাবীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সে তার কাওমকে নির্বোধ বানিয়ে তাদের দ্বারা তার দাবী আদায় করত।

فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ

এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৫৪) সে ঐ ইতর ও অজ্ঞদেরকে একত্রিত করে উচ্চৈস্বরে বলে ঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي তোমাদের রাব্ব বা প্রভু আমিই। সবচেয়ে উচ্চ ও উন্নত অস্তিত্ব আমারই। ফির‘আউন সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ. فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ. فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْءَاخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ

সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল, আর বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ২৩-২৬) অর্থাৎ ফির‘আউন তার লোকদেরকে একত্রিত করল এবং অতি উচ্চ স্বরে তাদের কাছে বক্তব্য পেশ করল এবং তার লোকেরা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। তার এই ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তিতে পাকড়াও করেন। আর অন্যান্যদের জন্য এটাকে শিক্ষণীয় বিষয় করেন। ঐ ইতর লোকেরা তাকে খোদা মেনে নিয়ে তার দম্ভ এত বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, সে কালীমুল্লাহ মূসাকে (আঃ) ধমকের সুরে বলেছিল ঃ

لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ

তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে মা‘বূদ রূপে গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ২৯) তার উযীর হামানকে বলল ঃ

فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى ওহে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর; যেন আমি তাতে উঠে দেখতে পারি যে, সত্যি মূসার (আঃ) কোন মা‘বূদ আছে কি না। সে যে প্রতারক এটাতো আমার নিকট পরিষ্কার, কিন্তু আমি চাই যে, সে যে মিথ্যাবাদী এটা যেন তোমাদের সবারই নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَٰبَ أَسْبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ

ফির'আউন বলল ঃ হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি পাই অবলম্বন, আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যেন আমি দেখতে পাই মূসার মা'বূদকে; তবে আমিতো তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। এভাবেই ফির'আউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কাজকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ হতে এবং ফির'আউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণ রূপে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৩৬-৩৭) ফির'আউন যে অতি উঁচু ভবন নির্মাণ করেছিল তা ছিল পৃথিবীতে তৈরী সবচেয়ে উঁচু ভবন। তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তার লোকদের কাছে এটা প্রমাণ করা যে, মূসা (আঃ) যে বলছেন, ফির'আউন ছাড়া অন্য কেহ রাব্ব রয়েছেন তা মিথ্যা প্রমাণ করা। ফির'আউন যে শুধু মূসার (আঃ) রিসালাতকে অস্বীকার করেছিল তা নয়, বরং সেতো আল্লাহর অস্তিত্বকেই বিশ্বাস করতনা, যেহেতু সে মূসাকে (আঃ) প্রশ্ন করেছিল ঃ

وَمَا رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

জগতসমূহের রাব্ব আবার কি? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২৩) সে এও বলেছিল ঃ

لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ

তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২৯) ফির'আউন তার পারিষদবর্গকে বলেছিল ঃ

أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন মা'বূদ আছে বলে আমার জানা নেই। তার ও তার কাওমের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা চরমে পৌঁছে যায়, দেশে তাদের বিপর্যয় সৃষ্টি সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং কিয়ামাতের হিসাব নিকাশকে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসে।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ

সুতরাং তোমার রাব্ব তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন। নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব সবই দেখেন ও সময়ের প্রতীক্ষায় থাকেন। (সূরা ফাজর, ৮৯ ঃ ১৩-১৪)

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে এবং তারা ভূ-পৃষ্ঠ হতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একই

শাস্তি সবাইকে পেয়ে বসে এবং একই দিনে, একই সময়ে এবং একই সাথে তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হয়।

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ সুতরাং হে লোকসকল! তোমরা চিন্তা করে দেখ, যালিমদের পরিণাম কি হয়ে থাকে, যারা তাদের সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে এবং তাঁর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। যারাই তাদের পথে চলেছে তাদেরকেই তারা জাহান্নামে নিয়ে গেছে। যারাই রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহ তা'আলাকে অমান্য করেছে তারাই তাদের পথে রয়েছে।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنصَرُونَ কিয়ামাতের দিন তাদেরকে কোন সাহায্য করা হবেনা। উভয় জগতেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَهۡلَكۡنَـٰهُمۡ فَلَا نَاصِرَ لَهُمۡ

আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কেহ ছিলনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৩)

وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً দুনিয়ায়ও এরা অভিশপ্ত হল। তাদের উপর এবং তাদের বাদশাহ ফির'আউনের উপর আল্লাহর, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদের, তাঁর নাবীদের এবং সমস্ত সৎ লোকের অভিসম্পাত। যে কোন ভাল লোক তাদের নাম শুনবে সে'ই তাদেরকে অভিশাপ দিবে। সুতরাং দুনিয়ায়ও তারা অভিশপ্ত হল এবং আখিরাতেও তারা হবে ঘৃণিত। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

وَأُتۡبِعُواْ فِى هَـٰذِهِۦ لَعۡنَةً وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ ۚ بِئۡسَ ٱلرِّفۡدُ ٱلۡمَرۡفُودُ

এই দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হবে তারা কিয়ামাতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যা তারা লাভ করবে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৯) (তাবারী ১৯/৫৮৩)

৪৩। আমিতো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম	٤٣. وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى

ٱلْكِتَـٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ	**কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।**

মূসার (আঃ) প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঐ বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছেন যা তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল মূসার (আঃ) প্রতি করেছিলেন। তাঁর প্রতি ছিল আল্লাহর বিশেষ রাহমাত। মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। আল্লাহ তাঁকে তাওরাত প্রদান করেছিলেন। এটা ঘটেছিল ফির'আউন এবং তার পরিষদবর্গকে পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করার পর। এই আয়াতে একটি সূক্ষ্ম কথা এই যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত ফির'আউন ও তার লোকদের পরবর্তী লোকেরা এভাবে আসমানী আযাবে ধ্বংস হয়নি। বরং যে জাতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে তাদের ঔদ্ধত্যের শাস্তি ঐ যুগের সৎ লোকদের দ্বারাই প্রদান করেছেন। মু'মিনরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ করতে থেকেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَـٰتُ بِٱلْخَاطِئَةِ. فَعَصَوْا۟ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً

ফির'আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন, কঠোর সেই শাস্তি! (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৯-১০) এই দলের ধ্বংসপ্রাপ্তির পরেও আল্লাহর ইনআ'ম মূসা কালীমুল্লাহর (আঃ) উপর অবতীর্ণ হতে থাকে। ওগুলির মধ্যে একটি বড় ইনআ'মের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। তা এই যে, তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলা তাওরাত অবতীর্ণ করেন। এরপর তাওরাতের বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ এটা জনগণকে অন্ধত্ব ও পথভ্রষ্টতা হতে বাহিরকারী ছিল, রবের দয়া স্বরূপ ছিল, তাদের জন্য ছিল জ্ঞানবর্তিকা এবং পথ-নির্দেশ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৪৪। মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেনা এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেনা।	٤٤. وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِىِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ
৪৫। বস্তুতঃ আমি অনেক মানব গোষ্ঠির আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম, অতঃপর তাদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছে। তুমিতো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেনা, তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য। আমিই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী।	٤٥. وَلَٰكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ
৪৬। মূসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেনা। বস্তুতঃ এটা তোমার রবের নিকট হতে দয়া স্বরূপ যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	٤٦. وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
৪৭। রাসূল না পাঠালে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন	٤٧. وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌۢ

বিপদ হলে তারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম এবং আমরা হতাম মু'মিন।	بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

মুহাম্মাদ (সাঃ) নাবী হওয়ার প্রমাণ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের দলীল দিচ্ছেন যে, তিনি এমন একজন লোক যাঁর কোন আক্ষরিক জ্ঞান নেই, যিনি একটি অক্ষরও কারও কাছে শিক্ষা করেননি, পূর্ববর্তী কিতাবগুলি যাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত, যাঁর কাওমের সবাই বিদ্যাচর্চা ও অতীতের ইতিহাস হতে সম্পূর্ণ বে-খবর, তিনি স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে এবং পূর্ণ বাকপটুতার সাথে ও সঠিকভাবে অতীতের ঘটনাবলী এমনভাবে বর্ণনা করছেন যে, যেন তিনি সেগুলি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তিনি যেন সেগুলি সংঘটিত হওয়ার সময় সেখানে বিদ্যমান ছিলেন। এটা কি এ কথার প্রমাণ নয় যে, তাঁকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে শিক্ষাদান করা হয়েছে, স্বয়ং আল্লাহ অহীর মাধ্যমে ওগুলি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন? মারইয়ামের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়েও এটা পেশ করেন এবং বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَـٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের প্রতিপালন করবে তখন তুমি তাদের নিকট ছিলেনা; এবং যখন তারা কলহ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪৪) সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ্যমান না থাকা এবং অবহিত না থাকা সত্ত্বেও এ ঘটনাকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেন তিনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁর সামনেই ঘটনাটি

সংঘটিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে নূহের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـٰذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَـٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

এটা হচ্ছে গাইবি সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার কাছে অহী মারফত পৌঁছে দিচ্ছি। ইতোপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার কাওম। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪৯)

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيْكَ

এটা ছিল এই যে, জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০০) সূরা ইউসুফেও শেষে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ

এটা অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে আমি অহী দ্বারা অবহিত করছি, ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌঁছেছিল তখন তুমি তাদের সাথে ছিলেনা। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০২) সূরা তা-হায় রয়েছে ঃ

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ

পূর্বে যা ঘটেছে উহার সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৯৯) অনুরূপভাবে এখানেও মূসার (আঃ) জন্ম, নাবুওয়াতের সূচনা ইত্যাদি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ (হে মুহাম্মদ!) যখন আমি মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেনা এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেনা। বস্তুতঃ আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম; অতঃপর তাদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছে।

وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا তুমিতো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেনা তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য। আমিই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী।

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا আর হে নাবী! যখন আমি মূসাকে আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত পার্শ্বে হাযির ছিলেনা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ

যখন তোমার রাব্ব মূসাকে আহ্বান করলেন। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১০) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى

যখন তার রাব্ব পবিত্র 'তূওয়া' প্রান্তরে তাকে সম্বোধন করেছিলেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর একটি আয়াতে বলেন ঃ

وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَـٰهُ نَجِيًّا

আমি তাকে আহ্বান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি গূঢ়তত্ত্ব আলোচনারত অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ এগুলির মধ্যে একটি ঘটনাও তোমার উপস্থিতকালে এবং তোমার চোখের সামনে সংঘটিত হয়নি, বরং তোমার রবের নিকট হতে দয়া স্বরূপ তোমার কাছে বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا এটা এ জন্যও যে, তাদের যেন কোন দলীল পেশ করার সুযোগ না থাকে এবং ওযর করারও কিছু না থাকে যে, তাদের কাছে কোন রাসূল আসেননি এবং তাদেরকে কেহ সুপথ প্রদর্শন করেননি, করলে অবশ্যই তারা আল্লাহর নিদর্শন মেনে চলত এবং তারা মু'মিন হত।

وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا *রাসূল না পাঠালে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন?* অর্থাৎ আমিতো তোমাকে তাদের কাছে এ জন্যই প্রেরণ করেছি যাতে তাদের জন্য শাস্তি ন্যায়ানুগ হয়, যাতে তারা কিয়ামাত দিবসে তাদের কুফরীর স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে এ কথা বলতে না পারে যে, তাদের কাছে কোন বাণী বাহক সাবধান করার জন্য আসেনি। মহান কুরআনে একই ধরণের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَـٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَـٰفِلِينَ. أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَـٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

যেন তোমরা না বলতে পার, ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৬-১৫৭) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ

আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৫) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ

হে আহলে কিতাব! রাসূলদের আগমন দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসে পৌঁছেছে, যে তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে (আল্লাহর হুকুম)

বলে দিচ্ছে, যেন তোমরা (কিয়ামাত দিবসে) বলতে না পার যে, তোমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রর্দশনকারী আগমন করেনি। (এখন তো) তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রর্দশনকারী এসে গেছে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৯) এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে।

৪৮। অতঃপর যখন আমার নিকট হতে তাদের নিকট সত্য এসে গেল, তারা বলতে লাগল ঃ মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল অনুরূপ তাকে দেয়া হলনা কেন? কিন্তু পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল ঃ উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে; এবং তারা বলেছিল ঃ আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করি।	٤٨. فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا۟ لَوْلَآ أُوتِىَ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰٓ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا۟ سِحْرَانِ تَظَٰهَرَا وَقَالُوٓا۟ إِنَّا بِكُلٍّ كَٰفِرُونَ
৪৯। বল ঃ তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর, যে পথ নির্দেশ এতদুভয় হতে উৎকৃষ্টতর হবে, আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব।	٤٩. قُلْ فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
৫০। অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে যে, তারা শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথ-নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি	٥٠. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ

ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ	নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে সে অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।
٥١. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ	৫১। আমিতো তাদের নিকট উপর্যুপরি বাণী পৌঁছে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

অবিশ্বাসী কাফিরদের অনড় মনোভাব

ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন ঃ যদি নাবীদেরকে প্রেরণ করার পূর্বে আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতাম তাহলে তাদের এ কথা বলার অধিকার থাকত যে, তাদের কাছে নাবী আগমন করলে অবশ্যই তারা তাঁদেরকে মেনে চলত। এ জন্যই আমি রাসূল প্রেরণ করেছি। বিশেষ করে আমি শেষ নাবী মুহাম্মাদকে পাঠিয়েছি। যখন তিনি জনগণের নিকট আগমন করেন তখন তারা চক্ষু ফিরিয়ে নেয়, মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং অত্যন্ত দর্পভরে বলে ঃ

لَوْلاَ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى মূসাকে (আঃ) যেমন বহু মু'জিযা দেয়া হয়েছিল যথা-লাঠি, হাতের ঔজ্জ্বল্য, তুফান, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত এবং শস্য ও ফলের হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি, যেগুলো দেখে আল্লাহর শত্রুরা বিচলিত হয়ে পড়ে এবং সমুদ্রকে বিভক্ত করা, মেঘ দ্বারা ছায়া করা ও মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি, যেগুলো ছিল বড় বড় মু'জিযা, তেমনিভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেন দেয়া হয়না? তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এ লোকগুলো যে ঘটনাকে উদাহরণ রূপে পেশ করছে এবং যেসব মু'জিযা দেখতে চাচ্ছে এসব মু'জিযা মূসার (আঃ) থাকা সত্ত্বেও কতজন লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছিল? তারা আরও বলেছিল ঃ

أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ

তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছ যে, আমাদেরকে সরিয়ে দাও সেই তরীকা হতে, যাতে আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি, আর পৃথিবীতে তোমাদের দু'জনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায়? আমরা তোমাদের দু'জনকে কখনও মানবনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭৮)

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ

অতঃপর তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের শামিল হল। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৮)

কাফিরেরা মু'জিযায় বিশ্বাস করেনা

أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ *কিন্তু পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি?* তারাতো পরিষ্কারভাবে বলেছিল ঃ মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) এ দুই ভাই যাদুকর ছাড়া কিছুই নয়। তারা আমাদের হতে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চায়। সুতরাং আমরা কখনও তাদের কথা মানতে পারিনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ তারা বলেছিল ঃ

قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ এই দুই ভাই যাদুকর, তারা একত্রিত হয়ে আমাদেরকে খাটো করার জন্য ও নিজেদের বড়ত্ব প্রচার করার জন্যই এসেছে। আমরা তাদের প্রত্যেককেই প্রত্যাখ্যান করি।

এখানে শুধু মূসার (আঃ) উল্লেখ রয়েছে বটে, কিন্তু তারা দু' ভাই এমনভাবে মিলে গিয়েছিলেন যে, যেন তাঁরা দু'জন এক। এ জন্য একজনের উল্লেখই অপরজনের জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়।

মূসা (আঃ) ও হারূনের (আঃ) প্রতি মিথ্যারোপ যে, তারা যাদু দেখান

মুজাহিদ ইব্ন যাবির (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুদীরা কুরাইশদেরকে বলে যে, তারা যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ 'এই দুই ভাই

যাদুকর, তারা একত্রিত হয়ে আমাদেরকে খাটো করার জন্য ও নিজেদের বড়ত্ব প্রচার করার জন্যই এসেছে।' তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার প্রতিবাদে বলেন ঃ পূর্বে মূসাকে (আঃ) যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল ঃ উভয়ই যাদু, তারা একে অপরকে সমর্থন করে, অর্থাৎ মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)। কুরাইশরা এই উত্তর পেয়ে নীরব হয়ে যায়। (তাবারী ১৯/৫৮৮) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং আবূ রাযীনও (রহঃ) **سِحْرَانِ تَظَاهَرَا** বলতে মূসা (আঃ) এবং হারূনকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে বলেছেন। (তাবারী ১৯/৫৯৮) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

কাফিরদের মিথ্যারোপের জবাব

سِحْرَانِ تَظَاهَرَا *উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে।* আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এবং আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতে তাওরাত এবং কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৯/৫৮৯) কারণ এর পরেই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ তোমরা তাহলে এ দু'টি অপেক্ষা বেশী হিদায়াত দানকারী কোন কিতাব আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে নিয়ে এসো, যার আনুগত্য আমি করব? কুরআনুল কারীমে তাওরাত ও কুরআনকে অধিকাংশ জায়গায় একই সাথে আনয়ন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ

তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা রূপে যে কিতাব মূসা এনেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা সেই কিতাব খন্ড খন্ড করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, ওর কিয়দংশ তোমরা প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশ গোপন করছ। (ঐ কিতাব দ্বারা) তোমাদেরকে বহু বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা জানতেনা; তুমি বলে দাও ঃ তা আল্লাহই

অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে তাদের বাতিল ধারণার উপর ছেড়ে দাও, তারা খেলা করতে থাকুক। আর এই কিতাবও (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি; যা খুবই বারাকাতময় কিতাব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯১-৯২) এই সূরারই শেষের দিকে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ

অতঃপর মূসাকে আমি এমন কিতাব প্রদান করেছিলাম, যা ছিল সৎ কর্মপরায়ণদের জন্য পূর্ণাঙ্গ কিতাব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৪)

وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং এর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাক, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৫) জিনেরা বলেছিল ঃ

إِنَّا سَمِعْنَا كِتَـٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩০) ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফল (রাঃ) বলেছিলেন ঃ এটা আল্লাহর রহস্যবিদ (অর্থাৎ জিবরাঈল) যাকে মূসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় শাস্ত্রে গভীরভাবে মনোনিবেশকারী ব্যক্তির কাছে এটা স্পষ্ট যে, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এই কুরআনুম মজীদ ও ফুরকান হামীদই বটে যা প্রশংসিত ও মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় দয়ালু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন। এর পরেই আল্লাহর কাছ থেকে নাযিলকৃত যে ধর্মীয় গ্রন্থ মর্যাদা লাভ করেছে তা হল তাওরাত, যা মূসা ইব্‌ন ইমরানের (আঃ) প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐ ধর্মীয় গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ

আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর) আলো ছিল। আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করত আর আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলিমগণও। কারণ এই যে, তাদেরকে এই কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা এর সাক্ষী। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪)

ইঞ্জীলতো শুধু তাওরাতকে পূর্ণকারী এবং বানী ইসরাঈলের প্রতি কোন কোন হারামকে হালালকারী ছিল। এ জন্যই এখানে বলা হয়েছে ঃ

فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর, যা পথ-নির্দেশে এতদুভয় হতে উৎকৃষ্টতর হবে; আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব।

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ অতঃপর হে নাবী! তারা যদি এতে অপারগ হওয়া সত্ত্বেও তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে যে, তারাতো শুধু নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ আর আল্লাহর পথ-নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে? إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ এভাবে যারা নিজেদের নাফসের উপর যুল্ম করে সে শেষ পর্যন্ত সঠিক পথ লাভে বঞ্চিত হয়।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ *আমিতো তাদের নিকট উপর্যুপরি বাণী পৌঁছে দিয়েছি।* মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ আমি তাদের কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। (তাবারী ১৯/৫৯৩) সুদ্দীও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ৯/২৯৮৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অতীতে তিনি তাঁর কার্যব্যবস্থা কিভাবে সম্পাদন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও কি ধরণের পদক্ষেপ নিবেন لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ যাতে তারা এটা স্মরণে রেখে উত্তম কাজ করতে আগ্রহী হয়। (তাবারী ১৯/৫৯৩)

মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা وَصَّلْنَا لَهُمُ এর অর্থ করেছেন যে, এখানে কুরাইশদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। (তাবারী ১৯/৫৯৪)

৫২। এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে।	٥٢. ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ
৫৩। যখন তাদের নিকট এটা আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম।	٥٣. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ
৫৪। তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভাল দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে।	٥٤. أُو۟لَـٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ
৫৫। তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে ঃ আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাইনা।	٥٥. وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ لَنَآ أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَـٰهِلِينَ

আহলে কিতাবীদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে

আহলে কিতাবের আলেমগণ, যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা কুরআনকে মেনে চলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ

আমি যাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَـٰشِعِينَ لِلَّهِ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত থাকে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৯) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا

যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৭-১০৮) আর একটি আয়াতে রয়েছে

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَـٰرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٨٣) وَإِذَا

سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ

তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শক্রতা পোষণকারী পাবে, আর তন্মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহ্ (খৃষ্টান) বলে; এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু আলিম এবং বহু দরবেশ রয়েছে; আর এ কারণে যে, তারা অহংকারী নয়। আর যখন রাসূলের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শ্রবণ করে তখন তুমি দেখতে পাও যে, তাদের অশ্রু বইছে; এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা এরূপ বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা মু'মিন হয়ে গেলাম, সুতরাং আমাদেরকেও ঐ সব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করে নিন, যারা (মুহাম্মাদ ও কুরআনকে সত্য বলে) স্বীকার করে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮২-৮৩)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যাদের ব্যাপারে এটা অবতীর্ণ হয়েছে তারা ছিলেন সত্তরজন খৃষ্টান আলেম। তারা আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সূরা 'ইয়াসীন' শুনিয়ে দেন। শোনা মাত্রই তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং সাথে সাথেই মুসলিম হয়ে যান। তাদের ব্যাপারেই পরবর্তী আয়াতগুলিও অবতীর্ণ হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ৯/২৯৮৮)

وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ *যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান এনেছি, এটি আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম।* এখানে তাদেরই প্রশংসা করা হয় যে, আয়াতগুলি শোনা মাত্রই তারা নিজেদেরকে খাঁটি একাত্মবাদী ঘোষণা করেন এবং ইসলাম কবূল করে মু'মিন ও মুসলিম হয়ে যান। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। প্রথম পুরস্কার তাদের নিজেদের কিতাবের উপর ঈমান আনার কারণে

এবং দ্বিতীয় পুরস্কার কুরআনকে বিশ্বাস করে নেয়ার কারণে। তারা সত্যের অনুসরণে অটল থাকেন, যা প্রকৃতপক্ষে একটি বড় কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সহীহ হাদীসে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকারের লোককে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে। প্রথম হল ঐ আহলে কিতাব যে নিজের নাবীকে মেনে নেয়ার পর আমার উপরও ঈমান আনে। দ্বিতীয় হল ঐ গোলাম যে আল্লাহর প্রতি এবং পার্থিব মনিবের প্রতি আনুগত্য করে। তৃতীয় হল ঐ ব্যক্তি, যার কোন ক্রীতদাসী রয়েছে, তাকে আদব ও বিদ্যা শিক্ষা দেয়। অতঃপর তাকে আযাদ করে দিয়ে বিয়ে করে নেয়। (ফাতহুল বারী ১/২২৯)

আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মাক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীর সাথে সাথে ছিলাম এবং তাঁর খুবই নিকটে ছিলাম। তিনি খুবই ভাল ভাল কথা বলেন। সেদিন তিনি এ কথাও বলেন ঃ ইয়াহুদী ও নাসারার মধ্যে যে মুসলিম হয়ে যায় তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার। তার জন্য আমাদের সমান (অর্থাৎ সাধারণ মুসলিমের সমান) অধিকার রয়েছে। মূর্তি পূজকদের যে মুসলিম হয়ে যায় তার জন্য একটি পুরস্কার। তার জন্য আমাদের সমান অধিকার রয়েছে। (আহমাদ ৫/২৫৯)

وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের গুণ বর্ণনা করছেন যে, তারা মন্দের প্রতিদান মন্দ দ্বারা গ্রহণ করেননা, বরং ক্ষমা করে দেন। তাদের সাথে যারা মন্দ ব্যবহার করে তাদের সাথে তারা উত্তম ব্যবহারই করে থাকেন। তাদের হালাল ও পবিত্র জীবিকা হতে তারা আল্লাহর পথে খরচ করেন, নিজেদের সন্তানদেরকেও লালন পালন করেন, আত্মীয় স্বজনদেরকে দান-খাইরাত করার ব্যাপারেও তারা কার্পণ্য করেননা এবং বাজে ও অসার কার্যকলাপ হতে তারা দূরে থাকেন। যারা অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে তাদের সাথে তারা বন্ধুত্ব করেননা। ওদের মাজলিস হতে তারা দূরে থাকেন। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا

এবং যখন তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭২) এইরূপ লোকদের সাথে তারা

মেলামেশা করেননা এবং তাদের সাথে ভালবাসাও রাখেননা। পরিষ্কারভাবে তাদেরকে বলে দেন ঃ

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাইনা। অর্থাৎ তারা অজ্ঞদের কঠোর ভাষাও সহ্য করে নেন। তাদেরকে এমন জবাব দেন না যাতে তারা আরও উত্তেজিত হয়ে যায়। বরং তারা তাদের অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন। যেহেতু তারা নিজেরা পবিত্র, সেহেতু মুখ দিয়ে পবিত্র কথাই বের করে থাকেন।

৫৬। তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎ পথ অনুসরণকারী।	٥٦. إِنَّكَ لَا تَهۡدِى مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ
৫৭। তারা বলে ঃ আমরা যদি তোমার সাথে সৎ পথ অনুসরণ করি তাহলে আমাদেরকে দেশ হতে উৎখাত করা হবে। আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ “হারাম” প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্ব প্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিয্ক স্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা।	٥٧. وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلۡهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ أَرۡضِنَآ ۚ أَوَلَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنًا يُجۡبَىٰٓ إِلَيۡهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىۡءٖ رِّزۡقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ

আল্লাহ যাকে চান সৎ পথ প্রদর্শন করেন

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ হে মুহাম্মাদ! কেহকে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা তোমার শক্তির বাইরে। তোমার দায়িত্ব শুধু আমার বাণী জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়া। হিদায়াতের মালিক আমি। আমি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত কবূল করার তাওফীক দান করি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩)

إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ হিদায়াত লাভের হকদার কে এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার হকদার এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবূ তালিবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যিনি তাঁকে খুবই সাহায্য সহানুভূতি করেছিলেন। সর্বক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সহযোগিতা করেছিলেন এবং আন্তরিকভাবে তাঁকে ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর এ ভালবাসা ছিল আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে প্রকৃতিগত। এ ভালবাসা শারীয়াতগত ছিলনা। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলামের দা‘ওয়াত দেন। তিনি তাকে ঈমান আনার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কিন্তু তার তাকদীরের লিখন এবং আল্লাহর ইচ্ছা জয়যুক্ত হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং কুফরীর উপরই অটল থাকেন।

যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব আমাকে বলেছেন যে, তার পিতা মুসাইয়িব ইব্ন হাজান আল মাখযুমী (রাঃ) বলেছেন ঃ আবূ তালিব যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তার কাছে আসেন এবং দেখতে পান যে, অভিশপ্ত আবূ জাহল ইব্‌ন হিশাম এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ উমাইয়াহ ইবনুল মুগীরাহ ওখানে বসে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে আমার চাচা! আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করুন। এ কারণে আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারব। তখন আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ উমাইয়াহ তাকে বলে ঃ হে আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে ফিরে যাবে? এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার জন্য বুঝাতে থাকেন এবং তারা দু'জন বলতে থাকে ঃ তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে ফিরে যাবে? অবশেষে তার মুখ দিয়ে শেষ কথা বের হয় ঃ আমি এ কালেমা পাঠ করবনা, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরই থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাকে এর থেকে বিরত রাখেন। তৎক্ষণাৎ এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ

নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৩) আর আবূ তালিবের ব্যাপারেই إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) যুহরী (রহঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৬৫, মুসলিম ১/৫৪)

মাক্কাবাসীর ঈমান না আনার অজুহাত এবং তাদের অজুহাতের দাবী খন্ডন

إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا মুশরিকরা তাদের ঈমান না আনার একটি কারণ এও বর্ণনা করত যে, তারা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত হিদায়াত মেনে নেয় তাহলে তাদের ভয় হচ্ছে যে, এই

ধর্মের বিরোধী লোকেরা যে তাদের চতুর্দিকে রয়েছে তারা তাদের শত্রু হয়ে যাবে, তাদেরকে কষ্ট দিবে, তাদের ধন-সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যাবে, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا এটাও তাদের কূট কৌশল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাতো তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে অর্থাৎ মাক্কা মুকাররামায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেখানে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নিরাপত্তা বিরাজ করছে। কুফরী অবস্থায় যখন তারা সেখানে নিরাপত্তা লাভ করছে, তখন আল্লাহর দীন গ্রহণ করলে কি করে ঐ নিরাপত্তা উঠে যেতে পারে?

يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

এটাতো ঐ শহর যেখানে তায়েফ ইত্যাদি বিভিন্ন শহর হতে ফলমূল, ব্যবসার মাল ইত্যাদি বহুল পরিমাণে আমদানী হয়ে থাকে। সমস্ত জিনিস এখানে অতি সহজে চলে আসে এবং এভাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে রিয্ক পৌঁছিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা। এ জন্যই তারা এরূপ বাজে ওযর পেশ করে।

৫৮। কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দম্ভ করত। এগুলিইতো তাদের ঘরবাড়ী, তাদের পরে এগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে; আর আমিতো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।	٥٨. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنۢ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَٰرِثِينَ
৫৯। তোমার রাব্ব জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, ওর কেন্দ্রে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত এবং	٥٩. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا۟

عَلَيۡهِمۡ ءَايَـٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِى ٱلۡقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهۡلُهَا ظَـٰلِمُونَ	**আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ওর বাসিন্দারা যুল্ম করে।**

শাস্তির যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ কোন জনপদকে ধ্বংস করেননা

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا মাক্কাবাসীকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার বহু নি'আমাত লাভ করে ভোগ সম্পদের দম্ভ করত এবং হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যপনা প্রকাশ করত, আল্লাহ ও তাঁর নাবীদেরকে (আঃ) অমান্য ও অস্বীকার করত এবং আল্লাহর রিয্ক ভক্ষণ করে নিমকহারামী করত, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে ধ্বংস করেছেন যে, আজ তাদের নাম নেয়ারও কেহ নেই। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرۡيَةً كَانَتۡ ءَامِنَةً مُّطۡمَئِنَّةً يَأۡتِيهَا رِزۡقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتۡ بِأَنۡعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلۡجُوعِ وَٱلۡخَوۡفِ بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ. وَلَقَدۡ جَآءَهُمۡ رَسُولٌ مِّنۡهُمۡ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَهُمۡ ظَـٰلِمُونَ

আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সব দিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির। তাদের নিকট এসেছিল এক রাসূল তাদেরই মধ্য হতে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল; ফলে সীমা লংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১১২-১১৩) এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের গর্ব

করত! এইতো তাদের ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে; তাদের পর এগুলিতে লোকজন খুব কমই বসবাস করেছে। আমিইতো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি কেহকেও যুল্ম করে ধ্বংস করেননা। প্রথমে তিনি তাদের সামনে তাঁর আদেশ ও দলীল প্রমাণ পেশ করেন এবং তাদের ওযর উঠিয়ে দেন। রাসূলদেরকে প্রেরণ করে তিনি তাদের কাছে নিজের বাণী পৌঁছে দেন।

এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত ছিল সাধারণ। তিনি উম্মুল কুরা বা জনপদের কেন্দ্রে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁকে সারা আরাব-আজমের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করা হয়েছিল। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

যেন তুমি কেন্দ্রীয় মাক্কা নগরী এবং ওর চতুস্পার্শ্বস্থ জনপদের লোকদেরকে ওর দ্বারা ভীতি প্রদর্শন কর। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৯) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا

এমন কোন জনপদ নেই যা আমি কিয়ামাত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করবনা অথবা কঠোর শাস্তি দিবনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৮) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা খবর দিলেন যে, কিয়ামাতের পূর্বে তিনি সত্বরই প্রত্যেক জনপদকে ধ্বংস করবেন। অন্যত্র মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত বা প্রেরিতত্বকে সাধারণ করেছেন এবং সারা দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল মাক্কাভূমিতে তাঁকে প্রেরণ করে বিশ্বজাহানের উপর স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি প্রত্যেক লাল-কালোর নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। (মুসলিম ১/৩৭০) এ জন্যই তাঁর উপরই নাবুওয়াতকে শেষ করে দেয়া হয়েছে। তাঁর পরে কিয়ামাত পর্যন্ত আর কোন নাবী বা রাসূল আসবেননা। কিন্তু তিনি যে রিসালাত নিয়ে এসেছেন তা কিয়ামাত পর্যন্ত, যত দিন ও রাত অতিবাহিত হতে থাকবে ততদিন জারী থাকবে।

৬০। তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তাতো পার্থিব জীবনের ভোগ শোভা এবং যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবেনা?	٦٠. وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
৬১। যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সে যা পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর যাকে কিয়ামাত দিনে অপরাধী রূপে হাযির করা হবে?	٦١. أَفَمَن وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ

এ দুনিয়া হল একটি সরাইখানা, যে দুনিয়াদারী নিয়ে ব্যস্ত সে তার মত নয় যে আখিরাত নিয়ে চিন্তিত

আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার তুচ্ছতা, ওর জাঁকজমকের নগণ্যতা এবং অস্থায়িত্ব ও নশ্বরতার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং অপরপক্ষে আখিরাতের নি‘আমাতরাজির স্থায়িত্ব ও উৎকৃষ্টতার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ

তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৬) আরও বলেন ঃ

وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ

এটা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎ কর্মশীলদের জন্য বহুগুণে উত্তম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৮)

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا مَتَٰعٌ

অথচ ইহজীবনতো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র। (সূরা রা’দ, ১৩ ঃ ২৬) তিনি আরও বলেন ঃ

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ

পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২০) অন্যত্র তিনি লেন ঃ

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا. وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ

কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে থাক, অথচ আখিরাতের জীবনই উত্তম ও অবিনশ্বর। (সূরা ‘আলা, ৮৭ ঃ ১৬-১৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর শপথ! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া এমনই যেমন কেহ সমুদ্রের পানিতে তার অঙ্গুলী ডুবিয়ে দেয়, অতঃপর তা উঠিয়ে নিলে দেখতে পায় যে, তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যতটুকু পানি উঠেছে তা সমুদ্রের পানির তুলনায় কতটুকু। (আহমাদ ৪/২৩০) তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَلاَ تَعْقِلُونَ অর্থাৎ যারা আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছে তারা কি মোটেই জ্ঞান রাখেনা? মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাই বলেন ঃ

أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاَقِيه كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاة الدُّنْيَا

যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে উত্তম আমলের প্রতিদান হিসাবে পাবে সে কি কখনও ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করাকে অস্বীকার করে?

ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَة مِنَ الْمُحْضَرِينَ মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ সে হবে ঐ সমস্ত লোকের দলভুক্ত যাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। কিছু দিনের জন্য সে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মগ্ন থাকুক। অতঃপর তাকে কিয়ামাতের দিন হাযির করা হবে (ও খুঁটিনাটি হিসাব নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে)।

বর্ণিত আছে যে, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অভিশপ্ত আবূ জাহলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। একটি উক্তি এও আছে যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় হামযা (রাঃ), আলী (রাঃ) ও আবূ জাহলের ব্যাপারে। উভয় বর্ণনাই মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। (তাবারী ১৯/৬০৪, ৬০৫) এটা প্রকাশমান যে, আয়াতটি সাধারণভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, জান্নাতী মু’মিন জান্নাত হতে ঝুঁকে দেখবে এবং জাহান্নামীকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখতে পেয়ে বলবে ঃ

وَلَوۡلَا نِعۡمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلۡمُحۡضَرِينَ

আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিওতো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৫৭) অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدۡ عَلِمَتِ ٱلۡجِنَّةُ إِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُونَ

জিনেরা জানে যে, তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৫৮)

৬২। আর সেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে	٦٢. وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ أَيۡنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ

তারা কোথায়?	تَزْعُمُونَ
৬৩। যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এদেরকেও আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম, যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম; আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি। এরা আমাদের ইবাদাত করতনা।	٦٣. قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَـٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ
৬৪। তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবেনা। তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে; হায়! তারা যদি সৎ পথ অনুসরণ করত!	٦٤. وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ
৬৫। আর সেদিন (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন ঃ তোমরা রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে?	٦٥. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ
৬৬। সেদিন সকল তথ্য তাদের নিকট হতে বিলুপ্ত হবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেনা।	٦٦. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ

৬৭। তবে যে ব্যক্তি তাওবাহ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল ও সৎ কাজ করেছিল সেতো সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	٦٧. فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ

মূর্তি পূজক এবং তাদের দেবতাদের মধ্যে কিয়ামাত দিবসে থাকবে শত্রুতা

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে ডেকে সামনে দাঁড় করাবেন এবং বলবেন ঃ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ আমি ছাড়া যেসব মূর্তি/প্রতিমা ও পাথরের তোমরা পূজা করতে সেগুলো আজ কোথায়? তাদেরকে আজ ডাক এবং দেখ যে, তারা তোমাদের কোন সাহায্য করতে বা তাদের নিজেদেরই কোন সাহায্য করতে পারে কি না? এ বিষয়ে তাদের কাছে কৈফিয়াত চাওয়া হবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَـٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছিনা যাদের সম্বন্ধে তোমরা আল্লাহর শরীক দাবী করতে; বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্কতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৪) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا ... مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা সেদিন বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা

তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম এবং তারা আমাদের কুফরীপূর্ণ কথা শুনেছিল ও মেনে নিয়েছিল। আমরা নিজেরাও ছিলাম পথভ্রষ্ট এবং তাদেরকেও করেছিলাম পথভ্রষ্ট। আজ আমরা আপনার সামনে তাদের ইবাদাতের জন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮১-৮২) আল্লাহ তা'আলা আর এক আয়াতে বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) তিনি আরও বলেন ঃ (ইবরাহীম) খলীলুল্লাহ (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। (সূরা 'আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৫) মহান আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

إِذۡ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَ وَتَقَطَّعَتۡ بِهِمُ ٱلۡأَسۡبَابُ ۝ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنۡهُمۡ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعۡمَٰلَهُمۡ حَسَرَٰتٍ عَلَيۡهِمۡ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসরণকারীরা বলবে ঃ যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রুপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম। এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং তারা আগুন হতে উদ্ধার পাবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৬-১৬৭) তাদেরকে বলা হবে ঃ

ادْعُوا شُرَكَاءكُمْ দুনিয়ায় যাদের তোমরা পূজা-অর্চনা করতে এখন তাদেরকে ডাকছো না কেন?

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ তখন তারা ডাকতে শুরু করবে, কিন্তু কোন জবাব তারা পাবেনা। তখন তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে যেতেই হবে।

لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ঐ সময় তারা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করত! যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَوۡمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُمۡ فَدَعَوۡهُمۡ فَلَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُمۡ وَجَعَلۡنَا بَيۡنَهُم مَّوۡبِقًا. وَرَءَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمۡ يَجِدُواْ عَنۡهَا مَصۡرِفًا

এবং সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন তিনি বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে আহ্বান কর; তারা তখন তাদেরকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা এবং আমি তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিব এক ধ্বংস গহ্বর। পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা

করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫২-৫৩)

কিয়ামাত দিবসে নাবীদের (আঃ) প্রতি মূর্তি পূজকদের দৃষ্টিভঙ্গি

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ এই কিয়ামাতের দিনই তাদের সবাইকে শুনিয়ে একটা প্রশ্ন এও করা হবে ঃ তোমরা নাবীদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে এবং তাদেরকে কিভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলে? প্রথমে তাওহীদ সম্পর্কে প্রশ্ন ও বিচার-বিশ্লেষণের আলোচনা ছিল। এখন রিসালাত সম্পর্কে সওয়াল-জবাবের আলোচনা হচ্ছে। অনুরূপভাবে কাবরেও প্রশ্ন করা হয় ঃ তোমার রাব্ব কে? তোমার নাবী কে? এবং তোমার দীন কি? মু'মিন উত্তর দেয় ঃ আমার রাব্ব ও মা'বূদ আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং আমার দীন হল ইসলাম। তবে কাফির কোন উত্তর দিতে পারেনা। ভীত-সন্ত্রস্ত ও হতভম্ব হয়ে বলে ঃ হায়! হায়! আমি এসব জানিনা। সে অন্ধ ও বধির হয়ে যাবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْأَٓخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

যে ইহলোকে অন্ধ পরলোকেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭২)

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لاَ يَتَسَاءلُونَ *সেদিন সকল তথ্য তাদের নিকট হতে বিলুপ্ত হবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেনা।* সমস্ত দলীল প্রমাণ তার দৃষ্টি হতে সরে যাবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যাবে। বংশ তালিকার কোন প্রশ্ন করা হবেনা। এক জন অপর জনকে সাহায্য করার জন্য আহ্বান করতে সক্ষম হবেনা, তা সেই ব্যক্তি যদি রক্তের সম্পর্কেরও হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ

তাহলে যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে তাওবাহ করে, ঈমান আনে এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে সে অবশ্যই সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এখানে عَسَى শব্দটি يَقِيْن অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মু'মিন অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে।

৬৮। তোমার রাব্ব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ পবিত্র মহান এবং তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে।	٦٨. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
৬৯। আর তোমার রাব্ব জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা ব্যক্ত করে।	٦٩. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
৭০। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই; দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই আয়ত্বাধীন; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।	٧٠. وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

কোন কিছু সৃষ্টির জ্ঞান ও পছন্দ করার ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, একমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত আধিপত্য তাঁরই। না তাঁর সাথে কেহ বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে, আর না কেহ তাঁর শরীক হতে পারে।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন এবং যাকে চান নিজের বিশিষ্ট বান্দা বানিয়ে নেন। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয়না। ভাল ও মন্দ সব তাঁরই হাতে। সবাইকেই তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কারও কোন পছন্দ করার অধিকার নেই। خَيْرَةٌ শব্দের অর্থ এটাই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৬) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ হে নাবী! তোমার রাব্ব জানেন তাদের অন্তরে যা গোপন রয়েছে এবং তারা যা প্রকাশ করে।

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রাদ, ১৩ ঃ ১০)

وَهُوَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ মা'বূদ হওয়ার ব্যাপারেও তিনি একক। দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই, তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তাঁর হুকুম কেহই রদ করতে পারেনা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা'ই করতে পারেন।

وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ এমন কেহ নেই যে তাঁর ইচ্ছা থেকে তাঁকে ফিরাতে পারে। হিকমাত ও রাহমাত তাঁরই পবিত্র সত্তায় রয়েছে। কিয়ামাতের দিন তোমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাবে। তিনি তোমাদের সকলকেই তোমাদের আমলের প্রতিদান দিবেন। তাঁর কাছে তোমাদের কোন কাজই গোপন নেই। তিনি সেই দিন সৎ লোকদেরকে পুরস্কার ও অসৎ লোকদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। ঐ দিন তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে পূর্ণ ফাইসালা করে দিবেন।

৭১। বল ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী	٧١. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ

করেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে কি যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি কর্ণপাত করবেনা?	عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ
৭২। বল ঃ ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন ইলাহ কে আছে যে তোমাদেরকে রাত দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবেনা?	٧٢. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
৭৩। তিনিই তাঁর রাহমাতের দ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন দিন ও রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর এবং তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর, এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	٧٣. وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

রাত্রি ও দিবসের মধ্যে রয়েছে তাওহীদের নিদর্শন এবং আল্লাহর রাহমাত

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّه يَأْتيكُم بِضِيَاء أَفَلاَ تَسْمَعُونَ তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা একটু চিন্তা করে দেখত, তিনি তোমাদের কোন চেষ্টা তদবীর ছাড়াই বরাবরই দিবস ও রাতকে আনয়ন করতে রয়েছেন।

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّه يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيه কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যদি শুধু রাত্রিই থেকে যায় তাহলে তোমরা কঠিন অসুবিধার মধ্যে পড়ে যাবে, তোমাদের কাজ-কর্ম হয়ে যাবে বন্ধ এবং তোমাদের জীবন যাপন করা অত্যন্ত কষ্টকর হবে। এমতাবস্থায় তোমরা এমন কেহকেও পাবে কি, যে তোমাদের জন্য দিন আনয়ন করতে পারে, যার ফলে তোমরা নিজেদের কাজ-কর্ম করতে পার? বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তোমরা আল্লাহর কথায় মোটেই কর্ণপাত করনা।

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّه يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيه অনুরূপভাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ যদি কিয়ামাত পর্যন্ত শুধু দিনই রেখে দেন তাহলেও তোমাদের জীবন তিক্ত ও দুঃখময় হয়ে যাবে। তোমরা হয়ে পড়বে ক্লান্ত, শ্রান্ত। বিশ্রামের কোন সুযোগ তোমরা পাবেনা। এমতাবস্থায় এমন কেহ আছে কি, যে তোমাদেরকে রাত্রি এনে দিতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার?

أَفَلاَ تُبْصِرُونَ কিন্তু তোমাদের চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর অনুগ্রহপূর্ণ কাজগুলি দেখে কিছুই চিন্তা ভাবনা করছনা, এটা বড়ই দুঃখজনক ব্যাপারই বটে।

وَمِن رَّحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيه وَلِتَبْتَغُوا من فَضْله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ এটা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই মেহেরবানী যে, তিনি তোমাদের জন্য দিবস ও রাতের দু’টিরই ব্যবস্থা রেখেছেন, যাতে তোমরা রাতে বিশ্রাম করতে পার এবং দিনে কাজ-কর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য ও ইবাদাতে লিপ্ত থাকতে পার, আর যিনি তোমাদের প্রকৃত মালিক, যিনি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। যারা দিনের কোন কাজ কিংবা ইবাদাত পূরা করতে পারেনি তারাও যেন পরবর্তী দিনের আগমনের পূর্বে এ কাজ আদায় করতে পারে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

এবং যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী রূপে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬২) এ ধরণের আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

৭৪। সেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়?	٧٤. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ
৭৫। প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব এবং বলব ঃ তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তারা জানতে পারবে, মা'বূদ হবার অধিকার আল্লাহরই এবং তারা যা উদ্ভাবন করত তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।	٧٥. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ فَعَلِمُوٓا۟ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

মূর্তি পূজকদের দাবী খন্ডন

বহু ঈশ্বরবাদী মুশরিকদেরকে এখানে ধমক দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ

أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ দুনিয়ায় যাদেরকে তোমরা আমার শরীক বলে গণ্য করতে তারা আজ কোথায়?

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا *প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী হাযির করব।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য হতে একজন

সাক্ষী অর্থাৎ ঐ উম্মাতের নাবী মনোনীত করা হবে। (তাবারী ১৯/৬১৪) মুশরিকদেরকে বলা হবে ঃ

فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّه আল্লাহর সাথে তোমরা যে শির্ক করতে তোমাদের শির্কের কোন দলীল তোমরা পেশ কর এবং ঐ সময় তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হবে যে, প্রকৃতপক্ষেই ইবাদাতের যোগ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নয়। সুতরাং তারা কোন জবাব দিতে পারবেনা। তাই তারা খুবই বিচলিত হয়ে পড়বে وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ এবং তারা আল্লাহ তা'আলার উপর যা কিছু মিথ্যা আরোপ করেছিল তা সবই তাদের অন্তর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

৭৬। কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, বস্তুতঃ সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভান্ডার যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল ঃ দম্ভ করনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেননা।	٧٦. إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُو۟لِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ
৭৭। আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তদ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। আর দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলে যেওনা; এবং পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আর	٧٧. وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن

পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেওনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেননা	كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَ ۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

কুরআন এবং এর অনুসারীদের জন্য রয়েছে উপদেশাবলী

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কারূন ছিল মূসার (আঃ) চাচাতো ভাই। (ইব্ন আবী হাতিম ৯/৩০০৫) ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইবনুল হারিশ ইব্ন নাউফিল (রহঃ), সাম্মাক ইব্ন হার্ব (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মালিক ইব্ন দীনার ইবনুল যুরাইজ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৯/৬১৬) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, তার নসবনামা (বংশ তালিকা) হল ঃ কারূন ইব্ন ইয়াশার ইব্ন কাহিস। আর মূসা (আঃ) ছিলেন ইমরান ইব্ন কাহিসের ছেলে। (তাবারী ১৯/৬১৫)

مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ তার এতো বেশী ধন-সম্পদ ছিল যে, তার কোষাগারের চাবিগুলি উঠানোর জন্য শক্তিশালী লোকদের একটি দল নিযুক্ত ছিল। তার অনেকগুলি কোষাগার ছিল এবং প্রত্যেক কোষাগারের চাবি ছিল পৃথক পৃথক, যা ছিল এক আঙ্গুল সমান লম্বা। ঐ চাবিগুলি ষাটটি খচ্চরের উপর বোঝাই করা হত। ওদের কপাল ও চারটি পা সাদা চিহ্নযুক্ত ছিল। এ ছাড়া আরও বর্ণনা রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। তার কাওমের সম্মানিত, সৎ ও আলেম লোকেরা যখন তার দম্ভ এবং ঔদ্ধত্য চরম সীমায় পৌঁছতে দেখলেন তখন তারা তাকে উপদেশ দিলেন ঃ

لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ এত দাম্ভিকতা প্রকাশ করনা, আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়োনা, অন্যথায় তুমি তাঁর কোপানলে পতিত হবে। জেনে রেখ যে, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেননা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ এর অর্থ হচ্ছে যারা আনন্দ-ফূর্তি ও সংকীর্ণ আত্ম-তৃপ্তিতে মশগুল থাকে। (তাবারী ১৯/৬২২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে যারা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও বেপরোয়া এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে

নি‘আমাত দান করেছেন সেই জন্য যারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। (তাবারী ১৯/৬২৩) উপদেশদাতাগণ তাকে আরও বলতেন ঃ

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا আল্লাহর দেয়া নি‘আমাত যে তোমার নিকট রয়েছে তদ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান কর এবং তাঁর পথে ওগুলি হতে কিছু কিছু খরচ কর যাতে তুমি আখিরাতের অংশও লাভ করতে পার। আমরা এ কথা বলছি না যে, দুনিয়ায় তুমি মোটেই সুখ ভোগ করবেনা। বরং আমরা বলি যে, তুমি দুনিয়ায়ও ভাল খাও, ভাল পান কর, ভাল পোশাক পরিধান কর, বৈধ নি‘আমাত দ্বারা উপকৃত হও এবং বিবাহ দ্বারা যৌন ক্ষুধা নিবারণ কর।

وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ কিন্তু নিজের চাহিদা পূরণ করার সাথে সাথে তুমি আল্লাহর হক ভুলে যেওনা। তিনি যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তেমনি তুমি তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি অনুগ্রহ কর। জেনে রেখ যে, তোমার সম্পদে দরিদ্রদেরও হক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক হকদারের হক তুমি আদায় করতে থাক।

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ আর তুমি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করনা। মানুষকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাক এবং জেনে রেখ যে, যারা আল্লাহর মাখলূককে কষ্ট দেয় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেননা।

৭৮। সে বলল ঃ এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানতনা যে, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠিকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ছিল অধিক প্রাচুর্যশালী? কিন্তু অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করা হয়না।	٧٨. قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ

কাওমের আলেমদের উপদেশবাণী শুনে কারূন যে জবাব দিয়েছিল তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সে বলেছিল ঃ

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي তোমাদের উপদেশ তোমরা রেখে দাও। আমি খুব ভাল জানি যে, আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। তাই তিনি যা দিয়েছেন আমি তার যথাযোগ্য উপযুক্ত। আর আল্লাহ এটা জানেন বলেই আমাকে এসব দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَـٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ

মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহ্বান করে; অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে ঃ আমিতো এটা লাভ করেছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪৯) এর অন্য রকম ব্যাখ্যা হল এই ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত বলেই তিনি আমাকে এই অর্থ সম্পদ দান করেছেন। তাদের কথার জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِى

দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি তাকে আমি অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন সে বলেই থাকে - এটা আমার প্রাপ্য। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৫০)

ইমাম আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي এ আয়াতটির সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কারূন বলেছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু কারূনের প্রতি রাযী-খুশি ছিলেন এবং তার যোগ্যতা আছে বলেই আল্লাহ তাকে অঢেল ধন-সম্পদ দান করেছেন। কারূন যদি সত্যি সত্যি জ্ঞানী হত তাহলে আয়াতের পরবর্তী অংশটুকুও তার স্মরণে রাখা উচিত ছিল যে, أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِه مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا *সে কি জানতনা যে, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠিকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ছিল অধিক প্রাচুর্যশালী?*

এ কারণেই যাদের জ্ঞান সীমিত তারা অন্যের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতা দেখে আফসোস করে এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে বলে ঃ আহা! ঐ সম্পদ যদি তাকে না দেয়া হত! ঐ সম্পদ যদি আল্লাহ আমাকে দিতেন!

৭৯। কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল ঃ আহা! কারূনকে যেরূপ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান!	٧٩. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَـٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
৮০। আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল ঃ ধিক্ তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেহ পাবেনা।	٨٠. وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ

কারূনের ধ্বংস এবং জ্ঞানীদের মন্তব্য

একদা কারূন অতি মূল্যবান পোশাক পরিহিত হয়ে, অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে উত্তম সওয়ারীতে আরোহণ করে, স্বীয় গোলামদের মূল্যবান পোশাক পরিয়ে সামনে ও পিছনে নিয়ে দাম্ভিকতার সাথে বের হল। তার এই জাঁকজমক ও শান-শওকত দেখে দুনিয়াদারদের অন্তর আফসোস ও পরিতাপে ভরে গেল এবং তারা বলতে লাগল ঃ

يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ আহা! কারূনকে যেরূপ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হতো! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান। যাদেরকে প্রকৃত জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা বললেন ঃ

وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا তোমরা মিথ্যা আফসোস করছ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ ও মু'মিন বান্দাদের জন্য নিজের কাছে যা কিছু তৈরী করে রেখেছেন তা এর চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীলগণ ছাড়া কেহ এটা লাভ করতে পারেনা।

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর উত্তম আমলকারী বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরী করে রেখেছেন যা চোখ কখনও দেখেনি, কান কখনও শোনেনি এবং কোন মানব সন্তানের মনে কখনও কল্পনায়ও আসেনি। আল্লাহর এ ওয়াদার কথা যদি তোমরা জানতে চাও তাহলে পাঠ কর ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

কেহই জানেনা, তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি কি প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১৭) (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৫)

وَلاَ يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ *এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেহ পাবেনা।* সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ বিজ্ঞজনদের থেকে এ অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে, 'ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া কেহ জান্নাতে পৌঁছতে পারবেনা। (ইব্ন আবী হাতিম ৯/৩০১৬) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ ইহা তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা ত্যাগ করে আখিরাতের জন্য মেহনত করে।

৮১। অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিলনা যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও	٨١. فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا

আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলনা।	كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ
৮২। পূর্বদিন যারা তার অবস্থা কামনা করেছিল তারা বলতে লাগল ঃ দেখলেতো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তাহলে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো! কাফিরেরা সফলকাম হয়না।	٨٢. وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا۟ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ

কারূন এবং তার ধন-সম্পদকে যমীন গ্রাস করল

উপরে কারূনের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে তার ঔদ্ধত্য ও বেঈমানীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এবার তার পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কিভাবে তার বাসগৃহ ও সম্পদসহ মাটি তাকে গ্রাস করেছিল।

সালিম (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একটি লোক তার লুঙ্গী লটকিয়ে গর্বভরে চলছিল, এমতাবস্থায় তাকে ভূ-গর্ভে প্রোথিত করা হয়। কিয়ামাত পর্যন্ত সে প্রোথিত হতেই থাকবে। (তাবারী ১৯/৬২৯) ইমাম বুখারী (রহঃ) সালিম (রহঃ) হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন।

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্বে একটি লোক দু’টি সবুজ কাপড়ে নিজেকে আবৃত করে দম্ভভরে চলছিল, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা যমীনকে নির্দেশ দিলেন ঃ ‘তাকে গিলে ফেল’ এবং কিয়ামাত পর্যন্ত সে প্রোথিত হতেই থাকবে। (আহমাদ ৩/৪০, হাসান)

فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ *তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিলনা যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলনা*। অর্থাৎ তার সম্পদ, লোক-লস্কর, চাকর-চাকরানী, প্রভাব-প্রতিপত্তি তার কোনই কাজে আসেনি। আল্লাহ তা'আলার গযব এবং আযাব থেকে তাকে কেহই রক্ষা করতে পারেনি। সে নিজে নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়নি এবং অন্যেরাও তাকে সাহায্য করতে পারেনি।

কারূনের লোকেরা এ থেকে শিক্ষা লাভ করল

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ পূর্বদিন যারা তার মত হওয়ার কামনা করেছিল তারা তার শোচনীয় অবস্থা দেখে বলতে লাগল ঃ আমরা ভুল বুঝেছিলাম। সত্যি ধন-দৌলত আল্লাহর সন্তুষ্টির নিদর্শন নয়। এটাতো আল্লাহর হিকমাত বা নৈপুণ্য, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। তাঁর হিকমাত তিনিই জানেন। যেমন ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মধ্যে চরিত্রকে ঐভাবে বন্টন করেছেন, যেমনভাবে তোমাদের মধ্যে রিয্ক বন্টন করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকে দুনিয়া (অর্থাৎ ধন-দৌলত) দান করেন এবং যাকে ভালবাসেননা তাকেও দান করেন। আর দীন একমাত্র ঐ ব্যক্তিকে দান করেন যাকে তিনি ভালবাসেন। (আহমাদ ১/৩৮৭) কারূনের মত হওয়ার বাসনাকারীরা আরও বলল ঃ

لَوْلاَ أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তাহলে আমাদেরও তিনি ভূ-গর্ভে প্রোথিত করতেন। সত্যি, কাফিরেরা কখনও সফলকাম হয়না। না তারা দুনিয়ায় কৃতকার্য হয়, আর না আখিরাতে তারা পরিত্রাণ পাবে।

৮৩। এটা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যতা প্রকাশ	٨٣. تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي

ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ	করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।
٨٤. مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	৮৪। কেহ যদি সৎ কাজ করে তাহলে সে তার কাজ অপেক্ষা উত্তম ফল পাবে, আর যে মন্দ কাজ করে সেতো শাস্তি পাবে শুধু তার কাজ অনুপাতে।

বিনয়ী মু'মিনদের জন্য পরকালে রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জান্নাত ও আখিরাতের নি'আমাত শুধু ঐ ব্যক্তিরাই লাভ করবে যাদের অন্তর সদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে এবং যারা পার্থিব জীবন বিনয়, নম্রতা ও উত্তম চরিত্রের সাথে অতিবাহিত করে এবং নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় ও উচ্চ মনে করেনা। তারা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করেনা এবং কারও সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেনা এবং পৃথিবীতে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেনা। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ

لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا *যারা এই পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যতা প্রকাশ করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়না।* এর অর্থ হচ্ছে ঔদ্ধ্যতপনা, যুল্মবাজী এবং দুর্নীতি পরায়ণতা। (তাবারী ১৯/৬৩৭)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, তার জুতার ফিতা তার সঙ্গীর জুতার ফিতা অপেক্ষা ভাল হোক সে'ই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যখন সে এর দ্বারা গর্ব ও অহংকার করবে। একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার প্রতি অহী করা হয়েছে যে, তোমাদেরকে যেন জানিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরা অন্যদের প্রতি এতখানি বিনয়ী

হবে যাতে তোমাদের মধ্যে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না পায় এবং অন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবেনা। (মুসলিম ৪/২১৯৯) আর যদি উদ্দেশ্য শুধু সৌন্দর্য প্রকাশ হয় তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিতো এতে সন্তুষ্ট থাকি যে, আমার চাদর ভাল হোক, আমার জুতা সুন্দর হোক, এটাও কি অহংকার হিসাবে গণ্য হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ না। এটাতো সৌন্দর্য। আর আল্লাহ তা'আলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। (মুসলিম ১/৯৩) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ যে কেহ সৎ কাজ করে সে তার কাজ অপেক্ষা উত্তম ফল পাবে। আর এটা কেনইবা হবেনা! তিনিতো ওয়াদা করেছেন যে, তিনি প্রত্যেক সৎ কাজের প্রতিদান বহু গুণ বাড়িয়ে দিবেন।

وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ পক্ষান্তরে যে মন্দ কাজ করে সে শাস্তি পাবে শুধু তার কাজ অনুপাতে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

مَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ

আর যে কেহ অসৎ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে আগুনে। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৯০) আর এটাই হল অতিরিক্ত প্রদান ও ন্যায় বিচারের স্থান।

৮৫। যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে। বল ঃ আমার রাব্ব ভাল জানেন কে সৎ পথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট	٨٥. إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ

বিভ্রান্তিতে আছে।	وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ
৮৬। তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটাতো শুধু তোমার রবের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও কাফিরদের সাহায্যকারী হয়োনা।	٨٦. وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَـٰفِرِينَ
৮৭। তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কেহ যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হতে বিরত না রাখে। তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান করতে থাক এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	٨٧. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
৮৮। তুমি আল্লাহর সাথে অন্যকে ইলাহ হিসাবে ডেকনা, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।	٨٨. وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

তাওহীদের বাণী প্রচার করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে রাসূল! তুমি তোমার রিসালাতের দাওয়াত দিতে থাক, মানুষকে আল্লাহর কালাম শুনিয়ে যাও। إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কিয়ামাতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। অতঃপর সেখানে তোমাকে নাবুওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ

অতঃপর আমি (কিয়ামাত দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ

যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা (উম্মাতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৯) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ

এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এখানে মাক্কায় প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৬৯) ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করেছেন। (নাসাঈ ৬/৪২৫, তাবারী ১৯/৬৪১) আল আউফী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেমন মাক্কা থেকে হিজরাত করতে বলেছিলেন তেমনি তাঁকে আবার মাক্কায় প্রত্যাবর্তনেরও সুখবর জানিয়ে দেন। (তাবারী ১৯/৬৪১) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন যে, তোমাকে আমি আবার তোমার জন্মস্থান মাক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

(তাবারী ১৯/৬৪১) এ ছাড়া ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন মৃত্যু, মৃত্যুর পর কিয়ামাত দিবস, কিয়ামাত দিবসে বিচারের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান্নাত দান; যেহেতু মানব সন্তানের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি এবং মানব ও জিনদের মধ্যে তাঁর প্রতি অর্পিত অহীর দায়িত্ব তিনি সঠিকভাবে পালন করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ *বল ঃ আমার রাব্ব ভাল জানেন কে সৎ পথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।* অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওমের লোক এবং মূর্তি পূজক কাফির ও তাদের মধ্যের যারা তাদেরকে অনুসরণ করছে তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা যারা আমার দা'ওয়াতকে অস্বীকার করছ এবং নিজেদেরকে কুফরীর মধ্যে নিমজ্জিত রাখছ তারা জেনে রেখ যে, আমার এবং তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ফাইসালা করে দিবেন যে, কে হকের পথে আছে এবং কে বিপথগামী হয়েছে। তোমরা জানতে পারবে যে, পরকালে কে শান্তি লাভ করবে। এবং অচিরেই আরও জানতে পারবে যে, কার জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য ও সফল সমাপ্তি।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ঐ সব নি'আমাতের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন যা তিনি তাঁর রাসূলকে অর্পণ করার মাধ্যমে তাঁকে নিজের এবং মানব কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ (*তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে*)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আশা করেননি যে, তাঁর উপর আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটাতো শুধু তাঁর প্রতি তাঁর রবের অনুগ্রহ। সুতরাং কাফিরদের সহায়ক হওয়া তাঁর জন্য মোটেই সমীচীন নয়। তাদের থেকে তাঁর পৃথকই থাকা উচিত। তাঁর এই ঘোষণা দেয়া উচিত যে, তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণকারী। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ হে নাবী! তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এই কাফিরেরা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি থেকে বিমুখ না করে। অর্থাৎ এই লোকগুলো যে তোমার ও দীনের বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং তোমার অনুসরণ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখছে এতে তুমি যেন মনঃক্ষুণ্ন হয়ে তোমার কাজ থেকে বিরত না হও। বরং তুমি তোমার

কাজ চালিয়ে যাও। আল্লাহ তোমার কালেমাকে পূর্ণতা দানকারী, তোমার দীনের পৃষ্ঠপোষণকারী, তোমার রিসালাতকে জয়যুক্তকারী এবং তোমার দীনকে সমস্ত দীনের উপর বুলন্দকারী।

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ সুতরাং তুমি জনগণকে তোমার রবের ইবাদাতের দিকে আহ্বান করতে থাক, যিনি এক ও শরীকবিহীন। তোমার জন্য এটা উচিত নয় যে, তুমি কাফিরদের সহায়তা করবে। আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও আহ্বান করনা। ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। উলুহিয়্যাতের যোগ্য একমাত্র তাঁরই বিরাট সত্তা। كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ তিনিই চিরস্থায়ী ও সদা বিরাজমান। সমস্ত সৃষ্টজীব মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু তাঁর মৃত্যু নেই। যেমন তিনি বলেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২৬-২৭) وَجْهٌ দ্বারা আল্লাহর সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কবি লাবীদ একটি চরম সত্য কথা বলেছে। সে বলেছে ঃ

اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল বা অসার। (ফাতহুল বারী ৭/১৮৩) সমস্ত প্রাণী ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যাবে, শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তা বাকী থাকবে যা ধ্বংস ও নষ্ট হওয়া থেকে বহু উর্ধ্বে। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। সবকিছুর পূর্বেও তিনি ছিলেন এবং সবকিছুর পরেও তিনি থাকবেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি প্রত্যেককেই সৎ কাজ ও পাপের প্রতিদান প্রদান করবেন। তিনি সৎ কাজের পুরস্কার এবং পাপের জন্য শাস্তি দিবেন।

সূরা কাসাস এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২৯ ঃ আনকাবূত, মাক্কী ٢٩ – سورة العنكبوت، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬৯, রুকূ ৭) (اٰيَاتُهَا : ٦٩، رُكُوْعَاتُهَا : ٧)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম মীম,	١. الٓمٓ
২। মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা?	٢. أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ
৩। আমিতো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।	٣. وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ
৪। যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!	٤. أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسۡبِقُونَاۚ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ

বিশ্বাসীদেরকে পরীক্ষা করা হয় যাতে প্রমাণিত হয় যে, কে তার কথায় সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক

হুরূফে মুকাত্তাআতের আলোচনা সূরা বাকারাহর শুরুতে আলোচিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ *মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা?* মু'মিনদেরকেও পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেয়া হবে- এটা অসম্ভব। তাদেরকে তাদের আমলের ধাপ/স্তর অনুযায়ী অবশ্যই পরীক্ষা করা হবে।

যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয় নাবী/রাসূলদের উপর, তারপর সৎ লোকদের উপর, এরপর তাদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদার লোকদের উপর, এরপর তাদের চেয়েও নিম্ন মর্যাদার লোকদের উপর। পরীক্ষা তাদের দীনের আমলের অনুপাতে হয়ে থাকে। যদি সে তার দীনের উপর দৃঢ় হয় তাহলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়। (তিরমিযী ৭/৭৮) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি? (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪২) অনুরূপ আয়াত সূরা বারাআয়ও (সূরা তাওবাহ) রয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ সূরা বাকারাহয় বলেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনও তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি

রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল ঃ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৪) এ জন্যই এখানেও বলেন ঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ আমিতো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম, আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। এর দ্বারা এটা মনে করা চলবে না যে, আল্লাহ এটা জানতেননা। বরং যা হয়ে গেছে এবং যা হবে সবই তিনি জানেন। যা সংঘটিত হয়নি তাও যদি সংঘটিত হত তাহলে তার ফল কি হত তাও তিনি জানেন। এর উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সমস্ত ইমাম একমত। এখানে عِلْم অর্থ رُؤْيَةٌ বা দেখার অর্থে ব্যবহৃত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) لِنَعْلَم এর অর্থ لِنَرَى করেছেন। কেননা দেখার সম্পর্ক বিদ্যমান জিনিসের সাথে হয়ে থাকে এবং عِلْم এর থেকে عَام বা সাধারণ।

পাপীরা কখনও আল্লাহ হতে পলায়ন করতে পারবেনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا যারা খারাপ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! অর্থাৎ যারা ঈমান আনেনি তারাও যেন এ ধারণা না করে যে, তারা পরীক্ষা হতে বেঁচে যাবে। তাদের জন্য বড় বড় শাস্তি অপেক্ষা করছে। তারা আল্লাহর আয়ত্তের বাইরে যেতে পারবেনা। سَاء مَا يَحْكُمُونَ তাদের ধারণা খুবই মন্দ, যার ফল তারা সত্বরই জানতে পারবে।

৫। যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহর নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٥. مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَاتٍ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

Contents

৬। যে কেহ (কঠোর) সাধনা করে, সে তা করে নিজেরই জন্য; আল্লাহতো বিশ্ব জগত হতে অমুখাপেক্ষী।	٦. وَمَن جَـٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَـٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৭। আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আমি নিশ্চয়ই তাদের মন্দ কাজগুলি মিটিয়ে দিব এবং তাদের কাজের উত্তম ফল দান করব।	٧. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

মু'মিনদের আশা-আকাংখা আল্লাহ পূরণ করবেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءِ اللَّه যাদের আখিরাতে বিনিময় লাভের আশা রয়েছে এবং ওটাকে সামনে রেখে তারা সৎ কাজ করে তাদের আশা পূর্ণ হবে, তারা এমন পুরস্কার লাভ করবে যা কখনও শেষ হবার নয়। আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনা শ্রবণকারী। তিনি জগতসমূহের সৃষ্টির সব খবরই রাখেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِه *যে কেহ কঠোর সাধনা করে, সে তা করে নিজেরই জন্য*। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ

যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৬) আল্লাহ তা'আলা মানুষের আমলের মুখাপেক্ষী নন। যদি সমস্ত মানুষ তাদের মধ্যের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তির মত আল্লাহভীরু হয়ে যায় তবুও তাঁর সাম্রাজ্য সামান্য পরিমাণও বৃদ্ধি পাবেনা। মানুষ ভাল কাজ করলে তা আল্লাহ তা'আলার কোন

উপকারে আসবেনা, তবুও এটা তাঁর বড় মেহেরবানী যে, তিনি মানুষকে তার ভাল কাজের পুরস্কার প্রদান করে থাকেন। এ কারণে তিনি তার পাপ ক্ষমা করে দেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম সৎ আমলেরও তিনি মর্যাদা দিয়ে থাকেন এবং এর জন্য বড় রকমের পুরস্কার প্রদান করেন। একটি সৎ আমলের বিনিময়ে তিনি দশ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আর পাপকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেন অথবা ওর সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান করেন। তিনি যুল্ম হতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০) তাই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ *আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, নিশ্চয়ই আমি তাদের মন্দ কর্মগুলি মিটিয়ে দিব এবং তাদের কাজের উত্তম ফল দান করব।*

٨. وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

৮। আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে; কিন্তু তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদেরকে মান্য করনা। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব যা তোমরা করতে।

৯। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব।	٩. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى ٱلصَّـٰلِحِينَ

মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তাঁর তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দেয়ার পর এখন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা মাতা-পিতার মাধ্যমেই মানুষ অস্তিত্বে এসে থাকে। পিতা সন্তানের জন্য খরচ করে এবং মা তাকে স্নেহ দান করে, ভালবাসে এবং লালন-পালন করে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলনা এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করনা; তাদের সাথে কথা বল সম্মানসূচক নম্রভাবে। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাক এবং বল ঃ হে আমার রাব্ব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন পালন করেছিলেন। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩-২৪)

وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, যদি তারা শিরকের দিকে আহ্বান করে তাহলে তাদের কথা মানা যাবেনা। মানুষের জেনে রাখা উচিত যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার

নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তারা যা করত তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। যদি মানুষ আল্লাহর সাথে শির্ক করার ক্ষেত্রে তাদের মাতা-পিতার আদেশ না মানে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। অর্থাৎ তাদেরকে যারা ভালবাসবেন, পছন্দ করবেন, তাদের সাথেই কিয়ামাতের মাঠে একত্রে উত্থিত করবেন।

সা'দ (রাঃ) বলেন, আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। এগুলির মধ্যে وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ এই আয়াতটিও একটি। এটা এ জন্য অবতীর্ণ হয় যে, আমার মা আমাকে বলে ঃ (হে সা'দ! আল্লাহ কি তোমাকে মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেননি? আল্লাহর শপথ! তুমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতকে অস্বীকার না কর তাহলে আমি পানাহার ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুবরণ করব। সে তা'ই করে। শেষ পর্যন্ত লোকেরা জোরপূর্বক তার মুখ হা করে তার মুখে খাদ্য ও পানীয় প্রবেশ করিয়ে দিত। ঐ সময় উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযী ৯/৪৮, আহমাদ ১/১৮১, মুসলিম ৪/১৮৭৭, আবূ দাঊদ ৩/১৭৭, নাসাঈ ৬/৩৪৮)

১০। মানুষের মধ্যে কতক লোক বলে ঃ 'আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি।' কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা কষ্টে পতিত হয় তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার রবের নিকট হতে কোন সাহায্য এলে তারা বলতে থাকে, 'আমরাতো তোমাদের সাথেই ছিলাম'। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন?	١٠. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ ٱلْعَٰلَمِينَ

১১। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক।	١١. وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ

মুনাফিকদের আচরণ এবং লোকদেরকে আল্লাহর পরীক্ষা করা

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ এখানে ঐ মুনাফিকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা মুখে ঈমানের দাবী করে, কিন্তু যখন বিরোধীদের পক্ষ হতে কোন দুঃখ-কষ্ট তাদের উপর আপতিত হয় তখন তারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন এ অর্থই করেছেন। (তাবারী ২০/১৩) সালাফগণের আরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٍۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ. يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশস্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়ায় ও আখিরাতে; এটাইতো সুস্পষ্ট ক্ষতি। সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোন অপকার করতে পারেনা, উপকারও করতে পারেনা, এটাই চরম বিভ্রান্তি! (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১১-১২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে বলেন ঃ

وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ আর যখন তোমার রবের নিকট হতে কোন সাহায্য (গাণীমাত) আসে তখন বলে ঃ আমরাতো তোমাদের সাথেই ছিলাম। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَـٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ওরা এমন যারা তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করছে; এবং যদি তোমরা আল্লাহর পক্ষ হতে জয়লাভ কর তাহলে তারা বলে ঃ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা? এবং যদি ওটা অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে ঘটে তাহলে বলে- আমরা কি তোমাদের নেতৃত্ব করিনি এবং বিশ্বাসীগণ হতে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪১) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَـٰدِمِينَ

অতএব আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলিমদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫২) আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ তোমার রবের নিকট হতে কোন সাহায্য এলে তারা বলতে থাকে ঃ আমরাতো তোমাদের সাথেই ছিলাম। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? অর্থাৎ মুনাফিকরা তাদের অন্তরে যা কিছু গোপন রেখেছে, আল্লাহ সবই অবগত আছেন।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন ঈমানদারদেরকে এবং অবশ্যই তিনি প্রকাশ করবেন মুনাফিকদেরকে। অর্থাৎ সুখ-দুঃখ ও বিপদ-আপদের মাধ্যমে তিনি মু'মিন ও মুনাফিকদেরকে পৃথক করে দিবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কার্যাবলী পরীক্ষা করি। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩১) যেমন আল্লাহ তা'আলা উহুদের যুদ্ধের মাধ্যমে লোকদেরকে পরীক্ষা করার ঘটনার পরে বলেন ঃ

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ

সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৯)

১২। কাফিরেরা মু'মিনদেরকে বলে ঃ 'আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব।' কিন্তু তারাতো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবেনা। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।	١٢. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبِعُوا۟ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَٰيَٰكُمْ وَمَا هُم بِحَٰمِلِينَ مِنْ خَطَٰيَٰهُم مِّن شَىْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ
১৩। এবং তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা; এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই সম্পর্কে কিয়ামাত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।	١٣. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَمَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

দাম্ভিক কাফিরেরা বলত যে, তারা অন্যদের পাপের বোঝাও বহন করবে, যদি তারা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায়

وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ কুরাইশ কাফিরেরা মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাদেরকে এ কথাও বলত ঃ তোমরা আমাদের মাযহাবে ফিরে এসো, এতে যদি কোন পাপ হয় তাহলে তা আমরাই বহন করব।

وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। কেহ কারও পাপের বোঝা বহন করবে এটা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। কেহ তার নিকটতম আত্মীয়ের পাপের বোঝাও বহন করবেনা এবং বহন করতে সক্ষমও হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮)

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. يُبَصَّرُونَهُمْ

এবং সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ খবর নিবেনা। তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১০-১১) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ তবে হ্যাঁ, এ লোকগুলো নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে এবং যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছে তাদের পাপের বোঝাও এদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু ঐ পথভ্রষ্ট লোকেরা তাদের বোঝা হতে মুক্ত হবেনা। যারা পাপ করবে তাদের পাপের বোঝা তাদের উপরই থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ

ফলে কিয়ামাত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৫)

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি লোকদেরকে হিদায়াতের দা'ওয়াত দিবে, কিয়ামাত পর্যন্ত যেসব লোক ঐ হিদায়াতের উপর চলবে তাদের সবারই সৎ আমল ঐ একটি লোক লাভ করবে, অথচ আমলকারীদেরকে তাদের সৎ আমল হতে কিছুই কম করা হবেনা। অনুরূপভাবে যে ভ্রান্ত পথে আহ্বান করবে এবং যারা ওর উপর আমল করবে তাদের সবারই পাপ কিয়ামাত পর্যন্ত তার উপর বর্তাবে এবং যারা পাপ করবে তাদের পাপের বোঝা হতে কিছুই কম করা হবেনা। (মুসলিম ৪/২০৬০)

আর একটি সহীহ হাদীসে আছে ঃ ভূ-পৃষ্ঠে যত খুনাখুনি হবে, সবগুলোর পাপ আদমের (আঃ) ঐ পুত্রের উপর পতিত হবে, যে অন্যায়ভাবে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। কেননা হত্যার সূচনা তার থেকেই হয়েছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৪১৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই সম্পর্কে কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

আবূ উমামা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন ঃ তোমরা যুল্ম হতে দূরে থাক। কেননা কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলবেন ঃ আমার ইযয্যাত ও মর্যাদার শপথ! আজ একটি যুল্মও ছেড়ে দিবনা। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন ঃ অমুকের পুত্র অমুক কোথায়? সে তখন আসবে এবং পাহাড় সমান সৎ আমল তার সাথে থাকবে। এমনকি হাশরের মাঠে উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি তার দিকে পড়বে। সে আল্লাহর সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন ঃ এ ব্যক্তি কারও উপর যুল্ম করে থাকলে সে যেন আজ প্রতিশোধ নিয়ে নিজের হক আদায় করে নেয়। এ কথা শুনে এদিক-ওদিক হতে লোকেরা এসে তাকে ঘিরে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ আমার এই বান্দাদেরকে তাদের হক আদায় করিয়ে দাও। মালাইকা/ফেরেশতারা বলবেন ঃ কিভাবে আমরা তাদের হক আদায় করিয়ে দিব? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলবেন ঃ তার সৎ আমলগুলি এদেরকে বন্টন করে দাও। এরূপই করা হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তার আর কোন সৎ আমল অবশিষ্ট থাকবেনা। কিন্তু অত্যাচারিত ও হকদার আরও বাকী থেকে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ এদেরকেও এদের হক আদায় করিয়ে দাও। মালাইকা/ফেরেশতারা বলবেন ঃ এখনতো তার কাছে আর কোন সৎ আমল অবশিষ্ট নেই! আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তাদের পাপগুলো তার উপর

চাপিয়ে দাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ ... الخ এ আয়াতটি পাঠ করেন। (দুররুল মানসুর ৫/২৭২)

ভিন্ন বর্ণনাধারায় অন্য একটি সহীহ হাদীসে এর সমর্থন মিলে। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ বিচার দিবসে এমন এক লোককে হাজির করা হবে যার আমলের পরিমান হবে পাহাড় সমান। কিন্তু সে কারও সাথে খারাপ আচরণ করেছে, কারও সম্পদ কেড়ে নিয়েছে কিংবা কারও নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। সুতরাং ঐ সবের পরিবর্তে তারা সবাই তার সৎ আমল থেকে বদলা নিয়ে নিবে। এরপরও যদি কোন পাওনাদার থাকে, অথচ তার আর কোন সৎ আমল না থাকে তাহলে যাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে তাদের পাপসমূহ ঐ ব্যক্তির আমলনামায় যোগ হবে। (মুসলিম ৪/১৯৯৭)

১৪। আমিতো নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম এবং সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম হাজার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে। কারণ তারা ছিল সীমা লংঘনকারী।	١٤. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَـٰلِمُونَ
১৫। অতঃপর আমি তাকে এবং যারা তরণীতে আরোহণ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্ব জগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন।	١٥. فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَصْحَـٰبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَـٰهَآ ءَايَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ

নূহ (আঃ) এবং তাঁর কাওম

এখানে এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ হে নাবী! তোমাকে আমি খবর দিচ্ছি যে, নূহ দীর্ঘ সময় ও যুগ ধরে তাঁর কাওমকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে থাকে। দিবসে, রাতে প্রকাশ্যে ও গোপনে তিনি তাদের কাছে দীনের দা'ওয়াত দিতে থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের হঠকারিতা ও পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর উপর ঈমান আনে। অবশেষে প্লাবনের আকারে তাদের উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়। ফলে তারা সমূলে বিনাশ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সুতরাং হে নাবী! তোমার কাওম যে তোমাকে অবিশ্বাস করছে এটা নতুন কিছু নয়। অতএব তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়োনা। সুপথ প্রদর্শন করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহরই হাতে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) পরিশেষে যেমনভাবে নূহ (আঃ) মুক্তি পায় ও তার কাওম পানিতে নিমজ্জিত হয়, তেমনিভাবে তুমি বিজয় লাভ করবে এবং তোমার বিরুদ্ধচারীরা পরাজিত হবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, চল্লিশ বছর বয়সে নূহ (আঃ) নাবুওয়াত লাভ করেন এবং নাবুওয়াতের পর সাড়ে নয়শ' বছর ধরে স্বীয় কাওমের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। বিশ্বব্যাপী প্লাবনের পরেও নূহ (আঃ) ষাট বছর জীবিত থাকেন, যখন আদম সন্তানদের বংশ ছড়িয়ে পড়ে এবং পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১৭১৮৬, দুররুল মানসুর ৫/২৭৩)

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ নূহের (আঃ) কাওমের উপর যখন আল্লাহর গযব নাযিল হয় তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে স্বীয় নাবীকে এবং ঈমানদারদেরকে বাঁচিয়ে নেন যারা তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর সাথে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। সূরা হুদে (১১ ঃ ২৫) এর পূর্ণ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আমরা এখানে আর এর পুনরাবৃত্তি করছিনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ আমি বিশ্বজগতের জন্য এটাকে করলাম একটি নিদর্শন। অর্থাৎ আমি স্বয়ং ঐ নৌকাকে নিদর্শন হিসাবে রেখে দিলাম। যেমন কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, ইসলামের প্রথম যুগ পর্যন্ত ঐ নৌকাটি জুদী পর্বতে বিদ্যমান ছিল। অথবা ঐ নৌকাটি দেখে লোকেরা সামুদ্রিক সফরের জন্য যে নৌকাগুলি বানিয়ে নেয় ঐগুলি, যাতে ওগুলি দেখে মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে রক্ষা করার কথা স্মরণে আসে। (তাবারী ২০/১৮) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ

তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি; সেই অবস্থায় তারা কোন সাহায্যকারী পাবেনা এবং তারা পরিত্রাণও পাবেনা আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপকরণ ভোগ করতে না দিলে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪১-৪৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১১-১২) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ *অতঃপর আমি তাকে এবং যারা তরণীতে আরোহণ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্ব জগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন।* পূর্বে একটি নির্দিষ্ট জাতির (নূহ

(আঃ) ব্যাপারে নৌযানের উল্লেখ করার পর এবার এখানে সাধারণভাবে সকল নৌযান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَجَعَلْنَـٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَـٰطِينِ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৫) এখানে আল্লাহ তা'আলা তারকামণ্ডলীকে আকাশের সৌন্দর্য হিসাবে বানানোর কথা বর্ণনা করার পর বলেন যে, ওগুলিকে তিনি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণও করেছেন। অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১২-১৩)

১৬। স্মরণ কর ইবরাহীমের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁকে ভয় কর, তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।	١٦. وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
১৭। তোমরাতো আল্লাহ ব্যতীত শুধু মূর্তি পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহর নিকট এবং তাঁরই ইবাদাত কর ও তাঁর	١٧. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।	وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥٓ ۖ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ
১৮। তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল তাহলে জেনে রেখ যে, তোমাদের পূর্ববর্তীরাও নাবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা ছাড়া রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।	١٨. وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدۡ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبۡلِكُمۡ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ

ইবরাহীমের (আঃ) লোকদের প্রতি তাঁর দা'ওয়াত

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ একাত্মবাদীদের ইমাম, রাসূলদের পিতা ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় কাওমকে তাওহীদের দা'ওয়াত দেন, রিয়া হতে বেঁচে থাকা এবং পরহেযগারী কায়েম করার হুকুম দেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর নি'আমাতরাজির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলেন। আর এর উপকারের কথাও তিনি তাদেরকে বলেন যে, এর দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের অকল্যাণ দূর হয়ে যাবে এবং দোজাহানের নি'আমাত তারা লাভ করবে।

সাথে সাথে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا *তোমরাতো আল্লাহ ব্যতীত শুধু মূর্তি পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ।* যে মূর্তিগুলোর তোমরা উপাসনা করছ ওগুলো তোমাদের লাভ বা ক্ষতি কিছুই করতে পারেনা। তোমরা নিজেরাই ওদের নাম রেখেছ এবং দেহ তৈরী করেছ। এরা তোমাদের মতই সৃষ্ট। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে আল আউফী (রহঃ) এ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/১৯) মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন। আল ওয়ালিবী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'তোমরা মিথ্যা উদ্ভাবন করছ' এর অর্থ হল তোমরা মূর্তি

খোদাই করছ, যার কোন ক্ষমতা নেই যে, সে তোমাদেরকে আহার যোগাবে। (তাবারী ২০/১৯) এমন কি এরা তোমাদের চেয়েও দুর্বল। এরাতো তোমাদের জীবনোপকরণেরও মালিক নয়। فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ আল্লাহ তা'আলার নিকটই তোমরা রিয্ক যাঞ্চা কর, আর কারও কাছে নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলতে শিখিয়েছেন ঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা শুধু আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৫) এই সীমাবদ্ধতা আসিয়ার (রাঃ) প্রার্থনায়ও রয়েছে। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ

হে আমার রাব্ব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ১১)

وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ আর যেহেতু তাঁরই রিয্ক আহার কর তখন তাঁর ছাড়া আর কারও ইবাদাত করনা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ কর। তোমাদের প্রত্যেকেই তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন।

وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ দেখ, আমাকে মিথ্যাবাদী বলে তোমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করনা। চিন্তা করে দেখ যে, তোমাদের পূর্বে যারা নাবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছে!

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ জেনে রেখ যে, নাবীদের কাজ শুধু আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। হিদায়াত করা ও না করা আল্লাহরই হাতে। নিজেদেরকে তোমরা সৌভাগ্যবান বানিয়ে নাও। হতভাগ্যদের দলে নিজেদেরকে শামিল করনা।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। এর ভাবার্থের চাহিদা এই যে, প্রথম বাক্য এখানে শেষ হয়েছে এবং এরপর فَمَا

كَانَ جَوَابَ قَوْمِه (২৯ ঃ ২৪) পর্যন্ত বাক্যগুলি جُمْلَة হিসাবে এসেছে। ইমাম ইব্ন জারীরতো স্পষ্ট ভাষায় এ কথাই বলেছেন। কিন্তু কুরআনুল হাকীমের শব্দ দ্বারা এটা প্রকাশ্যভাবে জানা যাচ্ছে যে, সমুদয়ই ইবরাহীম খলীলুল্লাহরই (আঃ) উক্তি। তিনি কিয়ামাত কায়েম হওয়ার দলীল প্রমাণাদি পেশ করেছেন। কেননা এই সমুদয় কালামের পর তাঁর কাওমের জবাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

১৯। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন? অতঃপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটাতো আল্লাহর জন্য সহজ।	١٩. أَوَلَمْ يَرَوْا۟ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥٓ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ
২০। বল ঃ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন? অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহতো সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	٢٠. قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْءَاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
২১। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।	٢١. يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ
২২। তোমরা (আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবেনা পৃথিবীতে অথবা আকাশে এবং আল্লাহ ব্যতীত	٢٢. وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا

তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।	لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
২৩। যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	٢٣. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়ার প্রমাণ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ তারা কি দেখেনা যে, তারাতো কিছুই ছিলনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এর পরেও তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে বিশ্বাস করেনা। অথচ এর উপর কোন দলীলের প্রয়োজন হয়না। যিনি প্রথমে সৃষ্টি করতে পারেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা খুবই সহজ। এরপর তিনি তাদেরকে হিদায়াত করছেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান ও বিরাজমান আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা কর। আকাশমণ্ডলী, নক্ষত্ররাজি, ভূ-মণ্ডল, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, বন-জঙ্গল, নদ-নদী, সাগর-উপসাগর, ফল-মূল, ক্ষেত-খামার ইত্যাদির প্রতি তাকিয়ে দেখ যে, এগুলির কোনই অস্তিত্ব ছিলনা। এগুলির সবই আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি মনে কর যে, এত বড় কারিগর ও ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ কিছুই করতে পারেননা? তিনিতো শুধু 'হও' বললেই সবই হয়ে যায়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা'ই করতে পারেন। তাঁর জন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই। এ জন্যইতো তিনি বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ ... তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন? এটাতো আল্লাহর জন্য সহজ। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন। অতঃপর তিনি সৃষ্টি করবেন কিয়ামাতের দিন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহতো সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তিনি পরম বিচারপতি, অধিপতি। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা'ই করেন। কেহ তাঁর হুকুম নড়াতে-টলাতে পারেনা। কেহ তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেনা। পক্ষান্তরে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তিনি সবারই উপর বিজয়ী ও পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রশ্ন করবেন। সবাই তাঁর অধিকারভুক্ত, সবাই তাঁর অধীনস্থ। সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুরই মালিক তিনিই। তিনি যা কিছু করেন সবই ন্যায়ের ভিত্তিতে করেন। তিনি যুল্ম করা হতে পবিত্র। হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সপ্ত আসমানবাসী ও সপ্ত যমীনবাসীর উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন তবুও তিনি অত্যাচারী সাব্যস্ত হবেননা। (আবূ দাউদ ৫/৭৫, ইব্ন মাজাহ ১/৩০)

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ শাস্তি দেয়া এবং দয়া করা সবই তাঁরই হাতে। কিয়ামাতের দিন সবাই তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীদের কেহই আল্লাহকে ব্যর্থ ও অসমর্থ করতে পারেনা। তিনি সবারই উপর বিজয়ী। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি সবকিছু হতে অভাবমুক্ত। আল্লাহ ব্যতীত মানুষের কোন অভিভাবকও নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তারাই তাঁর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়। তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

২৪। সুতরাং ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের লোকেরা এ ছাড়া কোন জবাব দিলনা, তারা বলল ঃ তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

٢٤. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

২৫। ইবরাহীম বলল ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা।

٢٥. وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ

ইবরাহীমের (আঃ) দা'ওয়াতে তাঁর কাওমের জবাব এবং আল্লাহ যেভাবে আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ইবরাহীমের (আঃ) এই জ্ঞান সম্মত ও শারীয়াত সম্মত যুক্তি প্রমাণ এবং উপদেশাবলী তাঁর কাওমের উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হলনা। তারা ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা প্রকাশ করতেই থাকল। ইবরাহীম (আঃ) তাদের সামনে যেসব দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন সেগুলির জবাব

দেয়ার ক্ষমতা তাদের ছিলনা। তাই শক্তির বলে সত্যকে তারা রুখে দিতে চেষ্টা করতে থাকে। শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে ঃ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ তাকে (ইবরাহীমকে (আঃ) হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর।

قَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ لَهُۥ بُنْيَـٰنًا فَأَلْقُوهُ فِى ٱلْجَحِيمِ. فَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ

তারা বলল ঃ এর জন্য এক ইমারাত তৈরী কর, অতঃপর একে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করেছিলাম। ((সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৭-৯৮)

কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁকে আগুন হতে রক্ষা করলেন। বহুদিন ধরে তারা জ্বালানী কাঠ জমা করতে থাকে এবং একটি গর্ত খনন করে ওর চতুর্দিকে প্রাচীর খাড়া করে দেয়, তারপর কাঠে আগুন ধরিয়ে দেয়। যখন অগ্নি-শিখা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এমন ভীষণভাবে আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় যে, দুনিয়ায় ঐরূপ আগুন কখনও দেখা যায়নি, এমতাবস্থায় তারা ইবরাহীমকে (আঃ) ধরে বেঁধে ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ ইবরাহীমের (আঃ) জন্য ঐ অগ্নিকুণ্ডকে আরামদায়ক স্থানে পরিণত করেন। কয়েক দিন পরে তিনি নিরাপদে ও সহীহ-সালামতে ওর মধ্য হতে বেরিয়ে আসেন। এটা এবং এ ধরনের আরও বহু আত্মত্যাগ তাঁর ছিল বলেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁকে মানব জাতির ইমামতির আসনে অধিষ্ঠিত করেন। ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় প্রাণকে রাহমানের (আল্লাহর) জন্য, স্বীয় দেহকে আগুনের জন্য, নিজের সন্তানকে কুরবানীর জন্য এবং স্বীয় সম্পদকে মেহমানের জন্য রেখে দেন। এ কারণেই দুনিয়ার সমস্ত মু'মিন তাঁকে ভালবাসে। এই ঘটনায় ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতার বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেন ঃ

إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে। এই মূর্তি-পূজার মাধ্যমে যদিও তোমরা দুনিয়ার ভালবাসা লাভে সমর্থ হও, কিন্তু জেনে রেখ যে, কিয়ামাতের দিন সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হবে। বন্ধুত্বের স্থানে ঘৃণা এবং মতৈক্যের স্থলে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে।

يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا সেদিন তোমরা একে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত দিবে।

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا

যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮) একদল অপর দলকে অভিশাপ দিতে থাকবে। বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে। তবে আল্লাহভীরু লোকেরা আজও একে অপরের বন্ধু হিসাবে রয়েছে এবং সেদিনও তাই থাকবে।

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ

বন্ধুরা সেই দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মু'মিনরা ব্যতীত। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৬৭)

وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ কাফিরেরা সবাই কিয়ামাতের মাঠে হোঁচট খেয়ে খেয়ে পরিশেষে জাহান্নামে চলে যাবে। এমন কেহ থাকবেনা যে তাকে কোন প্রকারের সাহায্য করতে পারে। পক্ষান্তরে মু'মিন ব্যক্তিদের অবস্থা হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

২৬। লূত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। ইবরাহীম বলল ঃ আমি আমার রবের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করছি। তিনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٢٦. فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
২৭। আমি ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব এবং আমি তাকে পুরস্কৃত করেছিলাম দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও। নিশ্চয়ই	٢٧. وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَجْرَهُۥ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ

সে হবে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্যতম।	فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

লূতের (আঃ) ঈমান আনা এবং ইবরাহীমের (আঃ) সাথে তাঁর হিজরাত

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, লূত (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) উপর ঈমান এনেছিলেন। বলা হয় যে, লূত (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন লূত (আঃ) ইব্ন হারান ইব্ন আযর। তাঁর পূরা কাওমের মধ্যে তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন শুধু তাঁর স্ত্রী সারা (রাঃ) এবং লূত (আঃ)।

এ থেকে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ঐ যুগীয় যালিম বাদশাহ যখন তার সিপাইদের মাধ্যমে সারাকে (রাঃ) তার নিকট আনিয়ে নেয় তখন ইবরাহীম (আঃ) সারাকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ আমি বাদশাহর সামনে বলেছি যে, তোমার সাথে আমার ভাই-বোনের সম্পর্ক রয়েছে। তুমিও এ কথাই বলবে যে, তুমি আমার বোন। কেননা বর্তমানে সারা দুনিয়ায় আমি ও তুমি ছাড়া আর কোন মু'মিন নেই। সম্ভবতঃ এ কথা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মু'মিন এমন কোন যুগল তখন কেহ ছিলেননা। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

লূত (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) উপর ঈমান এনেছিলেন বটে, কিন্তু তখনই তিনি হিজরাত করে সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁকে ইবরাহীমের (আঃ) জীবদ্দশায়ই আহলে সুদুমের নিকট নাবী করে পাঠানো হয়, যেমন ইতোপূর্বে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং সামনেও আসছে। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৭)

وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي *তিনি বললেন ঃ আমি আমার রবের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করব।* এখানে قَالَ এর মধ্যস্থিত هُوَ সর্বনামটি সম্ভবতঃ লূতের (আঃ) দিকে ফিরেছে। কেননা আলোচ্য দুই জনের মধ্যে তিনিই নিকটবর্তী। আবার এও হতে পারে যে, সর্বনামটি ইবরাহীমের (আঃ) দিকে ফিরেছে যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও যাহহাক (রাঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। তাহলে হয়তো লূতের (আঃ) ঈমান আনার পরে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কাওমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তিনি সেখান হতে অন্য জায়গায় চলে যাবেন এবং হয়তো সেখানকার লোকেরা আল্লাহ-ভক্ত হবে।

إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ শক্তি ও সম্মানতো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর বিধান, তাঁর সিদ্ধান্ত সবই যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়ানুগ।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) কুফার কাছে 'কুসা' হতে হিজরাত করে সিরিয়ার দিকে গিয়েছিলেন। (তাবারী ২০/২৬)

ইবরাহীমকে (আঃ) আল্লাহর ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকূবকে (আঃ) দান এবং তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে নাবুওয়াত প্রদান

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ আমি ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব। তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبۡنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلۡنَا نَبِيًّا

অতঃপর সে যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করত সেই সব হতে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে নাবী করলাম। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪৯) এ আয়াতে এরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পৌত্র ইয়াকূবও (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন। ইসহাক (আঃ) ছিলেন তাঁর পুত্র এবং ইয়াকূব (আঃ) ছিলেন অতিরিক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَوَهَبۡنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلۡنَا صَٰلِحِينَ

আমি তাকে দান করলাম ইসহাককে এবং অতিরিক্ত দান করলাম ইয়াকূবকে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭২) যেমন অন্যত্র বলেন ঃ

فَبَشَّرۡنَٰهَا بِإِسۡحَٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسۡحَٰقَ يَعۡقُوبَ

তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭১) অর্থাৎ হে ইবরাহীম (আঃ)! তোমার জীবদ্দশায়ই তোমার সন্তানের সন্তান হবে, যার ফলে তোমাদের দু'জনের চক্ষু ঠাণ্ডা হবে। এর দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, ইয়াকূব (আঃ) ইসহাকের (আঃ) পুত্র

ছিলেন। সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারাও এটা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ তার বংশধরদের জন্য আমি স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। ইবরাহীম (আঃ) খলীলুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত এবং তাঁকে ইমাম বলা হয়। তাঁর পরে তাঁরই বংশধরের মধ্যে নাবুওয়াত ও হিকমাত থেকে যায়। বানী ইসরাঈলের সমস্ত নাবী ইয়াকূব (আঃ) ইব্ন ইসহাক (আঃ) ইব্ন ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর হতেই হয়েছেন। ঈসা (আঃ) পর্যন্ত এই ক্রম এভাবেই চলে এসেছে। বানী ইসরাঈলের এই শেষ নাবী পরিষ্কারভাবে স্বীয় উম্মাতকে বলে দিয়েছিলেন ঃ আমি তোমাদেরকে নাবী আরাবী, কুরাইশী, হাশিমী, শেষ রাসূল, আদমের (আঃ) সন্তানদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ দিচ্ছি, যাঁকে আল্লাহ তা‘আলা মনোনীত করেছেন, যিনি হবেন দুনিয়া ও আখিরাতে সকল মানুষের নেতা। তিনিই ছিলেন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীমের (আঃ) বংশোদ্ভূত। তিনি ছাড়া অন্য কোন নাবী ইসমাঈলের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেননা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম এবং আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবে। ইবরাহীমকে (আঃ) আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ায় স্বচ্ছলতা দান করেছিলেন, আর দান করেছিলেন সতী-সাধ্বী স্ত্রী, পবিত্র বাসভূমি, উত্তম প্রশংসা এবং উত্তম আলোচনা। সারা দুনিয়াবাসীর অন্তরে তিনি তাঁর মহব্বত জাগিয়ে তোলেন। তাঁকে তিনি তাঁর আনুগত্যের তাওফীক দান করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ পূরা মাত্রায় তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহর আনুগত্য করে গেছেন। যেমন আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ

এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩৭) আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২০-১২২)

২৮। স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করেনি।	٢٨. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ
২৯। তোমরা পুরুষের উপর উপগত হচ্ছ এবং তোমরা রাহাজানি করে থাক এবং তোমরা নিজেদের মাজলিশে প্রকাশ্য ঘৃণ্য কাজ করে থাক। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বলল ঃ আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।	٢٩. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ

	ٱلصَّـٰدِقِينَ
৩০। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।	٣٠. قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ

লূতের (আঃ) দা'ওয়াত এবং তাঁর লোকদের পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী লূত (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর কাওমকে তাদের অনৈতিক বদভ্যাস হতে বাধা দিতে থাকেন। তাদেরকে তিনি বলেন ঃ তোমাদের মত অশ্লীল কাজ তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আদম সন্তানদের কেহই করেনি। কুফরী, রাসূলকে অবিশ্বাস, আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা ইত্যাদিতো তারা করতই, কিন্তু তারা পুরুষে উপগত হত, যে কাজ তাদের পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠে কেহ কখনও করেনি।

দ্বিতীয় বদভ্যাস তাদের এই ছিল যে, তারা রাহাজানি করত, লুটপাট করত, হত্যা করত এবং অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করত। নিজেদের মাজলিসে, সভা-সমিতিতে তারা প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এমনকি তারা প্রকাশ্যে যৌন মিলন করত। (তাবারী ২০/২৯, বাগাবী ৩/৪৬৬) কেহ কেহকেও বাধা দিতনা। আয়িশা (রাঃ) এবং কাসিম (রহঃ) বলেন যে, তারা পরস্পর গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু ছেড়ে দিয়ে হো হো করে হাসত । (তাবারী ২০/৩০) কেহ কেহ বলেন যে, তারা ভেড়ার লড়াই করত, মোরগের লড়াই করত এবং এ ধরনের আরও বহু অসার ও বাজে কাজে তারা লিপ্ত থাকত। প্রকাশ্যভাবে আমোদ-স্ফূর্তি করে তারা পাপের কাজ করত। কুফরী, হঠকারিতা এবং ঔদ্ধত্যপনা তাদের এত বেড়ে গিয়েছিল যে, নাবী (আঃ)-এর উপদেশের জবাবে তাঁকে তারা বলত ঃ

ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ছেড়ে দাও তোমার উপদেশ বাণী। তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নিয়ে এসো। শেষে অসহ্য হয়ে লূত (আঃ) আল্লাহর সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রার্থনা করেন ঃ

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ হে আমার রাব্ব! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।

৩১। যখন আমার প্রেরিত মালাইকা/ফেরেশতা সুসংবাদসহ ইবরাহীমের নিকট এলো, তারা বলেছিল ঃ আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করব, এর অধিবাসীতো সীমা লংঘনকারী।	٣١. وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَـٰلِمِينَ
৩২। ইবরাহীম বলল ঃ এই জনপদে লূত রয়েছে। তারা বলল ঃ সেখানে কারা আছে তা আমরা ভাল জানি; আমরাতো লূতকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই, তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত; সে পশ্চাতে অবস্থান-কারীদের অন্তর্ভুক্ত।	٣٢. قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ
৩৩। এবং যখন আমার প্রেরিত মালাইকা লূতের নিকট এলো তখন তাদের জন্য সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল। তারা বলল ঃ ভয় করনা, দুঃখও করনা; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা	٣٣. وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ۖ وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ

كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ	করব, তোমার স্ত্রী ব্যতীত; সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।
٣٤. إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ	৩৪। আমরা এই জনপদবাসীর উপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করব, কারণ তারা ছিল পাপাচারী।
٣٥. وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ	৩৫। আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি।

ইবরাহীম (আঃ) ও লূতের (আঃ) কাছে আল্লাহর মালাইকা প্রেরণ

লূতের (আঃ) কাওম যখন তাঁর কথা মানলনা তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ফলে মহান আল্লাহ মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করলেন। মানুষের রূপ ধরে মালাইকা প্রথমে ইবরাহীমের (আঃ) বাড়ীতে মেহমান হিসাবে আগমন করলেন। ইবরাহীম (আঃ) তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁদের সামনে তা হাযির করলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, তাঁরা খাদ্যের প্রতি মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করছেননা তখন তিনি মনে মনে ভয় পেয়ে গেলেন। মালাইকা/ফেরেশতারা তখন তাঁর মনতুষ্টি করতে গিয়ে বললেন যে, তাঁদের একটি সুসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তাঁর স্ত্রী সারা (রাঃ), যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এ খবর শুনে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করলেন। সূরা হুদে এবং সূরা হিজরে এর বিস্তারিত তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর মালাইকা তাদের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের উদ্দেশ্য অবগত হয়ে ধারণা করলেন যে, যদি লূতের (আঃ) কাওমকে আরও কিছুদিন অবকাশ দেয়া হয় তাহলে হয়তো তারা সুপথে ফিরে আসবে। তাই তিনি মালাইকাকে বললেন ঃ

إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ সেখানেতো লূত (আঃ) রয়েছেন! উত্তরে আল্লাহর মালাইকা বললেন ঃ তাঁর ব্যাপারে আমরা উদাসীন বা অমনোযোগী নই। তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি। তবে তার স্ত্রী অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা সে তার কাওমের সাথে সহযোগিতা করে থাকে। এখান হতে বিদায় গ্রহণ করে তাঁরা সুদর্শন যুবকের বেশে লূতের (আঃ) নিকট পৌঁছলেন।

سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا তাঁদেরকে দেখেই লূতের (আঃ) অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। তাঁর কেঁপে উঠার কারণ এই যে, যদি তাঁর কাওম তাঁর মেহমানদের আগমন সংবাদ শুনতে পায় তাহলে দৌড়িয়ে তাঁর বাড়ীতে আসবে এবং তাঁকে অপ্রস্তুত ও ব্যতিব্যস্ত করে ফেলবে। যদি তিনি তাঁর এই মেহমানদেরকে তাঁর বাড়ীতে না রাখেন তাহলেও তাঁরা এদের হাতে পড়ে যাবেন। তিনিতো তাঁর কাওমের বদভ্যাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ জন্যই তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও লজ্জিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু মালাইকা/ফেরেশতারা তার মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ আপনি ভয় করবেননা, দুঃখও করবেননা। আমরা আল্লাহর প্রেরিত মালাইকা/ফেরেশতা। আপনার কাওমকে ধ্বংস করার জন্য আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে আমরা রক্ষা করব। তবে আপনার স্ত্রীকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। কেননা সেও আপনার কাওমের সাথে সহযোগিতা করেছে। তাদের উপর আসমানী গযব নাযিল করা হবে এবং তাদের দুষ্কর্মের ফল দেখিয়ে দেয়া হবে।

অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) তাদের জনপদকে যমীন হতে আকাশে উঠিয়ে উল্টিয়ে ফেলে দেন। তারপর তাদের নাম অংকিত পাথর তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং যে শাস্তিকে তারা বহু দূরের মনে করছিল তা খুবই নিকট হল।

حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ

ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল (বর্ষিত হচ্ছিল), যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল তোমার রবের নিকট; আর ঐ জনপদগুলি এই যালিমদের হতে বেশি দূরে নয়। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮২-৮৩) তাদের বসতি

স্থলে একটি পঁচা ও দুর্গন্ধময় জলাশয় রয়ে গেল। কিয়ামাত পর্যন্ত এটা লোকদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের মাধ্যম হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ জ্ঞানী লোকেরা তাদের দুরাবস্থা ও ধ্বংসলীলার কথা স্মরণ করে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণের স্পর্ধা না দেখায়। আরাববাসীরা তাদের ভ্রমণের পথে রাত-দিন এই দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে পেত। এটি নিম্নের সূরাটির মত ঃ

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ. وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরাতো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাক সকালে এবং সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা? (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৩৭-১৩৮)

৩৬। আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুআ'ইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, শেষ দিনকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিওনা।	٣٦. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
৩৭। কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল; ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।	٣٧. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ

শু'আইব (আঃ) এবং তাঁর কাওম

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর বান্দা ও রাসূল শুআইব (আঃ) মাদইয়ানে স্বীয় কাওমকে উপদেশ দেন। তাদেরকে তিনি এক ও অংশীবিহীন

আল্লাহর ইবাদাত করার হুকুম করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করেন। তাদেরকে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার কথা বিশ্বাস করাতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ আখিরাতের জন্য তোমরা কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ কর। ঐ দিনের খেয়াল রেখে লোকদের উপর যুল্ম ও অবিচার করা হতে বিরত থাক। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ

তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৬) وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ আল্লাহর যমীনে বিপর্যয়, বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করনা। অন্যায় ও দুষ্কর্ম হতে দূরে থাক।

তাদের মধ্যে একটি দোষ এও ছিল যে, তারা মাপে ও ওজনে কম করত, মানুষের হক তারা নষ্ট করে দিত। তারা রাস্তা বন্ধ করে জটলা করত এবং সাথে সাথে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (আঃ) সাথে কুফরী করত। তারা তাদের নাবীর (আঃ) উপদেশের প্রতি কর্ণপাতও করেনি। বরং তাঁকে তারা মিথ্যাবাদী বলত। এর ফলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে। কঠিন ভূমিকম্প শুরু হয় এবং প্রচণ্ড শব্দে তাদের দেহ থেকে প্রাণবায়ু উড়ে যায়। তারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকে। এ ছাড়া ছায়া দানকারী মেঘের মাধ্যমেও তাদের প্রাণ তাদের দেহ হতে নির্গত হয়েছিল। তাদের পূর্ণ ঘটনা সূরা আ'রাফ (১৭ ঃ ৮৫), সূরা হুদ (১১ ঃ ৮৪) ও সূরা শু'আরায় (২৬ ঃ ৩৬) বর্ণিত হয়েছে।

فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ *ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল*। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তারা মারা গিয়ে ওখানেই পড়ে রইল। (তাবারী ২০/৩৪) অন্যান্যরা বলেন যে, তাদেরকে এক জনের উপর অপর জনকে ফেলে স্তুপাকারে জমা করে রেখে দেয়া হয়েছিল।

৩৮। এবং আমি 'আদ ও ছামূদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়ীঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শাইতান তাদের কাজকে	٣٨. وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمۡۖ

তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ।	وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسۡتَبۡصِرِينَ
৩৯। স্মরণ কর কারূন, ফির‘আউন ও হামানকে; মূসা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; তখন তারা দেশে দম্ভ করত; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি।	٣٩. وَقَٰرُونَ وَفِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَۖ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كَانُواْ سَٰبِقِينَ
৪০। তাদের প্রত্যেককেই তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম; তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচন্ড ঝটিকা, তাদের কেহকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কেহকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূ-গর্ভে এবং কেহকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন যুল্ম করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল।	٤٠. فَكُلًّا أَخَذۡنَا بِذَنۢبِهِۦۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِ حَاصِبٗا وَمِنۡهُم مَّنۡ أَخَذَتۡهُ ٱلصَّيۡحَةُ وَمِنۡهُم مَّنۡ خَسَفۡنَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ وَمِنۡهُم مَّنۡ أَغۡرَقۡنَاۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ

যে কাওম তাদের নাবীদেরকে অস্বীকার করেছে তারাই ধ্বংস হয়েছে

'আদ ছিল হুদের (আঃ) সম্প্রদায়। তারা আহকাফে বাস করত। ওটা ছিল ইয়ামানের শহরগুলির মধ্যে একটি শহর। এটা হাযরা মাউতের নিকটবর্তী ছিল।

ছামূদ জাতি ছিল সালিহর (আঃ) কাওমের লোক। তারা হিজরে বসবাস করত, যা ওয়াদী আল কুরার নিকটে ছিল। আরাববাসীরা এই দুই সম্প্রদায়ের বাসভূমি সম্পর্কে ছিল পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং তাদের যাত্রাপথে তারা ঐ দু'টি জায়গা অতিক্রম করত।

কারূন ছিল একজন সম্পদশালী লোক, যার পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডারের চাবি একদল শক্তিশালী লোককে বহন করতে হত।

ফির'আউন ছিল মিসরের বাদশাহ। আর হামান ছিল তার প্রধানমন্ত্রী। তার যুগেই মূসাকে (আঃ) নাবীরূপে তার নিকট প্রেরণ করা হয়। ফির'আউন ও হামান উভয়েই ছিল কিবতী।

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا যখন তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা চরমে পৌঁছে, তারা আল্লাহর একাত্মবাদকে অস্বীকার করে বসে, রাসূলদেরকে (আঃ) কষ্ট দেয় এবং তাদেরকে অবিশ্বাস করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেন। 'আদ সম্প্রদায়ের উপর তিনি প্রবল ঝটিকা প্রেরণ করেন। তারা তাদের শক্তির বড়ই গর্ব করত। কেহ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এটা তারা বিশ্বাসই করতনা। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করেন, যা যমীন হতে পাথর উঠিয়ে উঠিয়ে তাদের উপর বর্ষণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ বায়ু এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, তাদেরকে একেবারে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং সেখান হতে উল্টো মুখে নীচে নিক্ষেপ করে। মাথার ভরে পড়ে তাদের মাথা দেহ হতে পৃথক হয়ে যায় এবং তাদের এমন অবস্থা হয় যে, যেন খেজুরের গাছ, যার মূল কাণ্ড থেকে পৃথক হয়ে গেছে।

وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ছামূদ সম্প্রদায়ের উপরও আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়। তাদেরকে নিদর্শন দেয়া হয়। তাদের দাবী ও চাহিদামত পাথরের মধ্য থেকে তাদের চোখের সামনে উষ্ট্রী বের হয়ে আসে। কিন্তু তথাপি তাদের ভাগ্যে ঈমান আসেনি। বরং হঠকারিতায় তারা বাড়তেই থাকে। নাবী সালিহকে (আঃ)

ভয় প্রদর্শন করতে থাকে। সালিহসহ (আঃ) ঈমানদারদেরকে তারা বলতে শুরু করে ঃ তোমরা আমাদের শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও, অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করব। ফলে তাদেরকে প্রচণ্ড এক শব্দ দ্বারা ধ্বংস করা হয়।

وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ কারূন ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। সে মহা-প্রতাপান্বিত আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যমীনে সে গর্বভরে চলতে থাকে এবং ধনের গর্বে গর্বিত হয় ও ফুলে-ফেপে ওঠে। সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার দলবল ও প্রাসাদসহ ভূ-গর্ভে প্রোথিত করেন। কিয়ামাত পর্যন্ত সে প্রোথিত হতেই থাকবে।

وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ফির'আউন, তার মন্ত্রী হামান এবং তাদের দলবলকে এক প্রভাতে একই সাথে একই মুহূর্তে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হয়। তাদের মধ্যে এমন একজনও বাঁচেনি যে তাদের নাম নিতে পারে।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এসব কিছু যে করেছিলেন তা তাদের প্রতি তাঁর যুল্‌ম ছিলনা। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করেছিল। এটা ছিল তাদের কৃতকর্মেরই ফল।

৪১। আল্লাহর পরিবর্তে যারা অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে; এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরইতো দুর্বলতম, যদি তারা জানত।	٤١. مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

৪২। তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে আহ্বান করে আল্লাহ তা জানেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٤٢. إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
৪৩। মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে।	٤٣. وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ

মূর্তি পূজকদের দেবতাদের তুলনা হল মাকড়সার জালের মত

যেসব লোক আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের পূজা-অর্চনা করে, তাদের পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা তাদের তৈরী মূর্তির কছে এবং পীর দরবেশের কাছে সাহায্য প্রার্থী হয় এবং বিপদ আপদে তাদের কাছে উপকার লাভের আশা করে। এদের দৃষ্টান্ত ওদের মত যারা মাকড়সার জালের নিচে আশ্রয় পাওয়ার আশা করে। যদি তাদের জ্ঞান থাকত তাহলে তারা সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে সৃষ্টের কাছে কোন কিছু আকাংখা করতনা। সুতরাং তাদের অবস্থা ঈমানদারদের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। মু'মিনরা এক মযবূত হাতলকে ধরে রয়েছে। পক্ষান্তরে এই মুশরিকরা মাকড়সার জালে নিজেদের মস্তক লুকিয়ে রেখেছে। মু'মিনদের অন্তর আল্লাহর দিকে এবং তাদের দেহ সৎ আমলের দিকে ঝুকে রয়েছে। তারা যেন এমন শক্ত হাতল ধরে আছে যা কখনও ভেঙ্গে যাবেনা। আর এই কাফির ও মুশরিকদের অন্তর সৃষ্টবস্তুর দিকে এবং তাদের দেহ সৃষ্টবস্তুর উপাসনার দিকে আকৃষ্ট রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে আহ্বান করে আল্লাহ তা অবগত আছেন। তিনি তাদেরকে তাদের দুষ্কর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন। তিনি তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছেন এতে তাঁর যুক্তি ও নিপুণতা রয়েছে। তাদেরকে অবকাশ দেয়ার অর্থ এটা নয় যে, তিনি তাদের থেকে বে-খবর। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ মানুষের (বুঝের) জন্য আমি এই সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি। কিন্তু শুধু (আমলকারী) আলেমরাই এটা অনুধাবন করে।

আমর ইব্ন মুররা (রাঃ) বলেন ঃ কুরআনুল হাকীমের যে আয়াত আমি পাঠ করি এবং ওর অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অপারগ হই তখন আমার মন খুবই বিচলিত হয় এবং অন্তরে খুব ব্যথা পাই ও ভীত হই যে, না জানি হয়তো আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি মূর্খ বলে গণ্য হই। কেননা আল্লাহ তা'আলাতো বলে দিয়েছেন ঃ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ মানুষের সামনে আমি এসব দৃষ্টান্ত পেশ করে থাকি, কিন্তু আলেমরা ছাড়া কেহই এগুলি বুঝতে পারেনা। (ইব্ন আবী হাতিম ১৭৩৪৪, দুররুল মানসুর ৬/৪৬৪)

৪৪। আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।	٤٤. خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক শক্তির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি এগুলি খেল-তামাশার জন্য ও অযথা সৃষ্টি করেননি। তিনি কুরআন নাযিলের মাধ্যমে নির্দেশনা দিয়েছেন ঃ

لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعَىٰ

যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৫)

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১)

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭৭) অর্থাৎ এতে রয়েছে পরিস্কার প্রমাণ যে, সৃষ্টি করার ক্ষমতা এবং সৃষ্টি জগতের নিয়ন্ত্রণ তাঁরই আয়ত্বাধীন এবং এর গূঢ় তত্ত্ব তাঁরই জ্ঞানে রয়েছে।

বিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

৪৫। তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।	٤٥. ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُونَ

দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়া, কুরআন পাঠ করা এবং সালাত আদায় করার নির্দেশ

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাঁরা যেন কুরআনুল কারীম নিজেরা পাঠ করেন এবং অন্যদেরকেও শুনিয়ে দেন। আর তাঁরা যেন নিয়মিতভাবে সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।

সালাতের সাথে দু'টি বিষয় জড়িত। প্রথমতঃ এর মাধ্যমে অনৈতিক আচার/আচরণ দূর হয়। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে সালাত খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তার থেকে এ দু'টি বিষয় অবশ্যই দূর হয়ে যাবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে ঃ হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক লোক সালাত আদায় করে, কিন্তু দিন হলে সে চুরিও করে।

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ অতি সত্বরই তার সালাত তার এ মন্দ কাজ ছাড়িয়ে দিবে। (আহমাদ ২/৪৪৭) সালাত আল্লাহর যিকরের নাম, এ জন্যই এর পরেই বলা হয়েছে ঃ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।

إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ *নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ* হতে। আবুল আলিয়া (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সালাতে তিনটি বিষয় রয়েছে। এ তিনটি বিষয় না থাকলে সালাত আদায় করা হবেনা। প্রথম হল ইখলাস বা আন্তরিকতা অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে সালাত আদায় করতে হবে, দ্বিতীয় হল আল্লাহর ভয় এবং তৃতীয় হল আল্লাহর যিক্র। ইখলাস দ্বারা মানুষ সৎ আমলকারী হয়ে যায়। আল্লাহর ভয়ের কারণে মানুষ পাপ কাজ পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহর যিক্র অর্থাৎ কুরআন মানুষকে ভাল ও মন্দ জানিয়ে দেয় এবং আদেশও করে, নিষেধও করে।

ইব্ন আউন আনসারী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তুমি সালাতে থাক তখন ভাল কাজে থাক এবং সালাত তোমাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। আর ওর মধ্যে যে যিক্র তুমি কর তা তোমার জন্য বড়ই উপকারের বিষয়।

৪৬। তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবেনা, তবে তাদের সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমা লংঘনকারী এবং বল ঃ আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের মা‘বূদ ও তোমাদের মা‘বূদ একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পনকারী।	٤٦. وَلَا تُجَـٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ ۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَـٰهُنَا وَإِلَـٰهُكُمۡ وَٰحِدٌ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ

আহলে কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করা

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যখন কাফিরদের সাথে কোন ধর্মীয় ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তখন তা করতে হবে হিকমাতের সাথে, অতি উত্তম বুদ্ধি মত্তার পরিচয় দিয়ে। অন্যেরা যেমন ধর্ম বিষয়ে তর্ক জুড়ে দেয় তা না করে বরং উত্তম কথা দ্বারা তাদেরকে বুঝাতে হবে। অন্যত্র যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِ

তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা। (সূরা নাহল ঃ ১৬ ঃ ১২৫) যেমন অন্য আয়াতে সাধারণ হুকুম বিদ্যমান রয়েছে ঃ

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِ

তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৫) মূসা (আঃ) ও হারূনকে (আঃ) যখন ফির'আউনের নিকট প্রেরণ করা হয় তখন মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নির্দেশ দেন ঃ

فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ

তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪৪)

إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ *তবে তাদের সাথে (তর্ক) করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমা লংঘনকারী।* তাদের মধ্যে যে যুল্ম ও হঠকারিতাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, তার সাথে আলোচনা বৃথা। এরূপ লোকের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِ ۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের

সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এই যে, উত্তম ও নম্র ব্যবহারের পর যে তা না মানবে তার প্রতি কঠোর হতে হবে এবং যে যুদ্ধ করবে তার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। যাবির (রাঃ) বলেন ঃ আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর কিতাবের (কুরআন) বিরোধিতা করবে তাদেরকে তরবারি দ্বারা আঘাত করবে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ বল ঃ আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থাৎ যখন আমাদেরকে এমন কিছুর খবর দেয়া হবে যা সত্য নাকি মিথ্যা তা আমাদের জানা নেই ওটাকে মিথ্যাও বলা যাবেনা এবং সত্য বলাও চলবেনা। কেননা এরূপ করলে হতে পারে যে, আমরা কোন সত্যকে মিথ্যা বলে দিব এবং হয়তো কোন মিথ্যাকে সত্য বলে ফেলব। সুতরাং শর্তের উপর সত্যতা স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ বলতে হবে ঃ "আল্লাহর বাণীর উপর আমাদের ঈমান রয়েছে। যদি তোমাদের পেশকৃত বিষয় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে তাহলে আমরা তা মেনে নিব। আর যদি তোমরা তাতে পরিবর্তন করে ফেলে থাক তাহলে আমরা তা মানতে পারিনা।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আহলে কিতাব তাওরাত ইবরানী ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলিমদের জন্য আরাবী ভাষায় ওর তাফসীর করত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তাদেরকে সত্যবাদীও বলনা, মিথ্যাবাদীও বলনা। বরং তোমরা বল ঃ আমরা আল্লাহয় ঈমান এনেছি। তিনি আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের মা'বূদ ও তোমাদের মা'বূদ একই এবং তাঁরই প্রতি আমরা আত্মসমর্পণকারী। (ফাতহুল বারী ৮/২০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কি করে তোমরা আহলে কিতাবকে (দীন সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করতে পার? তোমাদের উপরতো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সবে মাত্রই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত এবং এর মধ্যে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটেনি। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বলেই দিয়েছেন যে, আহলে

কিতাব আল্লাহর দীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারা আল্লাহর কিতাবকে পাল্টে ফেলেছে এবং নিজেদের হাতের লিখা কিতাবকে আল্লাহর কিতাব বলে চালাতে শুরু করেছে। আর এভাবে তারা পার্থিব ক্ষুদ্র উপকার লাভ করতে রয়েছে। তোমাদের কাছে যে আল্লাহর ইলম রয়েছে তা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তাদেরকে তোমরা জিজ্ঞেস করতে যাবে? এটা কত বড় লজ্জার কথা যে, তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করছ অথচ তারাতো তোমাদেরকে কখনও কিছুই জিজ্ঞেস করেনা। (বুখারী ৭৩৬৩)

হুমাইদ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) বলেন যে, তিনি একদা মুআ'বিয়াকে (রাঃ) মাদীনায় কুরাইশদের একটি দলকে বলতে শুনেছেন ঃ দেখ, এসব আহলে কিতাবের মধ্যে তাদের কথা বর্ণনায় সবচেয়ে উত্তম ও সত্যবাদী হচ্ছেন কা'ব-আল আহবার (রহঃ)। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা কখনও কখনও তাঁর কথার মধ্যেও মিথ্যা পেয়ে থাকি। এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলেন। বরং তিনি যে কিতাবগুলির উপর নির্ভর করেন ওগুলির মধ্যেই সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত রয়েছে। তাদের মধ্যে মযবূত ইল্মের অধিকারী হাফিযদের দল ছিলইনা। এ উম্মাতের (উম্মাতে মুহাম্মাদীর) উপর আল্লাহর এটা একটি বিশেষ অনুগ্রহ যে, তাদের মধ্যে উত্তম মন মস্তিষ্কের অধিকারী, বিচক্ষণ, মেধাবী এবং ভাল স্মরণশক্তি সম্পন্ন লোক তিনি সৃষ্টি করেছেন। তবুও দেখা যায় যে, এখানেও কতইনা জাল ও বানানো হাদীস জমা হয়েছে। তবে মুহাদ্দিসগণ এসব মিথ্যাকে সত্য হতে পৃথক করে দিয়েছেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যই।

৪৭। এভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদেরও (মাক্কাবাসী) কেহ কেহ এতে বিশ্বাস করে। শুধু কাফিরেরাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।	٤٧. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هَـٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَـٰفِرُونَ

৪৮। তুমিতো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন দিন কিতাব লিখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।	٤٨. وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ
৪৯। বস্তুতঃ যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন। শুধু যালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে।	٤٩. بَلْ هُوَ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّـٰلِمُونَ

আল্লাহই যে কুরআন নাযিল করেছেন তার প্রমাণ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ হে নাবী! আমি যেমন পূর্ববর্তী নাবীদের প্রতি কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম, অনুরূপভাবে এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীম তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আমার এই কিতাবের মর্যাদা দিয়ে থাকে এবং সঠিকভাবে এটা পাঠ করে। সুতরাং যেমন তারা তাদের প্রতি অবতারিত কিতাবের উপর ঈমান এনেছে, অনুরূপভাবেই এই পবিত্র কিতাবকেও তারা মেনে চলে। যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ) প্রমুখ। আর ঐ লোকেরাও অর্থাৎ কুরাইশ প্রভৃতি গোত্রের মধ্য হতেও কতক লোক এর উপর ঈমান এনে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাই শুধু এই কিতাবকে অস্বীকারকারী। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِه مِن كِتَاب وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينكَ হে নাবী! তোমার উপর এই কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমিতো তোমার বয়সের একটা বড় অংশ এই কাফিরদের মধ্যে অতিবাহিত করেছ। সুতরাং তারা ভালরূপেই জানে যে, তুমি লিখা পড়া জানতেনা। সমস্ত গোত্র ও সারা দেশবাসী এ খবর রাখে যে, তোমার কোন আক্ষরিক জ্ঞান ছিলনা। এতদসত্ত্বেও যখন তুমি এক চারুবাক

সম্পন্ন ও জ্ঞানপূর্ণ কিতাব পাঠ করছ তখনতো তা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই এসেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এই কথাটিই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও ছিল। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭)

মজার কথা এই যে, আল্লাহর নিস্পাপ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব সময়ের জন্য লিখা হতে দূরে রাখা হয়। একটি অক্ষরও তিনি লিখতে পারতেননা। তিনি লেখক নিযুক্ত করেছিলেন, যারা আল্লাহর অহী লিখতেন। প্রয়োজনের সময় দুনিয়ার বাদশাহদের নিকট চিঠি-পত্র তারাই লিখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরক্ষরতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলার বলেন ঃ

إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ তুমি লিখাপড়া জানলে মিথ্যাচারীরা তোমার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ পেত যে, তুমি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ পড়ে, লিখে বর্ণনা করছ। কিন্তু এখানে এরূপ হচ্ছেনা। এতদসত্ত্বেও এই লোকগুলো আল্লাহর নাবীর উপর এই অপবাদ দিচ্ছে যে, তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের কাহিনী বর্ণনা করছেন, যা তাদের সামনে সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করা হয়। তাদের কথার উত্তরে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالُوٓا۟ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

এবং তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫)

قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

তুমি বলে দাও ঃ এটা তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমান ও যমীনের গোপনীয় বিষয় সম্যক অবগত আছেন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬) এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন। অর্থাৎ এই কুরআনের আয়াতগুলি সুস্পষ্ট ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। আলেমদের পক্ষে এগুলি বুঝা, মুখস্থ করা এবং জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া খুবই সহজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) এমন একটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা দেখে লোকে ঈমান আনে। অনুরূপভাবে আল্লাহ আমার প্রতি একটি জিনিস অহী করেছেন। আমি আশা করি যে, সব নাবীর (আঃ) অনুসারীদের চেয়ে আমার অনুসারীদের সংখ্যা বেশী হবে। (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯)

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইব্ন হিমার (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা (স্বীয় নাবীকে) বলেন ঃ হে নাবী! আমি তোমাকে পরীক্ষা করব এবং তোমার মাধ্যমে জনগণকেও পরীক্ষা করব। আমি তোমার উপর এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করব যা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা যাবেনা। তুমি তা ঘুমন্ত ও জাগ্রত সর্বাবস্থায় পাঠ করে থাক। (মুসলিম ৪/২১৯৭) অর্থাৎ কাগজে কোন লিখা ধুইয়ে ফেললে তা নষ্ট হলেও কুরআন কখনও নষ্ট হবেনা। কেননা তা বক্ষে রক্ষিত থাকবে। এটা অন্তরে সদা গাঁথা থাকে। শব্দ ও অর্থের দিক দিয়েও এটি একটি জীবন্ত মু‘জিযা। এ কারণেই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এই উম্মাতের একটি বিশেষণ এও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اَنَا جِيْلُهُمْ فِىْ صَدُوْرِهِم তাদের কিতাব তাদের বক্ষে থাকবে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ যালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে। যারা সত্যকে বুঝেওনা এবং ওদিকে আকৃষ্টও হয়না। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

৫০। তারা বলে ঃ রবের নিকট হতে তার প্রতি নিদর্শন প্রেরিত হয়না কেন? বল ঃ নিদর্শন আল্লাহর ইচ্ছাধীন, আমিতো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।	٥٠. وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَٰتٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
৫১। এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।	٥١. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
৫২। বল ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত। যারা বাতিলকে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত।	٥٢. قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

মূর্তি পূজকদের মু'জিযা দাবী এবং এর জবাব

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের হঠকারিতা ও অহংকারের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমনই নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল যেমন সালিহর (আঃ) কাছে তাঁর কাওম নিদর্শন তলব করেছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আয়াত, মু'জিযা এবং নিদর্শনাবলী দেখানো আমার সাধ্যের বিষয় নয়। এটা আল্লাহর কাজ। তিনি তোমাদের সৎ নিয়াতের কথা জানলে অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে মু'জিযা দেখাবেন। আর যদি তোমরা হঠকারিতা কর এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতেই থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদের অধীনস্থ নন যে, তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি কাজ করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْءَايَـٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا۟ بِهَا

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুল্ম করেছিল। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ আমিতো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। আমার কাজ শুধু তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া। সুপথে পরিচালিত করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহর কাজ। মহান আল্লাহর বলেন ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১৭)

আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মুশরিকদের অত্যধিক মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার নিদর্শন দেখতে চাচ্ছে, অথচ তাদের কাছে অতি মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব এসেছে, যার মধ্যে কোনক্রমেই মিথ্যা প্রবেশ করতে পারেনা। না সম্মুখ থেকে, আর না পিছন থেকে। এতদসত্ত্বেও তারা নিদর্শন দেখতে চাচ্ছে, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে! এই কিতাবতো সবচেয়ে বড় মু'জিযা। দুনিয়ার সমস্ত বাকপটু এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এবং এর মত কালাম পেশ করতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ হয়েছে। সমস্ত কুরআনের মুকাবিলা করাতো দূরের কথা, দশটি সূরা, এমন কি একটি সূরা আনয়ন করার চ্যালেঞ্জ তারা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ তাহলে এত বড় মু'জিযা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তারা অন্য নিদর্শন তলব করছে? এটিতো একটি পবিত্র গ্রন্থ যার মধ্যে অতীতের ও ভবিষ্যতের খবর এবং বিবাদের মীমাংসা রয়েছে। এটা এমন এক ব্যক্তির মুখে পঠিত হচ্ছে যিনি আক্ষরিক জ্ঞানশূন্য। যিনি কারও কাছে 'আলিফ, 'বা'ও পাঠ করেননি। যিনি কখনও একটি অক্ষরও লিখেননি এবং লিখতে জানেননা। যিনি কখনও বিদ্বানদের সাথেও উঠাবসা করেননি। তিনি এমন একটি কিতাব পাঠ করছেন যার দ্বারা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা জানা যাচ্ছে। যার মধ্যে দুনিয়াপূর্ণ উৎকৃষ্টতা বিদ্যমান রয়েছে।

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা এটা অবগত আছে, এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯৭)

وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ

তারা বলে ঃ সে তার রবের নিকট হতে আমাদের জন্য কোন নিদর্শন কেন আনয়ন করেনা? তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট প্রমাণ যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে? (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৩৩)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন নাবী/রাসূল ছিলেননা যাদেরকে কোন না কোন মু‘জিযা প্রদান করা হয়নি যার মাধ্যমে তাদের নাবুওয়াতের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করে। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে অহী প্রদান করেছেন যা আমার উপর প্রত্যাদেশ করা হয় এবং আমি আশা করছি যে, কিয়ামাত দিবসে আমার অনুসারীরাই হবে সবচেয়ে বেশি। (আহমাদ ২/৩৪১, ফাতহুল বারী ৮/৬১৯, মুসলিম ১/১৩৪) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ এতে অবশ্যই মু’মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে। এই কুরআন সত্যকে প্রকাশকারী, মিথ্যাকে ধ্বংসকারী। এই কিতাব পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী মানুষের সামনে তুলে ধরে মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দিচ্ছে এবং পাপীদের পরিণাম প্রদর্শন করে মানুষকে পাপকাজ হতে বিরত রাখছে। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তোমাদের অবিশ্বাস ও হঠকারিতা এবং আমার সত্যবাদিতা ও শুভাকাঙ্ক্ষা সম্যক অবগত। আমি যদি তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করতাম তাহলে অবশ্যই তিনি আমা হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। যেমন আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ. فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَـٰجِزِينَ

সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে পারবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৪৪-৪৭) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা তিনি অবগত। অর্থাৎ কোন গোপন বিষয়ই তাঁর কাছে গোপন থাকেনা। অতঃপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ যারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের দুষ্কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। এখানে তারা যে ঔদ্ধত্যপনা দেখাচ্ছে এর শাস্তি তাদেরকে গ্রহণ করতেই হবে। আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং মূর্তির ইবাদাত করার চেয়ে বড় যুল্ম আর কি হতে পারে? তারা যা করছে তদ্বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু জ্ঞাত আছেন এবং ঐ পাপ কাজের জন্য অবশ্যই তিনি শাস্তি দিবেন।

৫৩। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিতকাল না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে।	٥٣. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
৫৪। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই।	٥٤. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ
৫৫। সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে উর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে এবং তিনি বলবেন ঃ তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর।	٥٥. يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

মূর্তি পূজকদের শাস্তি ত্বরান্বিত করার দাবী

মুশরিকরা যে অজ্ঞতার কারণে আল্লাহর আযাব চাচ্ছিল তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই মুশরিকরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর শাস্তি

তড়িৎ আনয়নের কথা বলেছিল এবং স্বয়ং আল্লাহর নিকটও প্রার্থনা করেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২) এখানে তাদেরকে জবাব দেয়া হচ্ছে ঃ

وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءهُمُ الْعَذَابُ যদি বিশ্বরবের পক্ষ হতে এটা নির্ধারিত না থাকত যে, এই কাফিরদেরকে কিয়ামাতের দিন শাস্তি দেয়া হবে তাহলে তাদের শাস্তি চাওয়া মাত্রই তাদের উপর অবশ্যই শাস্তি নেমে আসতো। এখন তাদের এর প্রতিও বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের উপর শাস্তি আকস্মিকভাবে এসে পড়বে। যারা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলছে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, জাহান্নামতো তাদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। অর্থাৎ এটা নিশ্চিত কথা যে, শাস্তি তাদের উপর আসবেই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ সেই দিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে ঊর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ

তাদের জন্য হবে জাহান্নামের (আগুনের) শয্যা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে (আগুনের তৈরী) চাদর। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪১) আর একটি আয়াতে আছে ঃ

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ

তাদের জন্য থাকবে তাদের উর্ধ্বদিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও (আগুনের) আচ্ছাদন। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১৬) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ

হায়! যদি কাফিরেরা সেই সময়ের কথা জানতো যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবেনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৯) এসব আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এই কাফিরদেরকে চতুর্দিক হতে আগুন পরিবেষ্টন করবে। তাদের সম্মুখ হতে, পিছন হতে, উপর হতে, নীচ হতে, ডান দিক হতে এবং বাম দিক হতে আগুন তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ

ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। সুতরাং প্রথমতঃ এই বাহ্যিক ও দৈহিক শাস্তি, দ্বিতীয়তঃ এই মানসিক শাস্তি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ

যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে সেই দিন বলা হবে ঃ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৮-৪৯) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে। (বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা না করা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৩-১৬)

৫৬। হে আমার মু'মিন বান্দারা! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর।	٥٦. يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرْضِي وَٰسِعَةٌ فَإِيَّٰيَ فَٱعْبُدُونِ

৫৭। জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।	٥٧. كُلُّ نَفۡسٍ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۖ ثُمَّ إِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ
৫৮। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কত উত্তম প্রতিদান সৎ কর্মশীলদের -	٥٨. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ غُرَفٗا تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ نِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ
৫৯। যারা ধৈর্য অবলম্বন করে এবং তাদের রবের উপর নির্ভর করে।	٥٩. ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ
৬০। এমন কত জীব জন্তু রয়েছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখেনা; আল্লাহই রিয্ক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٦٠. وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٖ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

হিজরাতের আদেশ, উত্তম রিয্কের প্রতিশ্রুতি এবং উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস

এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে হিজরাত করার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যেখানে তারা দীনকে কায়েম রাখতে পারবেনা সেখান থেকে তাদেরকে এমন

জায়গায় চলে যেতে হবে যেখানে তারা দীনের কাজ স্বাধীনভাবে চালিয়ে যেতে পারবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ আল্লাহর যমীন খুব প্রশস্ত। সুতরাং যেখানে তারা আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেক তাঁর ইবাদাতে মশগুল থেকে তাঁর একাত্মবাদ ঘোষণা করতে পারবে সেখানেই তাকে হিজরাত করতে হবে।

সাহাবায়ে কিরামের জন্য মাক্কায় অবস্থান করা যখন কষ্টকর হয়ে গেল তখন তারা হিজরাত করে ইথিওপিয়া চলে যান, যাতে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আল্লাহর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন। তখনকার ইথিওপিয়ার বুদ্ধিমান ও দীনদার বাদশাহ্ আশামাহ নাজ্জাশী (রহঃ) পূর্ণভাবে তাদের আশ্রয়, পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করেন। সেখানে তারা মর্যাদার সাথে বসবাস করতে থাকেন। এরপর আল্লাহ তা‘আলার অনুমতিক্রমে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় হিজরাত করেন। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তোমাদের সবাইকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং আমার সম্মুখে তোমাদেরকে হাযির হতে হবে। অতএব তোমাদের জীবন আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার কাজে নিয়োজিত করা উচিত যাতে মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছে উপস্থিত হয়ে বিপদে পড়তে না হয়।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ মু’মিন ও সৎ লোকদেরকে আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে আদনের সুউচ্চ প্রসাদে স্থান দিবেন, যার পাদদেশে বিভিন্ন নদী প্রবাহিত যাতে তারা ইচ্ছা করলে পানি, মদ, মধু কিংবা দুধের প্রবাহ যে দিকে খুশি সেই দিকে বইয়ে দিতে পারবে।

خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ সেখানে তারা স্থায়ী হবে। সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কতই না উত্তম! সেখান হতে তাদেরকে কখনও বের করা হবেনা। না সেখানকার নি‘আমাতরাজি কখনও শেষ হবে, আর না কিছু হ্রাস পাবে। তারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের রবের উপর নির্ভর করে এবং আল্লাহর পথে

হিজরাত করে। তারা আল্লাহর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে এবং নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গকে ত্যাগ করে এবং তাঁর নি'আমাত ও পুরস্কারের আশায় পার্থিব সুখ-শান্তির অন্বেষনে মেতে থাকেনা।

আবূ মূ'আনিক আল আশ'আরী (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) তার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন অট্টালিকা রয়েছে যার বাইরের দিক ভিতরের দিক হতে এবং ভিতরের দিক বাইরের দিক হতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলা তা এমন লোকদের জন্য তৈরী করেছেন যারা (মানুষকে) খাদ্য খেতে দেয়, ভাল কথা বলে, নিয়মিত সালাত আদায় করে ও সিয়াম পালন করে এবং রাতে দাঁড়িয়ে ইবাদাত করে, যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে। (তাবারানী ১৯/৩৭২)

وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ *এবং তাদের রবের উপর নির্ভর করে।* অর্থাৎ দুনিয়াদারী এবং দীনের ব্যাপারে সবকিছুতেই তারা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, জীবন ধারণের জন্য আহার্য কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়নি, বরং যেখানেই তাঁর সৃষ্টি রয়েছে সেখানেই তিনি তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। অবশ্য মুহাজিরগণ যখন হিজরাত করে মাদীনায় চলে যান সেখানে তারা পূর্বের চেয়ে আরও বেশি আহার্য পান এবং তাদের হিজরাতের কয়েক বছরের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। এটা ছিল মুসলিমদের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا *এমন কত জীব জন্তু রয়েছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখেনা।* অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহ করে মওজুদ করে রাখার মত ক্ষমতা ও সুযোগ তাদের নেই যা দিয়ে তারা ভবিষ্যতের প্রয়োজন মিটাতে পারে।

اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ *আল্লাহই রিয্ক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে।* আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও কষ্টে ফেলেননা। প্রতিদিনের খাদ্য যাতে তারাও পেতে পারে সেই ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন, যদিও তাদের কেহ কেহ শারীরিকভাবে দুর্বল কিংবা অসমর্থ। তিনি প্রত্যেকের জন্য পরিমিতভাবে খাদ্য যোগান দেন। মাটির গর্তে অবস্থানরত পিপীলিকা, আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখি কিংবা সমুদ্রে বিচরণশীল মাছ কেহকেই আল্লাহ তা'আলা অনাহারে রাখেননা। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ তিনি সর্বশ্রোতা অর্থাৎ তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা শ্রবণকারী এবং তিনি সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ বান্দাদের গতি-বিধি সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

৬১। যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! তাহলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?	٦١. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ
৬২। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।	٦٢. ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
৬৩। যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ ভূমি মৃত হওয়ার পর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে ওকে	٦٣. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ

ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ	**সঞ্জীবিত করে? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা অনুভব করেনা।**

তাওহীদের প্রমাণ

আল্লাহ তা‘আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সঠিক ও প্রকৃত মা‘বূদ তিনিই। স্বয়ং মুশরিকরাও এটা স্বীকার করে যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, সূর্য ও চন্দ্রকে নিজ নিজ কাজে নিয়োজিতকারী, দিবস ও রজনীকে পর্যায়ক্রমে আনয়নকারী, সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা এবং জীবন ও মৃত্যুর উপর ক্ষমতাবান একমাত্র আল্লাহ। তিনি তাঁর বান্দাদের খাদ্যেরও বিভিন্নতা রেখেছেন, যার ফলে কেহ ধনী এবং কেহ গরীব। কে ধনী হওয়ার হকদার এবং কে দরিদ্র হওয়ার হকদার তা তিনিই ভাল জানেন। বান্দাদের উপযোগিতা সম্পর্কে তিনিই ভাল খবর রাখেন।

সুতরাং মুশরিকরা নিজেরাই যখন স্বীকার করে যে, সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ এবং সবকিছুরই উপর তিনিই পূর্ণ ক্ষমতাবান, তখন তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনা কেন করছে? আর কেনই বা তারা অন্যদের উপর নির্ভরশীল হচ্ছে? রাজ্যের মালিক যখন একমাত্র তিনিই তখন ইবাদাতের যোগ্যও একমাত্র তিনিই হবেন। পালনকর্তা হিসাবে একমাত্র তাঁকে মেনে নিচ্ছে, অথচ একমাত্র উপাস্য হিসাবে তারা তাঁকে এক মানছেনা। এটা অতি বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। মাক্কার মুশরিকরা তাওহীদে রুবূবিয়্যাতকে স্বীকার করত। তাই তাদেরকে বিবেচক হতে বলে তাওহীদে উলূহিয়্যাতের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। মুশরিকরা হাজ্জ ও উমরাহ করার সময় ‘লাব্বাইক’ বলার মাধ্যমেও আল্লাহকে অংশীবিহীন স্বীকার করত। তারা বলত ঃ

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

হে আল্লাহ! আমরা হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, কিন্তু এমন অংশীদার রয়েছে যার মালিক এবং যার রাজ্যেরও মালিক আপনি।

৬৪। এই পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো।	٦٤. وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ
৬৫। তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তারা শির্কে লিপ্ত হয়।	٦٥. فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ
৬৬। তাদের প্রতি আমার দান তারা অস্বীকার করে এবং ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে; অচিরেই তারা জানতে পারবে।	٦٦. لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

দুনিয়ার তুচ্ছতা, ঘৃণ্যতা, নশ্বরতা এবং ধ্বংসশীলতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এর কোন স্থায়িত্ব নেই। এ দুনিয়া খেল-তামাশার জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ পক্ষান্তরে আখিরাতের জীবন হচ্ছে স্থায়ী ও অবিনশ্বর। এটা ধ্বংস, নষ্ট,হ্রাস ও তুচ্ছতা হতে মুক্ত। যদি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকত তাহলে কখনও এই স্থায়ী জিনিসের উপর অস্থায়ী জিনিসকে প্রাধান্য দিতনা।

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ এরপর মহান আল্লাহ বলেন যে, এই মুশরিকরা অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় এক ও অংশীবিহীন

আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন বিপদ কেটে যায় এবং কষ্ট দূর হয়ে যায় তখন অন্যদেরকে ডাকতে শুরু করে। তাহলে সব সময়েই কেন তারা অন্যদেরকে বাদ দিয়ে আল্লাহকে ডাকেনা? যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন তখন আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে অংশী করে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইকরিমাহ (রাঃ) (ইব্ন আবূ জাহল) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কা জয় করেন তখন ইকরিমাহ (রাঃ) ইব্ন আবূ জাহল সেখান হতে পালিয়ে যান এবং ইথিওপিয়ায় গমনের ইচ্ছা করে জাহাজে আরোহণ করেন। ঘটনাক্রমে ভীষণ ঝড়-তুফান শুরু হয়ে যায় এবং জাহাজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। জাহাজের ক্যাপ্টেন সবাইকে বলল ঃ হে লোকসকল! তোমরা সবাই বিশুদ্ধ চিত্তে একমাত্র আল্লাহকে ডাক। এখন মুক্তি দেয়ার ও উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। এ কথা শোনা মাত্রই ইকরিমাহ (রাঃ) বলে উঠেন ঃ আল্লাহর শপথ! সমুদ্রের বিপদে যদি উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই থাকে তাহলে স্থল ভাগের বিপদ হতেও উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই রয়েছে। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার করছি যে, যদি আমি এই বিপদ হতে রক্ষা পাই তাহলে সরাসরি গিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হাত রেখে তাঁর কালেমা পাঠ করব। আমার বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার অপরাধ মার্জনা করবেন এবং আমার প্রতি দয়া করবেন। এবং ঘটেছিলও তাই। (তাবারানী ৩/৩০১)

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا *তাদের প্রতি আমার দান তারা অস্বীকার করে এবং ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে।*

৬৭। তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুস্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়; তাহলে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦٧. أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ
৬৮। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাসস্থল নয়?	٦٨. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـٰفِرِينَ
৬৯। যারা আমার উদ্দেশে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।	٦٩. وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ.

পবিত্র মাসজিদের মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদা প্রদান

আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের উপর তাঁর একটি অনুগ্রহের কথা বলছেন যে, তিনি তাদেরকে নিজের হারামে (মাক্কায়) স্থান দিয়েছেন। এটা এমন এক জায়গা যে, এখানে স্থানীয় কিংবা অস্থানীয় কেহ প্রবেশ করলে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। এখানে প্রবেশাধিকার সবার জন্য সমান। এর আশে-পাশে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং লুট-

পাট হতে থাকে। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ. إِۦلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীস্ম সফরের, অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। (সূরা কুরাইশ, ১০৬ ঃ ১-৪)

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ তাহলে এত বড় নি'আমাতের শুকরিয়া কি এটাই যে, তারা আল্লাহর সাথে মূর্তি ও অন্যান্যদেরও ইবাদাত করবে?

بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا۟ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮) তাদের উচিত ছিল, তারা এক আল্লাহর ইবাদাত করার ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী থাকবে এবং শেষ নাবী ও বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরোপুরি অনুসারী হবে। কিন্তু এর বিপরীত তারা আল্লাহর সাথে শির্ক করতে, কুফরী করতে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করতে ও তাঁকে কষ্ট দিতে শুরু করেছে। তাদের ঔদ্ধত্য এমন চরমে পৌঁছেছে যে, তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কা থেকে বের করে দিতেও দ্বিধা করেনি। অবশেষে আল্লাহর নি'আমাত তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া শুরু হয়েছে। বদরের যুদ্ধে তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা নিহত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে মাক্কা জয় করিয়েছেন এবং তাদেরকে করেছেন লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ তার চেয়ে বড় যালিম আর কেহ হতে পারেনা, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। অহী না এলেও বলে যে, তার উপর আল্লাহর অহী এসেছে। তার চেয়েও বড় যালিম কেহ নেই যে হক এসে যাওয়ার পরেও ওকে অবিশ্বাস করার কাজে

উঠে পড়ে লেগে যায়। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এরূপ মিথ্যা আরোপকারী ও অবিশ্বাসী লোকেরা কাফির।

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ আর কাফিরদের বাসস্থান হল জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا আমার উদ্দেশে সংগ্রামকারীদেরকে অবশ্যই আমি আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহর পথে সংগ্রামকারীদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সাহাবীবর্গ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা কিয়ামাত পর্যন্ত থাকবেন। দুনিয়ায় এবং আখিরাতে আমার রাস্তায় চলার জন্য আমি তাদেরকে সাহায্য করব। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আব্বাস আল হামদানী আবূ আহমাদ (রহঃ), যিনি ছিলেন একজন আক্কার (ফিলিস্তিন) অধিবাসী বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যারা নিজেদের ইলম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাদেরকে ঐ সব বিষয়েও সুপথ প্রদর্শন করবেন যা তাদের ইলমের মধ্যে নেই।

আহমাদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী (রহঃ) বলেন, আবূ সুলাইমান দারানীর (রহঃ) সামনে আমি এটা বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ যার অন্তরে কোন কথা জেগে ওঠে, যদিও তা ভাল কথাও হয়, তবুও ওর উপর আমল করা ঠিক হবেনা যে পর্যন্ত না কুরআন ও হাদীস দ্বারা ওটা প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয়ে গেলে ওর উপর আমল করতে হবে এবং আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে যে, তিনি তার অন্তরে এমন কথা জাগিয়ে দিয়েছেন যা কুরআন ও হাদীস দ্বারাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে রয়েছেন। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আশ শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ঈসা (আঃ) বলেন ঃ ইহসান হচ্ছে ওরই নাম যে, যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যে সদ্ব্যবহার করে তার সাথে সদ্ব্যবহার করার নাম ইহসান নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সূরা আনকাবূত এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩০ ঃ রূম, মাক্কী
٣٠ – سورة الروم، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬০, রুকূ ৬) (اَيَاتُهَا : ٦٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম মীম।	١. الٓمٓ
২। রোমকরা পরাজিত হয়েছে -	٢. غُلِبَتِ ٱلرُّومُ
৩। নিকটবর্তী অঞ্চলে; কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে -	٣. فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ
৪। কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সেদিন মু'মিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে -	٤. فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَيَوۡمَئِذٖ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
৫। আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	٥. بِنَصۡرِ ٱللَّهِۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ
৬। এটা আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা, কিন্তু অধিকাংশ লোক	٦. وَعۡدَ ٱللَّهِۖ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ

জানেনা।	لَا يَعْلَمُونَ
৭। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে তারা গাফিল।	٧. يَعْلَمُونَ ظَـٰهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَـٰفِلُونَ

রোম সাম্রাজ্যের পতনের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী

এই আয়াতগুলি ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন পারস্য সম্রাট সা'বূর সিরিয়া রাজ্য ও আরাব উপদ্বীপের আশে পাশের শহরগুলির উপর বিজয় লাভ করে এবং রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পরাজিত হয়ে কনস্টান্টিনোপলে অবরুদ্ধ হন। দীর্ঘদিন ধরে অবরোধ চলতে থাকে। পরিশেষে পরিবর্তন হয় এবং হিরাক্লিয়াসের বিজয় লাভ হয়। বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।

غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ এই আয়াতের ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রোমকদেরকে পরাজয়ের উপর পরাজয় বরণ করতে হয় এবং অতঃপর তারা বিজয় লাভ করে। রোমদের পরাজয়ে মুশরিকরা খুবই আনন্দিত হয়। কেননা তাদের মত পারস্যবাসীরাও ছিল মূর্তিপূজক। আর মুসলিমরা কামনা করত যে, রোমকরা যেন পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করে। কেননা কমপক্ষে তারা আহলে কিতাবতো ছিল। রোমানরা যে আহলে কিতাব এ কথা আবূ বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ রোমকরা সত্বরই বিজয় লাভ করবে। আবূ বাকর (রাঃ) এ খবর মুশরিকদের নিকট পৌঁছালে তারা বলে ঃ আসুন, একটি সময়কাল নির্ধারণ করি। যদি এই সময়ের মধ্যে রোমকরা বিজয় লাভ না করে তাহলে আপনারা আমাদেরকে এত এত দিবেন। আর যদি আপনাদের কথা সত্যে পরিণত হয় তাহলে আমরা আপনাদেরকে এত এত দিব। সুতরাং পাঁচ বছরের মেয়াদ নির্ধারিত হল। এই মেয়াদও পূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু রোমকরা বিজয় লাভে সমর্থ হলনা। আবূ বাকর (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ খবরও পৌঁছে দিলেন। তিনি বললেন ঃ দশ বছরের মেয়াদ কেন নির্ধারণ করেননি?

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, কুরআনুল কারীমে মেয়াদের জন্য بِضْعٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রয়োগ হয়ে থাকে দশ হতে কমের উপর। হয়েছিলও তাই। দশ বছরের মধ্যেই রোমকরা জয়যুক্ত হয়েছিল। এরই কারণ এ আয়াতে রয়েছে। (আহমাদ ১/২৭৬, তিরমিযী ৯/৫১, নাসাঈ ৬/৪২৬) ইমাম তিরমিযী এটাকে হাসান দুর্বল বলেছেন।

আবূ ঈসা আত তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নাইআর ইব্‌ন মুকরাম আস আসলামী (রাঃ) বলেন ঃ যখন الم. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. فِي بِضْعِ سِنِينَ এ আয়াতটি নাযিল হয় সেই সময় পারস্যবাসীরা রোমানদের উপর আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল। মুসলিমরা চাচ্ছিল যে, রোমানরা যেন পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করে। তখনকার রোমানরা আহলে কিতাবের অনুসারী ছিল।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ *আর সেদিন মু'মিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কুরাইশরা চাচ্ছিল, পারস্যবাসীরা যেন রোমানদের উপর আধিপত্য বিস্তার অব্যাহত রাখতে পারে। কারণ তারা উভয়েই আল্লাহর কোন কিতাবের অনুসারী ছিলনা এবং তারা কিয়ামাত দিবসকেও অস্বীকার করত।

الم. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. فِي بِضْعِ سِنِينَ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবূ বাকর (রাঃ) মাক্কার আনাচে কানাচে গিয়ে এটি পাঠ করে শোনাতে লাগলেন। কুরাইশদের কেহ কেহ আবূ বাকরকে (রাঃ) বলল ঃ আসুন! আপনার এবং আমাদের মধ্যে বাজি ধরি। আপনার সাথী (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাবী করছেন যে, রোমানরা পারসিকদেরকে (بِضْعٌ) তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে পরাজিত করবে, এ বিষয়ে আপনার এবং আমাদের মাঝে বাজি ধরা হোক। আবূ বাকর (রাঃ) তখন বললেন ঃ ঠিক আছে, তা হতে পারে। এটা ছিল ঐ সময়ের ঘটনা যখন পর্যন্ত বাজি ধরা নিষিদ্ধ করা হয়নি। মুশরিকরা আবূ বাকরকে (রাঃ) বলল ঃ আমরা যদি তিন এবং নয়- এর মাঝামাঝি সময় ষষ্ঠ বছরকে বাজি ধরার সময়

নির্ধারণ করি তাহলে সেই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? আসুন আমরা ঐ সময়কেই সাব্যস্ত করে নেই। সুতরাং ঐ ষষ্ঠ বছরকেই তারা বাজি হিসাবে মেনে নিল। ষষ্ঠ বছর পার হওয়ার পরেও রোমানরা পারসিকদের উপর জয়লাভ করতে সক্ষম হলনা। সুতরাং কুরাইশ কাফিরেরা আবূ বাকরের (রাঃ) কাছ থেকে বাজির অর্থ নিয়ে নিল। সপ্তম বছরে যখন রোমানরা পারসিকদের উপর জয়লাভ করে তখন মুসলিমরা আবূ বাকরকে (রাঃ) দোষারোপ করলেন যে, তিনি কেন ছয় বছরের ব্যাপারে বাজি ধরতে রাজি হলেন। আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ বলেছেন بِضْعِ। আর بِضْعِ শব্দের অর্থ হচ্ছে তিন থেকে নয়। যা হোক, পারসিকদের উপর বিজয় লাভের পর কুরআনের বাণী সত্য প্রমাণিত হওয়ায় অনেক অমুসলিম তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। (তিরমিযী ৯/৫২, হাসান)

রোমান কারা

এখন আয়াতের শব্দগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। হুরূফে মুকাত্তাআ'ত যেগুলি সূরার প্রথমে এসে থাকে, এগুলি সম্পর্কে আমি সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে আলোচনা করেছি।

রোমকরা সবাই আইয়ায ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীমের (আঃ) বংশোদ্ভূত। এরা বানী ইসরাঈলের চাচাতো ভাই। রোমকদেরকে বানু আসফারও বলা হয়। এরা গ্রীকদের (ইউনানী) মাযহাবের উপর ছিল। গ্রীকরা ছিল ইয়াফীস ইব্ন নূহের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। এরা তুর্কীদের চাচাচো ভাই। এরা ছিল তারকার পূজারী। এরা সাতটি তারকার উপাসনা করত। এরা উত্তরমুখী হয়ে সালাত আদায় করত। এদের দ্বারাই দামেশক শহরের পত্তন হয়েছিল। তারা সেখানে উপাসনালয় তৈরী করে। ওর মেহরাব উত্তরমুখী। ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের পর তিন শত বছর পর্যন্ত রোমকরা তাদের পূর্ব মতবাদে অটল ছিল। তাদের মধ্যে যে কেহই সিরিয়া থেকে পারস্য উপসাগর এলাকার (অথবা জাযিরাহ উপদ্বীপের) বাদশাহ হতো তাকেই সিজার (কাই্সার) বলা হত। সর্বপ্রথম রোমকদের বাদশাহ কনস্টানটাইন ইব্ন কসতাস খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। তার মা ছিল মারইয়াম হাইলানিয়্যাহ সাদকানিয়্যাহ। সে ছিল হারান এলাকার অধিবাসিনী। সে'ই সর্বপ্রথম খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার কথায় তার ছেলেও এই মাযহাব অবলম্বন করে। এর পূর্বে এ লোকটি ছিল দর্শনবাদে বিশ্বাসী। এ কথাও প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, সে আসলে আন্তরিকতার সাথে এ ধর্ম গ্রহণ করেনি।

একদা বহু খৃষ্টান তার দরবারে একত্রিত হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা-সমালোচনা, মতানৈক্য এবং তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আরিউসের সাথে তর্ক-বিতর্ক হয়। ফলে তাদের মধ্যে বড় ধরনের বিভেদের সৃষ্টি হয়। ৩১৮ জন পাদরী মিলিতভাবে একখানা পুস্তক রচনা করেন যা কনস্টানটাইনকে প্রদান করা হয়। এতে বাদশাহর আকীদাহ ও মতাদর্শকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটাকে আমানাতে কুবরা বা বৃহত্তম সমঝোতা চুক্তি বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল খিয়ানাতে হাকীরাহ (ঘৃণ্য খিয়ানাত)। এ সময় তাকে তাদের নিয়ম-নীতির কিতাব প্রদান করা হয় এবং তাতে হারাম/হালালসহ অনেক কিছু বর্ণনা করা হয়। তাদের আলেমরা মনের আনন্দে যা খুশী তাই লিখে তাতে যুক্ত করে এবং দীনে মাসীহকে তারা মন খুলে কম বেশী পরিবর্তন করে। ফলে আসল দীন পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিকল্পিত হয়ে যায়। তারা পূর্বদিকে মুখ করে সালাত আদায় করা শুরু করে এবং শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে তারা বড় দিন ধার্য করে। তারা ক্রুসের উপাসনা শুরু করে। শূকরকে তারা হালাল করে নেয়। বহু নতুন নতুন উৎসব তারা আবিষ্কার করে। যেমন ঈদ, ক্রুশ, নৈশভোজের উৎসব, ‘পাম সানডে’ ‘ইষ্টার সানডে’ ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর তাদের আলেমদের মর্যাদার স্তর তারা নির্ধারণ করে নিয়েছে এবং তাদের একজন বড় পাদরী হয়ে থাকে। তার অধীনে ছোট ছোট পাদরীদের ক্রমিক পর্যায়ে মর্যাদার স্তর বন্টন করে দেয়া হয়। তারা রুহবানিয়্যাত ও বৈরাগ্যের নতুন বিদ‘আত আবিষ্কার করে নিয়েছে। তাদের জন্য বাদশাহ বহু সংখ্যক গীর্জা ও মন্দির তৈরী করে দেয়। বাদশাহ একটি নতুন শহরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে যে শহরের নামকরণ করা হয় কনস্টানটিনোপল। বর্ণিত আছে যে, বাদশাহ সেখানে বারো হাজার গীর্জা নির্মাণ করে। বাইতে-লাহমে তিনটি মেহরাব তৈরী করা হয়। তার মা’ও যিশুর নামে একটি পুন্য সমাধি (কামাকিমা) তৈরী করে দেয়। তারা সবাই বাদশাহর দীনের উপর ছিল।

তারপর আসে ইয়াকূবিয়্যাহ ও নাসতূরিয়্যাহ। এরা সবাই ইয়াকূব আল আসকাফ এবং নাসতূরের অনুসারী ছিল। তাদের বহু দল সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, এদের ছিল ৭২টি ফিরকা। খৃষ্টধর্ম অনুসরণ করে তাদের রাজত্ব ও আধিপত্য বরাবর চলে আসছিল। একের পর এক সিজার (কাইসার) হয়ে আসছিল। শেষ পর্যন্ত হিরাক্লিয়াস সিজার (কাইসার) হন। ইনিই ছিলেন সমস্ত বাদশাহর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান। তিনি একজন বড় আলেম ছিলেন। তিনি ছিলেন বড় জ্ঞানী ও দূরদর্শী লোক। এ

ব্যাপারে তার কোন জোড়া ছিলনা। তার রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারস্য সম্রাট কিসরা উঠে পড়ে লাগে। ইরাক, খুরাসানসহ ঐ এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও তার সাথে মিলিত হয়। তার নাম ছিল সাবুর যুল আখতাফ। তার রাজ্য সিজারের রাজ্য অপেক্ষাও বড় ছিল। কিসরা ছিল অগ্নি উপাসক।

কিভাবে সিজার (কাইসার) কর্তৃক কিসরাহ পরাজিত হয়েছিল

ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, কিসরার সেনাপতি সিজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, স্বয়ং কিসরা সিজারের (কাইসারের) মুকাবিলা করেছিল। সিজার যুদ্ধে পরাজিত হন। এমনকি তিনি কনষ্টান্টিনোপলে (কুসতুনতুনিয়ায়) অবরুদ্ধ হন। দীর্ঘদিন ধরে অবরোধ চলতে থাকে। খৃষ্টানরা তার খুব সম্মান করত। বহু দিন অবরোধ করে রাখার পরেও কিসরার সেনাবাহিনী রাজধানী দখল করতে পারলনা। কারণ ঐ শহরের রক্ষাবুহ্য ব্যবস্থা ছিল খুবই মযবূত। ঐ শহরের অর্ধাংশ সমুদ্রের দিকে ছিল। আর বাকী অংশ ছিল স্থলভাগ সংলগ্ন। সামুদ্রিক পথে খাদ্য ও রসদ সিজারের নিকট বরাবরই পৌঁছতে থাকে। অবশেষে সিজার এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি কিসরাকে বলে পাঠালেন ঃ আপনি যা ইচ্ছা আমার নিকট হতে গ্রহণ করুন এবং যে শর্তের উপর ইচ্ছা সন্ধি করুন। আপনি অর্থ কিংবা যা চাইবেন আমি তাই দিতে প্রস্তুত আছি। কিসরা এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হল। অতঃপর সে এত বেশী স্বর্ণ, রত্ন, দাস-দাসী ইত্যাদি চেয়ে বসলো যা পৃথিবীর কোন বাদশাহ শত চেষ্টা করলেও তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেনা। কিন্তু সিজার এটাও মেনে নিলেন। কারণ এর দ্বারা তিনি কিসরার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পেলেন। তিনি ভালরূপেই বুঝতে পারলেন যে, কিসরা অত্যন্ত নির্বোধ বাদশাহ। সে যে মাল চেয়েছে তা যদি তারা দু'জনে মিলে সংগ্রহ করতে চায় তবুও তাদের পক্ষে দশ ভাগের এক ভাগও জমা করা সম্ভব নয়। তিনি কিসরার কাছে আবেদন করলেন যে, সে যেন তাকে তার রাজ্যের অপর প্রান্ত সিরিয়া গিয়ে সময় মত এ মাল তাকে প্রদান করার ব্যাপারে সুযোগ দেয়। কিসরা তার এই আবেদন মঞ্জুর করে। সুতরাং রোম সম্রাট কনষ্টান্টিনোপল (কুসতুনতুনিয়া) ত্যাগ করার সময় জনগণকে একত্রিত করলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধুর সাথে কোথাও যাচ্ছি। যদি আমি এক বছরের মধ্যে ফিরে আসি তাহলে আমিই এ দেশের বাদশাহ থাকব। আর যদি এক বছরের মধ্যে ফিরে আসতে না পারি তাহলে ইচ্ছা করলে তোমরা আমার প্রতি অনুগত থাকতে পার অথবা তোমরা

যাকে খুশী বাদশাহ নির্বাচিত করবে। তার প্রজাবর্গ উত্তরে বলল ঃ আমাদের বাদশাহতো আপনিই, দশ বছর যাবতও যদি আপনি ফিরে না আসেন তাহলেও আপনিই আমাদের বাদশাহ থাকবেন।

প্রাণ নিয়ে বাজি ধরে এরূপ অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি রওয়ানা হন। তিনি যখন কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করেন তখন ছোট্ট একটি পদাতিক বাহিনী তার সাথে নেন। কনস্টান্টিনোপলের বাইরে কিসরা তার সেনাবাহিনী নিয়ে সিজারের আশায় অপেক্ষা করতে থাকে যে, কখন তিনি কিসরার জন্য ধন-রত্ন সংগ্রহ করে ফিরে আসবেন। আর ওদিকে সিজার তার ছোট্ট বাহিনী নিয়ে কিসরার এলাকা পারস্যে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তখন খুব কম সংখ্যক সৈন্যই অবস্থান করছিল, যেহেতু সবাই কিসরার সাথে যুদ্ধে চলে গিয়েছিল। সেখানে পৌঁছে সিজার যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন নবীন/যুবকদের হত্যা করলেন এবং এভাবে হত্যা করতে করতে তিনি মাদায়িন পৌঁছেন। ঐ স্থানই ছিল কিসরার ক্ষমতার উৎস/কেন্দ্র। সেখানে কিসরার সিংহাসন অবস্থিত ছিল। সেখানকার রক্ষীবাহিনীর উপর তিনি জয়লাভ করলেন এবং ঐ শহরের সবাইকে হত্যা করেন এবং ওখানকার সমস্ত ধন-সম্পদ হস্তগত করেন। সেখানের সমস্ত মহিলাকে বন্দী করেন এবং যুদ্ধোপযোগী লোকদেরকে হত্যা করেন। কিসরার ছেলেকে জীবন্ত বন্দী করলেন। কিসরার অন্দরবাসিনী মহিলাদেরকেও পাকড়াও করলেন। তার ছেলের মাথা মুণ্ডন করে গাধায় চড়িয়ে মহিলাদেরসহ অবমাননাকর অবস্থায় কিসরার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাকে লিখে পাঠালেন ঃ তুমি আমার কাছে যা চেয়েছিলে তা এখন গ্রহণ কর। তখনও কিসরা কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করেই ছিল ও সিজারের ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল। এ সময় তার পরিবারবর্গ ও অন্যান্য লোকদেরকে অত্যন্ত অপমানজনক অবস্থায় দেখতে পেয়ে সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হল ও কঠিনভাবে আক্রমণ করার ইচ্ছা করল। তখন সে যাইহুন নদীর দিকে অগ্রসর হল। কেননা এটাই ছিল কুসতুনতুনিয়া যাবার পথ। এ পথে সিজার বাহিনীকে বাধা দেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। সিজার এটা জানতে পেরে পূর্বেই বড় রকমের কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর কিছু সংখ্যক সৈন্যকে নদীর মোহনায় মোতায়েন করেন এবং বাকীদের নিয়ে নদীর উপরের দিকে চলে যান। প্রায় এক দিন এক রাত চলার পর তিনি নিজের সাথে যে খড়কুটা, জন্তুর গোবর ইত্যাদি এনেছিলেন সবই পানিতে ভাসিয়ে দিলেন। এগুলি ভাসতে ভাসতে কিসরার সেনাবাহিনীর সম্মুখ দিয়ে চলতে লাগল। তখন তারা মনে করল যে, সিজার ওখান থেকে চলে গেছেন। কারণ, সে বুঝেছিল যে, ওগুলো সিজারের পশুর

খাদ্য, গোবর ইত্যাদির অবশিষ্টাংশ। অতঃপর সিজার আবার তাঁর সেনাবাহিনীর নিকট ফিরে এলেন। এক দিকে কিসরা তাঁর সন্ধানে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আর অন্য দিকে সিজার যাইহুন নদী অতিক্রম করে পথ পরিবর্তন করে কনস্টান্টিনোপল পৌঁছে গেলেন।

যেদিন তিনি রাজধানীতে পৌঁছলেন সেই দিন খৃষ্টানরা অত্যন্ত আনন্দোৎসবে মেতে উঠল। কিসরা যখন এ খবর জানতে পারল তখন তার বিস্ময়কর কিংকর্তব্যমূলক অবস্থা হল। বসার জায়গাটুকুও চলে গেল এবং চলার স্থানটুকুও শেষ হয়ে গেল। না রোম বিজিত হল, না পারস্য টিকে থাকল। সুতরাং সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। রোমকরা জয়লাভ করল। পারস্যের নারী এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারে এসে গেল। এসব ঘটনা নয় বছরের মধ্যে সংঘটিত হল। রোমকরা তাদের হারানো দেশ পারসিকদের হাত হতে পুনরুদ্ধার করে নিল। পরাজয়ের পর পুনরায় তারা বিজয় মাল্যে ভূষিত হল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের মতে, রোমান এবং পারসিকদের মধ্যের এই বিবাদ চলতেই থাকে যতদিন না রোমানরা আযুরাত (সিরিয়া) এবং বসরার মাঝের অঞ্চলগুলির উপর আধিপত্য লাভ করে। ইহার অবস্থান হল হিজাযের সীমানা পার হয়ে সিরিয়ার প্রান্ত সীমায়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা ছিল একটি আরাব উপদ্বীপ যা পারস্যের চেয়ে রোমানদের কাছাকাছি অবস্থিত। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং তা বাস্তবায়ন করার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোন কিছুই হয়না।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ *আর সেদিন মু'মিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে।* বলা হয়েছে যে, (তখনকার) সিরিয়ার বাদশাহ সিজার এবং তার লোকেরা আনন্দ উল্লাস করবে। তা এ কারণে যে, তাদের হাতে পারস্যের সম্রাট কিসরার বাহিনী, যারা ধর্মীয় বিশ্বাসে ছিল ইয়াহুদী, পরাজিত হবে। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) আশ শাউরী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যদের মতে রোমানদের হাতে পারসিকদের পরাজয় ঠিক ঐ দিনই ঘটেছিল যে দিন বদরের মাঠে মুসলিমদের হাতে কাফির কুরাইশরা পরাজয় বরণ করেছিল। ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইব্‌ন জারীর (রহঃ), ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং বাজ্জার (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন ঃ বদরের দিন

রোমানরা পারসিকদের পরাজিত করেছে এ খবর জানতে পেরে মুসলিমরা আনন্দোৎসব করে। সেই ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ *আর সেদিন মু'মিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।* (তিরমিযী ৯/৫০, তাবারী ২০/৭৩)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, যুবায়ের কিলাবী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রোমকদের উপর পারসিকদের বিজয় দেখেছি, আবার পারসিকদের উপর রোমকদের বিজয় দেখেছি, অতঃপর রোমক ও পারসিক উভয়ের উপর মুসলিমদের বিজয় প্রত্যক্ষ করেছি যা মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ আল্লাহ তাঁর শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে পরাক্রমশালী এবং প্রিয় বান্দাদের ভুল-ভ্রান্তিকে উপেক্ষা করার ব্যাপারে পরম দয়ালু।

وَعْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ খবর দেয়া হয়েছে যে, হে মুহাম্মাদ! রোমকরা সত্বরই পারসিকদের উপর জয়লাভ করবে, এটা আল্লাহ প্রদত্ত খবর ও ওয়াদা। এটা আল্লাহর ফাইসালা। এটা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব। যারা হকের নিকটবর্তী, তাদেরকে আল্লাহ হক হতে দূরে অবস্থানকারীদের উপর সাহায্য দান করে থাকেন।

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ অবশ্য আল্লাহর কর্মপন্থা মানুষ স্বল্প জ্ঞানে বুঝতে পারেনা।

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ অনেক লোক আছে যারা বৈষয়িক জ্ঞান খুব ভাল রাখে। এক মিনিটেই সে সবকিছু হৃদয়ঙ্গম করে নেয়। আবার তা নিয়ে গবেষণা করে, ওর ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান ভালরূপে উপলব্ধি করে। দুনিয়ার কাজ-কারবার ও হিসাব-নিকাশ খুব ভাল বুঝে। কিন্তু তারা দীনী কাজে এবং আখিরাতের কাজে অত্যন্ত বোকা ও মূর্খ হয়ে থাকে। সহজ সরল হলেও তা তার বুঝে আসেনা। আখিরাত সম্পর্কে না সে চিন্তা ভাবনা করে, না তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার অভ্যাস করে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন

যে, অনেক লোক আছে যারা ঠিকমত সালাতও আদায় করতে পারেনা, অথচ একটি দিরহাম আঙ্গুলে তুলে নিয়েই বলতে পারে যে, ওর ওযন কত।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... الخ এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ কাফিরেরা দুনিয়ার সমৃদ্ধি ও জাঁকজমক সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে, কিন্তু দীন সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ এবং আখিরাত হতে উদাসীন। (তাবারী ২০/৭৬)

৮। তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এতোদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবেই এক নির্দিষ্ট কালের জন্য? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের রবের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।	٨. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِىٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِٕ رَبِّهِمْ لَكَـٰفِرُونَ
৯। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা এবং দেখেনা যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে? শক্তিতে তারা ছিল তাদের অপেক্ষা প্রবল; তারা জমি চাষ করত, তারা (পূর্ববর্তীরা) ওটা আবাদ করত তাদের অপেক্ষা অধিক। তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ; বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুল্‌ম করা	٩. أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ

رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ	আল্লাহর কাজ ছিলনা, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল।
١٠. ثُمَّ كَانَ عَٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ ٱلسُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ	১০। অতঃপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ; কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করত এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত।

তাওহীদের পরিচয়

যেহেতু এ সৃষ্টি জগতের অণু-পরমাণু আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতার প্রকাশ এবং তাঁর আধিপত্য ও সার্বভৌম ক্ষমতার নিদর্শন, সেহেতু ইরশাদ হচ্ছে ঃ তোমরা সমগ্র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা কর। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ দেখে তাঁর পরিচয় লাভ কর এবং তাঁর মহাশক্তির মর্যাদা দাও। কখনও কখনও ঊর্ধ্বাকাশের সৃষ্টি নৈপুণ্যের প্রতি লক্ষ্য কর এবং কখনও কখনও যমীনের সৃষ্টিতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এসব বৃথা বা বিনা কারণে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং মহান আল্লাহ মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগুলি সৃষ্টি করেছেন। এগুলিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শনরূপে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার জন্য। অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত। এরপর নাবীদের সত্যবাদিতা প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ চেয়ে দেখ, তাদের বিরুদ্ধবাদীদের পরিণাম হয়েছে কত মন্দ! কারণ তাদের বিরুদ্ধবাদীরা ছিল

কাফির। পক্ষান্তরে যারা তাদেরকে মেনে নিয়েছে, উভয় জগতে তারা মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেছে!

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً তোমরা সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখ, তোমাদের পূর্বের ঘটনাবলীর নিদর্শন দেখতে পাবে। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলি তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। তাদের তুলনায় তোমাদেরকে এক দশমাংশও প্রদান করা হয়নি। তোমাদের অপেক্ষা ধন-দৌলত তাদের বেশী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যও তারা তোমাদের চেয়ে বেশী করত। জমি-জমা ও ক্ষেত-খামারও ছিল তাদের তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী। তাদের কাছে রাসূলগণ মু'জিযা ও দলীল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ঐ হতভাগারা তাঁদেরকে মেনে নেয়নি, বরং তাঁদেরকে তারা অবিশ্বাস করেছিল। তারা নানা প্রকারের মন্দকার্যে লিপ্ত থাকত। অবশেষে আল্লাহর গযব তাদের উপর পতিত হল। ঐ সময় তাদেরকে উদ্ধার করে এমন কেহ ছিলনা। তখন তাদের সন্তান ও সম্পদ কোন কাজে আসেনি। এটা তাদের প্রতি আল্লাহর যুল্ম ছিলনা।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون তিনি তাদের মন্দ কর্মের পরিণতি হিসাবেই তাদের প্রতি শাস্তি নাযিল করেছিলেন। আল্লাহর আয়াতসমূহকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, তাঁর কথায় তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) তিনি আরও বলেন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৫) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ

অনন্তর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাদেরকে কোন কোন পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৯) السُّوْأَى শব্দটি এ জন্যই বলা হয়েছে যে, তাদের পরিণাম মন্দ হয়েছে, কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। এই হিসাবে এই শব্দটি যবরযুক্ত হবে كَانَ এর خَبَر বা বিধেয় হয়ে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে এটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/৭৯) যাহহাক (রহঃ) এবং ইমাম মুজাহিমও (রহঃ) এ কথাই বলেন এবং প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন। এরপরেই আছে ঃ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون তা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

১১। আল্লাহ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন, তখন তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।	١١. ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
১২। যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে।	١٢. وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ
১৩। তাদের দেব-দেবীগুলো তাদের জন্য সুপারিশ করবেনা এবং তারাই তাদের দেব-দেবীগুলোকে অস্বীকার করবে।	١٣. وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَٰٓؤُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآئِهِمْ كَٰفِرِينَ

১৪। যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।	١٤. وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
১৫। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে।	١٥. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
১৬। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরকালের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।	١٦. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَلِقَآئِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ তিনি প্রথমে যেমন সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং যেভাবে তিনি প্রথমে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হবেন। ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ সবাইকেই কিয়ামাতের দিন তাঁর সামনে হাযির করা হবে। সেখানে তিনি প্রত্যেককে তাদের কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান করবেন।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের উপাসনা করেছে, তাদের কেহই সেদিন তাদের সুপারিশের জন্য এগিয়ে আসবেনা। কিয়ামাতের দিন পাপী ও অপরাধীরা অত্যন্ত অপদস্থ ও একেবারে নির্বাক হয়ে যাবে। যখন তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে তখন তাদের মিথ্যা ও বাতিল উপাস্যরা তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذ يَتَفَرَّقُونَ কিয়ামাত সংঘটিত হবার সাথে সাথেই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তারপর আর তাদের মধ্যে কোন দেখা সাক্ষাৎ হবেনা। (তাবারী ২০/৮১) সৎকর্মশীলরা ইল্লীঈনে চলে যাবে এবং পাপী ও অপরাধীরা চলে যাবে সিজ্জীনে। জান্নাতীরা সবচেয়ে উঁচু স্থানে অতি উৎকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থান করবে। আর জাহান্নামীরা সর্বনিম্ন স্থানে অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এখানে এ কথাই বলছেন যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে এবং যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও পরকালের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে, তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

১৭। সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে -	١٧. فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
১৮। আর অপরাহ্নে ও যুহরের সময়; এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল প্রশংসা তাঁরই।	١٨. وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
১৯। তিনিই মৃত হতে জীবন্তের এবং জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।	١٩. يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَيُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই তাঁর প্রশংসা করছেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে আদেশ করছেন যে, তারাও যেন সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর গুণগান করে। প্রতিদিন দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিনের প্রকাশ তিনিই ঘটান। তিনি চাইলে পৃথিবীতে শুধু দিনই চলতে থাকবে অথবা চাইলে শুধু রাতের আঁধার অনবরত বইতে থাকবে। তাঁরই আদেশে রাতের আঁধার কেটে আলোকোজ্জ্বল দিনের উন্মেষ ঘটে, আবার দিনের আলো বিলীন হয়ে রাতের কালো আবরণ পৃথিবীকে ঢেকে ফেলে। এমন কেহ নেই যে, তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোন কিছু সম্পাদন করতে সক্ষম।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ দুনিয়া ও আসমানে প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। তাঁর সৃষ্টিই স্বয়ং তাঁর মর্যাদার ও বুযুর্গীর দলীল। সকাল-সন্ধ্যার তাসবীহ পাঠের কথা বলার পর ইশা ও যুহরের সময়ের কথা তিনি জুড়ে দিয়েছেন। রাত্রি হল কঠিন অন্ধকারের সময় এবং ইশা ও যুহর হল পূর্ণ অন্ধকার ও আলোকোজ্জ্বলের সময়। নিশ্চয়ই সমস্ত পবিত্রতা ও মহিমা তাঁরই জন্য শোভনীয় যিনি রাত্রির অন্ধকার ও দিনের ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টিকারী। তিনিই সকালকে প্রকাশকারী ও রাত্রিকে বিশ্রামের জন্য সৃষ্টিকারী। এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا. وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا

শপথ দিনের, যখন ওটা ওকে প্রকাশ করে। শপথ রাতের, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে। (সূরা শাম্স, ৯১ ঃ ৩-৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ. وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১-২) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱلضُّحَىٰ. وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ

শপথ পূর্বাহ্নের এবং শপথ রাতের যখন ওটা সমাচ্ছন্ন করে ফেলে। (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ১-২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটিয়ে

থাকেন। প্রত্যেক জিনিসের উদ্ভব এবং ওর বিপরীতের উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি বীজ হতে গাছ, গাছ হতে বীজ, মুরগী হতে ডিম, ডিম হতে মুরগী, বীর্য হতে মানুষ ও মানুষ হতে বীর্য, মু'মিন হতে কাফির ও কাফির হতে মু'মিন বের করে থাকেন। মোট কথা, তিনি প্রত্যেক বিষয় ও তার প্রতিপক্ষ বিষয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন।

وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا শুষ্ক মাটিতে তিনি আর্দ্রতা আনয়ন করেন এবং অনুর্বর ভূমি থেকেও তিনি ফসল উৎপাদন করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلۡأَرۡضُ ٱلۡمَيۡتَةُ أَحۡيَيۡنَـٰهَا وَأَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبًّا فَمِنۡهُ يَأۡكُلُونَ. وَجَعَلۡنَا فِيهَا جَنَّـٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعۡنَـٰبٍ وَفَجَّرۡنَا فِيهَا مِنَ ٱلۡعُيُونِ

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা আহার করে। তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবন। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৩-৩৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجٍ بَهِيجٍ. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ. وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيۡبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبۡعَثُ مَن فِي ٱلۡقُبُورِ

হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিহান হও তাহলে (জেনে রেখ), আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর শুক্র হতে, এরপর জমাট বাধা রক্ত থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিন্ড হতে; তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য। আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিতি রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও; তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কেহকে কেহকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানত সেই সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকেনা। তুমি ভূমিকে দেখ শুস্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও

স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃত্যুকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। আর কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কাবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত করবেন। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫-৭)

وَهُوَ ٱلَّذِى يُرۡسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَىۡ رَحۡمَتِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتۡ سَحَابًا ثِقَالاً سُقۡنَـٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلۡنَا بِهِ ٱلۡمَآءَ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخۡرِجُ ٱلۡمَوۡتَىٰ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

সেই আল্লাহই স্বীয় রাহমাতের (বৃষ্টির) আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারী রূপে প্রেরণ করেন। যখন ঐ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে আসে তখন আমি ঐ মেঘমালাকে কোন নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে প্রেরণ করি। অতঃপর ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করি, তারপর সেই পানির সাহায্যে সেখানে সর্ব প্রকার ফল ফলাদি উৎপাদন করি। এমনিভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করে থাকি, যাতে তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৭) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ এভাবেই তোমরাও সবাই মৃত্যুর পরে (কাবর হতে) উত্থিত হবে।

২০। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ।	٢٠. وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ
২১। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে	٢١. وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٲجًا لِّتَسۡكُنُوٓاْ

তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।	إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

আল্লাহ তা'আলার কয়েকটি নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাঁর ক্ষমতার নিদর্শন অনেক রয়েছে। নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি মানব জাতির পিতা আদমকে (আঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর সমগ্র মানব জাতিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন একবিন্দু অপবিত্র পানি (বীর্য) দ্বারা। অতঃপর মানুষকে তিনি খুবই সুদর্শন করে গড়েন। শুক্রকে তিনি জমাট রক্তে, অতঃপর গোশতে পরিণত করেন ও তার উপর অস্থি তৈরী করেন। আর অস্থিগুলিকে তিনি গোশতের আবরণ দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর তিনি তাতে রূহ ফুঁকে দেন। এরপর নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু সৃষ্টি করেন এবং মায়ের পেট হতে নিরাপদে বের করে আনেন। অতঃপর দুর্বলতা দূর করে দিয়ে সবলতা প্রদান করেন। দিন দিন শক্তিকে আরও মযবূত করেন। বিভিন্ন শহর-নগর তৈরী করার নানা প্রকার উপকরণ ও শারীরিক শক্তি দান করেছেন। সাগরের পানিতে, মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানোর জন্য নানা প্রকার আরোহণযোগ্য যন্ত্র ও জন্তুর ব্যবস্থা করেছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষমতা, ধ্যান, গবেষণা ইত্যাদির জন্য ধী-শক্তি দান করেছেন। তিনি পার্থিব কাজ কারবার বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। আখিরাতে পরিত্রাণ লাভের জ্ঞান দান করেছেন এবং আমল শিখিয়েছেন।

পবিত্রময় ঐ আল্লাহ যিনি মানব জাতিকে প্রত্যেক কাজের বিষয়ে অনুমান করার শক্তি দিয়েছেন, প্রত্যেককে এক এক মর্যাদায় রেখেছেন। দৈহিক গঠন ও আকৃতি, কথা-বার্তা, ধনী-গরীব, জ্ঞানী-মূর্খ, ভাল-মন্দ নির্বাচন শক্তি, দয়া-দাক্ষিণ্য, দানশীলতা ও কার্পণ্য ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক করেছেন, যাতে প্রত্যেকে মহান রবের বহু নিদর্শন নিজের মধ্যে ও অন্যের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে দেখে নিতে পারে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ *তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ।* আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র পৃথিবী হতে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তা দিয়ে আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছেন। অতএব পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মাটির রংয়ের ন্যায় মানুষের রং হয়ে থাকে। কেহ সাদা, কেহ কালো, কেহ লাল, আবার কেহ কেহ এর মাঝামাঝি। কেহ অত্যন্ত খারাপ স্বভাবের, কেহ অত্যন্ত ভাল স্বভাবের, কেহ খুব মিশুক, কেহ বদ-মেজাযী, আবার কেহ এর মাঝামাঝি হয়ে থাকে। (আহমাদ ৪/৪০৬, আবূ দাউদ ৫/৬৭, তিরমিযী ৮/২৯০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এও রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই ব্যক্তি হতেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন সে তার নিকট থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৯)

আল্লাহ তা'আলা আদমের (আঃ) বাম দিকের ক্ষুদ্র বক্ষাস্থি হতে হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেছেন। অতএব এটা চিন্তার বিষয় যে, মহান আল্লাহ যদি মানুষের সঙ্গিনী মানুষ হতে সৃষ্টি না করে অন্য প্রাণী হতে, যেমন জিন ইত্যাদি হতে সৃষ্টি করতেন তাহলে মানুষ এখন যেমন স্ত্রী নিয়ে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করে থাকে তা কখনও লাভ করতে পারতনা। প্রেম ও ভালবাসা শুধুমাত্র একই প্রকারের মৌলিক বস্তু হতে লাভ করা সম্ভব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। স্বামীতো ভালবাসার কারণেই স্ত্রীর দেখা-শোনা করে থাকে, তার প্রতি দয়া করে এবং তাকে সদা খেয়ালে রাখে। কারণ তার থেকে তার সন্তান জন্মেছে। তাদের দেখা-

শোনা তাদের উভয়ের মেলামেশার উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই মানুষ নিজ নিজ জীবন-সঙ্গিনী নিয়ে আরাম ও সুখে জীবন যাপন করছে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ এগুলিও রাব্বুল আলামীনের মেহেরবানী এবং তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার একটি বড় নিদর্শন।

২২। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।	٢٢. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّلْعَـٰلِمِينَ
২৩। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।	٢٣. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাশক্তির নিদর্শন বর্ণনা করছেন। এ মহা প্রশস্ত আকাশের সৃষ্টি এবং তা তারকামণ্ডলী দ্বারা সুসজ্জিতকরণ, এগুলির চাকচিক্য, এগুলির মধ্যে কিছু কিছু আবর্তনশীল, কোন কোনটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে থাকে, পৃথিবীকে একটি মযবূত রূপদান করে সৃষ্টি করা, তাতে ঘনঘন বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করা, পাহাড়-পর্বত, প্রশস্ত মাঠ, বন-জঙ্গল, নদ-নদী, সাগর-উপসাগর, উঁচু উঁচু টিলা, পাথর, বড় বড় গাছ ইত্যাদি সৃষ্টি করা, মানুষের ভাষা ও রংয়ের বিভিন্নতা,

আরাবের ভাষা তাতারীরা বুঝেনা, কুর্দিদের ভাষা রোমকরা বুঝেনা, ইংরেজদের ভাষা তুর্কিরা বুঝেনা, বার্বারদের ভাষা হাবশীরা বুঝতে পারেনা, ভারতীয়দের ভাষা ইরাকীরা বুঝেনা, ইনতাকালিয়া, আরমানিয়া, জাযীরিয়া ইত্যাদি, আল্লাহ জানেন আরও কত ভাষা আছে যা আদম সন্তানরা বলে থাকে। এগুলি বিশ্ব রবের মহাশক্তির নিদর্শন নয় কি? ভাষার বিভিন্নতার পরে আসে রংয়ের পার্থক্য। এগুলি নিঃসন্দেহে আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতার বিকাশ ও অসীম শক্তির নিদর্শন।

একটু চিন্তা-গবেষণা করলেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত কত লক্ষ কোটি আদম সন্তান সৃষ্টি হয়েছে। কেহ কেহ একই বংশের, একই গোত্রের, একই দেশের এবং একই ভাষাভাষী লোক হতে পারে। মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসাবে তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন দিক দিয়েই কোন পার্থক্য থাকবেনা এটা সম্ভব নয়। সবারই দু'টি চক্ষু, দু'টি ভ্রু, একটি নাক, দু'টি কান, একটি কপাল, একটি মুখ, দু'টি ঠোঁট, দু'টি গাল ইত্যাদি রয়েছে। এতদসত্ত্বেও একজন অপরজন হতে পৃথক। কোন না কোন এমন গুণ বা বিশেষত্ব রয়েছে যদ্বারা একজনকে অপরজন হতে অবশ্যই পৃথক করা যাবে। যেমন গাম্ভীর্য, স্বভাব-চরিত্র, কথাবার্তা বলার ভঙ্গিমা ইত্যাদি সবারই এক রকম নয়, যদিও তা কোন কোন সময় গুপ্ত ও হালকা হয়ে থাকে। কেহ খুবই সুন্দর, কেহ বদমেজাযী। সুতরাং রূপ ও আকারে একই মনে হলেও ভালভাবে লক্ষ্য করলে পার্থক্য পরিলক্ষিত হবেই। হয়তো প্রত্যেকেই জ্ঞানী, খুবই শক্তিশালী, বড় কারিগর, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের কীর্তি-কলাপের মাধ্যমে তাদেরকে পৃথক করা যাবেই।

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِه নিদ্রা কুদরাতের একটি নিদর্শন। এর দ্বারা মানুষ তার ক্লান্তি দূর করে এবং আরাম ও শান্তি লাভ করে। এ জন্যই পরম করুণাময় আল্লাহ রাত্রির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আবার দুনিয়ার লাভালাভের জন্য, আয়-উপার্জনের জন্য, জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য মহামহিমান্বিত আল্লাহ দিবস বানিয়েছেন। দিবস রজনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ অবশ্যই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের জন্য এগুলি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতার বড় নিদর্শন।

২৪। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে	٢٤. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ

خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِۦ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ	যে, তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারক রূপে এবং তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।
٢٥. وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ	২৫। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে মাটি হতে উঠার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে।

وَمِنْ آيَاتِه يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا আল্লাহ তা‘আলার বিরাট সত্তার দলীল স্বরূপ এখানে আর একটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। আকাশে তাঁরই আদেশে বিদ্যুৎ চমকায়। তা দেখে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয় যে, না জানি হয়তো বিদ্যুচ্ছটা তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। তাই তারা কামনা করে যে, বিদ্যুৎ যেন তাদের উপর পতিত না হয়। আবার মানুষ কখনও আশান্বিত হয় যে, ভালই হয়েছে, এখন বৃষ্টি হবে এবং পানি থৈ থৈ করবে, চারদিকে পানি বয়ে চলবে ইত্যাদি ধরনের আশায় আশান্বিত হয়ে থাকে।

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا আল্লাহ তা‘আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এর ফলে যে ভূমি শুষ্ক হয়ে পড়েছিল, যাতে মোটেই রস ছিলনা, ওকে তিনি পুনর্জীবিত করেন।

ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٍ

তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫) এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ তাঁর আর একটি নিদর্শন এই যে, যমীন ও আসমান তাঁরই হুকুমে স্থিতিশীল রয়েছে।

وَيُمۡسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦٓ

এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে ওটা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬৫)

إِنَّ ٱللَّهَ يُمۡسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ أَن تَزُولَا

আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪১)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন কোন কিছু বিশ্বাস করানোর জন্য শপথ করতেন তখন বলতেন ঃ সেই আল্লাহর শপথ! যিনি আসমান ও যমীনকে ধারণ করে আছেন। অতঃপর কিয়ামাতের দিন যমীনকে পরিবর্তন করে দিবেন এবং মৃতরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে কাবর থেকে উত্থিত হবে। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে উঠানোর জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَوۡمَ يَدۡعُوكُمۡ فَتَسۡتَجِيبُونَ بِحَمۡدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلًا

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّمَا هِيَ زَجۡرَةٌ وَٰحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র। ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ১৩-১৪) আরও এক জায়গায় বলেন ঃ

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

এটা হবে শুধুমাত্র এক মহানাদ; তখনই তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৩)

২৬। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ।	٢٦. وَلَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ
২৭। তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই, এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٢٧. وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমান ও যমীনের যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ সবাই তাঁর দাস-দাসী। সবকিছুর অধিপতি একমাত্র তিনিই। তাঁর সামনে সবকিছুই অসহায়।

সৃষ্টির পুনরাবর্তন আল্লাহর কাছে খুবই সহজ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর তিনি এটাকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন।

পুনর্বারের সৃষ্টি সাধারণতঃ প্রথমবারের সৃষ্টি অপেক্ষা সহজতর হয়ে থাকে। ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে কোন কিছু সৃষ্টি করা তাঁর জন্য খুবই সহজ। (তাবারী ২০/৯২) মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ কোন কিছু পুনরায় সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে সহজ, আর প্রথমবার সৃষ্টি করাও তাঁর জন্য অতি সহজ। (তাবারী ২০/৯২) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মন্তব্য করেছেন। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অথচ তা করা তাদের উচিত নয়। তারা আমাকে গালি দেয়, অথচ এটা তাদের জন্য মোটেই সমীচীন নয়। তাদের আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এই যে, তারা বলে ঃ 'আল্লাহ তা'আলা যেভাবে আমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন সেইভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারবেননা।' অথচ প্রথমবারের সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি সহজতর। আর তাদের আমাকে গালি দেয়া এই যে, তারা বলে ঃ 'আল্লাহর সন্তান আছে।' অথচ আল্লাহ এক এবং তিনি অভাব মুক্ত। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই। (ফাতহুল বারী ৮/৬১১, ৬১২) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর উপর কারও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। সবাই তাঁর অধীনস্থ। প্রত্যেকেই তাঁর সামনে শক্তিহীন ও অসহায়। তাঁর কথায়, তাঁর কাজে, তাঁর আইনে, তাঁর নির্বাচনে, এক কথায় সর্বক্ষেত্রেই তিনি একচ্ছত্র অধিপতি। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন ঃ এ আয়াতটি হচ্ছে নিম্নের আয়াতটির অনুরূপ ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১১)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুনকাদির (রহঃ) বলেছেন যে, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى দ্বারা উদ্দেশ্য হল لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।

২৮। (আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের	٢٨. ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِّنْ

মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন ঃ তোমাদেরকে আমি যে রিয্ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশনাবলী বিবৃত করি।	أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَـٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
২৯। বস্তুতঃ সীমা লংঘনকারীরা অজ্ঞতা বশতঃ তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে, সুতরাং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে তাকে সৎ পথে পরিচালিত করবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।	٢٩. بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

তাওহীদের তুলনা

মাক্কার কুরাইশ ও মুশরিকরা যাদের মেনে চলত তাদেরকে তারা আল্লাহর সমকক্ষ মনে করত। সেই সাথে তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, এরা সবাই আল্লাহর বান্দা ও তাঁর অধীনস্থ। সুতরাং তারা হাজ্জ ও উমরাহর সময় لَبَّيْكَ বলার সাথে সাথে বলত ঃ

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ الاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ আমি আপনার নিকট হাযির আছি, আপনার কোন শরীক বা অংশীদার নেই, ঐ শরীক ছাড়া যে

নিজে এবং যে জিনিসের সে মালিক তা সবই আপনার অধিকারভুক্ত। অর্থাৎ শরীকরা এবং তারা যা কিছুর মালিক তার সব কিছুর মালিক আপনিই।

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء সুতরাং তাদেরকে এমন এক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যা মুশরিকরা নিজেদেরই মধ্যে পেয়ে থাকে এবং যেন তারা এ কথাটা নিয়ে ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখতে পারে। তাদেরকে বলা হচ্ছে ঃ যা তোমরা বলছ তাতে তোমরা নিজেরাই কি সম্মত হবে? মালিকের ধন-সম্পদের উপর তার গোলাম কি সমানভাবে মালিক হয়?

تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ আর সব সময় কি তার এ উৎকণ্ঠা থাকে যে, তার গোলামরা তার ধন-সম্পদ বন্টন করে নিয়ে যাবে? না, তা কখনোই নয়। আবূ মিজলিয (রহঃ) বলেন ঃ তোমরা যেমন আশা কর যে, তোমাদের দাস-দাসীরা তোমাদের সম্পদের কোন অংশ পাবেনা যেহেতু তা পাবার অধিকার তাদের নেই, তেমনি আল্লাহর সৃষ্টির কারও কোন অধিকার নেই তাঁর অংশীদার হওয়া। (তাবারী ২০/৯৬) তাই বিষয় হল এই যে, তোমাদের দাস-দাসীদের তোমাদের যে বিষয়ের ব্যাপারে অধিকার নেই তা তাদেরকে দেয়ার ব্যাপারে তোমরা যেমন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কর, তেমনি আল্লাহ যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের কেহকে কি করে তাঁর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করছ?

তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কাফিরেরা লাব্বাইক বলত এবং লা শারীকা লাকা বলে আল্লাহর অংশীদার বাতিল করে দিত। তারাই আবার পরক্ষণে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে তাদের দেবতাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিত। এ কারণেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। বলা হয়েছে ঃ

هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ *তোমাদেরকে আমি যে রিয্ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর?* (তাবারানী ১২/২০) 'তুমি যখন নিজ গোলামকে শরীক স্বীকার করতে পারছনা তখন আল্লাহর বান্দাকে তাঁর শরীক মনে কর কোন বিচারে' এ পরিষ্কার কথাটা বলার পর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ এভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি। মুশরিকদের কাছে জ্ঞান সম্মত ও শারীয়াত সম্মত কোনই দলীল নেই।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم তারা যা কিছু বলছে সবই অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই বলছে। فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ যখন তারা হক পথ হতে সরে গেছে তখন তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া কেহই হক পথে আনতে পারবেনা। وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। কে আছে যে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠোঁট নাড়াতে পারে? কে আছে যে তার উপর দয়া করতে পারে যার উপর আল্লাহ দয়া না করেন? তিনি যা চান তা'ই হয় এবং যা চান না তা হয়না।

৩০। তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা।	٣٠. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
৩১। বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	٣١. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

৩২। যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।	٣٢. مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

তাওহীদকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ তোমরা একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের (আঃ) দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও, যে দীনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন যাতে রয়েছে পথ নির্দেশ ও হিদায়াত। রবের শান্তিপূর্ণ প্রকৃতির উপর (ফিতরাত) তারাই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যারা এই দীন ইসলামের অনুসারী। এরই উপর অর্থাৎ তাওহীদের উপর আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রোজে আযলের উপর সকলকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ

যখন তোমার রাব্ব বানী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কি তোমাদের রাব্ব (প্রভু) নই? তারা সমস্বরে উত্তর দিল ঃ হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭২) একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মবাদের উপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শাইতান তাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে ফেলে। (মুসলিম ৪/২১৯৭)

এ হাদীসটিতে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ তা‘আলা সমগ্র সৃষ্টিকে নিজ দীনের উপর (ফিতরাত) সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তী সময়ে লোকেরা কেহ ইয়াহুদিয়্যাত কেহ নাসরানিয়্যাত, কেহ মাজুসীয়াত কবূল করে নিয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ *আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।* কেহ কেহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করনা। যদি তা কর তাহলে তিনি যে ফিতরাতের উপর তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দূরে সরিয়ে ফেললে। সুতরাং এ আদেশটি হল নির্দেশনা মূলক। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا

আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৭) এটি একটি সুন্দর ও সঠিক ব্যাখ্যা। অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সবারই স্বভাবগত ধর্ম (ফিতরাত) একই ধরণের। তারা একই অভ্যাস/প্রকৃতিসহ জন্ম নিয়েছে এবং এ ব্যাপারে পৃথিবীর কোন মানুষের মধ্যেই বৈষম্য নেই। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এখানে ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। (তাবারী ২০/৯৯) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, ইহা হল আল্লাহর মনোনীত ধর্ম এবং ইসলামের ফিতরাত। অতঃপর তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক শিশু ফিৎরাত বা প্রকৃতির উপর ভূমিষ্ট হয়ে থাকে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান কিংবা মাজূসী করে গড়ে তোলে, যেমন প্রতিটি পশুর নিখুঁত বাচ্চা পয়দা হয়। তোমরা কি তাদের জন্মের সময় কোন খুঁত দেখতে পাও? তারপর তিনি فِطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ... الخ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭২, মুসলিম ৪/২০৪৭, ২০৪৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ এটাই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। তারা অজ্ঞতার কারণেই আল্লাহর পবিত্র দীন হতে দূরে সরে যায়, ফলে দীনের সুফল হতে বঞ্চিত হয়। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসী অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ তোমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, তাঁরই দিকে ঝুঁকে থাক এবং তাঁরই দিকে মনোনিবেশ কর। তোমরা সালাত কায়েম কর যা সব থেকে বড় ইবাদাত এবং সবচেয়ে বড় আনুগত্য। তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। তোমরা নিখুঁতভাবে তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হও। তাঁকে ছেড়ে তোমার মনোবাসনা অন্যের কাছে পূরণের আশা করনা।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইব্ন আবী মারিয়াম (রহঃ) বলেন ঃ উমার (রাঃ) মুয়ায ইব্ন জাবলের (রাঃ) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উমার (রাঃ) তাকে বললেন ঃ এই উম্মাতের দীনের ভিত্তি কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এগুলি হচ্ছে তিনটি জিনিস এবং এগুলিই নাজাতের উপায়। প্রথম হল ইখলাস বা আন্তরিকতা, যা হল ফিৎরাত বা প্রকৃতি, যার উপর আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় হল সালাত যা মানুষকে মুসলিম কিংবা কাফির হিসাবে চিহ্নিত করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই দীন। তৃতীয় হল ইতাআ'ত বা আনুগত্য। এটাই হল মানুষের জন্য রক্ষাকবচ। এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বললেন ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। (তাবারী ২০/৯৮)

দলে দলে বিভক্ত হওয়া বনাম একই দলভুক্ত থাকা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ তোমরা ঐ মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা যারা নিজেদের দীনকে বদল করে দিয়েছে। তারা কোন কোন কথা মেনে নিয়েছে এবং কোন কোন কথা অস্বীকার করেছে।

فَرَّقُوا এর দ্বিতীয় পঠন فَارِقُوْا রয়েছে। অর্থাৎ তারা দীনকে অবহেলা করছে এবং ছেড়ে দিয়েছে। যেমন ইয়াহূদী, নাসারা, মাজুসী, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক ও অন্যান্য বাতিল পন্থীরা কার্যতঃ তাদের দীনকে ছেড়ে দিয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খন্ড বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই, তাদের বিষয়টি নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সমর্পিত। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫৯)

উম্মাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তারা সবাই বাতিল দীনকে ধারণ করে নিয়েছিল। প্রত্যেক দলই দাবী করত যে, তারা সত্য দীনের উপর রয়েছে এবং অন্যান্য সব দলই বিপথে আছে। আসলে হক বা সত্য তাদের সব দল হতেই লোপ পেয়েছে। এই উম্মাতের মধ্যেও বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এগুলির মধ্যে একটি দল সত্যের উপর রয়েছে এবং অন্যান্য সব দলই বিভ্রান্ত। এই সত্যপন্থী দলটি হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, যারা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মযবূতভাবে ধারণ করে রয়েছে, যার উপর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও মুসলিম ইমামগণ ছিলেন। পূর্বযুগেও এবং এখনও। যেমন মুসতাদরাক হাকিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দল ঐটি যারা ওরই অনুসরণ করবে যার উপর আজ আমি ও আমার সাহাবীগণ রয়েছি। (হাকিম ১/১২৯)

৩৩। মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা বিশুদ্ধ চিত্তে তাদের রাব্বকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ	٣٣. وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم

আস্বাদন করান তখন তাদের এক দল তাদের রবের সাথে শরীক করে -	مِّنۡهُ رَحۡمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنۡهُم بِرَبِّهِمۡ يُشۡرِكُونَ
৩৪। তাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য। সুতরাং ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।	٣٤. لِيَكۡفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيۡنَٰهُمۡۚ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
৩৫। আমি কি তাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে?	٣٥. أَمۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِۦ يُشۡرِكُونَ
৩৬। আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন তারা উৎফুল্ল হয় এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হলেই তারা হতাশ হয়ে পড়ে।	٣٦. وَإِذَآ أَذَقۡنَا ٱلنَّاسَ رَحۡمَةً فَرِحُواْ بِهَاۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ إِذَا هُمۡ يَقۡنَطُونَ
৩৭। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক প্রশস্ত করেন অথবা তা সীমিত করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।	٣٧. أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ

যেভাবে মানুষ তাওহীদ ও শির্ক এবং আশা ও নিরাশার দোলাচলে দোদুল্যমান

আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বভাব ও অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন তাদের উপর দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ আপতিত হয় তখন অংশীবিহীন আল্লাহর কাছে তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কষ্ট ও বিপদ হতে মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করে। তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাহমাত তাদের উপর বর্ষণ করেন তখন তারা তাঁর সাথে শির্ক করতে শুরু করে এবং তাদেরকে ইবাদাতে শামিল করে। আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাতরাজির প্রতি তারা কতইনা অকৃতজ্ঞ!

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ অতঃপর তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হচ্ছে যে, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন ঃ আইন প্রয়োগকারী কোন পুলিশ যদি কেহকে ভয় দেখায় ও ধমক দেয় তাহলে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ঐ সত্তার ধমকে আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হইনা যাঁর অধিকারে সব কিছুই রয়েছে এবং কোন কিছু করার জন্য 'হও' বলাই যাঁর জন্য যথেষ্ট।

أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا অতঃপর মুশরিকদের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি তাদের শিরকের কোন দলীল অবতীর্ণ করিনি।

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا এরপর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী মানুষের একটি বদ-স্বভাবের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সব মানুষই সুখের সময় আল্লাহকে ভুলে যায়। তখন সে অহংকারী হয়ে উঠে এবং বলে ঃ

ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ

আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল। (আর) সে গর্ব করতে থাকে, আত্ম প্রশংসা করতে থাকে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০)

وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ আর বিপদে পড়লে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং বলে ঃ হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার সুখ-শান্তির আর কোন আশা নেই।

إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে ও ভাল কাজ করে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১) যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ মু'মিনের জন্য বিস্ময় যে, আল্লাহ তার জন্য যা ফাইসালা করেন তা তার জন্য মঙ্গল ও কল্যাণকরই হয়। যদি তার উপর সুখ-শান্তি আপতিত হয় এবং এ জন্য সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তাকে বিপদ ও দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে এবং সে ধৈর্যধারণ করে তাহলে সেটাও হয় তার জন্য মঙ্গলজনক। (মুসলিম ৪/২২৯৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক প্রশস্ত করেন অথবা সীমিত করেন? তিনিই মালিক মুখতার। তিনি স্বীয় কৌশল অনুযায়ী দুনিয়াকে সাজিয়েছেন। তিনি কেহকে প্রচুর রিয্ক দান করেন এবং কেহকে অভাব-অনটনে রাখেন। কেহ অভাবের জীবন বয়ে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, আবার কেহ প্রাচুর্যের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ এসবের মধ্যে অবশ্যই মু'মিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৩৮। অতএব আত্মীয়কে দিয়ে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।	٣٨. فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
৩৯। মানুষের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় সুদে যা কিছু তোমরা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি পায়না। বরং	٣٩. وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা যা দান কর তার পরিবর্তে তোমরা বহুগুণ প্রাপ্ত হবে।	عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ
৪০। আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিয্‌ক দিয়েছেন; তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেহ আছে কি, যে এ সবের কোন একটিও করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান।	٤٠. ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىْءٍ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সুদ নিষিদ্ধ করণ

ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক যুক্ত রাখার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। মিসকীন বলা হয় তাকে যার কাছে কিছু না কিছু থাকে, কিন্তু তা তার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাদের সাথেও সদ্ব্যবহারের ও তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের আদেশ করা হয়েছে। যে মুসাফির বিদেশে গিয়ে অর্থের অভাবে পড়েছে তার প্রতিও দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এগুলি তার জন্য উত্তম কাজ যে আশা পোষণ করে যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ লাভ ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের আমলের জন্য এগুলি উত্তম পন্থা যা দ্বারা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়। এ ধরনের লোকই দুনিয়া ও আখিরাতে নাজাত পাবে।

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللَّه এ আয়াতের তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), আশ শা'বি (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন লোক এ নিয়াত করে কোন লোকদেরকে দান করে যে, তারা তাকে তার চেয়ে বেশী প্রতিদান হিসাবে ফেরত দিবে তাহলে তাতে তার কোন সাওয়াব হবেনা। আল্লাহ তা'আলার কাছে তার জন্য এর কোনই বিনিময় নেই। (তাবারী ২০/১০৪, ১০৫) যাহহাক (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার উক্তি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ

অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করনা। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তা'ই বৃদ্ধি পায় ও তারাই সমৃদ্ধশালী। অর্থাৎ তাদের জন্য সাওয়াব ও প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ হালাল উপার্জন দ্বারা একটি মাত্র খেজুর সাদাকাহ করা হলে আল্লাহ রাহমানুর রাহীম স্বীয় ডান হাতে তা গ্রহণ করেন এবং তা এমনভাবে প্রতিপালন করেন ও বাড়িয়ে দেন, যেমনভাবে তোমাদের কেহ ঘোড়া বা উটের বাচ্চা প্রতিপালন করে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত একটি খেজুর উহুদ পাহাড় অপেক্ষাও বড় হয়ে যায়। (মুসলিম ২/৭০২)

সৃষ্টি, রিয্ক, হায়াত এবং মাউত সবই আল্লাহর হাতে

আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা। মানুষ মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ট হওয়ার সময় উলঙ্গ, অজ্ঞ, শ্রবণশক্তিহীন, দৃষ্টিশক্তিহীন, শারীরিক শক্তিহীন অবস্থায় থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এ সবকিছু দান করেন। ধন-দৌলত, মালিকানা প্রদান করেন, উপার্জনক্ষম করেন, পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও মালিকানা লাভ করার বুদ্ধি দান করেন। মোট কথা, অসংখ্য নি'আমাত দান করেন। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم তিনি এই জীবনের অবসানের পর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর কিয়ামাতের দিন পুনরায় জীবিত

করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেহ আছে কি, যে এসবের কোন একটিও করতে পারে?

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তাঁর মহান পবিত্রতম সত্তা এসব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কেহ তাঁর শরীক হোক এ হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর সমকক্ষ কেহ নেই, সন্তানাদি ও পিতা-মাতা হতে তিনি বহু উর্ধ্বে। তিনি একক, তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই।

৪১। মানুষের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।	٤١. ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
৪২। বল ঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমন কর এবং দেখ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে! তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।	٤٢. قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ

এই পৃথিবীতে অর্জিত পাপের পরিণাম

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এখানে بَرٌّ দ্বারা উদ্ভিদহীন মরু প্রান্তরকে বুঝানো হয়েছে। আর بَحْرٌ দ্বারা বুঝানো হয়েছে শহর ও গ্রামকে। অন্যত্র ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, بَرٌّ দ্বারা ঐ সমস্ত শহরকে বুঝানো হয়েছে যা

নদীর তীরে অবস্থিত। (তাবারী ২০/১০৮) بَحْرٌ দ্বারা বুঝানো হয়েছে সমুদ্রকে যা মানুষের নিকট পরিচিত।

যায়িদ ইব্ন রাফি (রহঃ) ظَهَرَ الْفَسَادُ এর অর্থ করেছেন ঃ স্থল ভাগের বিপর্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হল বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফসল ও ফল-মূল সৃষ্টি না হওয়া এবং দুর্ভিক্ষ হওয়া। আর সমুদ্রের বিপর্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হল পানিতে থাকা প্রাণীদের বিপর্যয় হওয়া। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ আল মুকরী (রহঃ) সুফিয়ান (রহঃ) হতে, তিনি হুমাইদ ইব্ন কায়িস আল আরায (রহঃ) হতে, তিনি মুজাহিদ (রহঃ) হতে বলেন যে, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ এর অর্থ হচ্ছে মানব সন্তান হত্যা করা এবং জোরপূর্বক নৌযান ছিনিয়ে নেয়া। কিন্তু প্রথম বর্ণিত ব্যাখ্যাটি বেশী প্রকাশমান।

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, ফল বা খাদ্যশস্যের ক্ষতি মানুষের পাপের কারণে হয়ে থাকে। আবুল আলিয়াহ (রহঃ) বলেন ঃ যারা আল্লাহর অবাধ্য তারাই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। কারণ আসমান ও যমীনের স্বাভাবিক অবস্থা আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের দ্বারা হয়ে থাকে। সুনান আবূ দাউদে রয়েছে ঃ যমীনে একটি হদ (পাপের শাস্তি) কায়েম হওয়া যমীনবাসীর উপর বর্ষিত চল্লিশ দিনের বৃষ্টি অপেক্ষা উত্তম। (আবূ দাঊদ ৮/৭৫) এটা এ কারণে যে, হদ কায়েম হলে পাপীরা পাপ কাজ হতে বিরত থাকবে। আর দুনিয়ায় যখন পাপ কাজ বন্ধ হয়ে যাবে তখন দুনিয়াবাসী আসমান ও যমীনের বারাকাত লাভ করবে।

শেষ যুগে যখন ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আঃ) পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরিত হবেন ও পবিত্র শারীয়াত মুতাবেক ফাইসালা দিতে থাকবেন, যেমন শূকরের হত্যা, ক্রুসকে ভেঙ্গে ফেলা, জিযিয়া কর বন্ধ অর্থাৎ হয় ইসলামের কবূলিয়ত, না হয় যুদ্ধ। তারপর তাঁর সময় দাজ্জাল ও তার অনুসারীদের পতন ও ইয়াজূজ-মা'জূজের ধ্বংস সাধন হয়ে যাবে, তখন যমীনকে বলা হবে ঃ তোমার বারাকাত ফিরিয়ে আন। সেই দিন একটি ডালিম ফল একটি বড় দলের (খাদ্য হিসাবে) যথেষ্ট হবে। এ ডালিম এত বড় হবে যে, ওর বাকলের নীচে এসব লোক ছায়া গ্রহণ করতে পারবে। একটি উষ্ট্রীর দুগ্ধ একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। এসব বারাকাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াত জারীকরণের ফলে হবে। তাঁর দেয়া শারীয়াত-বিধি যেমন বাড়তে থাকবে এ বারাকাতের পরিমাণও তেমন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ফাজের বা পাপাচারী লোকের ব্যাপারে

হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, তাদের মৃত্যুর কারণে শহরের লোকজন, গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদি সবাই শান্তি লাভ করে থাকে। (তিরমিযী ২০১৩, হাসান)

মুসনাদ আহমাদে আবূ কাহযাম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যিয়াদ অথবা ইব্‌ন যিয়াদের আমলে একটি থলে পাওয়া গিয়েছিল যাতে খেজুরের বড় আঁটির মত গমের দানা ছিল। তাতে লিখা ছিল ঃ এটা ঐ সময় উৎপন্ন হতো যখন ন্যায়-নীতি বিদ্যমান ছিল। (আহমাদ ২/২৯৬)। এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ এর ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে, যেমন সম্পদের ক্ষতি, ফল-ফসলের ক্ষতি অথবা নিজ জীবনের ক্ষতি ইত্যাদি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَبَلَوْنَـٰهُم بِٱلْحَسَنَـٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আর আমি ভাল ও মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে! কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। সেগুলি দেখে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

৪৩। তুমি সরল দীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহর নির্দেশে অনিবার্য দিন আসার পূর্বে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।	٤٣. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۖ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ
৪৪। যে কুফরী করে, কুফরীর শাস্তি তারই; যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা।	٤٤. مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

৪৫। কারণ যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি কাফিরদেরকে পছন্দ করেননা।	٤٥. لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَـٰفِرِينَ

কিয়ামাতের আবির্ভাবের পূর্বেই সরল পথ অবলম্বনের তাগিদ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّه

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে সরল সঠিক দীনের উপর দৃঢ় থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর ইবাদাত করার হিদায়াত করছেন। তিনি বলেন ঃ জান-মাল দিয়ে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড় কিয়ামাত আসার পূর্বে। যখন কিয়ামাত সংঘটনের আদেশ হয়ে যাবে তখন ঐ সময়কে কেহই বন্ধ করতে পারবেনা।

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ সেদিন ভাল ও মন্দ পৃথক হয়ে যাবে। একদল জান্নাতে যাবে এবং আর একদল জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। কাফির তার কুফরীর বোঝার নীচে চাপা পড়ে যাবে। সৎ লোকেরা তাদের কৃত সৎ কাজের কারণে উত্তম ও সুখময় স্থানে অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সৎ আমল অনেক গুণ বাড়িয়ে দিবেন এবং এভাবে তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। তাদের এক একটি সৎ আমল দশগুণ হতে বাড়াতে বাড়াতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হবে। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ কাফিরদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেননা। তা সত্ত্বেও তাদের উপর কোন যুল্ম করা হবেনা।

৪৬। তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দেয়ার জন্য ও তোমাদেরকে তাঁর	٤٦. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن

رَّحۡمَتِهِۦ وَلِتَجۡرِىَ ٱلۡفُلۡكُ بِأَمۡرِهِۦ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ	অনুগ্রহ আস্বাদন করানোর জন্য, এবং যেন তাঁর বিধানে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।
٤٧. وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوۡمِهِمۡ فَجَآءُوهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَٱنتَقَمۡنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجۡرَمُواْ ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ	৪৭। আমি তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। মু'মিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হল বাতাস

وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِه আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, বৃষ্টি শুরু হওয়ার পূর্বে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করে জনগণকে বৃষ্টির আশায় আশান্বিত করা তাঁরই কাজ। তারপর বৃষ্টি প্রদান করে থাকেন তিনিই, যাতে লোকবসতি আবাদ হয়, জীবজন্তু জীবিত থাকে এবং সাগরে জাহাজ চলতে পারে। وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِه জাহাজ চলাও আবার বায়ুর উপর নির্ভরশীল। তখন মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য ও রুযী-রোজগারের জন্য সেখানে চলাফিরা করতে পারে। وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ অতএব মানুষের উচিত আল্লাহর অসংখ্য নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এরপর মহান আল্লাহ প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا তারা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে জানবে যে, এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। তোমার পূর্ববর্তী নাবীদেরকেও তাদের উম্মাতরা বাঁকা বাঁকা কথা বলেছিল। তাদের কাছে তারাও উজ্জ্বল দলীল প্রমাণ আনয়ন করেছিল এবং মু'জিযা দেখিয়েছিল। অবশেষে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের আল্লাহর আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল এবং মু'মিনরা ঐ আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিজ ফাযল ও কারমে স্বীয় সৎ বান্দাদেরকে সাহায্য করা নিজের উপর অবশ্য কর্তব্য করে নিয়েছেন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ

তোমাদের রাব্ব নিজের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৪)

আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যদি কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিমের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হওয়া থেকে রক্ষা করে তাহলে আল্লাহর উপর এটা হক যে, তিনি তাকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করবেন। অতঃপর তিনি وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ এ আয়াতাংশটি পাঠ করেন। (বুখারী ৬৫১২)

৪৮। আল্লাহ! তিনি বায়ু প্রেরণ করেন; ফলে এটা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে, অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খন্ড বিখন্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও ওটা হতে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে	٤٨. ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا ۖ فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَـٰلِهِۦ

ইচ্ছা তাদের নিকট ওটা পৌঁছে দেন তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল -	فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ
৪৯। যদিও তারা তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল।	٤٩. وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡهِم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمُبۡلِسِينَ
৫০। আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর - কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন! এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।	٥٠. فَٱنظُرۡ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحۡمَتِ ٱللَّهِ كَيۡفَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ
৫১। এবং আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা দেখে যে, শষ্য পীত বর্ণ ধারণ করেছে তখনতো তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।	٥١. وَلَئِنۡ أَرۡسَلۡنَا رِيحٗا فَرَأَوۡهُ مُصۡفَرّٗا لَّظَلُّواْ مِنۢ بَعۡدِهِۦ يَكۡفُرُونَ

যমীনের পুনর্জীবন কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার একটি নিদর্শন

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন যে, তিনি বায়ু পাঠিয়ে দেন, আর তা মেঘমালাকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। সাগর থেকে অথবা অন্য যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে হুকুম করে মেঘমালা আনয়ন করেন।

فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء অতঃপর রাব্বুল আলামীন মেঘকে আকাশে ছড়িয়ে দেন, বিস্তার করেন এবং অল্প থেকে বেশী করেন। তারপর তা আকাশের চতুর্দিককে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এও দেখা যায় যে, সাগর হতে মেঘ উত্থিত হয়ে ঘন ও ভারী হচ্ছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَـٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

সেই আল্লাহই স্বীয় রাহমাতের (বৃষ্টির) আগে বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারী রূপে প্রেরণ করেন। যখন ঐ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে আসে তখন আমি এই মেঘমালাকে কোন নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে প্রেরণ করি। অতঃপর ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করি, তারপর সেই পানির সাহায্যে সেখানে সর্ব প্রকার ফল ফলাদি উৎপাদন করি। এমনিভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করি, যাতে তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৭) অতঃপর এখানে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا *আল্লাহ! তিনি বায়ু প্রেরণ করেন; ফলে এটা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে, অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খন্ড বিখন্ড করেন।* মুজাহিদ (রহঃ), আবূ আমর ইবনুল আলা (রহঃ), মাতার আল ওয়াররাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে টুকরা টুকরা করে ফেলা। (তাবারী ২০/১১৪) যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ছড়িয়ে দেয়ার পর আবার তা স্তুপাকৃতি করা। অন্যান্যরা বলেন যে, কালো বর্ণ। কারণ তা অনেক পানি বহন করে এবং তা কখনও কখনও ভারী হয়ে পৃথিবীর নিকটতর হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ তোমরা তখন দেখতে পাও যে, ওর থেকে বর্ষিত হচ্ছে বৃষ্টি যা আসছে ওর (কালো মেঘের) মধ্য থেকে।

فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ *অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তাদের নিকট ওটা পৌঁছে দেন তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল।* যখন বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করার ফলে তারা আনন্দোল্লাস করে থাকে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ *যদিও তারা তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল।* বৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে যারা একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং মনে করতে থাকে যে, আল্লাহর রাহমাতের বৃষ্টি মনে হয় তাদের উপর আর কখনই বর্ষিত হবেনা তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অর্থাৎ উহা এমন সময় বর্ষিত হয় যখন তা হয় তাদের জন্য এক বিরাট আর্শিবাদ। এ জন্য তারা হয়ে পড়ে উল্লসিত। এমনও হয় যে, বৃষ্টির মৌসুম এসে গেছে, লোকজন তাদের চাষাবাদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য বৃষ্টির অপেক্ষা করছে, অথচ বৃষ্টি বর্ষণের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছেনা। এমতাবস্থায় মানুষ নিরাশ হয়ে যায়। ঠিক তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের শুস্ক ভূমি সতেজ করার জন্য, তাদের আশাহত হৃদয়কে উজ্জীবিত করার জন্য তাঁর রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে মানুষ পানি পানে তৃপ্ত হয়, মৃত যমীন পুনর্জীবন লাভ করে এবং বিভিন্ন নয়নাভিরাম গাছ-পালা, ফল-ফুল ও শক্তি উৎপাদন করে বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্যের যোগান দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

পূর্বে তারা সময়মত বৃষ্টি বর্ষিত না হওয়ার কারণে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। এই নৈরাশ্যের মধ্যে হঠাৎ মেঘ উঠলো ও বৃষ্টি বর্ষিত হল। বৃষ্টির পানি চারদিকে জমে গেল এবং তাদের শুষ্ক ভূমি সিক্ত হয়ে উঠলো। দুর্ভিক্ষ প্রাচুর্যে পরিবর্তিত হল। অথবা মাঠ শুষ্ক ছিল, ফসলবিহীন ছিল, এখন বৃষ্টি বর্ষণের ফলে চতুর্দিকে সবুজ ফসল দেখা যেতে লাগল। তাইতো আল্লাহ বলেন ঃ

فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনর্জীবিত করেন। كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا এভাবেই তিনি মৃতকে জীবিত করবেন। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। এরপর তিনি বলেন ঃ

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا *এবং আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি।* এখানে ঐ বায়ুর কথা বলা হয়েছে যার স্পর্শে মাঠে ফসলের গাছ ও চারা শুকিয়ে হলুদ তথা বিবর্ণ আকার ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত মাঠের মধ্যে থেকেই পঁচে গলে ধ্বংস হয়ে যায়। তা থেকে ঘরে ফসল তোলার আর কোন সুযোগ থাকেনা। এমতাবস্থায় মানুষ হয়ে পড়ে অকৃতজ্ঞ। এর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে নি'আমাত দান করেছিলেন তা তারা ভুলে যায়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ. لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি ওকে অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে একে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। বলবে ঃ আমাদেরতো সর্বনাশ হয়েছে! আমরা হৃত সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৬৩-৬৭)

৫২। তুমিতো মৃতকে শোনাতে পারবেনা, বধিরকেও পারবেনা আহ্বান শোনাতে, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়ে।	٥٢. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ
৫৩। আর তুমি অন্ধকেও ফিরিয়ে আনতে পারবেনা তাদের পথভ্রষ্টতা হতে। যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাদেরকেই তুমি শোনাতে পারবে, কারণ তারা আত্মসমর্পনকারী।	٥٣. وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِ ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ

কাফিরদের তুলনা হল যেন ওরা মৃত, মূক এবং বধির

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ হে নাবী! কাবরের মৃত ব্যক্তিদেরকে কিছু শোনানো তোমার সাধ্যের অতীত। মৃত ব্যক্তি, যারা কাবরে আছে তাদেরকে তোমার কথা শোনানো যেমন অসম্ভব, তেমনিই কানে যারা বধির, যারা শুনেও শুনেনা, যারা তোমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদেরকেও তুমি তোমার কথা শোনাতে পারবেনা। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি হক হতে অন্ধ হয়ে গেছে তাকে তুমি পথ দেখাতে ও হিদায়াত করতে পারবেনা। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। তিনি যদি চান তাহলে মৃতকে জীবিতদের কথা শোনাতে পারেন। সুপথ দেখানো ও পথভ্রষ্ট করা তাঁরই কাজ।

إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ তুমিতো শুধু তাকেই শোনাতে পার যে ঈমানের নিকটবর্তী, আল্লাহর কাছে নতশির হতে প্রস্তুত ও তাঁর বাধ্য। এরা হক কথা শোনে এবং মানে। এগুলি হল মুসলিমদের অবস্থা। আর পূর্বে যা বর্ণনা দেয়া হল সেগুলো কাফিরদের অবস্থা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

যারা শুনে তারাই সত্যের ডাকে সাড়া দেয়। আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন, অতঃপর তারা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৬)

এ আয়াত প্রসঙ্গে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধে যেসব মুশরিক মুসলিমদের হাতে নিহত হয়েছিল এবং যাদেরকে বদরের উপত্যকায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাদের মৃত্যুর তিন দিন পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে সম্বোধন করে ধমকের সুরে লজ্জিত করছিলেন তখন উমার (রাঃ) তাঁর নিকট আরয করেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যারা মরে গেছে তাদেরকে আপনার এভাবে সম্বোধন করার কারণ কি (তারা কি শুনতে পাচ্ছে)? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি তাদেরকে যা বলছি তা আপনারা ততোটা শুনতে পাননা যতটা তারা শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু তারা উত্তর দিতে পারছেনা। (ফাতহুল বারী ৭/৩৫১) আয়িশা (রাঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন উমারের (রাঃ) মুখে এ ঘটনা শুনে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ বলেছিলেন ঃ তারা এখন খুব ভালরূপেই জানছে যে, আমি তাদেরকে যা কিছু বলতাম সবই সত্য ছিল। (ফাতহুল বারী ৭/৩৫১) অতঃপর আয়িশা (রাঃ) মৃত ব্যক্তিদের শোনতে না পাওয়ার দলীল إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى এই আয়াত দ্বারা গ্রহণ করেছেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনতে পেয়েছিল, যেন তারা যথেষ্ট লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। (ফাতহুল বারী ৭/৩৫১)

৫৪। তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।	٥٤. ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعۡفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ ضَعۡفًا وَشَيۡبَةً ۚ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡقَدِيرُ

মানুষের ক্রম বিকাশ

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করে। মানুষের উৎস মাটি। এর পর থেকেই তাদের সৃষ্টি শুক্র থেকে। এরপর জমাট বাধা রক্ত। তারপর গোশত, এরপর অস্থি, অস্থির উপর গোশত এবং অবশেষে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। তারপর মায়ের পেট হতে ছোট্ট ও দুর্বল হয়ে বের হয়ে আসে। আবার ধীরে ধীরে বড় হয়, শক্তি সঞ্চয় করে ও মযবূত হয়। তারপর বাল্যকালের শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করে।

ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء অতঃপর তাকে বার্ধক্যে পেয়ে বসে, তার চুল ধূসর বর্ণ ধারণ করে এবং সে চলাচলের জন্য

শক্তিহীন হয়ে পড়ে। শক্তিশালী হওয়ার পর মানুষের এই দুর্বলতা তার একটি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপার। তার চলাফিরা, উঠা-বসা ইত্যাদি সব ব্যাপারে তার সমস্ত শক্তি লোপ পায়। শরীরের চামড়া কুঁচকে যায়, দাঁত পড়ে যায়, গাল বসে যায় এবং চুল সাদা হয়ে যায়। আল্লাহ যা চান তাই করেন। সৃষ্টি ও ধ্বংস তার সীমাহীন শক্তির সামান্যতম বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। না তাঁর মত কারও জ্ঞান আছে, আর না তাঁর মত কারও শক্তি আছে।

৫৫। যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশি অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হত।	٥٥. وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ
৫৬। কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা বলবে ঃ তোমরাতো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাইতো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতেনা।	٥٦. وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَـٰنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۖ فَهَـٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَـٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
৫৭। সেদিন সীমা লংঘনকারীর ওযর আপত্তি তাদের কাজে আসবেনা এবং তাদেরকে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেয়া হবেনা।	٥٧. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

দুনিয়া এবং আখিরাতের ব্যাপারে কাফিরদের অজ্ঞতা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কাফিরেরা দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে একেবারেই মূর্খ। তাদের মূর্খতা এভাবেই প্রকাশ পায় যে, তারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে মূর্তি পূজা করে। পরকালেও তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করে বলবে ঃ আমরা দুনিয়ায় মাত্র এক ঘন্টার বেশি অবস্থান করিনি। এ কথা বলে তারা প্রমাণ করতে চাইবে যে, এত কম সময়ের কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোন দাবী প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমার্হ মনে করা হোক। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ এভাবেই দুনিয়ায় তারা সত্যভ্রষ্ট হত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা (এই অজ্ঞ কাফিরদেরকে) বলবে ঃ তোমরাতো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। আর এটাইতো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতেনা। তাই তোমরা অজ্ঞই থেকে গেলে।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ সুতরাং কিয়ামাতের দিন এই সীমালংঘনকারীদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তাদের ওযর আপত্তি তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। তাদেরকে আবার দুনিয়ায়ও ফেরত পাঠানো হবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن يَسْتَعْتِبُوا۟ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ

এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেনা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ২৪)

৫৮। আমিতো মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তুমি যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন হাজির কর তাহলে কাফিরেরা অবশ্যই বলবে ঃ তোমরাতো	٥٨. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِـَٔايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُوٓاْ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا مُبۡطِلُونَ	মিথ্যাশ্রয়ী।
٥٩. كَذَٰلِكَ يَطۡبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ	৫৯। যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ তাদের হৃদয় এভাবে মোহর করে দেন।
٦٠. فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقٌّۖ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ.	৬০। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

কুরআন এবং কাফিরদের সাথে তুলনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ সত্যকে আমি এই পবিত্র কালামে পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছি যাতে সত্য তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা যেন তাঁর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করে।

وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ কিন্তু তাদের কাছে যে কোন মু‘জিযাই আসুক না কেন, সত্যের নিদর্শন তারা যতই দেখুক না কেন, কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই তারা অবশ্যই বলবে ঃ তোমরাতো মিথ্যাশ্রয়ী। যখন চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা হয় তখনও তারা বলেছিল ঃ এটা যাদু, বাতিল ও মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা

যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) তাই এখানে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ এভাবে তাদের অন্তরে মোহর করে দেন। হে নাবী! তুমি তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার উপর ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর বিজয় দান করবেন। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, কাজের উপর দৃঢ় থাক। তোমার কাজ হতে এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক-ওদিক হয়োনা। এরই মধ্যে সমস্ত হিদায়াত লুকায়িত আছে, বাকীগুলো সবই বাতিলের স্তুপ।

সূরা আর রূম এর গুরুত্ব এবং ফাজরের সালাতে এটি তিলাওয়াত করা

এই পবিত্র সূরাটির ফাযীলাত এবং ফাজরের সালাতে এটি পাঠ করা সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হল ঃ

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করছিলেন। এই সালাতে তিনি সূরা রূম তিলাওয়াত করেন। কিরা‘আত পাঠ করার সময় তাঁর মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। সালাত আদায় করা শেষে তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমনও কতক লোক আমাদের সাথে সালাতে শামিল হয় যারা ভালভাবে এবং নিয়মিত অযূ করেনা। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা সালাতে দাঁড়াবে তারা যেন উত্তমরূপে অযূ করে নেয়। (আহমাদ ৩/৪৭১, হাসান)

এই হাদীসটি দ্বারা একটি বিস্ময়কর রহস্য উদঘাটিত হল এবং একটি বড় খবর এই পাওয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্তাদীদের অযূ সম্পূর্ণরূপে ঠিক না হওয়ার ক্রিয়া বা প্রভাব তার উপরও পড়েছিল। **সুতরাং এটা প্রমাণিত হল যে, ইমামের সালাতের সাথে মুক্তাদীদের সালাতও মুআল্লাক বা দোদুল্যমান হয়ে থাকে।**

সূরা রূম এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩১ ঃ লুকমান, মাক্কী
٣١ – سورة لقمان، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩৪, রুকূ ৪) (اَيَاتُهَا : ٣٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٤)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম মীম	١. الٓمٓ
২। এগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।	٢. تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡحَكِيمِ
৩। পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, সৎ কর্ম পরায়ণদের জন্য।	٣. هُدًى وَرَحۡمَةً لِّلۡمُحۡسِنِينَ
৪। যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।	٤. ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ
৫। তারাই তাদের রবের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।	٥. أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ

সূরা বাকারাহর তাফসীরের প্রারম্ভেই হুরূফে মুকাত্তাআ'তের অর্থ ও ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যারা শারীয়াতের পূর্ণ অনুসারী তাদের জন্য এই কুরআন হিদায়াত, শিক্ষা ও রাহমাত স্বরূপ। তারা সালাত কায়েম করার সময় সালাতের রুকন, সময় ইত্যাদির পূর্ণ হিফাযাতের সাথে সাথে নাফল, সুন্নাত ইত্যাদিও পূর্ণভাবে আদায়

করে। তারা ফার্য যাকাত আদায় করে, আত্মীয়দের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করে ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। দানশীলতার কাজ নিষ্ঠার সাথে চালিয়ে যায় এবং আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে বলে আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। তারা সৎ কাজ করে এবং মহান রবের পুরস্কারের আশা রাখে। তারা রিয়াকারী বা লোক দেখানো কাজ করেনা এবং লোকদের প্রশংসাও চায়না। এ ধরনের গুণবিশিষ্ট লোকেরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ এবং এরাই তারা যারা দীন ও দুনিয়ায় হবে সফলকাম ও কৃতকার্য।

৬। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তাদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।	٦. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ
৭। যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে এটা শুনতে পায়নি, যেন তার কর্ণ দু'টি বধির; অতএব তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।	٧. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِىٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অনর্থক কথা বলা মানুষকে ধ্বংস করে, তা আল্লাহর কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে ফেলে

উপরে বর্ণিত সৎকর্মশীল লোকেরা আল্লাহর কিতাব হতে হিদায়াত গ্রহণ করে, কিতাব পাঠ শুনে লাভবান হয়। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২৩) অতঃপর এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, পাপী ও দুষ্ট লোকেরা আল্লাহর কিতাব শুনে কোন উপকার লাভ করেনা, বরং এর পরিবর্তে গান-বাজনা নিয়ে মত্ত থাকে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّه *মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে।* এ আয়াত সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গান-বাজনা নিয়ে লিপ্ত থাকা।” (তাবারী ২০/১২৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! সে হয়ত তার অর্থ দ্বারা উহা ক্রয় করেনা। কিন্তু এখানে ‘অসার বাক্য ক্রয় করা’ বলতে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, সে উহা বলতে অথবা শোনতে পছন্দ করে। তাই সে যত বেশি এটা পছন্দ করবে তত বেশি পথভ্রষ্ট হবে। সত্যের বিপরীতে সে যত বেশি এটা পছন্দ করবে এবং অগ্রাধিকার দিবে তত বেশি সে তার কল্যাণকে ত্যাগ করে অকল্যাণের দিকে ধাবিত হবে। (তাবারী ২০/১২৭) কেহ কেহ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, গান শোনার জন্য গায়ক/গায়িকাদের ভাড়া করে নিয়ে আসা, কিংবা তাদের আসরে গিয়ে গান শোনাও এর অন্তর্ভুক্ত। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সব ধরণের কথা ও বাক্য যা আল্লাহর বাণী শোনা এবং তাঁর পথে চলার ব্যাপারে মানুষকে বিরত রাখে। (তাবারী ২০/১৩০) তাই এর পরেই বলা হয়েছে ঃ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث *(অসার বাক্য ক্রয় করে)* অর্থাৎ ইসলামের কথা শোনা এবং তা অনুসরণ করা হতে বাধা দেয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا তারা আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ তাদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। যেমন তারা আল্লাহর পথ ও তাঁর কিতাবকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, তেমনই কিয়ামাতের দিন তাদেরকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হবে। তাদেরকে বিরতিহীনভাবে অপমানজনক শাস্তি প্রদান করা হবে। এরপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ এই হতভাগারা, যারা খেল-তামাশায়, গান-বাজনায় ও রাগ-রাগিণীতে মত্ত থাকে তারা কুরআন থেকে দূরে সরে যায়, তা শোনা হতে তারা নিজেদের কানকে বধির করে ফেলে, এগুলো তাদের ভাল লাগেনা, শুনলেও তারা তা শোনার মত শোনেনা, বরং তা শোনা তাদের কাছে খুবই অপছন্দনীয়। এটাকে তারা বাজে কাজ মনে করে। এ কারণে এর সম্মান তাদের কাছে নেই। এ জন্য এ থেকে তারা কিছুই লাভবান হয়না। এ থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া। এখানে আল্লাহর বিধি-বিধান দেখে তারা যেমন বিরক্ত হয়, কিয়ামাতের দিন তারা আল্লাহর আযাব দেখেও বিরক্ত হবে। এখানে আল্লাহর আয়াত শুনে তারা বিরক্তি বোধ করছে বটে, কিন্তু কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৮। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে সুখ কানন,	٨. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلنَّعِيمِ
৯। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٩. خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

মু'মিনদের সুখপ্রদ লক্ষ্যস্থল

لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ এখানে ভাল লোকদের শেষ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নিয়েছে, শারীয়াত মুতাবেক কাজ করেছে তাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত আছে, যার মধ্যে নানা প্রকারের নি'আমাত থাকবে। বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয়, সুন্দর ঝকঝকে পোশাক, সুন্দর সুন্দর বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, পবিত্র ও পরমা সুন্দরী হুরীরা বিদ্যমান থাকবে। সেখানে এসব নি'আমাত কখনও নিঃশেষ হবেনা। না এগুলি নষ্ট হবে, না ধ্বংস হবে, আর না কমে যাবে।

وَعْدَ اللَّه حَقًّا এটা আল্লাহর ওয়াদা এবং তিনি তাঁর ওয়াদা কখনও ভঙ্গ করেননা। তিনি দয়ালু, অনুগ্রহশীল ও পরম করুণাময়। তিনি যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁরই। সবকিছুই তাঁর আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। সবাই তাঁর কাছে নত শির। তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কথা, কোন কাজ জ্ঞান-বিবেক বহির্ভূত নয়। তিনি কুরআনুল কারীমকে মু'মিনদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও শিক্ষাদানকারী করেছেন। আর বেঈমানদের জন্য এটা বোঝা স্বরূপ। মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪)

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮২)

১০। তিনি আকাশমন্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ। তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্ব প্রকার জীব-জন্তু এবং আমিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে এতে উদ্ভব করি সর্ব প্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।	١٠. خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
১১। এটা আল্লাহর সৃষ্টি! তিনি ছাড়া অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমা লংঘনকারীরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তি তে রয়েছে।	١١. هَـٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِى مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ بَلِ ٱلظَّـٰلِمُونَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ

তাওহীদের প্রমাণ

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ আল্লাহ তা'আলা এখানে স্বীয় ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন। যমীন, আসমান ও সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা তিনিই। আসমানকে তিনি কোন স্তম্ভ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন এবং উচ্চে স্থাপন করে রেখেছেন। হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আসলে আকাশের কোন স্তম্ভই নেই। (তাবারী ২০/১৩২) এ প্রশ্নের পূর্ণ বিবরণ সূরা রা'দের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ পৃথিবী পৃষ্ঠকে দৃঢ় করার জন্য ও নড়াচড়া করা হতে বাঁচানোর জন্য তিনি এর উপর

পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যাতে মানুষ ভূমিকম্প ও ঝাঁকুনি হতে রক্ষা পায়। তিনি এত বেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা প্রকার জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন যেগুলির সংখ্যা, বর্ণ ইত্যাদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ নিরূপণ করতে পারবেনা।

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ তিনি যে একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা তা বর্ণনা করার পর তিনিই যে আহারদাতা তার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনিই আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং এর মাধ্যমে জমি হতে সর্বপ্রকারের কল্যাণকর উদ্ভিদ তিনি জোড়ায় জোড়ায় উদ্গত করেন। এগুলি কোনটি দেখতে সুন্দর, কোনটি খেতেও সুস্বাদু এবং খেলে কোন ক্ষতিও হয় না, বরং উপকার হয়। আশ শা'বী (রহঃ) বলেছেন যে, যমীনের সৃষ্টের মধ্যে মানুষও একটি সৃষ্টি। জান্নাতীরা সম্মানিত এবং জাহান্নামীরা হীন ও নিন্দনীয়। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ আল্লাহ তা'আলার এই সমুদয় সৃষ্টি তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে। তবুও তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে পূজা করতে রয়েছ তাদের সৃষ্টবস্তু কোথায়? তারা যখন সৃষ্টিকর্তা নয় তখন তারা পূজনীয়ও হতে পারেনা। সুতরাং তাদের উপাসনা করা চরম অন্যায় ও অবিচার নয় কি? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে শির্ক্কারীদের অপেক্ষা বড় অন্ধ, বধির, অজ্ঞান এবং নির্বোধ আর কে আছে?

১২। আমি অবশ্যই লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সেতো তা করে নিজের জন্য এবং কেহ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহতো অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।	١٢. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَـٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

লুকমান হাকিম

লুকমান নাবী ছিলেন কি না এ ব্যাপারে সালাফগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ বিজ্ঞজনের মতে তিনি নাবী ছিলেন না; বরং পরহেযগার এবং আল্লাহর

প্রিয় বান্দা ছিলেন। সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আশ‘আস (রহঃ) হতে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একজন ইথিওপিয় ক্রীতদাস ও ছুতার ছিলেন। (তাবারী ২০/১৩৫) তাঁকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল, কিন্তু নাবুওয়াত দেয়া হয়নি।

লুকমান সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) কর্তৃক যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তিনি ছিলেন বেঁটে ও চেপ্টা নাক বিশিষ্ট একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। (ইব্ন আবী হাতিম ৯/৩০৯৭, দুররুল মানসুর ৫/৩১০) ইয়াহইয়াহ ইব্ন সাঈদ আল আনসারী (রহঃ) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, লুকমান ছিলেন (দক্ষিণ) মিসরের কৃষ্ণ বর্ণের লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তার ঠোঁট দু’টি ছিল পুরু। আল্লাহ তাকে অগাধ জ্ঞান দান করেছিলেন, কিন্তু তাকে নাবী মনোনীত করেননি। (তাবারী ২০/১৩৫)

আওযায়ী (রহঃ) বলেন ঃ আবদুর রাহমান ইব্ন হারমালা (রহঃ) আমাকে বলেছেন ঃ একদা এক কৃষ্ণ বর্ণের হাবশী ক্রীতদাস সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িবের (রহঃ) নিকট একটি প্রশ্ন করার জন্য আগমন করে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) তাকে বলেন ঃ তোমার দেহের রং কালো বলে তুমি নিজেকে ঘৃণ্য মনে করনা। তিনজন লোক, যারা সমস্ত লোক অপেক্ষা উত্তম ছিলেন তারা সবাই কালো বর্ণের ছিলেন। তারা হলেন বিলাল (রাঃ); দ্বিতীয় হলেন মাহজা (রাঃ), যিনি ছিলেন উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) গোলাম; তৃতীয় হলেন লুকমান হাকীম, যিনি ছিলেন মোটা ঠোঁট বিশিষ্ট একজন ইথিয়পিও সাধারণ অধিবাসী। (তাবারী ২০/১৩৫)

খালিদ আর রাবা’ঈ (রহঃ) বলেন যে, লুকমান ছিলেন একজন ইথিয়পিও ক্রীতদাস ও ছুতার। একদা তার মনিব তাকে বলে ঃ তুমি একটি বকরী যবাহ কর এবং ওর গোশতের উৎকৃষ্ট দু’টি টুকরা আমার কাছে নিয়ে এসো। তিনি হৃৎপিণ্ড ও জিহ্বা নিয়ে গেলেন। কিছুদিন পর পুনরায় তার মনিব তাকে এই আদেশই করল এবং বকরীর গোশতের নিকৃষ্ট দু’টি খণ্ড আনতে বলল। তিনি তখনও উক্ত দু’টি জিনিসই নিয়ে গেলেন। তার মনিব তখন বলল ঃ ব্যাপার কি? এটা কি ধরনের কাজ হল? আমি যখন দু’টি উৎকৃষ্ট টুকরা আমার কাছে নিয়ে আসতে বললাম তখন যা নিয়ে এলে, আবার দু’টি নিকৃষ্ট টুকরা নিয়ে আসতে বললে ঐ একই জিনিস নিয়ে এলে। উত্তরে তিনি বললেন ঃ এ দু’টি যখন ভাল থাকে তখন দেহের কোন অঙ্গই এ দু’টির চেয়ে ভাল নয়। আবার এ দু’টি

জিনিস যখন খারাপ হয়ে যায় তখন সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস এ দু'টোই হয়ে থাকে। (তাবারী ২০/১৩৫)

শু'বাহ (রহঃ) হাকাম (রহঃ) থেকে, তিনি মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, লুকমান নাবী ছিলেননা, তিনি ছিলেন একজন সৎ লোক। তিনি ছিলেন কালো বর্ণের একজন ক্রীতদাস। (তাবারী ২০/১৩৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّه *আমি অবশ্যই লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।* হিকমাত দ্বারা বোধশক্তি, জ্ঞান ও শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমার সমসাময়িক লোকদের মধ্য থেকে তোমার প্রতি যিনি অনুগ্রহ করেছেন এবং প্রজ্ঞা দান করেছেন সেজন্য সেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। জেনে রেখ, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা নিজেরই মঙ্গলের জন্য করে, এতে আল্লাহর লাভ-লোকসান কিছুই নেই। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে শান্তির আবাস। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৪) এখানে বলা হয়েছে ঃ যে অকৃতজ্ঞ হয় তার জানা উচিত যে, এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহতো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। তিনি বান্দাদের কাজের ব্যাপারে বেপরোয়া। বান্দাদের সবাই আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কারও মুখাপেক্ষী নন। সমগ্র বিশ্ববাসী যদি কাফির হয়ে যায় তাহলেও তাঁর কিছুই আসে যায়না। তিনি সবকিছু হতেই অভাবমুক্ত। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আমরা তাঁর ছাড়া আর কারও দাসত্ব করিনা।

১৩। স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশাচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল ঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করনা। নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম।	١٣. وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
১৪। আমিতো মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদাচরণের	١٤. وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ

নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট।	حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ
১৫। তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবেনা। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখি হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।	١٥. وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

পুত্রের প্রতি লুকমানের উপদেশ

লুকমান তাঁর পুত্রকে যে নাসীহাত করেছিলেন ও উপদেশ দিয়েছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তার পূরা নাম লুকমান ইব্ন আনকা ইব্ন সাদূন। সুহাইলীর (রহঃ) বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, তার ছেলের নাম ছিল সা'রান। আল্লাহ তা'আলা তার উত্তম বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, তাকে হিকমাত দান করা হয়েছিল। তিনি যে উত্তম ওয়াজ-নাসীহাত স্বীয় পুত্রকে করেছিলেন তা বিশদভাবে আল্লাহ তা'আলা এখানে তুলে ধরেছেন। পুত্র অপেক্ষা প্রিয় মানুষের কাছে আর কিছুই নেই। মানুষ তার ছেলেকে সবচেয়ে প্রিয়বস্তু ও মূল্যবান সামগ্রী

দিতে চায়। তাই লুকমান তাঁর ছেলেকে সর্বপ্রথম যে নাসীহাত করলেন তা হচ্ছে ঃ হে আমার প্রিয় বৎস! একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করনা। إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ জেনে রেখ যে, এর চেয়ে বড় নির্লজ্জতাপূর্ণ ও জঘন্যতম কাজ আর কিছুই নেই। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ঃ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَـٰنَهُم بِظُلۡمٍ

যারা নিজেদের ঈমানকে যুল্মের সাথে (শির্কের সাথে) মিশ্রিত করেনি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮২) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের কাছে এটা খুবই কঠিন ঠেকে। তারা বলেন ঃ 'আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে তার ঈমানকে যুল্মের সাথে মিশ্রিত করেনা?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা যা বুঝেছো তা নয়। তোমরা কি লুকমানের কথা শুননি? তিনি বলেছিলেন ঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক করনা, নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭২)

এই উপদেশের পর লুকমান তার ছেলেকে দ্বিতীয় যে উপদেশ দেন সেটাও গুরুত্বের দিক দিয়ে বাস্তবিক এমনই যে, প্রথম উপদেশের সাথে এটা মিলিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ মাতা-পিতার প্রতি ইহসান করা ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَـٰنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩) কুরআনুল হাকীমে প্রায়ই এ দু'টির বর্ণনা একই সাথে দেয়া হয়েছে।

আল কুরআন কখনও কখনও দু'টি বিষয় একই আয়াতে অথবা পর পর বর্ণনা করেছে। যেমন এখানে বলা হয়েছে ঃ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ *আমিতো মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ গর্ভে সন্তান ধারণ করা মায়ের জন্য একটি কষ্টকর ব্যাপার। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ উহা হল পরিশ্রান্তির উপর আরও পরিশ্রান্তি। (তাবারী

২০/১৩৭) ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন ঃ তা হল দুর্বলতার সাথে আরও দুর্বলতা যোগ হওয়া।

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ অতঃপর মা সন্তানকে দু’বছর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করিয়ে থাকেন। এই দু’বছর মাকে তার শিশু সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ

এবং যদি কেহ স্তন্য পানের কাল পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে তার জন্য জননীগণ পূর্ণ দুই বছর স্বীয় সন্তানদেরকে স্তন্য দান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৩) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا

তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ মাস। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১৫) এ জন্যই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও বড় বড় ইমামগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, গর্ভধারণের সময়কাল কমপক্ষে ছয় মাস হবে। মায়ের এই কষ্টের কথা সন্তানের সামনে এ জন্যই প্রকাশ করা হচ্ছে যে, যেন সন্তান মায়ের এই মেহেরবানীর কথা স্মরণ করে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আনুগত্য ও ইহসান করে। আর একটি আয়াতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দেন ঃ

وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

এবং বল ঃ হে আমার রাব্ব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন পালন করেছিলেন। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৪) এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তোমাদের প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট। সুতরাং যদি তোমরা আমার এ আদেশ মেনে নাও তাহলে আমি তোমাদেরকে এর পূর্ণ প্রতিদান দিব। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا

তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবেনা। কিন্তু এর

অর্থ এটা নয় যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের প্রতি ইহসান করাও পরিত্যাগ করবে। তোমাদের উপর তাদের পার্থিব যে হক রয়েছে তা অবশ্যই পূরণ করবে।

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন করবে। আর জেনে রেখ যে, তোমাদের সবারই প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।

সা'দ ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এ আয়াতটি আমারই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি আমার মায়ের খুবই খিদমাত করতাম এবং তার পূর্ণ অনুগত থাকতাম। আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে ইসলামের পথে হিদায়াত দান করলেন তখন আমার মা আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে গেল। সে আমাকে বলল ঃ তুমি এই নতুন দীন কোথায় পেলে? আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, এই দীন তোমাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে, নচেৎ আমি পানাহার বন্ধ করে দিব। আর এভাবে না খেয়ে মারা যাব এবং লোকেরা তোমাকে ছি! ছি! করবে। আমি তাকে বললাম ঃ আপনি এরূপ করবেননা, আমি ইসলাম ত্যাগ করবনা। তিনি এক রাত ও এক দিন খাবার না খেয়ে কাটালেন এবং খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেন। তার এরূপ অবস্থা লক্ষ্য করে আমি তাকে বললাম ঃ হে আমার মা! আল্লাহর শপথ! আপনার যদি একশতটি প্রাণও থাকত এবং কষ্টের কারণে একটির পর একটি প্রাণবায়ু বের হয়ে যেত তথাপি আমি আমার ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবনা। সুতরাং ইচ্ছা হলে আপনি খাবার খেতে পারেন, আর ইচ্ছা না হলে খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন। তখন তিনি খাবার খেলেন। (উস্দ আল গাবাহ ২/২১৬)

১৬। হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে	١٦. يَـٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ

يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ	খবর রাখেন।
١٧. يَـٰبُنَىَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ	১৭। হে বৎস! সালাত কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে, এটাইতো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।
١٨. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ	১৮। অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করনা এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করনা। কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেননা।
١٩. وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ	১৯। পদচারণায় মধ্য পন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর করবে নীচু; স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

এগুলি লুকমানের অন্যান্য উপদেশ। যেহেতু এগুলি হিকমাতে পরিপূর্ণ সেহেতু কুরআনুল কারীমে এগুলি বর্ণনা করা হয়েছে, যেন লোকেরা এর উপর আমল করতে পারে। বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ মন্দ কাজ, যুল্‌ম, ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদি সরিষার দানা পরিমাণই হোক না কেন এবং তা যতই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা

হোক না কেন, يَأْتِ بِهَا اللَّهُ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তা অবশ্যই উপস্থিত করবেন। মীযানে তা ওযন করা হবে এবং তার প্রতিফল দেয়া হবে। যদি তা উত্তম আমল হয় তাহলে উত্তম পুরস্কার দেয়া হবে, আর খারাপ আমলের জন্য দেয়া হবে শাস্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৭) অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ ঃ ৭-৮) সেই সৎ আমল অথবা বদ আমল যদি থাকে কোন পাথরের মধ্যে, আসমানের উপরে, মাটির নীচে, মোটকথা যেখানেই রাখা হোক না কেন আল্লাহ তা‘আলার কাছে তা গোপন থাকেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তা পেশ করবেনই।

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সকল বিষয়ের খবর রাখেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাঁর কাছে অপ্রকাশিত থাকেনা। অন্ধকার রাতে পিপীলিকা চলতে থাকলেও তিনি ওর পায়ের শব্দ শুনতে পান। এরপর লুকমান তাঁর পুত্রকে বলেন ঃ

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি সালাতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। ওর ফার্‌য, ওয়াজিব, আরকান, সময় ইত্যাদির পূর্ণ হিফাযাত করবে। وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর কথা সকলের নিকট পৌঁছে দিবে। প্রত্যেক ভাল কাজের জন্য সকলকে উৎসাহিত করবে। মন্দ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ যেহেতু ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ এমন একটি বিষয় যা প্রত্যেকের কাছে তিক্ত লাগে, সত্যভাষী লোকদের সাথে সবাই শত্রুতা রাখে, সেই হেতু আল্লাহ তা‘আলা তাদের দেয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর পথে উন্মুক্ত তরবারীর নীচে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করার সময় চুপ হয়ে

বসে না থাকা খুব বড় বাহাদুরীর কাজ। লুকমান তাই স্বীয় পুত্রকে এ কাজের উপদেশই দিয়েছেন। এরপর লুকমান স্বীয় পুত্রকে বলেন ঃ

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ অহংকারবশে তুমি মানুষের দিক হতে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিওনা। তাদেরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান ও নিজেকে বড় মনে করনা। বরং তাদের সাথে সদা সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ... এমন কি উহা যদি তোমার ভাইকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানানোর মাধ্যমেও হয়। আর তোমার পোশাককে টাখনুর নিচে পরিধান করার ব্যাপারে সাবধান থেক! কারণ উহা হল এক ধরণের অহংকার। আর আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেননা। (আবূ দাঊদ ৪/৩৪৫) অতঃপর লুকমান বলেন ঃ

وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করনা। কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেননা। এমন যেন না হয় যে, তুমি আল্লাহর বান্দাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করবে, তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং গরীব ও মিসকীনদের সাথে কথা বলতে ঘৃণা বোধ করবে। দাম্ভিক ও অহংকারীরা আল্লাহর ভালবাসা লাভ করতে পারেনা। তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّكَ لَن تَخۡرِقَ ٱلۡأَرۡضَ وَلَن تَبۡلُغَ ٱلۡجِبَالَ طُولاً

ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ করনা, তুমিতো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৩৭) এ আয়াতের তাফসীরও যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে।

চলাফিরায় মধ্যম পন্থা অবলম্বনের আদেশ

মহান আল্লাহ লুকমানের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেন ঃ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ তুমি মধ্যম চালে চলবে। খুব ধীরে ধীরেও না, অলসভরেও না এবং ঠাট-বাট করে কিংবা দম্ভভরেও না। আর কথা বলার সময় খুব বাড়াবাড়ি করবেনা। অযথা

চীৎকার করে কথা বলবেনা। জেনে রেখ যে, স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সবচেয়ে খারাপ আওয়াজ হচ্ছে গাধার ডাক। অর্থাৎ যখন কোন লোক তার গলার স্বর উচ্চ করে তখন ঐ শব্দকে গাধার ডাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ ধরণের আওয়াজ আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। তাই গাধা যেমন উচ্চ স্বরে ডাকে তেমনি মানুষও যেন তদ্রুপ উচ্চ স্বরে কথা না বলে সেই ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। এটি একটি নিন্দনীয় স্বভাবও বটে। রাসূল সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মন্দ দৃষ্টান্তের যোগ্য আমরা নই। যে নিজের জিনিস দান করে ফিরিয়ে নেয় তার উপমা হল ঐ কুকুর যে বমি করে ঐ বমি চাটতে থাকে। (তিরমিযী ৪/৫২২)

লুকমানের উপদেশ

লুকমান হাকীমের এ উপদেশগুলি অত্যন্ত উপকারী ও লাভজনক বলেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে এগুলি বর্ণনা করেছেন। তার আরও বহু জ্ঞানগর্ভ উক্তি ও উপদেশ বর্ণিত আছে। নমুনা ও নিয়ম-রীতি হিসাবে আমরাও অল্প কিছু বর্ণনা করছি ঃ

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লুকমান হাকীম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহকে কোন জিনিস সপে দেয়া হয় তখন তিনি ওর হিফাযাত করে থাকেন। (আহমাদ ২/৮৭)

আস সারী ইব্ন ইয়াহইয়া (রহঃ) বর্ণনা করেন, লুকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে বলেন ঃ হে আমার প্রিয় পুত্র! নিশ্চয়ই হিকমাত বা প্রজ্ঞা মিসকীনদেরকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়। (দুররুল মানসুর ৫/৩১৬)

আউন ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, লুকমান তার ছেলেকে বলেন ঃ হে আমার প্রিয় বৎস! যখন তুমি কোন মাজলিসে হাযির হবে তখন ইসলামী রীতি অনুযায়ী সালাম করবে। তারপর মাজলিসের এক দিকে বসে পড়বে। অন্যের বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি কিছু বলবেনা, বরং নীরব থাকবে। মাজলিসের লোকেরা যদি আল্লাহর যিক্রে মশগুল থাকে তাহলে তুমি তাতে অগ্রণী হতে চেষ্টা করবে। আর যদি তারা বাজে গল্প শুরু করে দেয় তাহলে তুমি ঐ মাজলিস ছেড়ে চলে আসবে। (আয যুহুদ ৩৩২)

২০। তোমরা কি দেখনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা	٢٠. أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم

مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ	কিছু আছে সবই আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, তাদের না আছে পথ নির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।
٢١. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ	২১। তাদেরকে যখন বলা হয় - আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর তখন তারা বলে ঃ বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। শাইতান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে তবুও কি?

আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রদত্ত নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ দেখ, আকাশের তারকারাজি তোমাদের সেবার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সর্বক্ষণ জ্বলজ্বল করে তোমাদেরকে আলো প্রদান করছে। বৃষ্টি, শিশির, শুষ্কতা ইত্যাদি সবই তোমাদের উপকারে নিয়োজিত আছে। আকাশ তোমাদের মযবূত ছাদ স্বরূপ। তিনি তোমাদেরকে নাহর, নদ-নদী, সাগর-উপসাগর, গাছ-পালা, ক্ষেত-খামার, ফল-ফুল ইত্যাদি যাবতীয় নি'আমাত দান করেছেন। এ প্রকাশ্য অসংখ্য নি'আমাত ছাড়াও অপ্রকাশ্য আরও অসংখ্য নি'আমাত তিনি দান করেছেন।

যেমন রাসূলদেরকে প্রেরণ, কিতাব নাযিলকরণ ইত্যাদি। যিনি এতগুলি নি'আমাত দান করেছেন, তাঁর সত্তার উপর সবারই একান্তভাবে ঈমান আনা উচিত ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এখনো বহু লোক আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে। এর পিছনে তাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কোন দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَـٰبٍ مُّنِيرٍ

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা নির্লজ্জের মত উত্তর দেয় ঃ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। তাদের এই জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ

যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিলনা এবং তারা সুপথগামীও ছিলনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭০) অর্থাৎ তোমরা কেন ভেবে দেখছনা যে, তোমরা যারা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের আমলকে সত্যের মাপকাঠি ধরে নিয়েছ এবং তদনুযায়ী নিজেরাও আমল করছ, অথচ তারা ছিল বিপথগামী? আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ *শাইতান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে আহ্বান করে তবুও কি?*

২২। যদি কেহ সৎ কর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে তাহলে সেতো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবুত হাতল, যাবতীয় কাজের	٢٢. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ

পরিণাম আল্লাহর দিকে।	عَـٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ
২৩। কেহ কুফরী করলে তার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করব তারা যা করত। অন্তরে যা রয়েছে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।	٢٣. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥٓ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
২৪। আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব।	٢٤. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ চিত্তে আমল করে, যে সত্যিকারভাবে আল্লাহর অনুগত হয়, যে শারীয়াতের অনুসারী হয়, যে আল্লাহর আদেশের উপর আমল করে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে সে দৃঢ় রজ্জুকে ধারণ করল, সে যেন আল্লাহ হতে ওয়াদা নিয়েছে যে, সে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা পাবে। কাজের শেষ পরিণতি আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ তুমি কাফিরদের কুফরীর কারণে মোটেই চিন্তিত হয়োনা। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করছে। কিন্তু তাদেরকে আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেই সময় আমি তাদেরকে তাদের আমলের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করব। আমার কাছে তাদের কোন আমলই গোপন

নেই। আমি স্বল্পকালের জন্য তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র। অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর কারণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০)

২৫। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন, তারা নিশ্চয়ই বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানেনা।	٢٥. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
২৬। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।	٢٦. لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ

মূর্তি পূজকরাও স্বীকার করে যে, আল্লাহই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মুশরিকরা এটা স্বীকার করত যে, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। তা সত্ত্বেও তারা অন্যদের ইবাদাত করত। অথচ তারা ভালরূপেই জানত যে, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নয়। সবই তাঁর অধীন।

مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে?' এ প্রশ্ন তাদেরকে করলে তারা সাথে সাথেই উত্তর দিতো যে, এসবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই বটে। তাই আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ তুমি তাদেরকে বলে দাও, প্রশংসা যে আল্লাহরই তাতো তোমরা স্বীকারই করছ। প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে, মুশরিকদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে ছোট, বড়, প্রকাশ্য, গোপনীয় যা কিছু আছে সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং সব তাঁরই মালিকানাধীন। তিনি সবকিছু হতেই অভাবমুক্ত এবং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তিনিই। সৃষ্টিকাজে ও আহকাম ধার্য করার ব্যাপারে তিনিই প্রশংসার যোগ্য।

২৭। পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও সাতটি সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবেনা। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٢٧. وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَـٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَـٰتُ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
২৮। তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।	٢٨. مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ

আল্লাহর কথা বলে কখনও শেষ করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইয্যাত, শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দিচ্ছেন। নিজের পবিত্র গুণাবলী, মহান নাম ও অসংখ্য কালেমার বর্ণনা প্রদান

করছেন। না কেহ তা গণনা করে শেষ করতে পারে, আর না তার পরিধি কারও জানা আছে। মানব-নেতা, শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

لاَ اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা ও গুণগান করে আমি শেষ করতে পারবনা, আপনি তেমনটি যেমন আপনি নিজের প্রশংসা নিজে করেছেন। (মুসলিম ১/৩৫২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ জগতের সমস্ত গাছ-পালাকে যদি কলম বানানো হয় এবং সাগরের সমস্ত পানিকে যদি কালি বানানো হয়, এরপর আরও সাতটি সাগরের পানি মিলিত করা হয়, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, গুণাবলী, মর্যাদা এবং বাণীসমূহ লিখতে শুরু করা হয় তাহলে এই সমুদয় কলম ও কালি শেষ হয়ে যাবে, তথাপি একক ও শরীকবিহীন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী লিখা শেষ হবেনা। এতে এটা মনে করা চলবেনা যে, যদি সাতের অধিক সাগরের পানি একত্রিত করা হয় তাহলে আল্লাহর গুণাবলী লিখার জন্য যথেষ্ট হবে। এটা কখনও নয়। এ গণনা শুধু আধিক্য প্রকাশের জন্য বলা হয়েছে। এটাও মনে করা চলবেনা যে, মাত্র সাতটি সাগর আছে যা সমগ্র দুনিয়াকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। অবশ্য বানী ইসরাঈলের রিওয়ায়াতে এ সাতটি সাগরের কথা বলা হয়েছে বটে, তাকে আমরা সত্যও বলতে পারিনা এবং মিথ্যাও না। তবে আমরা যে তাফসীর করেছি তার পৃষ্ঠপোষক নিম্নের আয়াতটিকে বলা যেতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَـٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا

বল ঃ আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তাহলেও আমার রবের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে - সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র নিয়ে এলেও। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১০৯) এখানে আরও একটি সমুদ্র উদ্দেশ্য নয়, বরং এক একটি করে যতগুলি সমুদ্রই হোক না কেন, তবুও আল্লাহর কালেমা শেষ হবেনা।

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ আল্লাহ তা‘আলা সবকিছুর উপরই বিজয়ী। সবকিছুই তাঁর কাছে যৎকিঞ্চিৎ ও বিজিত। কিছুই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারেনা। তিনি নিজের কথায়, কাজে, আইন-কানূনে, বুদ্ধিতে ও অন্যান্য গুণাবলীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববিজয়ী এবং প্রতাপশালী। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা আমার কাছে একটি লোককে জীবিত করার মতই সহজ। কোন কিছু হওয়ার ব্যাপারে আমার শুধু হুকুম করাই যথেষ্ট। কোন কিছু করতে আমার চোখের পলক ফেলার সমানও সময় লাগেনা।

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮২)

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০)

فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ১৩)

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু দেখেন। একটি লোকের কথা ও কাজ যেমন তাঁর কাছে গোপন থাকেনা, অনুরূপভাবে সারা দুনিয়ারও কিছুই তাঁর কাছে লুকায়িত নয়।

২৯। তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান? তিনি চাঁদ-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; তোমরা যা কর আল্লাহ সে	٢٩. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ

সম্পর্কে অবহিত।	تَجۡرِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ
৩০। এর কারণ এই যে, আল্লাহ সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা। আল্লাহতো সমুচ্চ, মহান।	٣٠. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ

আল্লাহ অসীম ক্ষমতাশালী

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন ঃ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى রাত্রিকে কিছু ছোট করে দিবসকে বাড়িয়ে দেয়া এবং দিবসকে কিছু ছোট করে রাত্রিকে বাড়িয়ে দেয়া আমারই কাজ। শীতের দিনে রাত্রি বড় ও দিন ছোট এবং গ্রীষ্মকালে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হওয়া আমারই শক্তির প্রমাণ। চন্দ্র-সূর্যের চক্র ও আবর্তন আমারই আদেশক্রমে হয়ে থাকে। এগুলি নির্ধারিত স্থানের দিকেই চলে। নিজ স্থান থেকে এতটুকুও এদিক ওদিক যেতে পারেনা।

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ হে আবূ যার (রাঃ)। এই সূর্য কোথায় যায় তা তুমি জান কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এটা গিয়ে আল্লাহর আরশের নীচে সাজদায় পড়ে যায় এবং স্বীয় রবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে থাকে। ঐ দিন খুব নিকটবর্তী যে দিন তাকে বলা হবে ঃ যেখান হতে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। (বুখারী ৪৮০৩, মুসলিম ১৫৯)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূর্য যেন প্রবাহিত পানির মত। দিনে নিজের চক্রের কাজে লেগে থাকে, তারপর অস্তমিত হয়ে আবার রাতে যমীনের অপর

দিকে চলে গিয়ে ঘুরতে থাকে। অতঃপর পরের দিন আবার সকালে উদিত হয়। এভাবেই চাঁদও কাজ করতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ তোমরা যা কর আল্লাহ সেই সম্পর্কে অবহিত। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭০) তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা এবং সবারই খবর তিনিই রাখেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ এগুলি এরই প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা। আল্লাহ, তিনিতো সমুচ্চ, সুমহান। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর সৃষ্ট এবং তাঁর দাস। কারও ক্ষমতা নেই যে, তাঁর হুকুম ছাড়া একটি অণুকে নড়াতে পারে। একটি মাছি সৃষ্টি করার জন্য যদি সমস্ত দুনিয়াবাসী একত্রিত হয় তবুও তারা তাতে অপারগ হয়ে যাবে। এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ এগুলি এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা। তাঁর উপর কারও কোন কর্তৃত্ব চলেনা। তাঁর কাছে সবাই হেয় ও তুচ্ছ।

৩১। তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন	٣١. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ

ءَايَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَـٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ	করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।
٣٢. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ	৩২। যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন তারা আল্লাহকে ডাকে বিশুদ্ধ চিত্তে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেহ কেহ সরল পথে থাকে। শুধু বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নির্দেশনাবলী অস্বীকার করে।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে তাঁর আদেশে সাগরে জাহাজ চলতে থাকে। যদি তিনি জাহাজগুলিকে পানিতে ভাসার ও পানি কেটে চলার আদেশ না করতেন এবং ওগুলির মধ্যে নৌযান ধারণ করার ক্ষমতা না রাখতেন তাহলে ওগুলি পানিতে চলতে পারতনা? অতঃপর তিনি বলেন ঃ

لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ এর মাধ্যমে আমি মানুষের কাছে আমার শক্তির প্রমাণ পেশ করছি। দুঃখের সময় ধৈর্যধারণকারী ও সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীরা এ থেকে বহু শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ যখন কাফিরদেরকে সমুদ্রের তরঙ্গমালা ঘিরে ফেলে এবং তাদের জাহাজ ডুবুডুবু অবস্থায় পতিত হয় আর পাহাড়ের ন্যায় তরঙ্গমালা জাহাজকে এ দিক থেকে ও দিকে এবং ও দিক থেকে এ দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তখন তারা শির্ক ও কুফরী ভুলে যায় এবং কেঁদে কেঁদে বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) অন্যত্র বলেন ঃ

فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ মুজাহিদ (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেহ কেহ কাফির হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তারা শির্কে লিপ্ত হয়। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৫) এরপর তিনি বলেন ঃ

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ *শুধু বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নির্দেশাবলী অস্বীকার করে।* যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, *খাত্তার* (**خَتَّارٍ**) শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা করা অথবা পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করা। এ শব্দের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, *খাত্তার* হল ঐ ব্যক্তি যে ওয়াদা/শপথ করে তা ভঙ্গ করে এবং এটা হল বেঈমানী করার সবচেয়ে খারাপ পন্থা।

كَفُوْرٍ বলা হয় **مُنْكِرٌ** বা অস্বীকারকারীকে যে আল্লাহর নি'আমাতরাশিকে অস্বীকার করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, বরং ভুলে যায় এবং মনে করার চেষ্টাও করেনা।

৩৩। হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের	٣٣. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ

وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ	**যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবেনা এবং সন্তানও কোন উপকারে আসবেনা তার পিতার। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।**

আল্লাহকে ভয় করা এবং কিয়ামাত দিবসকে স্মরণ করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কিয়ামাত দিবসের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করছেন এবং তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতির নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ

لاَ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِه তোমরা এমন দিনকে ভয় কর যেদিন পিতা পুত্রের কোন উপকার করতে পারবেনা এবং পুত্রও পিতার কোন কাজে আসবেনা। সেই দিন একে অপরকে কোন সাহায্য করতে পারবেনা।

فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا তোমরা দুনিয়ার উপর কোন ভরসা করনা এবং আখিরাতকে ভুলে যেওনা। এরপর বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّه الْغَرُورُ *এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীর করেছেন ঃ তোমরা শাইতানের প্রতারণায় পড়না। (তাবারী ২০/১৫৯) শাইতানতো শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে, কিন্তু ওর প্রতিশ্রুতিতে কোন সারবস্তু নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا

শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২০)

অহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, উযায়ের (আঃ) যখন নিজ সম্প্রদায়ের কষ্ট দেখলেন এবং তাঁর চিন্তা ও দুঃখ বেড়ে গেল, তখন তিনি আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তিনি বলেন ঃ তাদের কষ্ট দেখে আমি ঘুমাতে পারছিলামনা। আমি অনুনয়-বিনয়ের সাথে খুব কাঁদলাম ও মিনতি করলাম। আমি সালাত আদায় করলাম, সিয়াম পালন করলাম ও দু'আ করতে থাকলাম। এমন সময় আমার সামনে একজন মালাক/ফেরেশতা এলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি বলুনতো! ভাল লোক কি মন্দ লোকের জন্য সুপারিশ করবে? পিতা কি পুত্রের কোন কাজে আসবে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ কিয়ামাতের দিনতো ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার দিন। ঐ দিন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সামনে থাকবেন। কেহই তাঁর বিনা হুকুমে মুখ খুলতে পারবেনা। কেহ কারও ব্যাপারে কথা বলতে পারবেনা। না পিতাকে পুত্রের পরিবর্তে এবং না পুত্রকে পিতার পরিবর্তে কথা বলতে দেয়া হবে। ভাই ভাইয়ের পরিবর্তে দোষী বলে সাব্যস্ত হবেনা এবং প্রভুর পরিবর্তে গোলাম ধরা পড়বেনা। কেহ কারও জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশ করবেনা এবং কারও প্রতি কারও কোন খেয়ালই থাকবেনা। কেহ কারও উপর কোন দয়া করবেনা এবং কারও প্রতি কেহ কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবেনা। কারও প্রতি কেহ কোন ভালবাসা দেখাবেনা। সেদিন কেহকেও কারও পরিবর্তে পাকড়াও করা হবেনা। সবাই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাকুল থাকবে, নিজের ব্যাপারেই কাঁদতে থাকবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বোঝা বহন করে ফিরবে, কেহ সেই দিন একে অপরের বোঝা বহন করবেনা।

৩৪। কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেহ জানেনা আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেহ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু	٣٤. إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى

نَفۡسٌ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدۡرِى نَفۡسٌۢ بِأَىِّ أَرۡضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ.	**ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।**

গাইবের খবর জানেন একমাত্র আল্লাহ

এগুলি হচ্ছে গাইবের চাবিকাঠি যা আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। আল্লাহ যাকে যতটুকু জানিয়ে দেন সে ততটুকু ছাড়া আর কিছুই জানতে পারেনা। কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় না কোন নাবী-রাসূলের জানা আছে, আর না কোন নৈকট্য লাভকারী মালাকের/ফেরেশতার জানা আছে।

لَا يُجَلِّيهَا لِوَقۡتِهَآ إِلَّا هُوَ

এ সম্পর্কীয় জ্ঞান একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭)

অনুরূপভাবে বৃষ্টি কখন, কোথায়, কতটুকু বর্ষিত হবে তার জ্ঞান আল্লাহরই আছে। তবে এ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত মালাককে/ফেরেশতাকে যখন নির্দেশ দেয়া হয় তখন তিনি জানতে পারেন। এভাবে গর্ভবতী নারীর গর্ভে পুত্র সন্তান হবে নাকি কন্যা সন্তান হবে তা একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ করেন। অবশ্যই এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মালাককে যখন হুকুম করা হয় তখন তিনি তা জানতে পারেন যে, সন্তান পুরুষ হবে নাকি নারী হবে, সৎ আমলকারী হবে নাকি পাপী হবে। অনুরূপভাবে কেহই জানেনা যে, আগামীকাল কিংবা কিয়ামাত দিবসে সে কি অর্জন করবে। وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْض تَمُوتُ এবং এটাও কেহই জানেনা যে, কোথায় তার মৃত্যু ঘটবে। অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) হাদীসে রয়েছে যে, গাইবের চাবি হচ্ছে এই পাঁচটি জিনিস।

গাইবের খবরের ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস

মুসনাদ আহমাদে বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ পাঁচটি জিনিস রয়েছে যেগুলির খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা। অতঃপর তিনি إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ... الخ এ আয়াতটিই পাঠ করেন। (আহমাদ ৫/৩৫৩)

মুসনাদ আহমাদে ইবন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গাইবের চাবি হচ্ছে পাঁচটি। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটিই পাঠ করেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ *কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেহ জানেনা আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেহ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।* (আহমাদ ২/২৪)

ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে (ইস্তিস্কা সালাত অনুচ্ছেদে) উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল বারী ২/৬০৯) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ গাইবের চাবি পাঁচটি। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ *কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে।* (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৩)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের মাজলিসে বসেছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট একটি লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঈমান কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন ঃ ঈমান হল এই যে, আপনি বিশ্বাস স্থাপন করবেন আল্লাহর উপর,

তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলদের উপর, আখিরাতের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইসলাম কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ ইসলাম এই যে, আপনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবেন ও তাঁর সাথে কেহকেও শরীক করবেননা, সালাত কায়েম করবেন, ফার্‌য যাকাত আদায় করবেন এবং রামাযানের সিয়াম পালন করবেন। লোকটি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইহসান কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ ইহসান এই যে, আপনি আল্লাহর ইবাদাত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন, অথবা যদিও আপনি তাঁকে দেখছেননা কিন্তু তিনি আপনি দেখছেন। লোকটি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? তিনি উত্তর দিলেন, এটা জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানেনা। তবে আমি আপনাকে এর কতগুলি নিদর্শনের কথা বলছি ঃ যখন দাসী তার মনিবের জন্ম দিবে এবং যখন নগ্ন পা ও উলঙ্গ দেহ বিশিষ্ট লোকেরা নেতৃত্ব লাভ করবে। কিয়ামাতের জ্ঞান ঐ পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যেগুলি আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। অতঃপর তিনি ... إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ এ আয়াতটি পাঠ করলেন। এরপর লোকটি চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ যাও, তোমরা লোকটিকে ফিরিয়ে আন। জনগণ দৌঁড়ে গেল। কিন্তু লোকটিকে কোথাও দেখতে পেলনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ইনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। মানুষকে দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি আগমন করেছিলেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৩, ১/১৪০, মুসলিম ১/৩৯) আমরা এ হাদীসের ভাবার্থ সহীহ বুখারীর শরাহয় বিস্তারিত বর্ণনা করেছি যেখানে মুসলিমদের নেতা উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) বর্ণিত কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে।

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ *এবং কেহ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে*। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এমন কতগুলি বিষয় আছে যেগুলির জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। ওগুলির জ্ঞান নাবীদেরও নেই, মালাইকা/ফেরেশতাদেরও নেই।

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ কিয়ামাতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। কারও এ জ্ঞান নেই যে, তার মৃত্যু কোন সালে, কোন মাসে এবং কোন

দিন আসবে। وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ অনুরূপভাবে বৃষ্টি কখন হবে এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ গর্ভবতী নারীর জরায়ুতে পুত্র সন্তান আছে নাকি কন্যা সন্তান আছে, সন্তান লাল বর্ণের হবে নাকি কালো বর্ণের হবে এ জ্ঞানও আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই।

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا কেহ এটা জানেনা যে, সে আগামীকাল ভাল কাজ করবে নাকি মন্দ কাজ করবে, মারা যাবে নাকি বেঁচে থাকবে। হতে পারে যে, কালই মৃত্যু হবে অথবা কোন বিপদ এসে পড়বে।

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ কেহই জানেনা যে, কোথায় তার মৃত্যু হবে, কোথায় তার কাবর হবে। হতে পারে যে, তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হবে অথবা সে কোন জনমানবহীন জঙ্গলে মৃত্যুবরণ করবে। কেহই জানেনা যে, সে কঠিন মাটিতে, না নরম মাটিতে প্রোথিত হবে। আল মুযাম আল কাবীর গ্রন্থে হাফিয আবুল কাসিম তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, উসামাহ ইব্ন যায়িদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির মৃত্যু যেখানে লিখা থাকে আল্লাহ তাকে কোন কারণের মাধ্যমে সেখানে যাবার ব্যবস্থা করেন। (তাবারানী ১/১৭৮)

সূরা লুকমান এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩২ ঃ সাজদাহ, মাক্কী ٣٢ – سورة السجدة، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩০, রুকূ ৩) (اٰيَاتُهَا : ٣٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

আলিফ, লাম, মীম সাজদাহর গুরুত্ব ও ফাযীলাত

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু‘আ’র দিন ফাজরের সালাতে ‘আলিফ-লাম-মীম-তানযীল আস্-সাজদাহ’ (৩২ নং সূরা) এবং ‘হাল ‘আতা আলাল ইনসান’ (৭৬ নং সূরা) পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ২/৪৩৮, মুসলিম ২/৫৯৯)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আলিফ-লাম- মীম-তানযীল আস্-সাজাদাহ’ এবং ‘তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্‌ক’ (৬৭ নং সূরা) এ দু’টি সূরা (রাতে) তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেননা। (আহমাদ ৩/৩৪০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। আলিফ লাম মীম।	١. الٓمٓ
২। এই কিতাব জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।	٢. تَنزِيلُ ٱلۡكِتَـٰبِ لَا رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ
৩। তাহলে কি তারা বলে ঃ এটা সে নিজে রচনা করেছে? না, এটা তোমার রাব্ব হতে আগত সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী	٣. أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُ ۚ بَلۡ هُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوۡمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبۡلِكَ

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ	**আসেনি। হয়তো তারা সৎ পথে চলবে।**

কুরআন আল্লাহর কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই

সূরাসমূহের শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তাআ'ত রয়েছে ওগুলির পূর্ণ আলোচনা আমরা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে করে এসেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই।

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, এই কিতাব আল কুরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। মুশরিকদের এ কথা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা স্বয়ং রচনা করেছেন। না, না, এটা চরম সত্য কথা যে, এ কিতাব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এটি এ জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কাওমকে ভয় প্রদর্শন করেন যাদের কাছে তাঁর পূর্বে কোন নাবী আগমন করেননি। যাতে তারা সত্যের অনুসরণ করে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

٤. ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ	**৪। আল্লাহ, তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?**
٥. يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ	**৫। তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর**

৬। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু -	٦. ذَٰلِكَ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র আল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছয় দিনে যমীন, আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করে আরশের উপর সমাসীন হন। এর তাফসীর ইতোপূর্বে (৭ ঃ ৫৪) বর্ণিত হয়েছে।

مَا لَكُم مِّن دُونه من وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ মালিক ও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। প্রত্যেক জিনিসের পূর্ণতা প্রাপ্তি তাঁরই হাতে। সবকিছুর তাদবীর ও তদারক তিনিই করে থাকেন। সবকিছুর উপর আধিপত্য তাঁরই। তিনি ছাড়া সৃষ্টজীবের কোন বন্ধু ও অভিভাবক নেই। তাঁর অনুমতি ছাড়া কারও কোন সুপারিশ চলবেনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ হে জনমণ্ডলী! আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা করছ এবং যাদের উপর নির্ভরশীল হচ্ছ, তোমরা কি বুঝতে পারনা যে, এত বড় শক্তিশালী সত্তা কি করে তাঁর একজন শরীক গ্রহণ করতে পারেন? তিনি তাঁর সমকক্ষতা, পরামর্শদাতা, পীর ও শরীক হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত। তিনি ছাড়া কোন উপাস্যও নেই, পালনকর্তাও নেই।

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ আল্লাহ তা'আলার আদেশ সপ্তম আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং সাত স্তর যমীনের নীচ পর্যন্ত চলে যায়। যেমন অন্য আয়াতে উল্লেখ রয়েছে ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ। ওগুলির মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২) আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল নিজ দপ্তরের দিকে উঠিয়ে নেন যা দুনিয়ার আকাশের উপরে রয়েছে। যমীন হতে প্রথম আসমান পাঁচশ' বছরের পথের ব্যবধানে রয়েছে। ঐ পরিমাণই ওর ঘনত্ব/পুরুত্ব। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এত দূরের ব্যবধান সত্ত্বেও মালাইকা/ফেরেশতারা চোখের পলকে নীচে আসেন ও উপরে যান। এ জন্যই বলা হয়েছে ঃ

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ তোমাদের হিসাবে সহস্র বছরের সমান। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ প্রতিদিন আমলগুলি অবগত হন। ছোট ও বড় সব আমল তাঁর কাছে আনীত হয়। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু নিজের অধীনস্থ করে রেখেছেন। সমস্ত বান্দার গ্রীবা তাঁর সামনে ঝুঁকে থাকে। তিনি মু'মিন বান্দাদের উপর বড়ই স্নেহশীল। তাদের উপর তিনি করুণা বর্ষণ করে থাকেন। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা। তিনি পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

৭। যিনি তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন উত্তম রূপে এবং কাদা মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।	٧. ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَٰنِ مِن طِينٍ
৮। অতঃপর তার বংশ উৎপন্ন করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।	٨. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ
৯। পরে তিনি ওকে করেছেন সুষম এবং ওতে ফুঁকে দিয়েছেন রূহ্ তাঁর নিকট হতে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ; তোমরা	٩. ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا

অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।	تَشْكُرُونَ

মানুষ সৃষ্টির ক্রমধারা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তিনি (আল্লাহ) সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। সবই তিনি এমন সুন্দরভাবে ও উত্তম পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন যা ধারণা করা যায়না। প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিই কত উত্তম, কত দৃঢ় ও কত মযবূত! আকাশ-পাতাল সৃষ্টির সাথে সাথে মানব-সৃষ্টির উপর চিন্তা-ভাবনা করলে বিস্মিত হতে হয়।

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ তিনি কাদা মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ অতঃপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে যা পুরুষের পিঠ ও স্ত্রীর বক্ষস্থল হতে বের হয়ে থাকে।

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন নিজের নিকট হতে। মানুষকে তিনি চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ দান করেছেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এর পরও মানুষ খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাদের পরিণতি অতি উত্তম ও আনন্দদায়ক যারা আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তিসমূহকে তাঁর আদেশ অনুযায়ী তাঁর পথে ব্যবহার করে। মহান তাঁর শান এবং মর্যাদাপূর্ণ তাঁর নাম।

১০। তারা বলে ঃ আমরা মাটিতে পর্যবসিত হলেও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? বস্তুতঃ তারা তাদের রবের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে।	١٠. وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍۭ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَـٰفِرُونَ
১১। বল ঃ তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর মালাক/ফেরেশতা তোমাদের	١١. قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ

ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُونَ	**প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তীত হবে।**

যারা মনে করে যে, পুনর্জীবন অসম্ভব, তাদের ধারণার জবাব

أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ কাফিরদের আকীদাহ বা বিশ্বাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। মৃত্যুর পর পুনর্জীবনে তারা বিশ্বাসী নয়। ওটা তারা অসম্ভব বলে মনে করে। তারা বলে ঃ যখন আমরা মরে পঁচে যাব এবং আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে, তারপর আবার কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? দুঃখের কথা এই যে, আল্লাহকে তারা নিজেদের সাথে তুলনা করে থাকে। তারা তাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে আল্লাহর অসীম শক্তির সাথে তুলনা করে। তারা জানে ও স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যজনক কথা এই যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করারও শক্তি যে তাঁর আছে এটা তারা স্বীকার করেনা। অথচ তাঁরতো শুধু হুকুম মাত্র। যখনই তিনি কোন কিছুকে বলেন ঃ হও, আর তেমনি তা হয়ে যায়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ তারা তাদের রবের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ তোমাদের জন্য নিযুক্ত মালাক/ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, 'মালাকুল মাউত' একজন মালাকের উপাধী। সূরা ইবরাহীমে (১৪ ঃ ২৭) বারা (রাঃ) কর্তৃক যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ওর দ্বারাও প্রথম কথাটি বোধগম্য হয়ে থাকে। আর কোন কোন আছারে তাঁর নাম আযরাঈলও (আঃ) রয়েছে এবং এটাই প্রসিদ্ধও বটে। কাতাদাহও (রহঃ) এরূপ মতামত পোষণ করতেন। তবে হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গী-সাথী ও তাঁর সাথে সাহায্যকারী আরও মালাক রয়েছেন। (তাবারী ২০/১৭৫) তাঁরা দেহ হতে রূহ বের করে থাকেন এবং হুলকুম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পর মালাকুল মাউত ওটা নিয়ে নেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তাদের জন্য দুনিয়াকে ছোট করে দেয়া হয়। যেমন আমাদের সামনে খাবারের খাঞ্চা থাকে। মন চায় যে, সেটা এমন স্থানে রাখা হোক যাতে সেটা থেকে খাবার

উঠিয়ে নেয়ার সুবিধা হয়। মালাইকা/ফেরেশতাদের কাছে দুনিয়াও ঠিক তদ্রূপ। (তাবারী ২০/১৭৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ অবশেষে তোমরা তোমাদের রবের নিকট প্রত্যানীত হবে। কাবর থেকে বের হয়ে হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে তোমাদেরকে হাযির হতে হবে এবং সেখানে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।

১২। এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী।	١٢. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَـٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ
১৩। আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতাম; কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য ঃ আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।	١٣. وَلَوْ شِئْنَا لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَـٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ
১৪। এখন শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজকের এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। আমিও	١٤. فَذُوقُوا۟ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَآ إِنَّا نَسِينَـٰكُمْ ۖ

وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	**তোমাদেরকে বিস্মৃত হলাম, তোমরা যা করতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক।**

কিয়ামাত দিবসে মুশরিক মূর্তি পূজকদের করুণ অবস্থার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এ পাপীরা যখন নিজেদের পুনর্জীবন স্বচক্ষে দেখবে তখন অত্যন্ত লজ্জিত অবস্থায় মাথা নীচু করে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে। তখন তারা বলবে ঃ

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا হে আমাদের রাব্ব! আমাদের চোখ এখন উজ্জ্বল হয়েছে এবং আমাদের কানগুলি খাড়া হয়েছে। এখন আমরা বুঝতে ও জানতে পেরেছি। এখন আমরা বুঝে শুনে কাজ করব। আমাদের অন্ধত্ব ও বধিরতা দূর হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দিন। আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। যেমন অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে। (সূরা তাওবাহ, ১৯ ঃ ৩৮) ঐ সময় কাফিরেরা নিজেদের তিরস্কার করতে থাকবে। জাহান্নামে প্রবেশের সময় তারা আক্ষেপ করে বলবে ঃ

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

এবং তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। (সূরা মুলক, ৬৭ ঃ ১০) অনুরূপভাবে এরা বলবে ঃ

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন (পার্থিব জগতে)। তাহলে আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। অর্থাৎ আমাদের এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনার সাক্ষাৎকার সত্য। আর আল্লাহ তা'আলাও জানেন যে, যদি তিনি তাদেরকে পার্থিব জগতে ফিরিয়ে দেন তাহলে তারা পূর্বের মতই

কাফির হয়ে যাবে এবং তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে ও তাঁর রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ২৭) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন ঃ

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯)

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য যে, আমি নিশ্চয়ই দানব ও মানব উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। এটা আল্লাহর অটল ফাইসালা। আমরা তাঁর সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস করি এবং তাঁর সমুদয় কথা হতে ও তাঁর শাস্তি হতে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ঐ দিন জাহান্নামীদেরকে বলা হবে ঃ

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا এবার শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজকের এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। একে তোমরা অসম্ভব মনে করতে। আজ আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হলাম। আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র সত্তা ভুল-ভ্রান্তি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এটা শুধু বদল বা বিনিময় হিসাবে বলা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا

আর বলা হবে ঃ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩৪) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা যা করতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক। অর্থাৎ তোমাদের কুফরী ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে থাক। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا. إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا. جَزَآءً وِفَاقًا. إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا كِذَّابًا. وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ كِتَـٰبًا. فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

সেখানে তারা আস্বাদন করতে পাবেনা কোন ঠান্ডা কিংবা (অন্য) কোন পানীয়- উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত; এটাই সমুচিত প্রতিফল। তারা কখনও হিসাবের আশংকা করতনা এবং তারা দৃঢ়তার সাথে আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল। সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে। অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমিতো তোমাদের যাতনাই শুধু বৃদ্ধি করতে থাকব। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ২৪-৩০)

১৫। শুধু তারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যারা ওর দ্বারা উপদিষ্ট হলে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করেনা। [সাজদাহ]	١٥. إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩
১৬। তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের রাব্বকে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে।	١٦. تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا

وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ	
١٧. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	**১৭। কেহই জানেনা, তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি কি প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।**

মু'মিনদের ঈমান আনা এবং উহার প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا সত্যিকারের ঈমানদারদের লক্ষণ এই যে, তারা আন্তরিকতার সাথে কান লাগিয়ে আমার কথা শ্রবণ করে। আর ঐ অনুযায়ী তারা আমল করে। মুখে তারা এগুলি স্বীকার করে ও সত্য বলে মেনে নেয় এবং অন্তরেও তারা এগুলিকে সত্য বলেই জানে। তারা সাজদাহয় পড়ে তাদের রবের তাসবীহ পাঠ করে ও প্রশংসা করে। সত্যের অনুসরণে তারা মোটেই পিছ পা হয়না। তারা কাফিরদের মত হঠকারিতা করেনা। কাফিরদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০)

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ খাঁটি ঈমানদারদের একটি লক্ষণ এও যে, রাতে তারা বিছানা ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং হাসান (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ তারা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। (তাবারী ২০/১৮০) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইশা ও ফাজরের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا এই মু'মিনরা আল্লাহর আযাব হতে পরিত্রাণ পাওয়া ও তাঁর নি'আমাত লাভ করার জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করে বিনয়ের সাথে

ও আশার সাথে। সাথে সাথে তারা দান খাইরাতও করে থাকে। নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী তারা আল্লাহর পথে খরচ করে। এসব সৎ আমলের কাজে তারা অনুসরণ করে তাকে যিনি সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী, যাঁর মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ আদম-সন্তানদের নেতা ও দোজাহানের গৌরব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মুআ'য ইব্ন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। সকালের দিকে আমি তাঁর খুব নিকটবর্তী হয়ে চলছিলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ও জাহান্নাম হতে দূরে রাখবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তুমি খুব বড় প্রশ্ন করেছ। তবে আল্লাহ যার জন্য তা সহজ করে দেন তার জন্য তা সহজ হয়ে যায়। তাহলে শোন, তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবেনা, সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রামাযানের সিয়াম পালন করবে ও বাইতুল্লাহর হাজ্জ করবে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহের কথা বলে দিবনা? তা হল ঃ সিয়াম ঢাল স্বরূপ, দান-খাইরাত এবং মধ্য রাতের সালাত পাপ ও অপরাধ মুছে ফেলে। অতঃপর তিনি تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ হতে جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এই বিষয়ের (দীনের) স্তম্ভ এবং ওর চূড়া ও উচ্চতার কথা বলবনা? আমি বললাম ঃ অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ সব কিছুর উপরে হল ইসলাম, এর স্তম্ভ হচ্ছে সালাত এবং এর চূড়া বা উচ্চতা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। তারপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এসব কাজ কিসের উপর নির্ভর করে তা বলে দিবনা? আমি বললাম ঃ অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেন ঃ এটাকে সংযত রাখবে। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা যে কথা বলি এ কারণেও কি আমাদেরকে পাকাড়ও করা হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ওহে বোকা মুআ'য (রাঃ)! তোমার কি এটুকুও জানা নেই যে, মানুষকে জাহান্নামে (অথবা বলেছেন, মুখের ভরে জাহান্নামে) নিক্ষেপ করা হবে শুধু তার জিহ্বা দ্বারা সে যা বলে সেই কারণে। (আহমাদ ৫/২৩১, তিরমিযী ৭/৩৬১, নাসাঈ ৬/৪২৮, ইব্ন মাজাহ ২/১৩১৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ কেহই জানেনা তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। যেহেতু তারা গোপনে ইবাদাত করত সেহেতু আমিও গোপনে তাদের জন্য তাদের নয়নপ্রীতিকর নি'আমাতরাজি মওজুদ করে রেখেছি যা কেহ না চোখে দেখেছে, না কানে শুনেছে, আর না কল্পনা করেছে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যদি গোপনে ভাল আমল করে তাহলে এর প্রতিদান হিসাবে আল্লাহও তার জন্য উত্তম প্রতিদান জমা রাখবেন যা চোখ কখনও দেখেনি, মন কখনও কল্পনাও করেনি। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত রেখেছি যা কেহ চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এবং অন্তরে কল্পনাও করেনি। এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতে পার ঃ

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

কেহই জানেনা তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৫, মুসলিম ৪/২১৭৪, তিরমিযী ৯/৫৬)

আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে যে নি'আমাত দেয়া হবে তা কখনও কেড়ে নেয়া হবেনা। তার কাপড় পুরাতন হবেনা, তার যৌবনে ভাটা পড়বেনা। তার জন্য জান্নাতে এমন নি'আমাত রয়েছে যা কোন চক্ষু কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে কল্পনাও জাগেনি। (মুসলিম ৪/২১৮১)

১৮। তাহলে কি যে ব্যক্তি মু'মিন হয়েছে সে পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়।	١٨. أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ
১৯। যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের	١٩. أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟

কৃতকর্মের ফল স্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থল।	ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡمَأۡوَىٰ نُزُلَۢا بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ
২০। আর যারা পাপাচার করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখনই তারা জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ যে আগুনের শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর।	٢٠. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخۡرُجُواْ مِنۡهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمۡ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ
২১। বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।	٢١. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَدۡنَىٰ دُونَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَكۡبَرِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ
২২। যে ব্যক্তি তার রবের নির্দেশনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।	٢٢. وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعۡرَضَ عَنۡهَآۚ إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

মু'মিন এবং কাফির কখনও সমান নয়

কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলার আদল, ইনসাফ ও করুণার কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি সৎকর্মশীল ও পাপাচারীকে সমান চোখে দেখবেননা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

দুস্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে? তাদের সিদ্ধান্ত কতই মন্দ! (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গন্য করব? (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৮) অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০)

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ এখানেও বলা হয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন মু'মিন ও কাফির একই মর্যাদার হবেনা। 'আতা ইব্‌ন ইয়াশার (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, এ আয়াত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রাঃ) এবং উকবাহ ইব্‌ন আবি মুঈতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২০/১৮৮)

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই দুই প্রকারের লোকের বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কালামের সত্যতা

স্বীকার করে এবং ঐ অনুযায়ী আমল করে তাকে এমন জান্নাত দেয়া হবে যেখানে বাড়ী-ঘর রয়েছে, অট্টালিকা রয়েছে, উঁচু উঁচু প্রাসাদ রয়েছে এবং শান্তিতে বসবাসের উপযোগী সমস্ত উপকরণ রয়েছে। এটা হবে তার ভাল কাজের বিনিময়ে আপ্যায়ন।

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। সেখান থেকে তারা বের হতে চাইলেও বের হতে পারবেনা। তাদেরকে আবার জাহান্নামে ঠেলে দেয়া হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا

যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২২)

ফুযাইল ইব্ন আইয়ায (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তাদের হাত বাঁধা থাকবে, পা শিকল দ্বারা শৃংখলাবদ্ধ থাকবে। অগ্নিশিখা তাদেরকে নিয়ে উপরে-নীচে যাওয়া-আসা করবে। মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে প্রহার করতে থাকবেন। তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হবে ঃ

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ যে আগুনের শাস্তি কে তোমরা অস্বীকার করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর।

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ *বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ

عَذَابِ الْأَدْنَى বা লঘু শাস্তি দ্বারা পার্থিব বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, রোগ-শোক ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। এগুলো এ জন্যই দেয়া হয় যে, মানুষ যেন সতর্ক হয়ে যায় ও আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পারলৌকিক ভীষণ শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। (তাবারী ২০/১৮৯) উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), আবুল আলিয়াহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আলকামাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুল কারীম যাজারী (রহঃ) এবং হুসাইফও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/১৮৯, ১৯০) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا *যে ব্যক্তি তার রবের নির্দেশনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে?* অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর কেহ বড় অন্যায়কারী নেই যাদের কাছে আল্লাহর নিদর্শন পৌঁছেছে এবং তাঁর দীনের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে বলা হয়েছে, অথচ এর পরেও তারা সেই দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাদের মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, যেন তাদেরকে যিনি সত্যের দা'ওয়াত দিচ্ছেন তাঁকে তারা চিনেইনা।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর যিক্র হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা। যারা এরূপ করে তারা সবচেয়ে বড় পথভ্রষ্ট, নীতিহীন ও বড় পাপী। তাই তাদেরকে সাবধান করার উদ্দেশে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করব।

২৩। আমিতো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম; অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ করনা, আমি তাকে বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক করেছিলাম।	٢٣. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِۦ ۖ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
২৪। আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য ধারণ করত তখন তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।	٢٤. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِـَٔايَـٰتِنَا يُوقِنُونَ
২৫। তারা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে	٢٥. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ

তোমার রাব্বই কিয়ামাত দিবসে ওর ফাইসালা করে দিবেন।	يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

মূসার (আঃ) কিতাব এবং বানী ইসরাঈলীদের নেতৃত্ব

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল মূসা (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁকে তাঁর কিতাব তাওরাত দান করেন। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ না করেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মি'রাজের রাত্রিকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২০/১৯৩)

অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, আবুল আলিয়াহ আর রিয়াহী (রহঃ) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মি'রাজের রাতে মূসা ইব্ন ইমরানকে (আঃ) আমি দেখেছি। তিনি গোধুম বর্ণের দীর্ঘ দেহ ও কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তিনি দেখতে শানু'আহ গোত্রের লোকের মত ছিলেন। ঐ রাতে আমি ঈসাকেও (আঃ) দেখেছি। তিনি মধ্যম দেহ বিশিষ্ট সাদা ও লাল মিশ্রিত রংয়ের ছিলেন। তাঁর চুলগুলি ছিল সোজা ও লম্বা। ঐ রাতে আমি মালিককেও (আঃ) দেখেছি যিনি হলেন জাহান্নামের দারোগা। আর আমি দাজ্জালকে দেখেছি। এগুলি হল ঐসব নিদর্শন যেগুলি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দেখিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ সুতরাং তুমি তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করনা। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই মিরাজের রাতে মূসার (আঃ) সাথে সাক্ষাত করেছেন। (তাবারী ২০/১৯৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ আমি মূসাকে (আঃ) দেয়া কিতাবের মাধ্যমে বানী ইসরাঈলের জন্য পথ-নির্দেশক করেছিলাম। আবার এ অর্থও হতে পারে ঃ আমি মূসাকে প্রদত্ত কিতাবকে পথ-নির্দেশক বানিয়েছিলাম। যেমন সূরা ইসরায় রয়েছে ঃ

وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِى وَكِيلًا

আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক। আমি আদেশ করেছিলাম, তোমরা আমি ব্যতীত অপর কেহকেও কর্ম বিধায়ক রূপে গ্রহণ করনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

তাদের মধ্যে যারা আমার হুকুম পালন করেছিল, আমার নিষেধকৃত কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়েছিল, আমার কথার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল, আমার রাসূলদের অনুসরণে ধৈর্য সহকারে দৃঢ় থেকেছিল, তাদেরকে আমি নেতা মনোনীত করেছিলাম। তারা আমার আহকাম জনগণের কাছে পৌঁছে দিত এবং মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করত এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখত। কিন্তু তারা যখন আল্লাহর কালামে পরিবর্তন-পরিবর্ধন শুরু করে দিল তখন আমি তাদের এ পদ-মর্যাদা ছিনিয়ে নিলাম ও তাদের অন্তর শক্ত করে দিলাম। তারা আল্লাহর কালামের পরিবর্তন এবং উত্তম আমল ত্যাগ করার ফলে তাদের অন্তরে আর ঈমান অবশিষ্ট থাকলনা।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا *আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য ধারণ করত।* কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুফিয়ান (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যখন তারা দুনিয়ার বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে ধৈর্যের সাথে দীনকে মযবূতভাবে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। হাসান ইব্ন সালিহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন। সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ তাদের সৎ আমলকারীদের অবস্থা এরূপই ছিল। যে ব্যক্তি দুনিয়াদারী থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে আখিরাতের আমলসমূহ নিজের মধ্যে অবশ্য করণীয় করে না নেয় সে কখনও অনুসরণযোগ্য হতে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ. وَءَاتَيْنَٰهُم بَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ

আমিতো বানী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নাবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ব জগতের উপর। তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দীন সম্পর্কে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১৬-১৭) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

তারা إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে (অর্থাৎ বিশ্বাস ও আমলের বিষয়ে) মতবিরোধ করছে, তোমার রাব্বই কিয়ামাতের দিন ওর ফাইসালা করে দিবেন।

٢٦. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا
مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ
فِي مَسَٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَءَايَٰتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ

২৬। এটাও কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করলনা যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানব গোষ্ঠি, যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করছে? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; তবুও কি তারা শুনবেনা?

٢٧. أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ
إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦ
زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَٰمُهُمْ
وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

২৭। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আমি উষর ভূমির পানি প্রবাহিত করে ওর সাহায্যে উদগত করি শস্য, যা হতে আহার্য গ্রহণ করে তাদের গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তুগুলি এবং তারা নিজেরাও? তাদের কি দৃষ্টিশক্তি নেই?

অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ এসব দেখার পরেও কি এই অবিশ্বাসীরা সত্য পথের অনুসারী হবেনা? তাদের পূর্ববর্তী কত পথভ্রষ্টদেরকে আমি ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছি। আজ কেহ তাদের খোঁজ-খবরও নেয়না। তারাও রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল এবং আল্লাহর কথা হতে বেপরোয়া হয়ে গেছে। সবাই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

তুমি কি তাদের কেহকেও দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও কি শুনতে পাও? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৮) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে। অর্থাৎ এই অবিশ্বাসীরা ঐ অবিশ্বাসকারীদের বাসভূমিতে চলাফিরা করে যেখানে তারা বসবাস করত, কিন্তু তাদের কেহকেও এরা দেখতে পায়না। যারা তাদের বাসভূমিতে চলাফিরা করত, বসবাস করত তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَآ

যেন তারা সেই গৃহগুলিতে কখনও বসবাস করেনি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬৮) অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟

এইতো তাদের ঘর-বাড়ী সীমা লংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫২) অন্যত্র রয়েছে ঃ

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম। এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৫-৪৬) এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات *এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।* অর্থাৎ ঐ লোকেরাতো ভুল পথে চলছিল, ফলে তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। এর কারণ অন্য কিছু নয়, বরং তারা আল্লাহর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। যারা তাঁকে স্বীকার করেছে তারা রক্ষা পেয়েছে। আল্লাহর তরফ থেকে অনেক নিদর্শন, প্রমাণ এবং শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত মানুষের কাছে পৌঁছানো হয়েছে।

أَفَلاَ يَسْمَعُونَ তবুও *কি তারা শুনবেনা।* অর্থাৎ তাদের পূর্বে যে সমস্ত লোক গত হয়েছে তাদের পরিণামের কথা জেনে এবং তাদের ধ্বংসের কিছু কিছু

আলামত তাদের মাঝে বিদ্যমান দেখতে পাওয়ার পরেও কি তাদের ঈমান আনার সময় এখনও হয়নি?

পানি দ্বারা যমীনকে পুনর্জীবন দানের মধ্যে নিহিত রয়েছে পুনরায় সৃষ্টি করার প্রমাণ

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, দয়া, অনুগ্রহ, ইহ্সান ও ইনআ'মের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আমি ঊষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে ওর সাহায্যে উদগত করি শস্য, যা হতে আহার্য গ্রহণ করে তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং তারা নিজেরাও, তারা কি তবুও চিন্তা-ভাবনা করবেনা? এই আয়াতের অনুরূপ নিম্নের আয়াতটিও ঃ

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَـٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ. أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ২৪-২৫) অনুরূপভাবে এখানেও বলেন যে, أَفَلاَ يُبْصِرُونَ এর পরও কি তারা লক্ষ্য করবেনা?

২৮। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, কখন হবে এই ফাইসালা?	٢٨. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
২৯। বল ঃ ফাইসালার দিন কাফিরদের ঈমান আনা তাদের কোন কাজে আসবেনা এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা।	٢٩. قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِيمَـٰنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
৩০। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা	٣٠. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ

إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ.	**কর; তারাও অপেক্ষা করছে।**

কাফিরেরা যেভাবে শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে চায় এবং তাদের পরিণতি

আল্লাহ সুবহানাহু এবার বর্ণনা করছেন যে, কাফিরেরা কিভাবে তাদের উপর শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে, কিভাবে তারা আল্লাহর আযাব ও গযবকে উপেক্ষা করছে। তারা মনে করছে যে, আল্লাহর শাস্তি কখনও তাদের উপর পতিত হবেনা। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যে, অবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্যতার কারণে তারা বলে ঃ

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ *কখন হবে এই ফাইসালা।* অর্থাৎ হে নাবী! তুমি যে বলে থাক এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে থাক যে, তুমি আমাদের উপর বিজয় লাভ করবে এবং আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, সেই সময় কখন আসবে? আমরাতো তোমাকে বহুদিন থেকেই পরাজিত, অধীনস্থ ও দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। এখন তুমি আমাদেরকে আমাদের উপর তোমার বিজয় লাভের সময়টা বলে দাও। তাদের এ কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لاَ يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ আল্লাহর আযাব যখন এসে যাবে এবং যখন তাঁর গযব ও ক্রোধ পতিত হবে, তা দুনিয়ায়ই হোক অথবা আখিরাতেই হোক, তখন না ঈমান আনয়নে কোন উপকার হবে, আর না তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ. فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَـٰفِرُونَ.

তাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল আসত তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তাই তাদেরকে বেষ্টন করল। অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক

করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮৩-৮৫)

যারা বলে থাকেন যে, এখানে মাক্কা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে তারা একটি বড় ভুল করেছেন। এর দ্বারা মাক্কা বিজয় উদ্দেশ্য নয়। কেননা মাক্কা বিজয়ের দিনতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের ইসলাম গ্রহণ কবূল করে নিয়েছিলেন এবং প্রায় দু'হাজার লোক ইসলাম কবূল করেছিল। যদি এই বিজয় দ্বারা মাক্কা বিজয় উদ্দেশ্য হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ইসলাম গ্রহণ কবূল করতেননা। যেমন এখানে বলা হয়েছে যে, সেই দিন কাফিরদের ঈমান আনা তাদের কোন কাজে আসবেনা। এখানে فَتْحٌ -এর অর্থ হচ্ছে ফাইসালা। যেমন কুরআনুল হাকীমে রয়েছে ঃ

فَٱفْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا

সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন। (সূরা শূ'আরা, ২৬ ঃ ১১৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ

বল ঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা সাবাহ, ৩৪ ঃ ২৬) আর একটি আয়াতে আছে ঃ

وَٱسْتَفْتَحُوا۟ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

তারা বিচার কামনা করল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৫) আরও এক জায়গায় আছে ঃ

وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

এবং যা পূর্ব হতেই তারা কাফিরদের নিকট বর্ণনা করত। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৮৯) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

إِن تَسْتَفْتِحُوا۟ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ

(হে কাফিরেরা!) তোমরাতো ফাইসালা চাচ্ছ, ফাইসালাতো তোমাদের সামনেই এসে গেছে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১৯) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ (হে নাবী)! অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ তুমি এই মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর এবং তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা জনগণের কাছে পৌঁছাতে থাক। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ

তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যে অহী নাযিল হয়েছে, তুমি তারই অনুসরণ করে চল, তিনি ছাড়া অন্য কেহই মা‘বূদ নেই। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১০৬) তুমি অপেক্ষা করতে থাক যতক্ষণে আল্লাহ তা‘আলা তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ না করেন এবং যারা তোমার বিরোধিতা করছে তাদের উপর তোমাকে জয়যুক্ত না করেন। জেনে রেখ যে, তিনি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা।

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ

তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৩০)

إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ তুমি অপেক্ষায় রয়েছ এবং তারাও অপেক্ষমান রয়েছে। তারা চায় যে, তোমার উপর কোন বিপদ আপতিত হোক। কিন্তু তাদের এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবেনা। আল্লাহ তা‘আলা নিজের লোকদেরকে ভুলেননা। তাদেরকে তিনি পরিত্যাগও করেননা। তুমি ধৈর্য ধারণ কর। যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং তাঁর ফরমান অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয় তারা আল্লাহর সাহায্য হতে বঞ্চিত হতে পারেনা। কাফির ও মুশরিকরা মু’মিনদের উপর যে বিপদ-আপদ দেখতে চায় তা তিনি তাদের উপরই নাযিল করে থাকেন। তারা আল্লাহর আযাবের শিকার হবেই। আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।

সূরা সাজদাহ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩৩ ঃ আহযাব, মাদানী

٣٣ – سورة الأحزاب، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৭৩, রুকূ ৯)

(اٰيَاتُهَا : ٧٣، رُكُوْعَاتُهَا : ٩)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হে রাসূল! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করনা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَـٰفِرِينَ وَٱلۡمُنَـٰفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
২। তোমার রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অহী হয় উহার অনুসরণ কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সেই বিষয়ে সম্যক অবহিত।	٢. وَٱتَّبِعۡ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرًا
৩। আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহর উপর এবং কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।	٣. وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا

আল্লাহর আয়াতের মাধ্যমে কাফির ও মুনাফিকদের মুকাবিলা করতে হবে এবং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখতে হবে

সতর্ক করার সুন্দর পন্থা এই যে, বড়দেরকে বলতে হবে যাতে ছোটরা তা শুনে সাবধান হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন কোন কথা গুরুত্বের সাথে বলেন তখন বুঝে নিতে হবে যে,

অন্যদের জন্য এর গুরুত্ব আরও বেশী। তালক ইব্ন হাবীব (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর হিদায়াত অনুযায়ী সাওয়াব লাভের নিয়াতে তাঁর ফরমানের আনুগত্য করা এবং তাঁর ফরমান অনুযায়ী তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচার উদ্দেশে তাঁর নাফরমানী পরিত্যাগ করার নাম হল তাকওয়া। আর কাফির ও মুনাফিকদের কথা না মানা, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করা এবং স্বীকার করে নেয়ার নিয়াতে তাদের কথা না শোনার নামও তাকওয়া।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারীতো একমাত্র আল্লাহ। তিনি তাঁর প্রশস্ত ও ব্যাপক জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যেক কাজের ফল বা পরিণাম সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁর সীমাহীন হিকমাতের কারণে তাঁর কোন কাজ, কোন কথা বিবেচনা ও নীতি বহির্ভূত হয়না। তাই তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ অতএব তোমার রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অহী করা হয় তুমি তারই অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ কর, যাতে তুমি খারাপ পরিণতি ও বিভ্রান্তি হতে বাঁচতে পার। আল্লাহ তা‘আলার কাছে কারও কার্যকলাপ গোপন নেই। সুতরাং নিজের সমস্ত কাজকর্মে শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা কর।

وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا তাঁর উপর যে ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হন। কারণ তিনি সমস্ত কাজের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর প্রতি যে আকৃষ্ট হয় বা তাঁর দিকে যে ঝুঁকে পড়ে সে’ই সফলকাম হয়ে থাকে।

৪। আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু’টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি; তোমাদের স্ত্রীরা, যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক, তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি; ঐগুলি	٤. مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ

তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।	أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ
৫। তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ পরিচয়ে; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায় সঙ্গত, যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তাহলে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই অথবা বন্ধু; এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٥. ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

পালিত সন্তানের ব্যাপারটি বাতিল করণ

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পূর্বে ভূমিকা ও প্রমাণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু' একটি ঐ কথা বলেছেন যা সবাই অনুভব করে থাকে। অতঃপর সেদিক থেকে চিন্তা ও খেয়াল ফিরিয়ে নিজের উদ্দেশের দিকে নিয়ে গেছেন। তিনি বলেন ঃ কোন মানুষের হৃদয় বা অন্তর দু'টি হয়না। এভাবেই তুমি বুঝে নাও যে, তুমি যদি তোমার কোন স্ত্রীকে মা বল তাহলে সে সত্যিই তোমার

মা হয়ে যাবেনা। অনুরূপভাবে অপরের পুত্রকে তুমি পুত্র বানিয়ে নিলে সে সত্যিকারের পুত্র হবেনা। কেহ যদি ক্রোধের সময় তার স্ত্রীকে বলে ফেলে ঃ তুমি আমার কাছে এমনই যেমন আমার মায়ের পিঠ। এরূপ বললে সে সত্যি সত্যিই মা হয়ে যাবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَـٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّـٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ

তারা তাদের মা নয়; যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মা। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২)

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ এ দু'টি কথা বর্ণনা করার পর মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মানুষের পালক পুত্র তার প্রকৃত পুত্র হতে পারেনা। এ আয়াতটি যায়িদ ইব্‌ন হারিসার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবুওয়াতের পূর্বে তাঁকে পোষ্যপুত্র হিসাবে পালন করেছিলেন। তাঁকে যায়িদ (রাঃ) ইব্‌ন মুহাম্মাদ বলা হত। এ আয়াত দ্বারা এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উদ্দেশ্য। যেমন এই সূরারই মধ্যে রয়েছে ঃ

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ

وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নাবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪০) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ এটাতো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। তোমরা কারও ছেলেকে অন্য কারও ছেলে বলবে এবং এভাবেই বাস্তব পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা হতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে তার পিতা সে যার পিঠ হতে সে বের হয়েছে। একটি ছেলের দু'জন পিতা হওয়া অসম্ভব, যেমন একটি বক্ষে দু'টি অন্ত র থাকা অসম্ভব।

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলেন ও সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন যে, হাসান (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন যে, যুহাইর (রহঃ) কাবূস (রহঃ) থেকে অর্থাৎ ইব্‌ন আবী যিবাইন (রহঃ) থেকে

বলেন যে, তার পিতা তাকে বলেছেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) বললাম, مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ এ আয়াত সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন ঃ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের জন্য দাঁড়ালেন। এমতাবস্থায় তিনি আতংকগ্রস্ত হলেন। তখন যেসব মুনাফিক তাঁর সাথে সালাত আদায় করছিল তারা পরস্পর বলাবলি করল ঃ দেখ, তাঁর দু'টি অন্তর রয়েছে, একটি তোমাদের সাথে এবং অপরটি তাদের সাথে। ঐ সময় আল্লাহ তা‘আলা مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ১/২৬৭, তিরমিযী ৯/৫৮, তাবারী ২০/২০৪)

পালিত সন্তানকে ডাকতে হবে তার পিতার নাম অনুসারে

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ পূর্বে এর অবকাশ ছিল যে, পালক পুত্রকে পালনকারীর দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে তার পুত্র বলে ডাকা যাবে। কিন্তু এখন ইসলাম এটাকে রহিত করে দিয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাকে তার প্রকৃত পিতার দিকে সম্পর্ক লাগিয়ে ডাকতে হবে। ন্যায়, হক ও সত্য এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়িদ ইব্‌ন হারিসাহকে (রাঃ) ইব্‌ন মুহাম্মাদ বলতাম। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এটা বলা পরিত্যাগ করি। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৭, মুসলিম ৪/১৮৮৪, তিরমিযী ৯/৭২, নাসাঈ ৬/৪২৯) পূর্বেতো পালক পুত্রের ঐ সমুদয় হক থাকত যা ঔরষজাত ছেলের থাকে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবূ হুযাইফার (রাঃ) স্ত্রী সাহলা বিন্‌ত সুহায়েল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সালিমকে (রাঃ) মৌখিক পুত্র বানিয়ে রেখেছিলাম। এখন আল্লাহ তার ব্যাপারে ফাইসালা করে দিয়েছেন। আমি এখন পর্যন্ত তার থেকে পর্দা করিনি। সে আসে এবং যায়। আমার স্বামী হুযাইফা (রাঃ) তার এভাবে যাতায়াত পছন্দ করছেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ তাহলে যাও, সালিমকে (রাঃ) তোমার দুধ পান করিয়ে দাও। এতে তুমি তার উপর হারাম হয়ে যাবে (শেষ পর্যন্ত)।

মোট কথা পূর্বের হুকুম রহিত হয়ে যাওয়ায় এরূপ পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদেরকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণকারীদের জন্য বৈধ করে দেয়া হয়। অর্থাৎ তারা তাদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদেরকে বিয়ে করতে পারে। যায়িদ ইব্ন হারিসাহ (রাঃ) যখন তাঁর স্ত্রী যাইনাব বিনতে জাহশকে (রাঃ) তালাক দেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেন এবং এভাবে মুসলিমরা একটি কঠিন সমস্যা হতে রক্ষা পেলেন। এর প্রতি লক্ষ্য রেখেই যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا

যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমনীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৭) অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ

এবং তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের পত্নীদেরকে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৩) পালক পুত্রের স্ত্রীর প্রসংগ এখানে উল্লেখ করা হয়নি এ কারণে যে, সে ঔরষজাত সন্তান নয়। তবে এখানে দুগ্ধ সম্পর্কীয় ছেলেরাও ঔরষজাত ছেলেদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুধপানের কারণে ঐ সব আত্মীয় হারাম যা বংশের কারণে হারাম হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯২, মুসলিম ২/১০৬৯) তবে কেহ যদি স্নেহ বশতঃ কেহকেও পুত্র বলে ডাকে তাহলে সেটা অন্য কথা, এতে কোন দোষ নেই। এ ব্যাপারে মুসনাদ আহমাদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমাদের ন্যায় আবদুল মুত্তালিব বংশের ছোট বালকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালিফাহ হতে রাতেই জামরাহর দিকে বিদায় করে দেন এবং আমাদের উরুতে চাপড় দিয়ে বলেন ঃ হে আমার ছেলেরা! সূর্যোদয়ের পূর্বে জামরাহর উপর কংকর মারবেনা। (আহমাদ ১/২৩৪, আবূ দাঊদ ২/৪৮০, নাসাঈ ৫/২৭১, ইব্ন মাজাহ ২/১০০৭) এটা দশম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসের ঘটনা। এটা প্রমাণ করছে যে, স্নেহের বাক্য ধর্তব্য নয়।

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ যায়িদ ইব্ন হারিসাহ (রাঃ) যার ব্যাপারে এ হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে, ৮ম হিজরীতে মূতার যুদ্ধে শহীদ হন। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে 'হে আমার প্রিয় পুত্র' বলে সম্বোধন করতেন। (মুসলিম ৩/১৬৯৩, আবূ দাঊদ ৫/২৪৭, তিরমিযী ৮/১২০) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তাহলে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতা ও বন্ধু।

উমরাহতুল কাযা করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কা হতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন হামযার (রাঃ) কন্যা তাঁকে চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর পিছনে পিছনে দৌড়াতে শুরু করে। আলী (রাঃ) তখন তাকে ধরে ফাতিমার (রাঃ) কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ এ তোমার চাচাতো বোন, একে ভালভাবে রেখ। তখন আলী (রাঃ), যায়িদ (রাঃ) ও জাফর ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) প্রত্যেকে বলে উঠলেন ঃ এই শিশু কন্যার হকদার আমিই। আমিই একে লালন-পালন করব। আলী (রাঃ) প্রমাণ পেশ করলেন যে, সে তার চাচার মেয়ে। আর যায়িদ (রাঃ) বললেন যে, সে তাঁর ভাইয়ের কন্যা। জাফর ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) বললেন ঃ এটা আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার বাড়ীতেই আছে অর্থাৎ আসমা বিন্ত উমাইস (রাঃ)। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ফাইসালা করলেন যে, এ কন্যা তার খালার কাছেই থাকবে, যেহেতু খালা মায়ের স্থলাভিষিক্তা। আলীকে (রাঃ) তিনি বললেন ঃ তুমি আমার ও আমি তোমার। জাফরকে (রাঃ) বললেন ঃ তোমার আকৃতি ও চরিত্রতো আমার সাথেই সাদৃশ্যযুক্ত। যায়িদকে (রাঃ) তিনি বললেন ঃ তুমি আমার ভাই ও আমার আযাদকৃত দাস। (ফাতহুল বারী ৭/৫৭০) এ হাদীসে বহু হুকুম রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায়ের হুকুম শুনিয়ে দিলেন, অথচ দাবীদারদেরকেও তিনি অসন্তুষ্ট করলেননা, বরং নম্র ভাষার মাধ্যমে তাদের অন্তর জয় করলেন। তিনি এ আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে যায়িদকে (রাঃ) বললেন ঃ তুমি আমার ভাই ও আযাদকৃত দাস। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ তোমরা যদি তোমাদের সাধ্যমত তাহকীক ও যাচাই করার পর কেহকেও কারও দিকে সম্পর্কিত কর এবং সেটা ভুল

হয়ে যায় তাহলে এতে তোমাদের কোন অপরাধ হবেনা। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা যেন বলি ঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

হে আমাদের রাব্ব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৬) সহীহ মুসলিমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, যখন বান্দা এ প্রার্থনা করে তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ আমি তাই করলাম অর্থাৎ তোমাদের প্রার্থনা কবূল করলাম। (মুসলিম ১/১১৬)

আমর ইব্ন আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি বিচারক (বিচারের ব্যাপারে) ইজতিহাদ (সঠিকতায় পৌঁছার জন্য চেষ্টা-তাদবীর ও চিন্তা-ভাবনা) করে এবং এতে সে সঠিকতায় পৌঁছে যায় তাহলে তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। আর যদি তার ইজতিহাদে ভুল হয়ে যায় তাহলে তার জন্য রয়েছে একটি সাওয়াব। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৩০)

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের স্মরণ না থাকার কারণে এবং যে কাজ তাদের দ্বারা জোরপূর্বক করিয়ে নেয়া হয় তা ক্ষমা করে দিবেন। (তিরমিযী ১/৬৫৯) এখানেও মহান আল্লাহ এ কথা বলার পর বলেন ঃ

وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ

তোমাদের নিরর্থক শপথসমূহের জন্য তোমাদেরকে আল্লাহ পাকড়াও করবেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৫)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাতে রজমের আয়াত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রজম করেছেন অর্থাৎ ব্যভিচারের অপরাধে বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন। আমরাও তাঁর পরে রজম করেছি। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমরা পাঠ করতাম কুরআনুল

হাকীমের وَلاَ تَرْغَبُوْا عَنْ أَبَاءِكُمْ فَاِنَّهُ كَفُوْرٌ اِنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اَبَاءِكُمْ *তোমরা তোমাদের পিতার দিক থেকের সম্পর্ক অন্যের দিকে ফিরিয়ে নিওনা। কারণ তোমাদের পিতার দিক থেকের সম্পর্ক অন্যের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে কুফরী।* এ আয়াতটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করনা, যেমন ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল। আমিতো আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে। একটি রিওয়ায়াতে শুধু 'মারইয়ামের ছেলেকে খৃষ্টানরা প্রশংসা করত' বলা হয়েছে। (আহমাদ ১/৪৭) আর একটি হাদীসে আছে যে, মানুষের মধ্যে তিনটি কুফরী (স্বভাব) রয়েছে। ওগুলো হচ্ছে ঃ বংশকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, মৃতের উপর ক্রন্দন করা এবং তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। (মুসলিম ৯৩৪, আহমাদ ৫/৩৪২)

٦. ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَـٰتُهُمْ ۗ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُورًا	**৬। নাবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্টতর এবং তার স্ত্রীরা তাদের মা। আল্লাহর বিধান অনুসারে মু'মিন মুহাজির অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতম। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও তাহলে করতে পার। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ।**

রাসূলের (সাঃ) প্রতি আনুগত্যতা এবং তাঁর স্ত্রীগণ মু'মিনদের মা

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবন অপেক্ষা তাঁর উম্মাতের উপর অধিকতর দয়ালু। এ জন্য তিনি তাঁর রাসূলকে তাদের উপর তাদের জীবনের চেয়েও বেশী অধিকার দিয়েছেন। তারা নিজেদের জন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনা, বরং তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক হুকুমকে জান-প্রাণ দিয়ে কবূল করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

অতএব তোমার রবের শপথ! তারা কখনই বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবেনা, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের সৃষ্ট বিরোধের বিচারক না করে, অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তুষ্ট চিত্তে কবূল না করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৫) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেহ মু'মিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে প্রিয় হই তার নিজের জান, মাল, সন্তান এবং সমস্ত লোক অপেক্ষা। (ফাতহুল বারী ১/৭৫) সহীহ হাদীসে আরও বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া সবকিছু হতেই প্রিয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে উমার! না (এতেও আপনি মু'মিন হতে পারেননা), বরং আমি যেন আপনার কাছে আপনার জীবন অপেক্ষাও প্রিয় হই। তখন তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! (এখন হতে) আপিন আমার নিকট সব কিছু হতেই প্রিয় হয়ে গেলেন। এমনকি আমার নিজের জীবন হতেও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ হে উমার! এখন (আপনি পূর্ণ মু'মিন হলেন)। (ফাতহুল বারী ১১/৫৩২) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর।

এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত মু’মিনের সবচেয়ে বেশী নিকটতর আমিই। তোমরা ইচ্ছা করলে النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ এই আয়াতটি পড়ে নাও। জেনে রেখ যে, যদি কোন মুসলিম মাল-ধন রেখে মারা যায় তাহলে সেই মালের হকদার হবে তার উত্তরাধিকারীরা। আর যদি কোন মুসলিম তার কাঁধে ঋণের বোঝা রেখে মারা যায় অথবা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে রেখে মারা যায় তাহলে তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার এবং তার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের লালন-পালনের দায়িত্বও আমারই উপর ন্যস্ত। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৬, ৫/৭৫) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ রাসূলুল্লাহর পত্নীগণ মু’মিনদের মাতাতুল্য। তাঁরা তাদের সম্মানের পাত্রী। সম্মান, আদব ইত্যাদির দিক দিয়ে তাঁরা যেন তাদের মা। তবে হ্যাঁ, মায়ের সাথে অন্যান্য আহকাম যেমন নির্জনতা ইত্যাদিতে পার্থক্য আছে। তাঁদের গর্ভজাত কন্যাদের সাথে কিংবা তাদের বোনদের সাথে বিয়ে হারাম হওয়ার কথা এখানে বলা হয়নি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ আল্লাহর বিধান অনুসারে মু’মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরের নিকটতর। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন এবং এর ফলে তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তাদের সম্পদের তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হতেন। (বুখারী ২২৯২, ৪৫৮০, ৬৭৪৭) শপথ করে যাঁরা সম্বন্ধ জুড়ে দিতেন তারাও তাদের সম্পত্তির হকদার হয়ে যেতেন। এ আয়াত দ্বারা এগুলি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং তার পূর্বাপর বিজ্ঞজনেরাও এরূপ বর্ণনা করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও কিংবা হৃদয়ের বন্ধন দৃঢ় করতে চাও তাহলে তা করতে পার। তুমি তার জন্য অসীয়াত করে যেতে পার। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا *এ কথা আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল।* এ আয়াতে যে বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তারা অবশই তাদের চেয়ে অগ্রগন্য, যাদের সাথে শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। এটাই আল্লাহর বিধান যা প্রথম থেকেই জারী রয়েছে এবং ইহা কখনও পরিবর্তনযোগ্য নয়। মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর স্বতঃসিদ্ধ আইনের বিপরীতে যে বিধান জারী করেছিলেন তার মধ্যেও কল্যাণ নিহিত ছিল। তিনি নিজেতো জানতেনই যে, ঐ বিধান হবে সাময়িক এবং পরবর্তী সময়ে তিনি মূল আইনের আওতায় তাঁর বান্দাদেরকে ফিরিয়ে আনবেন, যা পূর্ব হতেই চলে আসছিল। আল্লাহই সর্ব বিষয়ে সবকিছু জানেন।

৭। স্মরণ কর, যখন আমি নাবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে, তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার -	٧. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًا
৮। সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তদ শাস্তি!	٨. لِّيَسْـَٔلَ ٱلصَّـٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

নাবী/রাসূলগণের ওয়াদা/প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি এই পাঁচজন স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীর নিকট হতে এবং সাধারণ সমস্ত নাবীর নিকট হতে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তারা আমার দীনের প্রচার করবে ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা পরস্পরে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং একে অপরকে সমর্থন করবে। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক কায়েম রাখবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَـٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ

এবং আল্লাহ যখন নাবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আমি তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে দান করার পর তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রত্যায়নকারী একজন রাসূল আগমন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে; তিনি আরও বলেছিলেন ঃ তোমরা কি এতে স্বীকৃত হলে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল - আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরা সাক্ষী থেক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮১) তাঁদের প্রত্যেকের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। এখানে সাধারণ নাবীদের বর্ণনা দেয়ার পর বিশিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন নাবীদের নামও উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁদের নাম নিম্নের আয়াতেও রয়েছে ঃ

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে। আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম

ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৩)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ *স্মরণ কর, যখন আমি নাবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট* হতে। এ আয়াতে সর্বপ্রথম সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কারণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা সম্পন্ন নাবী। অতঃপর একের পর এক ক্রমানুযায়ী অন্যান্য নাবীদের উল্লেখ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তাদের কাছ থেকে যে প্রধান অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল তা ছিল আল্লাহর একাত্মবাদ। (তাবারী ২০/২১৩)

لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ *সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার জন্য।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বাণী প্রাপ্ত হয়ে অন্যদের কাছে সেই দা‘ওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। (তাবারী ২০/২১৪) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا *তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তদ শাস্তি!* নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে কিংবা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করেছে তারা শাস্তির যোগ্য। আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে, মহান রবের কাছ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা তিনি যথাযথভাবে তাঁর জাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং তারাও তা মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূলগণ তাঁর বান্দাদের কাছে তাঁর বাণী কমবেশী করা ছাড়াই পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা পূর্ণভাবে, সত্যকে উত্তম পন্থায় জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন যাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই, যদিও হতভাগ্য ও হঠকারীরা তাঁদেরকে মানেনি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর রাসূলদের সমস্ত কথা ন্যায় ও সত্য। যারা তাঁদের পথ অনুসরণ করেনি তারা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। তারা বাতিলের উপর রয়েছে। জান্নাতের অধিবাসীরা বলবেন ঃ

لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ

আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৩)

৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।	٩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ جَآءَتۡكُمۡ جُنُودٞ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحٗا وَجُنُودٗا لَّمۡ تَرَوۡهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرًا
১০। যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়েছিল; তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষন করছিলে।	١٠. إِذۡ جَآءُوكُم مِّن فَوۡقِكُمۡ وَمِنۡ أَسۡفَلَ مِنكُمۡ وَإِذۡ زَاغَتِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلۡقُلُوبُ ٱلۡحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠

আহযাবে যুদ্ধের বর্ণনা

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর যে দয়া ও অনুগ্রহ করেছিলেন এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন, যখন মুশরিকরা মুসলিমদেরকে দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশে পূর্ণ শক্তিসহ বিরাট বাহিনী নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেছিল। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, উহা হয়েছিল পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে। মূসা ইব্ন উকবাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, খন্দকের যুদ্ধ চতুর্থ

হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের ঘটনা এই যে, বানু নাযীরের ইয়াহুদী নেতৃবর্গ, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে মাদীনা থেকে খাইবারে বিতারিত করেছিলেন। তাদের মধ্যে সালাম ইব্ন আবূ হুকাইক, সালাম ইব্ন মিশকাম, কিনানাহ, ইব্ন রাবী প্রমুখ ছিল। তারা মাক্কায় এসে কুরাইশদেরকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করল এবং তাদের সাথে অঙ্গীকার করল যে, তারা তাদের অধীনস্থ লোকদেরকে সাথে নিয়ে তাদের দলে যোগদান করবে। কুরাইশরা তাদের প্রস্তাবে রাযী হল। সেখানে তাদের সাথে কথা শেষ করে তারা গাতাফান গোত্রের লোকদের নিকট গমন করল এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকেও তাদের সাথে একমত হতে বাধ্য করল। কুরাইশরা বিভিন্ন গোত্র থেকে লোক সংগ্রহ করে এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করল। তাদের নেতা নির্বাচিত হলেন আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব এবং গাতাফান গোত্রের নেতা নির্বাচিত হল উয়াইনাহ ইব্ন হিসন ইব্ন বদর। এভাবে তারা দশ হাজার যোদ্ধা একত্রিত করল এবং মাদীনার দিকে অগ্রসর হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে সালমান ফারসীর (রাঃ) পরামর্শক্রমে মাদীনার পূর্ব দিকে মুসলিমদের খন্দক খনন করতে বললেন। সমস্ত মুহাজির ও আনসার এ খনন কাজে অংশগ্রহণ করলেন। এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ কাজে অংশ নিলেন। স্বয়ং তিনি মাটি বহন করতে লাগলেন এবং খনন কাজও করলেন। খন্দক (পরিখা) খনন করা কালিন অনেক অলৌকিক (মু'জিযা) বিষয় প্রকাশ পায়। মুশরিকদের সেনাবাহিনী বিনা বাধায় মাদীনা পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং মাদীনার উত্তরে নিজেদের শিবির স্থাপন করল। তাদের এক বিরাট সৈন্য দল মাদীনার উঁচু অংশে শিবির স্থাপন করল যেখান থেকে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ *যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে*। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা তিন হাজারেরও কম ছিল। কোন কোন রিওয়ায়াতে শুধু সাতশ' বলা হয়েছে। এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুকাবিলার জন্য এলেন। তিনি সাল পাহাড়কে পিছনের দিকে রেখে শত্রুদের দিকে মুখ করে সৈন্য সমাবেশ করলেন। তাদের উভয়ের মাঝে ছিল খন্দক যা তিনি খনন করেছিলেন। ফলে কোন পদাতিক কিংবা অশ্বারোহী বাহিনী তাদের কাছে পৌঁছতে পারছিলনা। তাতে পানি

ছিলনা। তা ছিল শুধু একটি গর্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু ও মহিলাদেরকে মাদীনার একটি মহল্লায় একত্রিত করে রেখে দেন। মাদীনায় বানু কুরাইযা নামক ইয়াহুদীদের একটি গোত্র বসবাস করত। তাদের মহল্লা ছিল মাদীনার পূর্ব দিকে। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাদের দৃঢ় সন্ধিচুক্তি ছিল। তাদেরও বিরাট দল ছিল। প্রায় আটশ’ জন বীর যোদ্ধা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। মুশরিক ও ইয়াহুদীরা তাদের কাছে হুয়াই ইব্‌ন আখতাব নাযারীকে পাঠিয়ে দিল। সে তাদেরকে নানা প্রকারের লোভ-লালসা দেখিয়ে নিজেদের পক্ষে করে নিল। তারা মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং সন্ধি-চুক্তি ভেঙ্গে দিল। খন্দকের (পরিখা) অপর দিকে দশ হাজার শত্রু সৈন্য ছাউনি ফেলে বসে আছে। এদিকে ইয়াহুদীদের এই বিশ্বাসঘাতকতা তাদের যুদ্ধাবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হয়ে উঠল। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا

তখন মু’মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১১) শত্রুরা একমাস ধরে অবরোধ অব্যাহত রাখল। যদিও মুশরিকরা খন্দক অতিক্রম করতে সক্ষম হলনা, তবে তারা মাসাধিককাল ধরে মুসলমাদেরকে ঘিরে বসে থাকল। এতে মুসলিমরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। আমর ইব্‌ন আবদে ওয়াদ্দ, যে ছিল জাহিলিয়াত আমলের আরাবের একজন বিখ্যাত বীর ঘোড়-সাওয়ার, সেনাপতিত্ব বিষয়ে যে ছিল অদ্বিতীয়, একবার সে নিজের সাথে কয়েকজন দুঃসাহসী বীরপুরুষকে নিয়ে সাহস করে অশ্ব চালিয়ে খন্দক পার হল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় অশ্বারোহীদের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু বলা হয় যে, তাদেরকে তিনি প্রস্তুত না পেয়ে আলীর (রাঃ) সাথে তাদেরকে একক যুদ্ধে আহ্বান করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকল। অবশেষে আল্লাহর সিংহ আলী (রাঃ) শত্রুকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করেন। এতে মুসলিমদের সাহস ও উৎসাহ বেড়ে গেল এবং তারা বুঝে নিলেন যে, তাদের জয় সুনিশ্চিত।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে ভীষণ বেগে তীব্র ঠাণ্ডা বাতাসসহ ঝড় ও ঘূর্ণিবার্তা প্রবাহিত হতে শুরু করল। এর ফলে কাফিরদের সমস্ত তাঁবু মূলোৎপাটিত হল। কিছুই অবশিষ্ট থাকলনা। তাদের পক্ষে আগুন জ্বালানো কঠিন হয়ে গেল। কোন আশ্রয়স্থল তাদের দৃষ্টিগোচর হলনা। পরিশেষে তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। এরই বর্ণনা কুরআনুল কারীমে দেয়া হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا *হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী।* এ আয়াতে যে বায়ুর কথা বলা হয়েছে মুজাহিদের (রহঃ) মতে ওটা ছিল পূবালী হাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের উক্তিও এর পৃষ্ঠপোষকতা করে। তিনি বলেন ঃ পূবালী বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে এবং 'আদ সম্প্রদায়কে 'পশ্চিমা বায়ু' দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ২/৬০৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا আমি এমন এক বাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যা তোমরা দেখনি। তারা ছিলেন মালাইকা/ফেরেশতা। তারা মুশরিকদের অন্তর ও বক্ষ ভয়, ত্রাস এবং প্রভাব দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এমনকি তাদের সমস্ত নেতা তাদের অধীনস্থ সৈন্যদেরকে কাছে ডেকে ডেকে বলেছিল ঃ তোমরা মুক্তির পথ অন্বেষণ কর, বাঁচার পথ বের করে নাও। এটা ছিল মালাইকা/ফেরেশতাদের নিক্ষিপ্ত ভয় ও প্রভাব এবং তারাই ছিলেন ঐ সেনাবাহিনী যার বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম আত তাইমী (রহঃ) তার পিতা থেকে বলেন ঃ আমরা হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানের (রাঃ) সাথে বসা ছিলাম এমন সময় এক লোক এসে তাকে বললেন ঃ আমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় থাকতাম তাহলে আমিও তাঁর সাথে থেকে আমার সাধ্যমত প্রাণপণ যুদ্ধ করতাম। তখন হুযাইফা (রাঃ) তাকে বললেন ঃ তুমি কি সত্যিই তা করতে পারতে? আহযাবের যুদ্ধের সময় আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন কনকনে শীতের রাতে হিমবায়ু বইতে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কেহ আছে কি যে প্রতিপক্ষের শিবিরের খবর নিয়ে আসতে পারবে? কিয়ামাত দিবসে সে আমার সাথে থাকার সৌভাগ্য লাভ করবে। কিন্তু আমাদের তরফ থেকে কেহই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলনা। এভাবে তিনি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে হুযাইফা! তুমি উঠ এবং শত্রুদের খবর নিয়ে এসো। তিনি যখন আমার নাম ধরে ডাকলেন তখন তাঁর ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় ছিলনা। তিনি বললেন ঃ তাদের খবর নিয়ে আসার ব্যাপারে সাবধান যে, তারা যেন তোমার উপস্থিতি টের না

পায়। সুতরাং একজন সাধারণ লোকের ছদ্মবেশে আমি বের হয়ে পড়লাম এবং এক সময় আবূ সুফিয়ানের খুব কাছাকাছি পৌঁছে দেখতে পেলাম যে, তিনি আগুনের দিকে পিছন ফিরে বসে শরীর গরম করছেন। আমি তার দিকে নিক্ষেপ করার জন্য আমার ধনুকে তীর সংযোজন করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাবধান বাণী মনে পড়ে গেল যে, তিনি এমন কিছু করতে নিষেধ করেছেন যাতে তারা আমার গতিবিধি টের পেয়ে যায়। অথচ তখন আমি তীরের সাহায্যে অনায়াসে তাকে বিদ্ধ করতে পারতাম। অতঃপর আমি ওখান থেকে আগের মত অতি সন্তর্পনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে এলাম। ফিরে আসার পর আমি তীব্র শীত অনুভব করছিলাম এবং তা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালাম। তাঁর কাছে অতিরিক্ত এক প্রস্থ কাপড় ছিল যা তিনি সালাত আদায় করার জন্য ব্যবহার করতেন। তিনি তা আমাকে দিলেন। আমি তা মুড়ি দিয়ে শুইয়ে পড়লাম এবং ভোর না হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালাম। ফাজরের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকলেন ঃ ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি! উঠ।

إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ *যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে*। এখানে إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ দ্বারা কাফির কুরাইশ বাহিনীকে এবং وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ দ্বারা বানূ কুরাইযাকে বুঝানো হয়েছে। আবূ হুযাইফা (রহঃ) এরূপ বলেছেন।

وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ *তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়েছিল; তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত*। অর্থাৎ প্রচন্ড ভয় ও ত্রাসের কারণে এরূপ হয়েছিল। وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (*এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে*) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যারা ছিলেন তাদের কারও কারও মনে এই সংশয় দেখা দিয়েছিল যে, আহযাবের যুদ্ধের ফলাফল মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং যে কোন সময় আল্লাহ তা ঘটাবেন। এ আয়াত সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ মুসলিমরা সংশয় সন্দেহ পোষণ করছিল এবং মুনাফিকরা এতখানি সন্দিহান হল যে, বানূ আমর ইব্‌ন আউফ গোত্রের মু'আত্তিব ইব্‌ন কুশাইর বলেই ফেলল ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস

দিচ্ছেন যে, আমরা এক সময় সিজার এবং কিসরার ধন-সম্পদ হস্তগত করব, অথচ এখন আমরা নিজেদেরকেই রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছিনা। (ইব্ন হিশাম ১/৫২২) এ আয়াত সম্পর্কে হাসান (রহঃ) বলেন ঃ তখন বিভিন্ন জনের মনে বিভিন্ন চিন্তার উদ্রেগ হয়েছিল। মুনাফিকরা মনে করেছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা এবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর মুসলিমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করত যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াদা সত্য এবং অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর দীনকে সমুন্নত করবেন, যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে। (তাবারী ২০/২২১)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের প্রাণতো হয়েছে কণ্ঠাগত, এখন আমাদের বলার কিছু আছে কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমরা বল ঃ

اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মর্যাদা রক্ষা করুন এবং আমাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করুন। এদিকে মুসলিমদের এ দু‘আ উচ্চারিত হচ্ছিল, আর ঐ দিকে বাতাসের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের দুর্গতি চরম সীমায় পৌঁছে দেন (আহমাদ ৩/৩)

১১। তখন মু’মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।	١١. هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا
১২। এবং মুনাফিকরাও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।	١٢. وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا

١٣. وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟ ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا	১৩। আর তাদের এক দল বলেছিল ঃ হে ইয়াসরিববাসী! তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল। এবং তাদের মধ্যে একদল নাবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল ঃ আমাদের বাড়ী ঘর অরক্ষিত, অথচ ওগুলি অরক্ষিত ছিলনা, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

খন্দকের যুদ্ধে মু'মিনদের পরীক্ষা এবং মুনাফিকদের অবস্থা

আহযাবের যুদ্ধে মুসলিমরা যে ভীতি-বিহ্বলতা ও উদ্বেগপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাহির হতে আগত শত্রুরা পূর্ণ শক্তি ও বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ভিতরে শহরের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। ইয়াহুদীরা হঠাৎ করে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছে। মুসলিমরা খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে পতিত হয়েছে। মুনাফিকরা প্রকাশ্যভাবে পৃথক হয়ে গেছে। দুর্বল মনের লোকেরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে শুরু করেছে। তারা একে অপরকে বলছে ঃ পাগল হয়েছো নাকি? দেখতে পাচ্ছনা যে, অতি অল্পক্ষণের মধ্যে পট পরিবর্তন হতে যাচ্ছে? চল, পালিয়ে যাই। তারা বলছে ঃ

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا *এবং মুনাফিকরাও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।* মুনাফিকদের মুনাফিকীতো প্রকাশ হয়েই পড়েছিল। আর যাদের অন্তরের বিশ্বাস ছিল দুর্বল তাদের ঈমান আরও নড়বড়ে হয়ে গেল। ঈমানের দুর্বলতার কারণে তাদের মনে যা আশঙ্কা ছিল তা প্রকাশ করে দিল। কারণ ঐ কঠিন

সময়ের সম্মুখীন হওয়ার মত মনের দৃঢ়তা তাদের ছিলনা। আর এক দল বলেছিল ঃ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ *হে ইয়াসরিববাসী!* একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ স্বপ্নে আমাকে তোমাদের হিজরাতের স্থান দেখানো হয়েছে। তা দু’টি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রথমে আমার ধারণা হয়েছিল যে, ওটা বোধহয় *হাজার* হবে। কিন্তু না, তা *ইয়াসরিব*। (ফাতহুল বারী ১২/৪৩৯) আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, ঐ স্থানটি হল মাদীনা।

বর্ণিত আছে যে, আমালিক গোত্রের যে লোকটি এখানে এসে অবস্থান করেছিল তার নাম ছিল ইয়াসরিব ইব্ন উবাইদ ইব্ন মাহলাবীল ইব্ন আউস ইব্ন আমলাক ইব্ন লাওয়ায ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আঃ)। তার নামানুসারেই এ শহরটিও ইয়াসরিব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আস সুহাইলী (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তাদের থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তাওরাতে এর এগারটি নাম রয়েছে। ওগুলি হল ঃ মাদীনা, তাবাহ, তাইয়্যিবাহ্, মিসকিনাহ, জাবিরাহ, মুহিব্বাহ, মাহবূবাহ, কাসিমাহ, মাজবূরাহ, আযরা এবং মারহুমাহ।

لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ *তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল। এবং তাদের মধ্যে একদল নাবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করেছিল।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, বানু হারিসা গোত্র বলতে শুরু করে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের বাড়ীতে চুরি হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি উহা বলেছিল তার নাম ছিল আউশ ইব্ন কাইযী। (তাবারী ২০/২২৫)

তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল যে, শত্রুদের হতে নিরাপদ রাখার ব্যাপারে তাদের ঘর-বাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে এবং তা দেখাশোনা করার জন্যও কেহ নেই। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ

وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا *অথচ ওগুলি অরক্ষিত ছিলনা, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।* অর্থাৎ তারা যা দাবী করছে তা সত্য নয়। বরং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধের মাঠ থেকে পালিয়ে যাওয়া।

১৪। যদি শত্রুরা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করত তাহলে অবশ্যই তারা তাই করে বসত; তারা এতে কালবিলম্ব করতনা।	١٤. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا۟ ٱلْفِتْنَةَ لَءَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا۟ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا
১৫। তারা পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	١٥. وَلَقَدْ كَانُوا۟ عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَـٰرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولًا
১৬। বল ঃ তোমাদের কোন লাভ হবেনা যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।	١٦. قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا
১৭। বল ঃ কে তোমাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন এবং তিনি যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে কে তোমাদের ক্ষতি করবে? তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা।	١٧. قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا যারা ওযর করে জিহাদ হতে পালিয়ে যাচ্ছিল যে, তাদের ঘর-বাড়ী অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে, যার বর্ণনা উপরে দেয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যদি শত্রুরা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে তাদেরকে কুফরীর মধ্যে প্রবেশের জন্য প্ররোচিত করত তাহলে তারা অবশ্যই কোন চিন্তা-ভাবনা না করে কুফরীকে কবূল করে নিত। তারা সামান্য ভয়-ভীতির কারণে ঈমানের কোন হিফাযাত করতনা ও ঈমানকে আঁকড়ে ধরে থাকতনা। এভাবে মহান আল্লাহ তাদের নিন্দা করছেন। কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২০/২২৭) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا এরাতো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবেনা। তারা জানেনা যে, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই তারা জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلًا এভাবে মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে কোন লাভ হবেনা, এতে তোমাদের প্রাণ রক্ষা পেতে পারেনা। বরং হতে পারে যে, এর কারণে অকস্মাৎ আল্লাহর পাকড়াও এসে যাবে এবং দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।

قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ

তুমি বল ঃ পার্থিব আনন্দ খুবই সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন তাহলে এমন কেহ নেই যে তোমাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করতে পারে। পক্ষান্তরে, তিনি যদি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন তাহলে এমন কেহ নেই যে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে। তোমরা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা।

১৮। আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে ঃ আমাদের সঙ্গে এসো। তারা কমই যুদ্ধে অংশ নেয়।	١٨. قَدۡ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ ٱلۡمُعَوِّقِينَ مِنكُمۡ وَٱلۡقَآئِلِينَ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ هَلُمَّ إِلَيۡنَا ۖ وَلَا يَأۡتُونَ ٱلۡبَأۡسَ إِلَّا قَلِيلًا
১৯। তারা তোমাদের ব্যাপারে ঈর্ষাবোধ করে। যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা সম্পদের লালসায় তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতায় অবতীর্ণ হয়। তারা ঈমান আনেনি, এ জন্য আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিস্ফল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ।	١٩. أَشِحَّةً عَلَيۡكُمۡ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلۡخَوۡفُ رَأَيۡتَهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ تَدُورُ أَعۡيُنُهُمۡ كَٱلَّذِي يُغۡشَىٰ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلۡمَوۡتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلۡخَوۡفُ سَلَقُوكُم بِأَلۡسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلۡخَيۡرِ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ لَمۡ يُؤۡمِنُواْ فَأَحۡبَطَ ٱللَّهُ أَعۡمَـٰلَهُمۡ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর ব্যাপক ও প্রশস্ত জ্ঞানের দ্বারা ঐ লোকদের ভালরূপেই অবগত আছেন যারা অন্যদেরকেও জিহাদে গমন করা হতে বাধা দেয় এবং নিজেদের সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে বলে ঃ তোমরাও আমাদের সঙ্গেই থাক এবং নিজেদের ঘর-বাড়ী, আরাম-আয়েশ, জমি-জমা ও পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করে জিহাদে যোগদান করনা। তারা

নিজেরাও জিহাদে অংশগ্রহণ করেনা। কোন কোন সময় তারা তাদের উপস্থিতি প্রকাশ করে চলে যায় কিংবা নাম লিখিয়ে নেয় - সেটা অন্য কথা। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু’মিনদেরকে বলেন ঃ

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ এরা অত্যন্ত কৃপণ। তাদের নিকট থেকে তোমরা কোন আর্থিক সাহায্য পাবেনা এবং তোমাদের প্রতি তাদের অন্তরে কোন সহানুভূতিও নেই। তোমরা যখন গাণীমাতের মাল প্রাপ্ত হও তখন তারা অসন্তুষ্ট হয়।

فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ যখন বিপদ আসে তখন তোমরা দেখতে পাও যে, মৃত্যু ভয়ে মুর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ দূর হয়ে যায় তখন তারা ধনের লোভে তোমাদের সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বলে এবং সাহসিকতার বিভিন্ন বর্ণনা পেশ করে। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ আমরাতো আপনারই সঙ্গী। আমরা আপনার সঙ্গে থেকে রীতিমত যুদ্ধ করেছি। সুতরাং গাণীমাতের মালে আমাদেরও অংশ রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের সময় তারা মুখও দেখায়না। তারা পলাতকদের আগে এবং যোদ্ধাদের পিছনে থাকে এবং সত্যকে সমর্থন দেয়না। যুদ্ধলব্ধ মালের দিকে তারা মাছির মত লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায়। মিথ্যা ও কাপুরুষতা এ দু’টো দোষই তাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাদের কাছ থেকে কল্যাণের কোন আশা করা যায়না। শান্তির সময় প্রতারণা, দুশ্চরিত্রতা এবং রূঢ়তা, আর যুদ্ধের সময় ভীরুতা ও নারীত্বপনা! আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا তারা ঈমান আনেনি, এ জন্য আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ।

২০। তারা মনে করে যে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে তখন তারা কামনা করবে যে, ভাল হত যদি তারা	٢٠. يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ

يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْـَٔلُونَ عَنْ أَنۢبَآئِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَـٰتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا	**যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ অল্পই করত।**

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا এই মুনাফিকদের কাপুরুষতা ও ভীতি-বিহ্বলতার অবস্থা এই যে, কাফির সৈন্যরা যে ফিরে গেছে এ বিশ্বাসই তাদের হয়নি। তাদের মনে এ ভয় রয়েই গেছে যে, না জানি হয়তো তারা আবার ফিরে আসবে। মুশরিক সৈন্যদেরকে দেখেই তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ তারা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, যদি তারা মুসলিমদের সাথে ঐ শহরেই না থাকত তাহলে কতই না ভাল হত! বরং তারা যদি অশিক্ষিত ও অজ্ঞদের সাথে কোন জনমানবহীন গ্রামে অথবা কোন বন জঙ্গলে অবস্থান করত এবং কোন পথিককে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত তাহলে কতই না ভাল হত! মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلًا তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও যুদ্ধ অল্পই করত। তাদের মন মরে গেছে। কাপুরুষতার ঘুণ তাদেরকে ধরে বসেছে।

٢١. لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ	**২১। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের**

মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।	يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا
২২। মু'মিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল ঃ এটাতো তা'ই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।	٢٢. وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَـٰنًا وَتَسْلِيمًا

শুধু রাসূলকেই (সাঃ) অনুসরণ করার নির্দেশ

এ আয়াত ঐ বিষয়ের উপর বড় দলীল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত কথা, কাজ ও অবস্থা আনুগত্য ও অনুসরণের যোগ্য। আহযাবের যুদ্ধে তিনি যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও বীরত্বের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যেমন আল্লাহর পথের প্রস্তুতি, জিহাদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ এবং কাঠিন্যের সময়ও আসমানী সাহায্যের আশা যে তিনি করেছিলেন, এগুলি নিঃসন্দেহে এ যোগ্যতা রাখে যে, মুসলিমরা এগুলিকে জীবনের বিরাট অংশ বানিয়ে নেয়। আর যেন আল্লাহর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের জন্য উত্তম নমুনা বানিয়ে নেয় এবং তাঁর গুণাবলী যেন নিজেদের মধ্যে আনয়ন করে। এ কারণেই ভয় ও উদ্বেগ প্রকাশকারী লোকদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনুল কারীমে ঘোষণা দেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ তোমরা আমার নাবীর অনুসরণ করছ না কেন? আমার রাসূলতো তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছেন। তার নমুনা তোমাদের সামনে বিদ্যমান ছিল। তোমাদেরকে তিনি ধৈর্য ও

সহনশীলতা অবলম্বনের কথা শুধু শিক্ষাই দিচ্ছেননা, বরং কাজে অটলতা, ধৈর্য এবং দৃঢ়তা তিনি নিজের জীবনেও ফুটিয়ে তুলেছেন।

لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا *তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।*

আহযাবের যুদ্ধের ব্যাপারে মু'মিনদের দৃষ্টিভঙ্গি

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর সেনাবাহিনী, খাঁটি মুসলিম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য সঙ্গীদের পাকা ঈমানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মু'মিনরা যখন শত্রুপক্ষীয় ভীরু ও কাপুরুষ যৌথ বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল ঃ

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ এটাতো তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর যে ওয়াদার দিকে এতে ইঙ্গিত রয়েছে তা হচ্ছে সূরা বাকারাহর নিম্নের আয়াতটি ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনও তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল ঃ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৪) (তাবারী ২০/২৩৬) অর্থাৎ এটাতো পরীক্ষা মাত্র। এদিকে তোমরা যুদ্ধে অটল থেকেছ, আর ওদিকে আল্লাহর সাহায্য এসেছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন এবং এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ তাদের ঈমান পূর্ণ হয়ে গেল এবং আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পেলো। ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া এবং কমে যাওয়ার এ আয়াতটি একটি দলীল। প্রসিদ্ধ ইমামগণও এ কথাই বলেন যে, ঈমান বাড়ে ও কমে। আমরা সহীহ বুখারীর শরাহের শুরুতে এটা বর্ণনা করেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا তাদের যে ঈমান ছিল, কঠিন বিপদের সময় তা আরও বৃদ্ধি পেল।

২৩। মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে; তাদের কেহ কেহ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।	٢٣. مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا
২৪। কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন সত্যবাদীতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٢٤. لِّيَجْزِىَ ٱللَّهُ ٱلصَّـٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

মু'মিনদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা এবং মুনাফিকদের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে ন্যস্ত

এখানে মু'মিন ও মুনাফিকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সময় আসার পূর্বে মুনাফিকরা বড় বড় বুলি আওড়িয়ে থাকে। কিন্তু যখন সময় এসে যায় তখন অত্যন্ত ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কৃত ওয়াদা ভুলে যায়। সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করার পরিবর্তে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ পক্ষান্তরে মু'মিনরা তাদের ওয়াদা পূর্ণভাবে পালন করে। কেহ কেহ শাহাদাত বরণ করে এবং কেহ কেহ শাহাদাতের প্রতীক্ষায় থাকে।

যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন আমি কুরআনুম মাজীদ লিখতে শুরু করি তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি খুঁজে পাচ্ছিলামনা। অথচ সূরা আহযাবে আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে তা শুনেছিলাম। অবশেষে আমি খুযাইমা ইব্ন সাবিত আনসারীর (রাঃ) নিকট আয়াতটি পেলাম। তিনি ঐ সাহাবী, যার একার সাক্ষ্যকে একটি আয়াতের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমান মূল্যায়ন করতেন। আয়াতটি হল ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ *মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।* (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৭, আহমাদ ৫/১৮৮, তিরমিযী ৮/৫২০, নাসাঈ ৬/৪৩০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ... الخ এ আয়াতটি সম্ভবতঃ আনাস ইব্ন নাযারের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৭)

অন্যত্র ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমার চাচা আনাস ইব্ন নাযার (রাঃ), যার নাম অনুযায়ী আমারও নাম রাখা হয় আনাস, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি বলে তার মনে খুবই আফসোস ছিল। তিনি বলতেন ঃ কাফিরদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ব প্রথম যে যুদ্ধ করেছিলেন তাতে

আমি যোগ দিতে পারিনি। আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে সুযোগ দেন তাহলে আমি দেখিয়ে দিব যে, আমি কি করতে পারি। তাই তিনি অঙ্গীকার করে বলেন ঃ আবার যদি জিহাদের সুযোগ এসে যায় তাহলে অবশ্যই আমি আল্লাহ তা'আলাকে আমার সত্যবাদিতা ও সৎ সাহসিকতা প্রদর্শন করব, আর এও দেখিয়ে দিব যে, আমি কি করছি! অতঃপর যখন উহুদ যুদ্ধের সুযোগ আসলো তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, সামনের দিক হতে সা'দ ইব্‌ন মুআয (রাঃ) ফিরে আসছেন। তাকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ আমর (রাঃ)! কোথায় যাচ্ছেন? আল্লাহর শপথ! উহুদ পাহাড়ের এই দিক হতে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। এ কথা বলেই তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হন এবং মুশরিকদের মধ্যে প্রবেশ করে বহুক্ষণ ধরে তরবারী চালনা করেন। অতঃপর তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। তার দেহে আশিটিরও বেশী যখম হয়েছিল। শাহাদাতের পর তাকে কেহ চিনতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আমার ফুফু, তার বোন রাবাইয়ি বিন্‌ত নাযার (রাঃ) তাকে তার হাতের আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ দেখে চিনতে পারেন। তার ব্যাপারেই مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ... الخ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৩/১৯৪, মুসলিম ৩/১৫১২, তিরমিযী ৯/৬০, নাসাঈ ৬/৪৩০)

মূসা ইব্‌ন তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত, মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ উহুদের যুদ্ধ হতে মাদীনায় ফিরে এসে মিম্বরের উপর আরোহন করেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগানের পর মুসলিমদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের মর্যাদার বর্ণনা দেন। অতঃপর তিনি مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ... الخ এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন এবং বলেন ঃ যেসব লোকের বর্ণনা রয়েছে তাদের মধ্যে তালহাও (রাঃ) একজন। (তিরমিযী ৩৪৩২, ৩৪৩৩) এদের বর্ণনা দেয়ার পর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ আর কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আবার যুদ্ধের সুযোগ এলে তারা তাদের কাজ আল্লাহকে প্রদর্শন করবে এবং শাহাদাতের পেয়ালা পান করবে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (রহঃ) বলেন ঃ তাদের এক দল অঙ্গীকার পূরণ করে এবং দীনের প্রতি সত্যবাদী হয়ে শহীদ হয়েছেন, একদল অনুরূপ সুযোগ আসার অপেক্ষায় আছেন যাতে শহীদের পিয়ালা পান করতে পারেন। আর এক

দল এমন রয়েছে যে, তারা তাদের অঙ্গীকারের পরিবর্তন করেননি। (তাবারী ২০/২৩৯) কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেহ কেহ বলেছেন যে, *নাহবাহ* (نَحْبَه) শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিজ্ঞা।

وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا *তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।* অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে দৃঢ় আছেন এবং এ ব্যাপারে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবেননা, বরং তারা যে ওয়াদা করেছেন তা ভঙ্গ না করে অটুট রাখতে সচেষ্ট। তারা ঐ মুনাফিকদের মত নয় যারা বলে ঃ

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত, অথচ ওগুলি অরক্ষিত ছিলনা, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১৩)

وَلَقَدْ كَانُوا۟ عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَـٰرَ

তারাতো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১৫)

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ *কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদীতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন।*

এই ভীতি এবং এই পরীক্ষা এ কারণেই ছিল যে, আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদীতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ তা'আলা হলেন আলিমুল গাইব। তাঁর কাছে প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই সমান। যা হয়নি তা তিনি তেমনি জানেন যেমন জানেন যা হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর অভ্যাস এই যে, বান্দা কোন কাজ যে পর্যন্ত না করে সেই পর্যন্ত তাকে শুধু নিজের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শাস্তি প্রদান করেননা। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কার্যাবলী পরীক্ষা করি। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩১) সুতরাং অস্তিত্বের পূর্বের জ্ঞান, তারপর

অস্তিত্ব লাভের পরের জ্ঞান উভয়ই আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। আর অস্তিত্বে আসার পর হবে পুরস্কার অথবা শাস্তি। যেমন মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ

সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা, আর গাইবের খবরও তাদেরকে অবহিত করবেননা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ *কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন সত্যবাদীতার জন্য।* অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তার বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

অপর দিকে وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ *এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন।* তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি মুনাফিকদেরকে কিয়ামাত পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি খাঁটি অন্তরে তাওবাহ করার তাওফীক দেন। ফলে তারা তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাঁর করুণা ও রাহমাত তাঁর গযব ও ক্রোধের উপর বিজয়ী।

২৫। আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। কোন কল্যাণ তারা লাভ করেনি। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।	٢٥. وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

খন্দকের যুদ্ধে কাফিরদেরকে হতাশ অবস্থায় সর্বস্ব হারিয়ে বিতাড়িত করা হয়

আল্লাহ তা'আলা নিজের ইহসান বা অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি ঝড়-তুফান ও অদৃশ্য মালাইকার সেনাবাহিনী প্রেরণ করে কাফিরদের শক্তি-সাহস সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। তারা কঠিন নৈরাশ্যের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। অকৃতকার্য অবস্থায় তারা মাদীনার অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। যদি তারা বিশ্ব শান্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের সাথে জড়িয়ে না থাকত তাহলে এ ঝড়-তুফান তাদের সাথে ঐ ব্যবহারই করত যেমন ব্যবহার করেছিল 'আদ জাতির সাথে। যেহেতু বিশ্ব রাব্ব আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ

(হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৩) সুতরাং প্রচন্ড হিমবায়ু প্রবাহের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে তাদের দুষ্টামির স্বাদ গ্রহণ করালেন তাদের একতাকে ভেঙ্গে দিয়ে, তাদেরকে তিনি ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন এবং নিজের আযাব সরিয়ে নিলেন। তাদের একতাবদ্ধতা তাদের প্রবৃত্তি প্রসূত ছিল বলে ঝড়-তুফানই তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। যারা লাভজনক চিন্তা-ভাবনা করে এসেছিল তারা সবাই মাটির সাথে মিশে গেল। কোথায় গেল তাদের গাণীমাতের মাল এবং কোথায় গেল তাদের বিজয়! ঘুরানো চক্রে আপতিত হয়ে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াই অকৃতকার্য হয়ে তারা ফিরে গেল। দুনিয়ার ক্ষতি তাদের পৃথকভাবে হল এবং আখিরাতের শাস্তিতো পৃথকভাবে আছেই। কেননা কেহ যদি কোন কাজ করার নিয়াত করে এবং তা কাজে পরিণত করে তাহলে সে তাতে কৃতকার্য হোক আর নাই হোক, পাপ তার হবেই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা ও তাঁর দীনকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ইত্যাদি সব কিছুই যেহেতু তারা করেছে, তাই আল্লাহ তা'আলা উভয় জগতের বিপদ তাদের উপর আপতিত করে তাদের অন্তর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দেন।

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ *যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।* অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের পক্ষ থেকে তাদের মুকাবিলা করেন। মুসলিমরা না

তাদের সাথে লড়েছে, না তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে। বরং মুসলিমরা তাদের জায়গায়ই অবস্থান করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সাহায্য করলেন এবং নিজেই তিনি যথেষ্ট হয়ে গেলেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর ওয়াদা সত্য, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন। মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন, সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন এবং তাঁর পরে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। (ফাতহুল বারী ৭/৪৬৯, মুসলিম ৩/২০৮৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন আবি আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহযাবের যুদ্ধে কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেছিলেন ঃ

اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابَ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللَّهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

হে আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী, হে তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী! সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করুন এবং তাদেরকে প্রকম্পিত ও পরাজিত করুন। (ফাতহুল বারী ৭/৪৬৯, মুসলিম ৩/১৩৬৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এতে একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে যে, মুসলিমরা শুধু এই যুদ্ধ হতেই মুক্ত হননি, বরং আগামীতে সদা-সর্বদার জন্য সাহাবীগণ (রাঃ) যুদ্ধ হতে মুক্তি লাভ করেছিলেন। মুশরিকরা তাঁদের উপর আর কখনও আক্রমণ করার সাহস করেনি।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রহঃ) বলেন, আহযাবের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ এবার আমরা তাদেরকে আক্রমণ করব, তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবেনা। ইমাম বুখারীও (রহঃ) এটি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/১৬২, ফাতহুল বারী ৭/৪৬৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম ক্ষমতা বলে কাফিরদেরকে নিরাশার সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে এবং অনেক ক্ষতির সম্মুখীন করে পিছু হটতে বাধ্য করেন। ঐ অভিযানে ক্ষতি ছাড়া তারা আর কোন কিছু লাভ করতে সক্ষম হলনা। অন্য দিকে তিনি ইসলামকে এবং ওর অনুসারীদেরকে বিজয়ী করলেন, তাঁর বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করার মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের প্রতি দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন।

২৬। কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; ফলে তোমরা তাদের কতককে হত্যা করেছ এবং কতককে করছ বন্দী।	٢٦. وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَـٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا
২৭। তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন সম্পদের এবং এমন ভূমি যা তোমরা এখনও পদানত করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।	٢٧. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَـٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا

বানু কুরাইযার বিরুদ্ধে তৎপরতা

ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, যখন মুশরিক ও ইয়াহুদীদের সেনাবাহিনী মাদীনায় আসে ও অবরোধ সৃষ্টি করে তখন বানু কুরাইযা গোত্রের ইয়াহুদীরা যারা মাদীনার অধিবাসী ছিল এবং যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তি হয়েছিল, তারাও ঠিক ঐ সময় বিশ্বাসঘাতকতা

করল এবং সন্ধি ভেঙ্গে দিল। তাদের সর্দার কা'ব ইব্‌ন আসাদ আলাপ আলোচনার জন্য এলো। অভিশপ্ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব আন নাযারী ঐ সর্দারকে সন্ধি ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ করল। তাই ইহা ঘটেছিল অভিশপ্ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব আন নাযারীর ওকালতির কারণে।

হুয়াই ইব্‌ন আখতাব আন নাযারী বানূ কুরাইযার নেতা কা'ব ইব্‌ন আসাদের দূর্গে উপস্থিত হয় এবং মুসলিমদের সাথে তাদের স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য চাপ দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বানূ কুরাইযা চুক্তি ভঙ্গ করতে রাযী হয়। সে তাকে বলেছিল ঃ ধিক তোমাকে! বিজয় লাভের এত বড় সুযোগ পেয়েও তুমি কেন তা গ্রহণ করছনা? কুরাইশ এবং তাদের সাথে যোগ দেয়া অন্যান্য গোত্র, বানূ গাতাফান এবং তাদের মিত্ররা তোমার কাছে চলে এসেছে। মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবেনা বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কা'ব তাকে বলল ঃ কক্ষণও না, আল্লাহর শপথ! এটাতো একটি অবমাননাকর সুযোগ বলে আমি মনে করি। হে হুয়াই! তোমার ধ্বংস হোক, তুমি একজন অশুভ লোক। আমাদেরকে তুমি আমাদের মত থাকতে দাও। কিন্তু হুয়াই তাকে বারবার চুক্তি ভঙ্গ করার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে চুক্তি ভঙ্গ করতে রাযী হয়ে যায়। হুয়াই তাকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যৌথবাহিনী যদি কোন কারণে যুদ্ধের মাইদান ত্যাগ করে চলে যায় তাহলেও সে কা'বের শিবিরে এসে তাদের অদৃষ্টের ভাগীদার হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বানূ কুরাইযার চুক্তি ভঙ্গের খবর পৌঁছার পর তিনি এবং অন্যান্য মুসলিমরা মনে খুবই কষ্ট পেলেন।

বানু কুরাইযা সন্ধি ভঙ্গ করল। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ (রাঃ) অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং এটা তাঁদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকলো। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সাহায্য করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে বিজয়ীর বেশে মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সাহাবীগণ (রাঃ) অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেলে উম্মে সালামাহর (রাঃ) গৃহে ধূলো-ধূসরিত অবস্থায় হাযির হলেন এবং পাক সাফ হওয়ার জন্য গোসল করতে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আঃ) আবির্ভূত হন। তাঁর মস্তকোপরি রেশমী পাগড়ী ছিল। তিনি খচ্চরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। ওর পিঠে রেশমী গদি ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেলেছেন? তিনি উত্তরে

বললেন ঃ হ্যাঁ। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ মালাইকা/ফেরেশতারা কিন্তু এখনো অস্ত্র-শস্ত্র হতে পৃথক হয়নি। আমি কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন হতে এইমাত্র ফিরে এলাম। জেনে রাখুন! আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, বানু কুরাইযার দিকে চলুন! তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করুন!

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ আপনি কি ধরণের যোদ্ধা! আপনি কি অস্ত্রমুক্ত হয়েছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। জিবরাইল (আঃ) বললেন ঃ আমরা কিন্তু এখনও আমাদের অস্ত্র তুলে রাখিনি, উঠুন এবং ঐ লোকদের সাথে লড়াই করার প্রস্তুতি নিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায়? জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ বানূ কুরাইযার কাছে, তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৈরী হলেন এবং সাহাবীগণকেও বানূ কুরাইযার দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন। তাদের দূর্গ ছিল মাদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে। (বুখারী ৪১১৭, ৪১১৮, আহমাদ ৬/৫৬, আল মাজমা ৬/১৪০) ইহা ছিল যুহরের সালাতের ওয়াক্তের পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে যান। নিজে প্রস্তুতি গ্রহণ করে সাহাবীগণকেও প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা সবাই বানু কুরাইযার ওখানেই আসরের সালাত আদায় করবে। (বুখারী ৪১১৯, মুসলিম ১৭৭০) বানু কুরাইযার দুর্গ মাদীনা হতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। পথেই আসরের সালাতের সময় হয়ে গেল। তাদের কেহ কেহ সালাত আদায় করে নিলেন। তারা বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি চলি। আবার কেহ কেহ বললেন ঃ আমরা বানু কুরাইযা না পৌঁছে সালাত আদায় করবনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর জানতে পেরে দু'দলের কেহকেই তিনি ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করলেননা। তিনি ইব্‌ন উম্মে মাকতূমকে (রাঃ) মাদীনার দায়িত্ব প্রদান করলেন। সেনাবাহিনীর পতাকা আলী ইব্‌ন আবী তালিবের (রাঃ) হাতে প্রদান করলেন। তিনি নিজেও সৈন্যদের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। সেখানে গিয়েই তিনি তাদের দুর্গ অবরোধ করে ফেললেন। পঁচিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ স্থায়ী হল।

অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ইয়াহুদীদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠল। তারা সা'দ ইব্‌ন মুআযকে (রাঃ) নিজেদের সালিশ বা মীমাংসাকারী নির্ধারণ করল। কারণ তিনি আউস গোত্রের সর্দার ছিলেন এবং জাহিলিয়াতের যামানায় বানু কুরাইযা ও আউস গোত্রের মধ্যে যুগ-যুগ ধরে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা চলে

আসছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, সা'দ (রাঃ) তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন, যেমন আবদুল্লাহর ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল বানু কাইনুকা গোত্রকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল। তারা জানতনা যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় সা'দের (রাঃ) দেহে একটি তীর বিদ্ধ হয়েছিল, যার কারণে সেখান হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ক্ষতস্থানে দাগ লাগিয়েছিলেন এবং মাসজিদের পাশে একটি তাঁবুতে তার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তাকে দেখতে যাওয়ার সুবিধা হয়। সা'দ (রাঃ) দু'আ করেছিলেন ঃ হে আমার রাব্ব। যদি আরও কোন যুদ্ধ আপনার নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর থেকে থাকে যেমন কাফির মুশরিকরা আপনার নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, তাহলে আমাকে জীবিত রাখুন যেন আমি তার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি। আর যদি কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট না থেকে থাকে তাহলে আমার ক্ষতস্থান হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকুক। কিন্তু হে আমার রাব্ব! যে পর্যন্ত আমি বানু কুরাইযা গোত্রের বিদ্রোহের পূর্ণ শাস্তি দেখে আমার চক্ষুদ্বয় ঠাণ্ডা করতে না পারি সেই পর্যন্ত আমার মৃত্যুকে বিলম্বিত করুন। সা'দের (রাঃ) প্রার্থনা কবূল হওয়ার দৃশ দেখে বিস্মিত হতে হয়। তিনি এদিকে প্রার্থনা করছেন, আর ওদিকে বানু কুরাইযা গোত্র নিজেরাই প্রস্তাব পাঠালো যে, সা'দ (রাঃ) তাদের যে মীমাংসা করবেন তা তারা মেনে নিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দের (রাঃ) নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, তিনি যেন এসে তাদেরকে তার ফাইসালা শুনিয়ে দেন।

সা'দকে (রাঃ) গাধার উপর সওয়ার করিয়ে নিয়ে আসা হল। আউস গোত্রের সমস্ত লোক তাকে জড়িয়ে ধরে বলল ঃ দেখুন, বানু কুরাইযা গোত্র আপনারই লোক। তারা আপনার উপর ভরসা করেছে। তারা আপনার কাওমের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। সুতরাং আপনি তাদের উপর দয়া করুন এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন! সা'দ (রাঃ) নীরব ছিলেন। তাদের কথার কোন জবাব তিনি দিচ্ছিলেননা। তারা তাকে উত্তর দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল এবং তাঁর পিছন ছাড়লনা। অবশেষে তিনি বললেন ঃ ঐ সময় এসে গেছে, সা'দ এটা প্রমাণ করতে চায় যে, আল্লাহর পথে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের তিনি কোন পরওয়া করবেননা। তার এ কথা শোনা মাত্রই ঐ লোকগুলো হতাশ হয়ে পড়ল এবং বুঝে নিল যে, বানু কুরাইযা গোত্রের আর রেহাই নেই। যখন সা'দের (রাঃ) সওয়ারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাঁবুর নিকট এলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তোমাদের

সর্দারকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যাও। তখন মুসলিমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন। অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাকে সওয়ারী হতে নামানো হল। এরূপ করার কারণ ছিল এই যে, ঐ সময় তিনি ফাইসালাকারীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং ঐ সময় তার ফাইসালাই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে।

তিনি উপবেশন করা মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ বানু কুরাইযা গোত্র তোমার ফাইসালা মেনে নিতে সম্মত হয়েছে। সুতরাং তুমি এখন তাদের ব্যাপারে ফাইসালা দিয়ে দাও। সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ তাদের ব্যাপারে আমি যা ফাইসালা করব তা'ই কি পূর্ণ করা হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন ঃ এই তাঁবুবাসীদের জন্যও কি আমার ফাইসালা মেনে নেয়া যরুরী হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ এই দিকের লোকদের জন্যও কি? ঐ সময় তিনি ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যে দিকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইযযাত ও মর্যাদার জন্য তিনি তাঁর দিকে তাকালেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ হ্যাঁ, এই দিকের লোকদের জন্যও এটা মেনে নেয়া যরুরী হবে। তখন সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে এখন আমার ফাইসালা শুনুন! বানু কুরাইযার মধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মত যত লোক রয়েছে তাদের সবাইকেই হত্যা করা হবে। তাদের শিশু সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ মুসলিমদের অধিকারভুক্ত হবে। তার এই ফাইসালা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে সা'দ! তুমি এ ব্যাপারে ঐ ফাইসালাই করেছ যা আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আকাশের উপর ফাইসালা করেছেন। অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে সা'দ! প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহর যে ফাইসালা সেই ফাইসালাই তুমি শুনিয়েছ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ তুমি সর্বময় নিয়ন্ত্রণকারীর নিয়মানুযায়ীই ফাইসালা দিয়েছ। (বুখারী ৪১২২, মুসলিম ১৭৬৮, ১৭৬৯, আহমাদ ৬/১৪১-১৪২)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে গর্ত খনন করা হয় এবং বানু কুরাইযা গোত্রের লোকদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় নিয়ে আসা হয় এবং শিরোচ্ছেদ করে তাতে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের সংখ্যা ছিল সাতশ' বা

আটশ'। তাদের নারীদেরকে ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে এবং তাদের সমস্ত মালধন বাজেয়াপ্ত করা হয়। (তাবারী ২০/২৪৭, (ফাতহুল বারী ৭/৪১৪)

এ সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ, প্রমাণ এবং হাদীসের উদ্ধৃতিসহ আমি আমার সিরাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। অতএব সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ এবং কতককে করছ বন্দী।

এই সেই বানু কুরাইযা যে গোত্রের বড় নেতা দ্বারা পূর্ব যুগে এই বংশ চালু হয়েছিল এবং এই আশায় হিজাযে এসে বসতি স্থাপন করেছিল যে, যে শেষ নাবীর ভবিষ্যদ্বাণী তাদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি যেহেতু হিজায প্রদেশে আবির্ভূত হবেন সেহেতু তারা যেন সর্বপ্রথম তাঁর আনুগত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে। কিন্তু শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন আগমন ঘটল তখন সেই বানু কুরাইযার অযোগ্য উত্তরসূরীরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ

অতঃপর যখন তাদের নিকট সেই পরিচিত কিতাব এল তখন তারা তাকে অস্বীকার করল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৮৯) ফলে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হল।

مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ *তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন।* মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ صَيَاصِيهِمْ এর অর্থ করেছেন শক্ত অবস্থান স্থল। (তাবারী ২০/২৪৯) আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে দিলেন। তারাই মুশরিকদেরকে উত্তেজিত করে তুলেছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। শিক্ষিত ও মূর্খ কখনও সমান হয়না। তারাই মুসলিমদেরকে সমূলে উৎপাটিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘটনা তার বিপরীত হয়ে গেল। শক্তি দুর্বলতায় এবং সফলতা বিফলতায় পরিবর্তিত হল। দৃশ্যপট পাল্টে গেল। মিত্ররা পলায়ন করল এবং তারা একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল। সম্মানের জায়গা অসম্মান দখল করে

নিল। মুসলিমদেরকে দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিততো হলই, বরং তারা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এরপর আখিরাতের হিসাব নিকাশতো রয়েই গেছে।

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হল এবং মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করা হল।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আতিয়্যিয়া কারাযী (রাঃ) বলেন ঃ বানু কুরাইযার দিন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির করা হল। তখন তিনি বললেন ঃ দেখ, যদি এর নাভীর নীচে চুল গজিয়ে থাকে তাহলে একে হত্যা করে দিবে। অন্যথায় একে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত করবে। দেখা গেল যে, তখনও আমার শৈশবকাল কাটেনি। সুতরাং অন্যান্য বন্দীদের সাথে আমাকেও বন্দী করে রাখা হল। (আহমাদ ৪/৩৮৩, আবূ দাঊদ ৪/৫৬১, তিরমিযী ৫/২০৭, নাসাঈ ৫/১৮৫, ইব্ন মাজাহ ২/৮৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ মুসলিমদেরকে তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদের অধিকারী করে দেয়া হল। وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا এমনকি তাদেরকে ঐ ভূমিরও মালিক করে দেয়া হল যা তখনও পদানত হয়নি। অর্থাৎ খাইবারের ভূমি কিংবা পারস্য অথবা রোমের ভূমি। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, হতে পারে যে, সব জায়গারই ভূমি, যেমন বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا *আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান*। (তাবারী ২০/২৫০)

২৮। হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল ঃ তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং ওর ভুষণ কামনা কর তাহলে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই।	٢٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

২৯। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।	٢٩. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীগণকে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দান

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর সহধর্মিণীদেরকে দু'টি জিনিসের একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা প্রদান করেন। যদি তারা পার্থিব জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্য ও জাঁক-জমক পছন্দ করে তাহলে তিনি যেন তাদেরকে তাঁর বিবাহ-সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন করে দেন। আর যদি দুনিয়ার অভাব অনটনে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সুখ-শান্তি কামনা করে তাহলে যেন তারা তাঁর সাথে ধৈর্য অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং আখিরাতকেই পছন্দ করে নেন। ফলে মহান আল্লাহ তাদের সবারই উপর খুশী হন। অতঃপর তিনি তাদেরকে আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়ার আনন্দ ও সুখ-শান্তিও দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমেই তার নিকট আগমন করেন এবং বলেন ঃ আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই, তোমার তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়ার দরকার নেই। বরং তোমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর দাও। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াত দু'টি পাঠ করে আমাকে শুনিয়ে দেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল ঃ তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও ওর ভুষণ কামনা কর তাহলে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। আমি উত্তরে তাঁকে বললাম ঃ এ ব্যাপারে আমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করার কিছুই নেই। আমার মাতা-পিতা যে তাঁর বিবাহ বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন হবার পরামর্শ আমাকে দিবেন এটা অসম্ভব। আমার আল্লাহ কাম্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাম্য এবং আখিরাতের সুখ-শান্তিই কাম্য। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৯) কোন বর্ণনাধারার সূত্র অব্যাহত রাখা ছাড়াই এটি বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য সমস্ত স্ত্রী আমার মতই একই কথা বলেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮০)

অন্য এক বর্ণনায় ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নেয়ার ইখতিয়ার প্রদানের পর আমরা তাঁকেই গ্রহণ করলাম, সুতরাং এটা তালাকের মধ্যে গণ্য হলনা। (আহমাদ ৬/৪৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) আল আমাশ (রহঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৯/২৮০, মুসলিম ২/১১০৪)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। জনগণ তাঁর দরযার উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিতরে অবস্থান করছিলেন। তিনি প্রবেশের অনুমতি পাননি এমতাবস্থায় উমার (রাঃ) এসে পড়েন। তিনিও অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু অনুমতি পেলেননা। কিছুক্ষণ পর দু'জনকেই অনুমতি দেয়া হল। তারা ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, তাঁর স্ত্রীরা তাঁর পাশে বসে আছে এবং তিনি নীরব হয়ে আছেন। উমার (রাঃ) বললেন ঃ দেখ, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কিছু বলব যার ফলে তিনি হেসে উঠবেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন যে, আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই জানা সত্ত্বেও আমার স্ত্রী (যায়িদের কন্যা) যদি তার জন্য ব্যয় করার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করছে তাহলে আমি তার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলতাম। এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম হেসে উঠলেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁতও দেখা যাচ্ছিল। তখন তিনি বলতে লাগলেন ঃ এখানেও এ ব্যাপারই ঘটেছে। দেখুন, এরা সবাই আমার কাছে ধন-মাল চাইতে শুরু করেছে! এ কথা শুনে আবূ বাকর (রাঃ) আয়িশার (রাঃ) দিকে এবং উমার (রাঃ) হাফসার (রাঃ) দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন কিছু চাচ্ছ যা তাঁর কাছে নেই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের দু'জনকে থামিয়ে দিলেন। তখন তাঁর সব স্ত্রীই বলতে লাগলেন ঃ আমাদের অপরাধ হয়েছে। আর কখনও আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন কিছু চাবনা যা দেয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। অতঃপর এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হল। সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) নিকট গমন করলেন এবং তাকে বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। তুমি তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়ার চেষ্টা করনা। বরং তোমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর দাও। আয়িশা (লাঃ) বললেন ঃ বলুন, তা কি? তখন তিনি নিম্নের يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ হতে مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا পর্যন্ত আয়াত দু'টি পাঠ করে আমাকে শুনিয়ে দেন ঃ

আয়িশা (রাঃ) বললেন ঃ আমার মাতা-পিতার সাথে আলাপ করার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকেই আমি পছন্দ করলাম। সাথে সাথে আয়িশা (রাঃ) আবেদন জানালেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যে আপনাকে গ্রহণ করলাম এ কথাটি আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীকে বলবেননা। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে গোপনকারী রূপে প্রেরণ করেননি, বরং তিনি আমাকে সহজ ও ভদ্রভাবে শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করেছেন। আমাকে যে যা বলবে, আমি তাকে তার সঠিক ও পরিষ্কারভাবেই উত্তর দিব। (আহমাদ ৩/৩২৮, মুসলিম ২/১১০৪, নাসাঈ ৫/৩৮৩)

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুম স্বীয় সহধর্মিণীদেরকে শুনিয়ে দেন তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন। পাঁচজন ছিলেন কুরাইশ বংশের। তারা হলেন ঃ আয়িশা (রাঃ), হাফসা (রাঃ), উম্মে হাবীবাহ (রাঃ), সাওদাহ (রাঃ) এবং উম্মে সালামাহ (রাঃ)। আর বাকী চারজন হলেন ঃ সাফিয়া বিনতে হুওয়াই (রাঃ), তিনি ছিলেন নাযার গোত্রের নারী। মাইমূনাহ বিনতে হারিস (রাঃ), তিনি ছিলেন

হালালিয়্যাহ গোত্রের নারী। যাইনাব বিন্ত জাহাশ (রাঃ), তিনি ছিলেন আসাদিয়্যাহ গোত্রের নারী। যুওয়াইরিয়্যাহ বিন্ত হারিস (রাঃ), তিনি ছিলেন মুসতালিক গোত্রের নারী। (তাবারী ২০/২৫২)

৩০। হে নাবী-পত্নীরা! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেহ তা করলে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং এটা আল্লাহর জন্য সহজ।	٣٠. يَـٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَـٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীগণের মর্যাদা অন্যান্য নারীদের মত নয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা অর্থাৎ মু’মিনদের মায়েরা যখন আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আখিরাতকে পছন্দ করলেন তখন মহান আল্লাহ এই আয়াতে তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী-সহধর্মিণীরা! তোমাদের কাজ কারবার সাধারণ নারীদের মত নয়। মনে কর, যদি তোমরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যাচরণ কর কিংবা তোমাদের দ্বারা কোন নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে জেনে রেখ যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে। কেননা মর্যাদার দিক দিয়ে তোমরা সাধারণ নারীদের হতে বহু উর্ধ্বে। সুতরাং পাপ কাজ হতে তোমাদের সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা উচিত। অন্যথায় মর্যাদা অনুসারে তোমাদের শাস্তিও বহুগুণ বেশী হবে। আল্লাহ তা‘আলার কাছে সবকিছুই সহজ। এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, এ কথাগুলো শর্তের উপর বলা হয়েছে এবং শর্ত হয়ে যাওয়া যরুরী নয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

তোমার প্রতি, তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে; তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কাজ নিস্ফল হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৫) অন্য এক জায়গায় নাবীদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

কিন্তু তারা যদি শির্ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৮৮) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِن كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْعَـٰبِدِينَ

দয়াময় ‘রাহমানের’ কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮১) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪) অন্যান্য নারীদের তুলনায় তাদের মর্যাদা এত উচ্চে যে, তারা যদি কেহ কখনও পাপ করতেন তাহলে তার শাস্তিও হতে পারতো অন্যদের তুলনায় বেশি। তাই বলা হয়েছে যে, তাদের শুদ্ধিতার জন্য এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য তারা যেন হিযাব (পর্দা) ব্যবহার করেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ *যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেহ তা করলে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।* যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে মালিক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এর পরিণামে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় শাস্তি পেতে হত। মুজাহিদ (রহঃ) হতে ইব্ন আবী নাযিহও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا কেহকে শাস্তি দেয়া কিংবা শাস্তির পরিমান বৃদ্ধি করা আল্লাহর জন্য অতি সহজ। তাঁর কাজে বাধা দেয়ার কেহ নেই।

এক বিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

৩১। তোমাদের যে কেহ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের	٣١. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ

وَرَسُولِهِۦ وَتَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا نُّؤۡتِهَآ أَجۡرَهَا مَرَّتَيۡنِ وَأَعۡتَدۡنَا لَهَا رِزۡقٗا كَرِيمٗا	**প্রতি অনুগত হবে ও সৎ কার্য করবে তাকে আমি পুরস্কার দিব দু'বার এবং তার জন্য রেখেছি সম্মানজনক রিয্ক।**

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَمَن يَقْنُتْ منكُنَّ للَّه وَرَسُوله যারা তাঁকে এবং তাঁর রাসূলকে মেনে চলবে তাদের প্রতি তিনি এ আয়াতে তাঁর দয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا *তাকে আমি পুরস্কার দিব দু'বার এবং তার জন্য রেখেছি সম্মানজনক রিয্ক।* তোমাদেরকে তোমাদের আনুগত্য ও সৎ কাজের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করা হবে। তোমাদের জন্য জান্নাতে সম্মান জনক আহার্য প্রস্তুত রয়েছে। কেননা তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর বাসস্থানে অবস্থান করবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসস্থান ইল্লীঈনের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত রয়েছে। এটা সমস্ত মানুষের বাসস্থান হতে উঁচুতে রয়েছে। এরই নাম ওয়াসিলাহ। এটি জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মনযিল যার ছাদ হল আল্লাহর আরশ।

٣٢. يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا	**৩২। হে নাবীর পত্নীরা! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলনা যাতে অন্তরে যার ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে।**

৩৩। এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে; প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবেনা। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে; হে নাবীর পরিবার! আল্লাহ শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে।	٣٣. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
৩৪। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে; আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে অবহিত।	٣٤. وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

কোন বিশেষ বিষয় অবলম্বন করা যার মাধ্যমে মু'মিনদের মায়েরা আদর্শবান হিসাবে চিহ্নিত হবেন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদেরকে আদব-কায়দা ও ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন। সমস্ত মহিলাদের জন্য তারা আদর্শ। সুতরাং এই নির্দেশাবলী সমস্ত মুসলিম নারীর জন্যই প্রযোজ্য।

তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী-পত্নীরা! তোমরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের মত নও। তাদের তুলনায় তোমাদের মর্যাদা অনেক বেশী।

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলনা যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *এবং তোমরা ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে*। অর্থাৎ যারা মাহারাম নয় তাদের সাথে মোলায়েম স্বরে কথা বলা যাবেনা, যাতে যাদের মনে ব্যাধি রয়েছে তাতে তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পায়। আর কোন মহিলারই মাহারাম নয় এমন লোকের সাথে নরম স্বরে কথা বলা উচিত নয় যেভাবে নারীরা স্বামীদের সাথে কথা বলে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ তোমরা বাড়িতেই অবস্থান করবে। কোন যরুরী শারীয়াত সম্মত কাজ ছাড়া তোমরা বাড়ী হতে বের হবেনা। এর মধ্যে সর্ব প্রথম যে কাজটির কথা জানা যায় তা হল মাসজিদে সালাত আদায় করতে যাওয়া শারয়ী প্রয়োজন, যদি তাতে শর্তসমূহ বজায় থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মাসজিদে যেতে বাধা প্রদান করনা। কিন্তু তারা যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে। (আবূ দাঊদ ১/৩৮১) অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, মহিলাদের জন্য বাড়ীই উত্তম। (আবূ দাঊদ ১/৩৮২)

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى *প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবেনা*। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যামানায় মহিলারা পুরুষদের সম্মুখ দিয়ে নমনীয় না হয়ে, কোন কিছুর পরোয়া না করে চলাফিরা করত। একেই تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ *(তাবাররুজাল জাহিলিয়া)* বলা হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৬/৬০২) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা যখন ঘর থেকে বের হয় তখন তারা থাকে বেপর্দা লজ্জাহীন, প্রেমললিত, প্রগলভা নারীর মত। আল্লাহ তা‘আলা এরূপভাবে চলাফিরা করতে নিষেধ করেছেন। (তাবারী ২০/২৫৯) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ ‘*তাবাররুজ*’ হল ঐ নারী যে তার মাথায় ‘খিমার’ রাখে, কিন্তু তা যথাযথভাবে শক্ত করে বেধে

রাখেনা। (দুররুল মানসুর ৬/৬০২) সুতরাং তার গলার হার, কানের দুল, ঘাড় ইত্যাদি সবকিছুই দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল মুসলিম নারীকে *তাবাররুজ* হওয়া থেকে সাবধান করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ *তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে।* এ আয়াতের পূর্বে তিনি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এবার তিনি ঐ সমস্ত কাজ করতে আদেশ করছেন যার মাধ্যমে অন্যদের থেকে তাদের ভিন্ন মর্যাদা লাভ হবে। তা হল আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক না করে যথাসময়ে সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত থাকা। ইহা হল প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফারয বা অবশ্য করণীয় যার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে যে, সে কি মুসলিম নাকি কাফিরদের দলভুক্ত।

রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত

যারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষনা করে তাদের কাছে নিঃসন্দেহে এটি প্রতিভাত হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণও নিম্নের আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ঃ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا *হে নাবীর পরিবার! আল্লাহতো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে।* এই আয়াতটি এটাই প্রমাণ করে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনীরা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের শানে নুযূলতো আয়াতের আদেশ-নিষেধ মুতাবেক হয়ে থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, আয়াতের বিষয়বস্তু তাদের উপর বর্তাবে যাদের শানে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তারাতো হবেই, তা ছাড়া তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ক্রিয়া-কলাপ এদের অনুরূপ হবে। দ্বিতীয় কথাটিই অধিকতর সঠিক। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইকরিমাহ (রাঃ) বাজারে বাজারে বলে বেড়াতেন ঃ

এ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাবারী ২০/২৬৭) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেছেন যে,

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) এ কথা বলেছেন। ইকরিমাহ (রাঃ) বলতেন ঃ এ আয়াতটি শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি কেহ এ ব্যাপারে মুকাবিলা করতে চায় তাহলে আমি মুকাবিলা করতে সদা প্রস্তুত এবং এ ব্যাপারে যারা মিথ্যা বলে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তাদের ধ্বংসের জন্য আমি প্রার্থনা করব। (দুররুল মানসুর ৫/৩৭৬) সুতরাং তাদের ব্যাপারেই এ আয়াতটি নাযিল হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে অন্যান্য নারীরাও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কারণ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, এ আয়াতে বর্ণিত আহলে বাইত ছাড়া অন্যান্যরাও শামিল রয়েছে।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সাফিইয়াহ বিন্ত শাইবাহ (রহঃ) বলেন, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ একদা ভোরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো উটের চুলের তৈরী একটি ডোরাকাটা চাদর গায়ে জড়িয়ে বের হন। তখন তাঁর কাছে হাসান (রাঃ) এলে তিনি তাকে চাদরের মধ্যে জড়িয়ে নেন। অতঃপর হুসাইন (রাঃ) তাঁর কাছে এলে তাকেও তিনি চাদরে জড়িয়ে নেন। এর পর ফাতিমা (রাঃ) এলে তাকেও তাঁর চাদরে জড়িয়ে নেন। অতঃপর আলী (রাঃ) তাঁর কাছে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও তাঁর চাদরে জড়িয়ে নেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

আল্লাহতো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে। (তাবারী ২০/২৬১, মুসলিম ২০৮১)

ইয়াযীদ ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি, হুসাইন ইব্ন সাবরাহ (রহঃ) এবং উমার ইব্ন মুসলিম (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আরকামের (রাঃ) নিকট গমন করি। আমরা তাঁর কাছে উপবেশন করলে হুসাইন (রহঃ) তাকে বলেন ঃ হে যায়িদ (রাঃ)! আপনিতো বহু কল্যাণ লাভ করেছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেছেন। সুতরাং হে যায়িদ (রাঃ)! আপনি বহু কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করেছেন! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে যা শুনেছেন তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তিনি তখন বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! আল্লাহর শপথ! এখন আমার বয়স খুব বেশী হয়ে গেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানা দূরে চলে গেছে, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি তার কিছু কিছু বিস্মরণ হয়েছি। এখন আমি তোমাকে যা বলি তাই

কর এবং তা মেনে নাও এবং আমি যা বলতে ভুলে যাই সেই জন্য মনে কষ্ট নিওনা। শোন! মাক্কা ও মাদীনার মাঝখানে একটি পানির জায়গা রয়েছে যার নাম ‘খাম’। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি একজন মানুষ। অতি সত্ত্বর আমার রবের পক্ষ হতে আমার নিকট একজন দূত আগমন করবেন এবং আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিব। আমি তোমাদের কাছে দু’টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব, যাতে হিদায়াত ও জ্যোতি রয়েছে। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাবের দিকে আমাদের দৃষ্টি পূর্ণভাবে আকর্ষণ করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আমি আল্লাহর কথা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি তিনবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন হুসাইন (রহঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে যায়িদ (রাঃ)! আহলে বাইত কারা? তাঁর স্ত্রীরা কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ তাঁর স্ত্রীরাও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত বটে, তবে তাঁর আহল তারা যাদের উপর তাঁর মৃত্যুর পরে সাদাকাহ হারাম। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারা কারা? জবাবে তিনি বললেন ঃ তারা হলেন আলীর (রাঃ) বংশধর, আকীলের (রাঃ) বংশধর, জাফরের (রাঃ) বংশধর ও আব্বাসের (রাঃ) বংশধর। তাকে প্রশ্ন করা হল ঃ এদের সবার উপরই কি সাদাকাহ হারাম? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। (মুসলিম ৪/১৮৭৩) এ বর্ণনাটি যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত এবং এটি মারফূ নয়।

কুরআন এবং সুন্নাহকে অনুসরণ করার নির্দেশ

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ *আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে।* অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যে কুরআন নাযিল করেছেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেই অনুযায়ী তোমরা আমল করতে থাক। কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২০/২৬৮)

সুতরাং কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ গুরুজনের উক্তি হিসাবে আল্লাহর আয়াত ও হিকমাত দ্বারা কিতাব ও সুন্নাতকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা তারা ছাড়া আর কেহই লাভ করতে পারেনি। তা এই যে, তাঁদের

গৃহেই আল্লাহর অহী ও রাহমাতে ইলাহী অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) সবচেয়ে বেশী লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেননা হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, আয়িশার (রাঃ) বিছানা ছাড়া আর কারও বিছানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অহী আসেনি। এটা এ কারণেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা (রাঃ) ছাড়া অন্য কোন কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি। তার বিছানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারও জন্য ছিলনা। সুতরাং তিনি সঠিকভাবেই এই উচ্চ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। তবে হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীরাই যখন তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটাত্মীয়গণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

মুসনাদ ইব্ন আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে যে, আলীর (রাঃ) শাহাদাতের পর হাসানকে (রাঃ) খলীফা নির্বাচন করা হল। তিনি যখন সালাত আদায় করছিলেন তখন বানী আসাদের গোত্রভুক্ত এক ব্যক্তি হঠাৎ এসে তার সাজদাহরত অবস্থায় তাকে ছুরি মেরে দিল। ছুরিটি তার পাছায় আঘাত করল। কয়েক মাস তিনি অসুস্থ ছিলেন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি মাসজিদে এলেন এবং মিম্বরের উঠে খুৎবা পাঠ করলেন ও বললেন ঃ হে ইরাকবাসী! আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমি তোমাদের নেতা ও তোমাদের মেহমান। আমি আহ্লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا *আল্লাহতো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে।* এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এ কথাটির উপর তিনি খুব জোর দিলেন এবং বাক্যগুলি বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন। যারা মাসজিদে ছিল তারা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا *আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে অবহিত।* অর্থাৎ তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহের ফলেই তুমি এই মর্যাদা লাভ করেছ। তিনিই তোমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং এমন গুণে গুণান্বিত করেছেন যার ফলে তুমি অন্যান্যদের থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যতা লাভ করেছ।

সুতরাং তাফসীর ইব্ন জারীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে ঃ হে মু'মিনদের মা ও নাবীর স্ত্রীরা! তোমাদের উপর যে আল্লাহর নি'আমাত রয়েছে তা তোমরা স্মরণ কর। তিনি তোমাদেরকে এমন বাড়ীতে অবস্থান করতে দিয়েছেন

যেখানে আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা পঠিত হয়। আল্লাহর এসব নি'আমাতের জন্য তোমাদের তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এখানে হিকমাতের অর্থ হাদীস। আল্লাহ তা'আলা শেষ পরিণতিরও খবর রাখেন। তাই তিনি সঠিক ও পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনকারিণী কারা হবেন তা তিনি নির্বাচন করেন। (তাবারী ২০/২৬৮) কাতাদাহ (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এগুলিও তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বড় অনুগ্রহ। (তাবারী ২০/২৬৮)

إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত। এ আয়াত সম্পর্কে আল আউফী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, কোথায়, কার মাধ্যমে তাঁর নির্দেশনা জারী করতে হবে। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করার পর আরও বলেন যে, রাবী ইব্‌ন আনাসও (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৫। অবশ্যই আত্ম-সমর্পনকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসমর্পনকারী (মুসলিম) নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগতা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীতা নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযাতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযাতকারী নারী,	٣٥. إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ

وَٱلۡحَـٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَـٰفِظَـٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةً وَأَجۡرًا عَظِيمًا	**আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী - এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।**

৩৩ ঃ ৩৫ নং আয়াত নাযিল করার কারণ/উদ্দেশ্য

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের কথা উল্লেখ করেছেন, আর আমরা মহিলা, আমাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি কেন? উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি আমার ঘরে বসে আমার মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলাম এমন সময় মিম্বর হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি আমার চুলগুলি ঐ অবস্থায় জড়িয়ে নিলাম এবং কক্ষে বসে তাঁর কথাগুলি শুনতে লাগলাম। ঐ সময় তিনি মিম্বরে পাঠ করছিলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللَّهَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات

হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন ঃ অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারিণী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারী। (আহমাদ ৬/৩০৫, নাসাঈ ৬/৪৩১, তাবারী ২০/২৭০)

এ আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম ও ঈমানকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমান ইসলাম হতে পৃথক এবং ঈমান ইসলাম হতে ব্যাপকতর। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَتِ ٱلۡأَعۡرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمۡ تُؤۡمِنُواْ وَلَـٰكِن قُولُوٓاْ أَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَـٰنُ فِي قُلُوبِكُمۡ

আরাব মরুবাসীরা বলে ঃ আমরা ঈমান আনলাম। তুমি বল ঃ তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল ঃ আমরা আত্মসমর্পন করেছি; কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মু’মিন থাকেনা। (ফাতহুল বারী ১০/৩৩, মুসলিম ১/৭৭) আবার এ বিষয়ের উপর সবাই একমত যে, ব্যভিচার দ্বারা মানুষ তখনকার মত ঈমানহারা হয়ে যায়, কিন্তু প্রকৃত কাফির হয়ে যায়না। এটা একটা দলীল যা আমি শরাহ বুখারীতে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রমাণ করেছি।

وَالْقَانتِينَ وَالْقَانتَات - قُنُوْت শব্দের অর্থ হল স্বাভাবিক সময়ে আনুগত্য করা। যেমন কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ

أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَاخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ

যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন সময়ে সাজদাহবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে...। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৯) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَـٰنِتُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৬) আরও এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَـٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

হে মারইয়াম! তোমার রবের ইবাদাত কর এবং সাজদাহ কর ও রুকুকারীগণের সাথে রুকু কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪৩) অন্যত্র রয়েছে ঃ

قُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ

আল্লাহর উদ্দেশে তোমরা বিনীতভাবে দন্ডায়মান হও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৮) অতএব বুঝা গেল যে, ঈমানের মর্যাদা ইসলামের উপরে। উভয়ের সম্মিলনে মানুষের ভিতর আনুগত্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ সত্য কথা বলা পুরুষ ও নারী আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আর এ অভ্যাস সর্বাবস্থায়ই প্রশংসনীয়। সাহাবীগণের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যারা কখনও মিথ্যা কথা বলেননি। তিনিই ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি যিনি অজ্ঞতার যুগেও কখনও মিথ্যা কথা বলেননি এবং ঈমান আনার পরেও না। সত্যবাদিতা ঈমানের একটি লক্ষণ এবং মিথ্যা কথা বলা হল মুনাফিকীর লক্ষণ। সত্যবাদী লোক পরিত্রাণ পেয়ে থাকে। সত্যবাদিতা মানুষকে সৎ কাজের ও জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে। মিথ্যা কথা বলা পরিহার করা উচিত। মিথ্যাবাদিতা মানুষকে অসৎ কাজের দিকে ধাবিত করে। আর অসৎ কাজ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। সত্যবাদী লোক যখন সব সময় সত্য কথা বলে, সত্য কাজের প্রচেষ্টা চালায় তখন তার নামটি আল্লাহ তা'আলার কাছে সত্যবাদী রূপে লিপিবদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদী সব সময় মিথ্যা কথা বলে ও মিথ্যার প্রচেষ্টা চালায়। তার নামটি আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদীদের খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। (মুসলিম ৪/২০১৩) এ সম্বন্ধে বহু হাদীস রয়েছে।

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ *ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী*। সাবর বলা হয় বিপদে-আপদে দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণ করাকে। তাকদীরের সাথে জড়িয়ে সাবরকে লিখার কোন দলীল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে কঠিন সাবর বলা হয় মানসিক আঘাতের প্রাথমিক অবস্থায় দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণ করাকে। আল্লাহ তা'আলার কাছে এর প্রতিদান অত্যন্ত বেশী। অতঃপর যখন ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হয় তখন সাবর আপনা আপনিই এসে যায়।

خُشُوْع এর অর্থ হল শান্তি, সন্তুষ্টি ও অনুরোধ। মানুষের মনে যখন আল্লাহর ভয় বিরাজ করে তখন মানুষের মনে এটা আপনা আপনিই এসে পড়ে। সে এভাবে বিশ্বাস করে যে, তিনি সব সময় তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আল্লাহকে দেখছে এ ধারণা যদি করতে না পারে তাহলে অবশ্যই এটা মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিশ্চয়ই দেখছেন। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে তিনিতো তোমাকে দেখছেন। (ফাতহুল বারী ১/১৪০)

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ *দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী*। সাদাকাহ বলা হয় সেই দানকে যা গরীব-দুঃখীকে দেয়া হয়, যারা শারীরিকভাবে দুর্বল, যারা আয়-উপার্জন করার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেনা কিংবা তাদেরকে কেহ আর্থিক

সহায়তাও করছেনা। এ ধরনের লোককে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দান করাকেই সাদকাহ বলে। এ নিয়তে দান করলে এটা আল্লাহর আনুগত্য বলে বিবেচিত হবে। এর ফলে তাঁর সৃষ্টজীব উপকৃত হয়ে থাকে।

হাদীসে আছে যে, সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন যে দিন তাঁর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবেনা। এই সাত প্রকারের মধ্যে একটি এও আছে যে, সে যা কিছু দান-খাইরাত করে তা এত গোপনে করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারেনা। (ফাতহুল বারী ২/১৬৮, মুসলিম ২/৭১৫) হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, সাদকা খারাপ আমলগুলোকে মুছে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। (তিরমিযী ৩/২৩৭) এ বিষয়ের উপর আরও বহু হাদীস রয়েছে যেগুলি স্ব-স্ব স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَات *সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী*। সিয়াম সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি শরীরের যাকাত। (ইব্ন মাজাহ ১/৫৫৫) অর্থাৎ এর দ্বারা শরীর পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। আর এটা মন্দ স্বভাবকে পরিবর্তন করে দেয়।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি রাযামান মাসের সিয়াম পালন করার পর প্রত্যেক মাসে তিনটি করে সিয়াম পালন করে সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। (দুররুল মানসুর ৫/৩৮০) সিয়াম কাম-শক্তিকে প্রশমিত করে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখে তারা যেন বিয়ে করে যাতে তোমাদের দৃষ্টি নিম্নমুখী হয় এবং তোমরা পবিত্রতা অর্জন করতে পার। আর যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা তারা যেন রোযা রাখে। কারণ এটা তাকে রক্ষা করবে। (ফাতহুল বারী ৯/১৪) এ জন্য সিয়ামের বিধানের সাথে সাথে মন্দ কাজ হতে বাঁচার পথ দেখানো হয়েছে।

এখানে পরবর্তী আয়াতটি উল্লেখ করা খুবই যুক্তিযুক্ত হবে যাতে বলা হয়েছে ঃ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات *যৌনাঙ্গ হিফাযাতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযাতকারী নারী*। পাপ ও নিষিদ্ধ কাজ হতে তারা তাদের গোপন অঙ্গের হিফাযাত করে। তারা শুধু ঐভাবেই যৌনসম্ভোগে লিপ্ত হয় যেভাবে তাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ

এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা। তবে কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী। (৭০ ঃ ২৯-৩১)

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات *আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী।* আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয় এবং স্বীয় স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করে নেয়, ঐ রাতে তারা দু’জন وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (আবূ দাঊদ ২/৭৪, নাসাঈ ৬/৪৩৩, ইব্ন মাজাহ ১/৪২৩)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কার পথ দিয়ে চলছিলেন। জুমদান (পাহাড়) নামক স্থানে পৌঁছে তিনি বললেন ঃ এ জায়গাটি জুমদান। সামনে চলতে থাক, কারণ মুফাররিদুনরা অগ্রগামী হয়েছে। জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ মুফাররিদুন কারা? জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীরা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করে দিন। জনগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যারা চুল ছেঁটে ফেলেছে তাদের জন্যও দু‘আ করুন! এবারও তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে আপনি ক্ষমা করুন! জনগণ পুনরায় বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যারা চুল ছেঁটে ফেলেছে তাদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করুন! এবার তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! যারা মাথার চুল ছেঁটেছে তাদেরকেও ক্ষমা করে দিন! (আহমাদ ২/৪১১) হাদীসের শেষের অংশ বাদ দিয়ে ইমাম মুসলিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ২/৯৪৬) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। অর্থাৎ উল্লিখিত গুণ বিশিষ্ট লোকদের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই সমুদয় গুণের অধিকারী লোকদের পাপসমূহ

তিনি ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের জন্য রেখেছেন মহা প্রতিদান এবং ওটা হল জান্নাত।

৩৬। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সেই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা। কেহ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।	٣٦. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًا مُّبِينًا

কুরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ বারযাহ আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ জুলাইবিব (রাঃ) বড়ই আমোদী লোক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বাড়ীর অন্দর মহলে গিয়ে মহিলাদের সাথে হাসি তামাশা করতেন। এ জন্য আমি আমার স্ত্রীকে বলে দিয়েছিলাম ঃ এ লোকটি যেন তোমাদের কাছে না আসে, তাহলে আমি তোমার প্রতি এরূপ এরূপ করব। আনসারীদের অভ্যাস ছিল এই যে, তারা কোন মেয়েকে বিয়ে করতেননা যে পর্যন্ত না তারা জানতে পারতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করতে চাননা।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারী সাহাবীকে বললেন ঃ তোমার মেয়েকে কি বিয়ে দিবে? আনসারী সাহাবী বললেন ঃ এত আমার সৌভাগ্য যে, আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমার জন্য তোমার মেয়ের বিয়ের কথা বলছিনা। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে কার জন্য বলছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ জুলাইবিবের জন্য। তখন সাহাবী বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ বিষয়ে তার মায়ের সাথে আলাপ করার আমাকে অবকাশ দিন। সুতরাং তিনি তার স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে

একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। তার মা বললেন ঃ এত খুব খুশির খবর! উত্তরে তিনি বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার মেয়েকে তাঁর নিজের জন্য বিয়ে প্রস্তাব দেননি, তিনি জুলাইবিবের (রাঃ) জন্য এ প্রস্তাব দিয়েছেন। তখন মেয়ের মা বললেন ঃ কি বললেন! জুলাইবিব? অসম্ভব, আল্লাহর শপথ! আমি কখনও জুলাইবিবের (রাঃ) সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিবনা। মেয়ের মা যা বলেছেন তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানোর জন্য মেয়ের পিতা যখন রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন? তখন তার মা জুলাইবিবের (রাঃ) কথা জানালেন। মেয়েটি বললেন ঃ আপনারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছেন? তার কথা মেনে নিন, আমি আশা করছি যে, এতে আমার কল্যাণই রয়েছে। সুতরাং তার পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন ঃ আপনি বিয়ের ব্যবস্থা করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সাহাবীর মেয়েকে জুলাইবিবের (রাঃ) সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক যুদ্ধাভিযানে বের হন এবং ঐ যুদ্ধে আল্লাহ সুবহানাহু তাদেরকে বিজয় দান করেন। যুদ্ধশেষে তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমরা দেখতো আমাদের মাঝের কেহ অনুপস্থিত আছে কিনা। সাহাবীগণ বললেন ঃ আমাদের অমুক অমুক ভাই শহীদ হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন ঃ খুঁজে দেখ, আরও কেহ অনুপস্থিত আছে নাকি। তারা বললেন ঃ আর কেহ অনুপস্থিত নেই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কিন্তু আমিতো জুলাইবিবকে দেখতে পাচ্ছিনা। তোমরা আবার যাও এবং যারা শহীদ হয়েছে তাদের মাঝে তাকে খোঁজ কর। সুতরাং তারা আবার খুঁজতে বের হলেন এবং দেখতে পান যে, সাতটি শত্রু সৈন্যের পাশে তিনি পরে আছেন, যাদেরকে তিনি শহীদ হওয়ার আগে হত্যা করেছেন। সাহাবীগণ তার লাশ নিয়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এই তার মৃতদেহ। নিহত হওয়ার আগে তিনি সাতজন শত্রু সৈন্য হত্যা করেছেন, অতঃপর তিনি নিজে শহীদ হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুলাইবিবের (রাঃ) লাশের পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ যে সাতজনকে হত্যা করেছে, অতঃপর নিজে নিহত হয়েছে সে আমার উত্তরাধিকারী এবং আমিও তার উত্তরাধিকারী। এ কথা তিনি দুই অথবা তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি নিজে

কাঁধে বহন করে তার লাশ কাবরের কাছে নিয়ে যান এবং নিজ হাতে তাকে কাবরে শায়িত করেন। তবে এ কথা বর্ণনা করা হয়নি যে, তিনি লাশের গোসল করিয়েছেন কিনা। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

সাবিত (রাঃ) বলেন ঃ আনসার মহিলাদের মধ্যে জুলাইবিবের (রাঃ) স্ত্রীর মত ভাগ্যবতী আর কোন মহিলা ছিলেননা। তার চেয়ে অন্য কোন আনসারী মহিলাকে বেশি সংখ্যক সাহাবী বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেননা। ইসহাক ইবনুল আবদুল্লাহ ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) সাবিতকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার কি জানা আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলে ঐ মহিলার জন্য দু'আ করেছিলেন? তিনি বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! তার উপর আপনি রাহমাত বর্ষণ করুন এবং তার জীবনকে কঠিন করবেননা। এর ফলশ্রুতি এই যে, আনসারগণের বিধবা মহিলাদের মধ্যে তার মত আর কোন মহিলাকে বিয়ের ব্যাপারে এত বেশি প্রস্তাব পাঠানো হয়নি। (আহমাদ ৪/৪২২) ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ ঘটনাটি তাদের গ্রন্থের *ফাযায়িল* অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ২৪৮২, নাসাঈ ৮২৪৬)

হাফিয আবূ উমার ইব্ন আবদুল বার্র (রহঃ) তার *আল ইসতিয়াব* গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ঐ সাহাবীয়া (রাঃ) আড়াল থেকে মা-বাবার কথোপকথন শোনার পর যখন বললেন ঃ 'আপনারা কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছেন' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ *আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা।*

তাঊস (রহঃ) ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ আসরের সালাতের পর দু' রাক'আত (নাফল) সালাত আদায় করা যায় কি? উত্তরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) নিষেধ করেন এবং ... وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ এ আয়াতটি পাঠ করেন। (আবদুর রাযযাক ২/৪৩৩) সুতরাং এ আয়াতটি শানে নুযূলের দিক দিয়ে বিশিষ্ট হলেও হুকুমের দিক দিয়ে সাধারণ। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ থাকা অবস্থায় না কেহ ঐ হুকুমের বিরোধিতা করতে পারে, আর না ওটা মানা বা না মানার কারও কোন অধিকার থাকতে পারে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব তোমার রবের শপথ! তারা কখনই বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবেনা, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের সৃষ্ট বিরোধের বিচারক না করে, অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তুষ্ট চিত্তে কবূল না করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৫) তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্য করলে সেতো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৬৩)

৩৭। স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করছ, তুমি তাকে বলেছিলে ঃ তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রেখেছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর	٣٧. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا

وَطَرًا زَوَّجْنَـٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا	**সঙ্গত। অতঃপর যায়িদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে বিয়ের সর্ম্পক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমনীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।**

যায়িদ (রাঃ) এবং যাইনাবের (রাঃ) ব্যাপারে রাসূলকে (সাঃ) আল্লাহর ভর্ৎসনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় আযাদকৃত গোলাম যায়িদ ইব্ন হারিসাহকে (রাঃ) বিশেষভাবে বুঝিয়েছেন। তার উপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মেহেরবানী ছিল। তাকে তিনি ইসলাম ও নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার তাওফীক দান করেছিলেন। তার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাকে তিনি গোলামী হতে মুক্তি দান করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। এমন কি সমস্ত মুসলিম তাকে حُبُّ الرَّسُوْل 'রাসূলের প্রিয়' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার পুত্র উসামাহকে (রাঃ) حُبُّ مِنْ حُبٍّ 'প্রিয়ের প্রিয়' নামে সবাই সম্বোধন করতেন। আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কোন স্থানে সৈন্য পাঠালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেই দলের নেতা মনোনীত করতেন। যদি তিনি শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকেই হয়তো তিনি তাঁর খলীফা নিযুক্ত করে যেতেন। (আহমাদ ৬/২২৭, ২৮১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ফুফু উমাইমাহ বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের (রাঃ) কন্যা যাইনাব বিন্ত জাহাশ আসাদিয়্যাকে (রাঃ)

যায়িদের (রাঃ) সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ মোহর হিসাবে দশ দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ও ষাট দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) প্রদান করেছিলেন। আর দিয়েছিলেন একখানা শাড়ী, একখানা চাদর এবং একটি জামা। আরও দিয়েছিলেন পঞ্চাশ মুদ্দ (ওযন বিশেষ) খাদ্য ও দশ মুদ্দ খেজুর। এক বছর অথবা তা থেকে কিছু কম-বেশী তারা একত্রে সংসার করেছেন। পরে তাদের মনোমালিন্য শুরু হয়ে যায়। যায়িদ (রাঃ) গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ করেন। তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন ঃ সংসার ভেঙ্গে দিওনা এবং আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ

তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রেখেছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাঁর উপর অহীকৃত কিতাবুল্লাহর কোন আয়াত গোপন করতেন তাহলে অবশ্যই ... **وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ** এ আয়াতটিই গোপন করতেন। (তাবারী ২০/২৭৪)

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا *অতঃপর যায়িদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম।* অর্থাৎ যায়িদের (রাঃ) সাথে যখন যাইনাবের (রাঃ) বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাইনাবের (রাঃ) বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন এবং ঐ বিয়ের অলী হন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা। তা এভাবে যে, তিনি অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন যাইনাবকে (রাঃ) বিয়ে করেন। কোন কাবীন, মোহর কিংবা সাক্ষী ছাড়াই ঐ বিয়ে হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা যাঁর বিয়ের অলী তাঁর জন্য আর কিইবা দরকার হতে পারে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, যখন যাইনাবের (রাঃ) ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদ ইব্ন হারিসাকে (রাঃ) বললেন ঃ তুমি যাও এবং তাকে আমার বিবাহের প্রস্তাব পৌঁছে দাও। যায়িদ (রাঃ) গেলেন। ঐ সময় যাইনাব (রাঃ) আটা মাখছিলেন। যায়িদের (রাঃ) উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা এমনভাবে ছেয়ে গেল যে, সামনে থেকে তার সাথে কথা বলতে পারলেননা। বরং তিনি মুখ ফিরিয়ে বসে পড়লেন এবং রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রস্তাব শুনিয়ে দিলেন। যাইনাব (রাঃ) তখন তাকে বললেন ঃ থামুন, আমি আল্লাহ তা‘আলার নিকট সালাত আদায় (ইসতিখারা দ্বারা শুভাশুভ বিচার) করে নিই। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে শুরু করলেন। আর এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ হল এবং তাঁকে বলা হল ঃ

وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করলাম। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন খবর না দিয়ে তার কক্ষে প্রবেশ করলেন। ওলীমার দা‘ওয়াতে তিনি সাহাবীগণকে গোশত ও রুটি খাওয়ালেন। সব লোক খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চলে গেলেন। কতিপয় লোক সেখানে বসে থেকে খোশ-গল্পে মশগুল হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট গেলেন। তিনি তাদেরকে সালাম দিচ্ছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বলুন, আপনি আপনার (নতুন) স্ত্রীকে (যাইনাবকে (রাঃ) কিরূপ পেয়েছেন? বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন ঃ লোকেরা তাঁর বাড়ী হতে চলে গেছে এ খবর আমি তাঁকে দিলাম নাকি অন্য কারও মাধ্যমে তাঁকে এ খবর দেয়া হল তা আমার মনে নেই। এরপর তিনি তাঁর বাড়ীতে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। আমি তাঁর সাথে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তিনি পর্দা ফেলে দিলেন। ফলে আমার ও তাঁর মধ্যে আড়াল হয়ে গেল। ঐ সময় পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল এবং তিনি সাহাবীগণের যা উপদেশ দেয়ার তা দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ

তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা নাবী-গৃহে প্রবেশ করনা। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৫৩) (আহমাদ ৩/১৯৫, মুসলিম ১৪২৮, নাসাঈ ৬/৭৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, যাইনাব বিন্ত জাহাশ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে গর্ব করে বলতেন ঃ তোমাদের বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অভিভাবক ও ওয়ারিশরা। আর আমার বিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা সপ্তম আকাশের উপর থেকে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫)

সূরা নূরের তাফসীরে আমরা এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছি যে, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন জাহশ বলেন, যাইনাব (রাঃ) বলেছিলেন ঃ আমার বিবাহ আকাশ

হতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার এ কথার জবাবে আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমার নিষ্কলুষতা ও সতীত্বের আয়াতগুলি আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। যাইনাব (রাঃ) তার এ কথা স্বীকার করে নেন। (তাবারী ১৯/১১৮) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا আমি তার সাথে তোমার বিবাহ বৈধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্রেরা তাদের স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলেই সেই সব রমণীকে বিবাহ করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়।

নাবুওয়াতের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদ ইব্ন হারিসাহর (রাঃ) লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। তখনকার প্রথা অনুযায়ী লোকেরা তাকে বলত যায়িদ ইব্ন মুহাম্মাদ। আল্লাহ সুবহানাহু জাহিলিয়াতের ঐ প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করে নিম্নের আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করেন ঃ

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّـٰٓـِٔى تُظَـٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَـٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ. ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ

আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি; তোমাদের স্ত্রীরা, যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক, তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি; ঐগুলি তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন। তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ পরিচয়ে; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায় সঙ্গত। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪-৫)

যখন যাইনাব বিন্ত জাহাশ (রাঃ) এবং যায়িদ ইব্ন হারিসাহর (রাঃ) মাঝের বিবাহ বন্ধন ভেঙ্গে যায় তখন আরও পরিস্কার করে এবং জাহিলিয়াতের আর একটি প্রথাকে বাতিল করে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَحَلَـٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ

এবং ঔরসজাত পুত্রদের পত্নীগণ। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৩) এভাবে পালিত পুত্র বনাম ঔরষজাত পুত্রের ধর্মীয় বিধান পরিস্কার হয়ে গেল। তখনকার যামানায় আরাবে পালিত পুত্র রাখা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا *আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।* অর্থাৎ যা ঘটেছে তা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়েছে, আর তিনি যা চান তা হবেই, কেহ তা রদ করতে পারেনা। যাইনাব (রাঃ) যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের একজন হবেন তা অবশ্যই আল্লাহর জ্ঞানে ছিল।

৩৮। আল্লাহ নাবীর জন্য যা বিধি সম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোন বাধা নেই। পূর্বে যে সব নাবী অতীত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।	٣٨. مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ ۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ পোষ্যপুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করা যখন বৈধ কাজ তখন এ কাজ যদি নাবীও করেন তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আরাইহি ওয়া সাল্লামের পালিত পুত্র যায়িদ ইব্ন হারিসার (রাঃ) স্ত্রী যাইনাবকে (রাঃ) তালাক দেয়ার পর তাকে বিয়ে করায় রাসূলের জন্য দোষ নেই।

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ পূর্ববর্তী নাবীদের উপর আল্লাহ তা'আলা যে হুকুম নাযিল করতেন ওর উপর আমল করায় তাঁদের কোন দোষ ছিলনা। এখানে এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য মুনাফিকদের কথার প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বলত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ছেলের স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন।

وَكَانَ أَمْرُ اللَّه قَدَرًا مَّقْدُورًا আল্লাহর আদেশ অবশ্যই পূর্ণ হয়ে থাকে। কোন কিছুই তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারেনা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। আর যা তিনি ইচ্ছা করেন না তা কখনই হয়না।

٣٩. ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَـٰلَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا	**৩৯। তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহকে ছাড়া অন্য কেহকেও ভয় করতনা। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।**
٤٠. مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيمًا	**৪০। মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নাবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।**

আল্লাহর আদেশ প্রচারকারীদের প্রতি প্রশংসা

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ

এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ঐ লোকদের (নাবীদের) প্রশংসা করছেন যারা আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছে দেন। তারা আল্লাহকে ভয় করেন এবং তাঁকে ছাড়া আর কেহকেও ভয় করেননা। কোন ভীতি-বিহ্বল কাজে অথবা কারও প্রভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর দা'ওয়াত পৌঁছে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননা। وَكَفَى بِاللَّه حَسِيبًا তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহানুভূতিই যথেষ্ট।

এই পদ ও দায়িত্ব পালনে সবারই নেতা, এমন কি প্রত্যেক কাজে-কর্মে ও প্রতিটি বিষয়ে সবার সর্দার বা নেতা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পূর্বে ও পশ্চিমে সমস্ত বানী আদমের কাছে আল্লাহর দীনের প্রচার করেছেন তিনিই। যতদিন আল্লাহর এই দীন চারদিকে ছড়িয়ে না পড়েছে ততদিন তিনি বরাবরই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি আল্লাহর দীন প্রচারের ব্যাপারে সদা ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর পূর্বে যেসব নাবী-রাসূল এসেছিলেন তাঁরা নিজ নিজ জাতির জন্য এসেছিলেন। কিন্তু শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন সারা দুনিয়ার জন্য। মহান আল্লাহ ঘোষণা করছেন ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮)

তাঁর পরে এ দীন প্রচারের দায়িত্ব তাঁর উম্মাতের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। তাঁর পরে নেতৃত্বের দায়িত্ব তাঁর সাহাবীগণের উপর ন্যস্ত হয়েছে। তারা যা কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শিখেছিলেন তা তাদের পরবর্তীদের শিখিয়ে দেন। তারা সমস্ত কাজ ও কথা, পরিস্থিতি, রাত-দিনের সফর, তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছু তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। পরবর্তী লোকেরা উত্তরাধিকার সূত্রে এগুলি প্রাপ্ত হয়েছে। এভাবেই পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের ওয়ারিশ হয়েছে। আল্লাহর দীন এভাবেই ছড়াতে থাকে। হিদায়াত প্রাপ্তরা তাদের অনুসরণ করে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠেন। তারা ভাল কাজ করার তাওফীক লাভ করেছেন। করুণাময় আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

রাসূল (সাঃ) কোন পুরুষের পিতা নন

মহান আল্লাহ বলেন ঃ মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়। আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করছেন যে, এরপরে যেন যায়িদ ইব্ন মুহাম্মাদ বলা না হয়। অর্থাৎ তিনি যায়িদের (রাঃ) পিতা নন, যদিও তিনি তাকে পুত্র হিসাবে লালন-পালন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন পুত্র সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকেনি। কাসেম, তাইয়িব ও তাহির নামক তার তিনটি পুত্র সন্তান খাদীজার (রাঃ) গর্ভজাত ছিল। কিন্তু তিনজনই শৈশবে ইন্তিকাল করে। মারিয়াহ কিবতিয়াহর (রাঃ) গর্ভজাত একটি পুত্র সন্তান ছিল, তার নাম ছিল ইবরাহীম। সে দুগ্ধ পান অবস্থায়ই ইন্তিকাল করেন। খাদীজার

(রাঃ) গর্ভজাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চার কন্যা সন্তান ছিলেন। তাঁরা হলেন যাইনাব (রাঃ), রুকাইয়া (রাঃ), উম্মে কুলসূম (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ)। তাদের মধ্যে তিনজন তাঁর জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেছিলেন। শুধুমাত্র ফাতিমা (রাঃ) তাঁর ইন্তিকালের ছয় মাস পরে ইন্তিকাল করেন।

রাসূল (সাঃ) হলেন সর্বশেষ নাবী

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا বরং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ও শেষ নাবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ

রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করতে হবে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৪) সুতরাং এ আয়াতটি এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর পরে কোন নাবী নেই। আর তাঁর পরে যখন কোন নাবী নেই তখন তাঁর পরে কোন রাসূলও যে নেই তা বলাই বাহুল্য। রিসালাততো নাবুওয়াত হতে বিশিষ্ট। প্রত্যেক রাসূলই নাবী, কিন্তু প্রত্যেক নাবীই রাসূল নন। তিনি যে খাতামুন নাবীঈন তা হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারাও প্রমাণিত।

উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) তার পিতা কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নাবীদের মধ্যে আমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে একটি বাড়ী তৈরী করল এবং ওটা পূর্ণরূপে ও উত্তমভাবে নির্মাণ করল, কিন্তু তাতে একটা ইট পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দিল। যেখানে সে গাঁথুনি গাঁথলনা লোকেরা চারিদিক থেকে তা দেখতে লাগল এবং ওর নির্মাণকার্যে সবাই প্রশংসা করল। কিন্তু তারা বলতে লাগল ঃ যদি এ স্থানটি খালি না থাকত তাহলে আরও কতই না সুন্দর হত! সুতরাং নাবীদের মধ্যে আমি ঐ নাবী যিনি ঐ ইটের সাথে তুলনীয়। (আহমাদ ৫/১৩৬, তিরমিযী ১০/৮১)

অপর একটি হাদীস ঃ আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রিসালাত ও নাবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে। আমার পরে আর কোন রাসূল বা নাবী আসবেনা। সাহাবীগণের কাছে তাঁর এ কথাটি খুবই কঠিন বোধ হল। তখন তিনি বললেন ঃ কিন্তু সুসংবাদ দানকারীরা থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সুসংবাদদাতা কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ মুসলিমদের স্বপ্ন, যা নাবুওয়াতের একটি অংশ বিশেষ। (আহমাদ ৩/২৬৩, তিরমিযী ৬/৫৫১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে সহীহ গারীব বলেছেন।

অন্য একটি হাদীস ঃ যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত ও নাবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে একটি ঘর বানাল এবং পূর্ণ ও সুন্দর করে বানাল। কিন্তু একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিল। সুতরাং যে'ই সেখানে প্রবেশ করে ও ওর দিকে তাকায় সে'ই বলে ঃ এটা কতইনা সুন্দর! যদি এই ইট পরিমাণ জায়গাটি ফাঁকা না থাকত! আমি ঐ খালি স্থানের ইট। আমার মাধ্যমে নাবীদের ধারাবাহিকতা শেষ করা হয়েছে। (মুসনাদ তায়ালিসী ২৪৭, ফাতহুল বারী ৬/৬৪৫, মুসলিম ৪/১৭৯১, তিরমিযী ৮/১৫৮)

অন্য একটি হাদীস ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত ও নাবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায় যে একটি ঘর পূর্ণভাবে নির্মাণ সম্পন্ন করল, কিন্তু একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিল। অতঃপর আমি আগমন করলাম এবং ঐ ইট পরিমাণ খালি জায়গাটি পূর্ণ করে দিলাম। (আহমাদ ৩/৯, মুসলিম ৪/১৭৯১)

অন্য একটি হাদীস ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ও আমার পূর্বের নাবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায় যে একটি ঘর নির্মাণ করল এবং তা পূর্ণরূপে ও উত্তমরূপে নির্মাণ করল। কিন্তু ওর কোনার একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিল। লোকেরা চর্তুদিক থেকে ঘরটি দেখতে লাগল এবং তা দেখে মুগ্ধ হল। অতঃপর তারা বলতে লাগল ঃ এখানে একটি ইট দিলে এ দালানটি পূর্ণ হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমিই ঐ ইট। (আহমাদ ২/৩১২, বুখারী ৩৫৩৫, মুসলিম ৪/৩৭১)

আর একটি হাদীস ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে ছয়টি জিনিসের মাধ্যমে সমস্ত নাবীর উপর ফাযীলাত দান করা হয়েছে। প্রথম ঃ আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ও সার্বজনীন কথা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঃ প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। তৃতীয় ঃ আমার জন্য গাণীমাত বা যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল করা হয়েছে। চতুর্থ ঃ আমার জন্য সারা দুনিয়ার মাটিকে মাসজিদ ও অযূর জন্য নির্ধারণ করা

হয়েছে। পঞ্চম ঃ সমস্ত সৃষ্টির নিকট আমাকে নাবী করে পাঠানো হয়েছে। ষষ্ঠ ঃ আমাকে সমস্ত মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে এবং আমার দ্বারা নাবী আগমনের ধারাবাহিকতা শেষ করা হয়েছে। (মুসলিম ১/৩৭১, তিরমিযী ৫/১৬০, ইব্ন মাজাহ ১/১৮৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এবং আমার পূর্বে যে সকল নাবী/রাসূলগণ এসেছেন তাঁদের সাথে তুলনা হল এই যে, এক লোক একটি ঘর তৈরী করল, কিন্তু তাতে একটি ইট গাঁথুনীর পরিমান জায়গা খালি রইল। অতঃপর আমি এসে ঐ খালি জায়গা ইটের গাঁথুনী দ্বারা সম্পূর্ণ করলাম। (আহামদ ৩/৯, মুসলিম ৪/১৭৯১)

অন্য একটি হাদীস ঃ যুবাইর ইব্ন মুতয়িম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ নিশ্চয়ই আমার কয়েকটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ। আমি মাহী, আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুফরীকে মিটিয়ে দিবেন। আমি হাশির, আমার পায়ের উপর দিয়ে জনগণকে একত্রিত করা হবে। আমি আকিব, আমার পরে আর কোন নাবী হবেনা। (আহমাদ ৪/৮০, ফাতহুল বারী ৮/৫০৯, মুসলিম ৪/১৮২৮) এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে এবং বিশ্ব শান্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতাওয়াতির হাদীসে এ খবর জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর পরে আর কোন নাবী নেই। অতএব তাঁর পরে যদি কেহ নাবুওয়াত ও রিসালাতের দাবী করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী। যদিও সে ফন্দী করে, যাদু করে, বড় বড় জ্ঞানীদের জ্ঞানকে বিভ্রান্ত করে, বিস্ময়কর বিষয়গুলো দেখিয়ে দেয়, বিভিন্ন প্রকারের ডিগবাজী প্রদর্শন করে, তবুও জ্ঞানীরা অবশ্যই জানে যে, এ সবই প্রতারণা ও চালাকী ছাড়া আর কিছুই নয়। ইয়ামানে নাবুওয়াতের দাবীদার আনসী ও ইয়ামামার নাবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলামা কাযযাবকে দেখলেই বুঝা যাবে যে, তারা যা করেছিল তা দেখে দুনিয়াবাসী তাদের মিথ্যা ছল-চাতুরী ধরে ফেলেছিল। তাদের আসল রূপ জনগণের কাছে উম্মোচিত হয়ে পড়েছিল। কিয়ামাত পর্যন্ত তাদেরও ঐ অবস্থাই হবে যারা এ ধরনের মিথ্যা দাবী নিয়ে আল্লাহর বান্দার কাছে হাযির হবে। এমনকি সর্বশেষে আসবে মাসীহ দাজ্জাল। তার চিহ্নসমূহ দেখে প্রত্যেক আলেম এবং প্রত্যেক মু'মিন জেনে যাবে যে, সে

মিথ্যাবাদী। এটাও আল্লাহ তা‘আলার এক অশেষ মেহেরবানী। এ ধরনের মিথ্যা দাবীদারদের এ নসীবই হয়না যে, তারা সৎ কাজের আহকাম জারী করে এবং মন্দ কাজ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে দেয়। তার কথা ও কাজ ধোঁকা ও প্রতারণামূলকই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ. تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

তোমাদেরকে কি জানাব, কার নিকট শাইতানরা অবতীর্ণ হয়? তারাতো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ২২১-২২২)

সত্য নাবীদের ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা সঠিক হিদায়াত দানকারী। তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁদের কথা ও কাজ সত্য বিজড়িত। তাঁরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখেন। তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এ ছাড়া মু‘জিযা বা অলৌকিক কাজের দ্বারা তাঁদের সত্যবাদিতা প্রকাশিত হয়। তাঁদের নাবুওয়াতের উপর এমন সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল থাকে যে, সুস্থির মন তাঁদের নাবুওয়াতকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সমস্ত নাবীর উপর কিয়ামাত পর্যন্ত দুরূদ ও সালাম নাযিল করতে থাকুন!

৪১। হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর।	٤١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
৪২। এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	٤٢. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً
৪৩। তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মালাইকাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহের প্রার্থনা করে অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোয় নিয়ে আসার জন্য,	٤٣. هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَـٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ

এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।	بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
৪৪। যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান।	٤٤. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَـٰمٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا

আল্লাহকে অধিক স্মরণ করার উপকারিতা

অগণিত নি'আমাত প্রদানের মালিক আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ আমাকে অধিক মাত্রায় তোমাদের স্মরণ করা উচিত। এর প্রতিদান হিসাবে রয়েছে বিরাট পুরস্কার এবং তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার উপায়। তাছাড়াও তিনি আরও বহু প্রকারের নি'আমাত প্রদানের ওয়াদা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন বুশর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, দু'জন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করল। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন পেলো ও ভাল কাজ করল। দ্বিতীয়জন জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের উপর ইসলামের বিধানতো অনেক রয়েছে। আমাকে এমন একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বিধান বাতলে দিন যার সাথে আমি সদা লেগে থাকবো।তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ আল্লাহর যিক্র দ্বারা সদা-সর্বদা তোমার জিহ্বাকে সিক্ত রাখবে। (আহমাদ ৪/১৯০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) হাদীসের দ্বিতীয় অংশ বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী ৬/৬২১, ইব্ন মাজাহ ১/১২৪৬)

আবদুল্লহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে কাওম এমন মাজলিসে বসে যেখানে আল্লাহর যিক্র হয়না, তারা কিয়ামাতের দিন এ জন্য আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করবে। (আহমাদ ২/২২৪)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা‘আলার اُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا এই উক্তির ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক ফার্য কাজের একটা সীমা আছে এবং বিশেষ ওজর বশতঃ তা ক্ষমাও করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর যিক্রের কোন সীমা নেই। কোন সময়েই তা সঙ্গ ছাড়া হয়না। তবে কেহ যদি তা না করতে বাধ্য করে তাহলে সেটা অন্য কথা। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০৩) দাঁড়িয়ে, বসে, রাতে, দিবসে, স্থলে, পানিতে, বাড়ীতে, সফরে, ধনী অবস্থায় ও দরিদ্র অবস্থায়, সুস্থ অবস্থায় ও অসুস্থ অবস্থায়, গোপনে ও প্রকাশ্যে, মোট কথা সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিক্র করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে হবে। তুমি যখন এগুলি করতে থাকবে তখন আল্লাহ তা‘আলা তোমার উপর তাঁর রাহমাত বর্ষণ করতে থাকবেন। আর মালাইকাও তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন। (তাবারী ২০/২৮০)

এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস ও আছার রয়েছে। এই আয়াতেও খুব বেশী বেশী আল্লাহর যিক্র করার হিদায়াত করা হয়েছে। অনেকে আল্লাহর যিক্র ও অযীফা সম্পর্কে বহু স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন, যেমন ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইমাম মা’মারী (রহঃ) প্রমুখ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে আর অপরাহ্নে ও যুহরের সময়। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৭-১৮) অতঃপর এর ফাযীলাত বর্ণনা এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করার জন্য মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ আল্লাহ স্বয়ং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। এতদসত্ত্বেও কি তোমরা তাঁর যিক্র হতে উদাসীন থাকবে? তোমরা তাকে স্মরণ কর, তিনিও তোমাদেরকে স্মরণ করবেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولاً مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ. فَٱذۡكُرُونِىٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِى وَلَا تَكۡفُرُونِ

আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫১-১৫২)

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ যে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি, আর যে আমাকে কোন জামা‘আত বা দলের মধ্যে স্মরণ করে, আমি তাকে এমন জামা‘আতের মধ্যে স্মরণ করি যা তার জামা‘আত হতে উত্তম।

সালাত শব্দের অর্থ

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবুল আলীয়া (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, صَلَٰوة শব্দটি যখন আল্লাহ তা‘আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয় তখন ওর অর্থ হয় আল্লাহ তা‘আলা তার কল্যাণ ও মঙ্গল তাঁর মালাইকার সামনে বর্ণনা করেন। আবূ জাফর আর রাযী (রহঃ) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) থেকে, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। صَلَوٰة শব্দটি আল্লাহ তা‘আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হলে ওর অর্থ হবে রাহমাত। এ দু’টি উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আর صَلَوٰة শব্দটি

মালাইকা/ফেরেশতাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হলে তখন অর্থ হবে মানুষের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ. وَقِهِمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِ

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবাহ করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। হে আমাদের রাব্ব! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকেও। আপনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এবং আপনি তাদেরকে পাপ হতে রক্ষা করুন। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭-৯)

لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ এই দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে মু'মিন বান্দাদের উপর মহান আল্লাহ স্বীয় রাহমাত বর্ষণ করেন। তাদেরকে তিনি অজ্ঞতা ও কুফরীর অন্ধকার হতে বের করে ঈমানের আলোকের দিকে নিয়ে আসেন।

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا *এবং তিনি (আল্লাহ) মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।* অর্থাৎ তিনি পার্থিব জীবন এবং পরকাল উভয় জায়গায় মু'মিনদের জন্য আর্শিবাদ স্বরূপ। পৃথিবীতে তিনি মু'মিনদেরকে মূর্খদের পথ থেকে বের করে নিয়ে এসে সৎ পথের নির্দেশনা দেন, তাদের মধ্যে যারা ধ্বংসের মুখোমুখী হয় তাদেরকে ঐ পথ থেকে তিনি ফিরিয়ে আনেন এবং যারা বিদ'আতী আমল করছে এবং

অন্যদেরকে ঐ পথে আহ্বান করছে এবং অন্যায় অপরাধে লিপ্ত রয়েছে তাদের থেকেও তিনি রক্ষা করেন। আর পরকালে তাঁর অনুগ্রহ/দয়া হল এই যে, কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা থেকে তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন এবং তাঁর মালাইকা দ্বারা মু'মিনদেরকে জান্নাত প্রাপ্তি এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবার সুখবর দিতে বলবেন। তাঁর এই দয়া ও অনুগ্রহ এ জন্য যে, তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে ভালবাসেন।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে পথ চলছিলেন। ঐ সময় রাস্তার উপর একটি ছোট ছেলে ছিল। একটি দল আসছে দেখে ছেলেটির মা ভয় পেয়ে গেল এবং আমার ছেলে আমার ছেলে বলে চীৎকার করতে করতে ছুটে এলো এবং ছেলেকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে একদিকে সরে গেল। ছেলের প্রতি মায়ের এই স্নেহ ও মমতা দেখে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মা কি এই ছেলেটিকে আগুনে ফেলতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝে নিয়ে বললেন ঃ না, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁর বন্ধুকে আগুনে নিক্ষেপ করবেননা। (আহমাদ ৩/১০৪) সহীহায়িনের শর্তে এ বর্ণনাধারা সঠিক, যদিও সহীহায়িন এবং সুনান গ্রন্থ চতুষ্টয়ের কোনটিতেই এটি লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সহীহ বুখারীতে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, মু'মিনদের নেতা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বন্দিনী নারীকে দেখেন যে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দেখা মাত্রই উঠিয়ে নিল এবং বুকে লাগিয়ে দিয়ে দুধ পান করাতে শুরু করল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ আচ্ছা বল তো, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই মহিলাটি তার এই ছেলেটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে কি? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! এই মহিলা তার ছেলের প্রতি যতটা স্নেহশীল ও দয়ালু, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়ে অনেক বেশী দয়ালু। (ফাতহুল বারী ১০/৪৪০)

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

سَلَٰمٌ قَوۡلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ পরকালে মু'মিনরা যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তারা একে অপরকে সালাম দিবে। এই উক্তির স্বপক্ষে দলীল হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি ঃ

دَعۡوَىٰهُمۡ فِيهَا سُبۡحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمۡ فِيهَا سَلَٰمٌۚ وَءَاخِرُ دَعۡوَىٰهُمۡ أَنِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

সেখানে তাদের বাক্য হবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম (আসসালামু 'আলাইকুম), আর তাদের দু'আর শেষ বাক্য হবে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রাব্ব মহান আল্লাহর জন্য)। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَعَدَّ لَهُمۡ أَجۡرًا كَرِيمًا তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান। অর্থাৎ জান্নাত এবং ওর সমুদয় ভোগ্যবস্তু যেগুলি তাদের জন্য নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। সেখানে তারা পানাহারের দ্রব্য, পরিধানের বস্ত্র, বাসস্থান, স্ত্রী, নয়নাভিরাম সৌন্দর্য অবলোকন ইত্যাদি সবকিছুই পাবে। এগুলির ধ্যান-ধারণা মানুষ করতেই পারেনা। এগুলি এমনই যে, মানুষ চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এবং অন্তরে কল্পনাও করেনি।

৪৫। হে নাবী! আমিতো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসাবে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে -	٤٥. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
৪৬। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।	٤٦. وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا
৪৭। তুমি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের	٤٧. وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ

ٱللَّهِ فَضۡلٗا كَبِيرٗا	**জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা অনুগ্রহ।**
٤٨. وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَدَعۡ أَذَىٰهُمۡ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا	**৪৮। আর তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শোননা; তাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং নির্ভর কর আল্লাহর উপর; কর্মবিধায়ক রূপে আল্লাহই যথেষ্ট।**

আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) প্রশংসা

'আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'সের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম ঃ তাওরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাকে বলুন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! কুরআনুল কারীমে তাঁর যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তারই কতক অংশ তাওরাতেও বর্ণিত হয়েছে। তাওরাতে রয়েছে ঃ হে নাবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোকদেরকে তুমি সতর্ক করবে। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম মুতাওয়াক্কিল (ভরসাকারী) রেখেছি। তুমি কঠোর চিত্ত ও কর্কশভাষী নও। তুমি বাজারে গোলমাল ও চীৎকার করে বেড়াওনা। তুমি মন্দকে মন্দ দ্বারা দূরীভূত করনা। বরং তুমি লোকদের দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে চল এবং ক্ষমা করে থাক। আল্লাহ তোমাকে কখনও উঠিয়ে নিবেননা যে পর্যন্ত না তুমি মানুষের বক্রকৃত দীনকে সোজা করবে। আর তারা যে পর্যন্ত না বলবে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যার দ্বারা অন্ধের চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে যাবে, বধির শ্রবণশক্তি ফিরে পাবে এবং মোহরকৃত অন্তর খুলে যাবে। (আহমাদ ২/১৭৪, ফাতহুল বারী ৪/৪০২, ৮/৪৪৯)

অহাব ইব্ন মুনাব্বাহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের নাবীদের মধ্যে শাইয়া (আঃ) নামক একজন নাবীর নিকট অহী করলেন ঃ তুমি তোমার কাওম বানী ইসরাঈলের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমার মুখের ভাষায় আমার কথা বলব। আমি অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের মধ্যে একজন নিরক্ষর নাবীকে পাঠাব। সে না বদ স্বভাবের হবে, আর না কর্কশভাষী হবে। সে হাটে-বাজারে

হট্টগোল সৃষ্টি করবেনা। সে এত শান্ত-শিষ্ট হবে যে, জ্বলন্ত প্রদীপের পাশ দিয়ে সে গমন করলেও প্রদীপটি নিভে যাবেনা। যদি সে নল-খাগড়া/খড়-কুটার উপর দিয়েও চলে তবুও তাতে তার পায়ের শব্দ হবেনা। আমি তাকে সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করব যে অনৈতিক কথা বলবেনা। আমি তার মাধ্যমে অন্ধের চক্ষু খুলে দিব, বধির শ্রবণশক্তি ফিরে পাবে এবং দাগ ও কালিমাযুক্ত অন্তরকে পরিষ্কার করে দিব। আমি তাকে প্রত্যেক ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করব। সমস্ত ভাল স্বভাব তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। লোকের অন্তর জয়কারী হবে তার পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সৎ কাজ করা তার প্রকৃতিগত বিষয় হবে। তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকবে। তার কথাবার্তা হবে হিকমাত পূর্ণ। সত্যবাদিতা ও বিনয়ী হবে তার স্বভাবগত বিষয়। ক্ষমা ও সদাচরণ হবে তার চরিত্রগত গুণ। সত্য হবে তার শারীয়াত। তার স্বভাব-চরিত্রে থাকবে ন্যায়পরায়ণতা। হিদায়াত হবে তার কাম্য। ইসলাম হবে তার মিল্লাত। তার নাম হবে আহমাদ। তার মাধ্যমে আমি পথভ্রষ্টকে সুপথ প্রদর্শন করব, মূর্খদেরকে বিদ্বান বানিয়ে দিব। অধঃপতিতকে করব মর্যাদাবান। অপরিচিতকে করব খ্যাতি সম্পন্ন ও সকলের পরিচিত। স্বল্প সংখ্যক থেকে অধিক সংখ্যক করব তার অনুসারী। তার কারণে আমি রিক্ত হস্তকে দান করব প্রচুর সম্পদ। কঠোর হৃদয়ের লোকের অন্তরে আমি দয়া ও প্রেম-প্রীতি দিয়ে দিব। মতভেদকে ইত্তেফাকে পরিবর্তিত করব। মতপার্থক্যকে করে দিব একমত। তার মেহনতের মাধ্যমে দুনিয়ায় ইসলামের অস্তিত্ব/প্রভাব বিস্তার লাভের ফলে আমি দুনিয়াকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করব। সমস্ত উম্মাত হতে তার উম্মাত হবে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদা সম্পন্ন। মানব জাতির উপকারার্থে তাদের আবির্ভাব ঘটবে, তারা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও মন্দ কাজে বাধা দিবে। তারা হবে একাত্মবাদী মু'মিন ও নিষ্ঠাবান। পূর্ববর্তী নাবীদের উপর যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তারা মেনে নিবে। তারা মাসজিদে, মাজলিসে, চলা-ফিরায় এবং উঠা-বসায় আমার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী হবে। তারা আমার জন্য দাঁড়িয়ে ও বসে সালাত আদায় করবে। আল্লাহর পথে দলবদ্ধ ও সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করবে। তাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক আমার সন্তুষ্টির অন্বেষণে ঘর-বাড়ী ছেড়ে জিহাদের জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। অযূ করার জন্য তারা মুখ-হাত ধৌত করবে। তারা তাদের কটিবন্ধ কষে বাঁধবে। আমার কিতাব তাদের বুকে বাঁধা থাকবে। আমার নামে তারা কুরবানী করবে। তারা হবে রাতে আবেদ এবং দিনে সিংহের

ন্যায় মুজাহিদ। এই নাবীর আহলে বাইত ও সন্তানদের মধ্য থেকে আমি অগ্রগামী, সত্যের সাধক, শহীদ ও সৎ লোকদেরকে সৃষ্টি করব। তার অবর্তমানে তার উম্মাত দুনিয়ায় সত্যের পথে মানুষকে আহ্বান করতে থাকবে এবং ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করবে। যারা তাদের কাছে সাহায্য চাবে তাদেরকে যারা সাহায্য করবে তাদেরকে আমি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করব।

পক্ষান্তরে তাদের যারা বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং অমঙ্গল কামনা করবে তাদের জন্য আমি খুব খারাপ দিন আনয়ন করব। আমি এই নাবীর উম্মাতকে নাবীর ওয়ারিশ বানিয়ে দিব। তারা তাদের রবের দিকে আহ্বানকারী হবে। তারা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। ঐ ভাল কাজ আমি তাদের হাতেই সমাপ্ত করাবো, যা তারা শুরু করেছিল। এটা আমার অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহ আমি যাকে ইচ্ছা প্রদান করে থাকি এবং আমি বড় অনুগ্রহশীল। (ইব্ন আবী হাতিম ১৭৭১৪)

আল্লাহ তা'আলার উক্তি **شَاهِدًا** বা সাক্ষী দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহর একাত্মবাদের সাক্ষী হওয়াকে, আর কিয়ামাতের দিন মানুষের আমলের উপর সাক্ষী হওয়াকে। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا

এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪১) যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী হও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا হে নাবী! তুমি মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী এবং কাফিরদেরকে জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শনকারী। **وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِه** আর তুমি আল্লাহর অনুমতিক্রমে সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বানকারী। **وَسِرَاجًا مُّنِيرًا** তোমার সত্যতা ঐ রকম সুপ্রতিষ্ঠিত যেমন সূর্যের

আলো সুপ্রতিষ্ঠিত। কোন হঠকারী লোক ছাড়া এটা কেহ অস্বীকার করতে পারেনা। এরপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা মেনে নিওনা, বরং তাদের কথা ছেড়ে দাও। আর তারা যে তোমাকে কষ্ট দেয় ও তোমার প্রতি নির্যাতন করে সেটা তুমি উপেক্ষা কর, ওটাকে কিছুই মনে করনা, বরং আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হও। কর্মবিধায়করূপে তিনিই যথেষ্ট।

৪৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দাত নেই যা তোমরা গননা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে।

٤٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٍ تَعۡتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

বিয়ের পর মিলনের আগেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে উপহার হিসাবে কিছু দিতে হবে, ইদ্দাত হিসাবে নয়

এই আয়াতে অনেকগুলি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু বিবাহ বন্ধনের পরও তালাক দেয়া যেতে পারে। এর প্রমাণ হিসাবে এর চেয়ে উত্তম আর কোন আয়াত নেই। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, সহবাসের পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। এখানে মু'মিনাতের উল্লেখ করার কারণ এই যে, সাধারণতঃ মু'মিনরা মু'মিনা নারীদেরকেই বিয়ে করে থাকে। তবে আহলে কিতাব স্ত্রীদের ব্যাপারেও এটাই প্রযোজ্য হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন

যাইনুল আবেদীন (রহঃ) এবং সালাফগণের একটি বড় দল এ আয়াত হতে একটি দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তালাক তখনই প্রযোজ্য হবে যখন বিবাহ বন্ধন বলবৎ থাকবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَات এ আয়াতে বিবাহের পরে তালাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বিবাহের পূর্বে তালাক সহীহ নয় এবং তা প্রযোজ্যও হয়না। (তাবারী ২০/২৮৩)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় যে, যদি কেহ বলে ঃ 'আমি যে মহিলাকে বিয়ে করব তার উপরই তালাক প্রযোজ্য হবে', তাহলে এর হুকুম কি? উত্তরে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন ঃ এই অবস্থায় তালাক হবেনা। কেননা মহামহিমান্বিত বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ... হে *মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে ...*। সুতরাং বিবাহের পূর্বের তালাক তালাকই নয়। (দুররুল মানসুর ৫/৩৯২)

অন্য এক হাদীসে আমর ইব্ন শু'আইব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তান যার মালিক নয় তাতে তালাক নেই। (আহমাদ ২/২০৭, আবূ দাউদ ২/২৪০, তিরমিযী ৪/৩৫৫, ইব্ন মাজাহ ১/৬৬০)

আলী (রাঃ) এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীসেও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বিয়ের পূর্বে তালাক নেই। (ইব্ন মাজাহ ১/৬৬০)

এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, যদি কোন নারীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয় তাহলে তার জন্য কোন ইদ্দাত নেই। সুতরাং সে তখনই যার সাথে ইচ্ছা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। তবে হ্যাঁ, যদি এই অবস্থায় তালাক দেয়ার পূর্বেই তার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তাহলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবেনা। বরং তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করতে হবে, যদিও তার স্বামীর সাথে সহবাস না'ও হয়ে থাকে।

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا *তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে*। সুতরাং বিবাহের পরেই এবং

স্পর্শ করার পূর্বেই যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর যদি এ বিবাহের মোহরও ধার্য হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী অর্ধেক মোহর পাবে। কিন্তু যদি মোহর নির্ধারিত না হয়ে থাকে তাহলে বিশেষ উপহার স্ত্রীকে দিলেই তা যথেষ্ট হবে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক তাহলে যা নির্ধারণ করেছিলে তার অর্ধেক দিয়ে দাও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৭) অন্যত্র রয়েছে ঃ

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَـٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ

যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করার পূর্বে তালাক প্রদান কর তাহলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, এবং তোমরা তাদেরকে কিছু সংস্থান করে দিবে, অবস্থাপন্ন লোক নিজের অবস্থানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার সাধ্যানুসারে বিহিত সংস্থান (করে দিবে); সৎ কর্মশীল লোকদের উপর ইহাই কর্তব্য। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৬)

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) ও আবূ উসাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা দু'জনে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমাইয়া বিনতে শারাহীলকে বিয়ে করেন। অতঃপর সে যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো তখন তিনি তার দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু সে যেন এটা অপছন্দ করল। তখন তিনি আবূ উসাইদকে (রাঃ) হুকুম করলেন যে, তার বিদায়ের ব্যবস্থা করা হোক এবং মূল্যবান দু'খানা কাপড় তাকে প্রদান করা হোক। (ফাতহুল বারী ৯/২৬৯)

আলী ইব্ন আবি তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, যদি স্ত্রীর জন্য মোহর নির্ধারণ করা হয় এবং স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে

দেয়া হয় তাহলে তার জন্য অর্ধেক মোহর ছাড়া আর কিছুই নেই। আর মোহর ধার্য করা না হলে তাকে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচলিত নিয়ম মাফিক প্রদান করতে হবে এবং এটাই হবে সৌজন্যের সাথে বিদায় করা। (তাবারী ২০/২৮৩)

٥٠. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ
أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ
أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ
مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ
عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ
خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِي
هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن
وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ
ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ
مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا
فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا
مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ

৫০। হে নাবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদেরকে, যাদের মোহর তুমি প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি 'ফায়' হিসাবে আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে এবং বিয়ের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা তোমার সাথে দেশ ত্যাগ করেছে এবং কোন মু'মিনা নারী নাবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে, এবং নাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ। এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়; যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীদের সম্বন্ধে যা আমি নির্ধারিত

عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا	**করেছি তা আমি জানি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।**

যে নারীরা রাসূলের (সাঃ) জন্য হালাল/বৈধ ছিলেন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ তুমি যেসব স্ত্রীর মোহর আদায় করেছ তারা তোমার জন্য হালাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মোহর ছিল সাড়ে বারো উকিয়া, যার মূল্য হয় তখনকার পাঁচশ' দিরহাম। তবে উম্মুল মু'মিনীন হাবীবা বিন্‌ত অড়্‌ূ সুফিয়ানের (রাঃ) মোহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে নাজ্জাশী (রহঃ) প্রদান করেছিলেন চারশ' দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা)। অনুরূপভাবে উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যিয়া বিন্‌ত হুওয়াইর (রাঃ) মোহর ছিল শুধু তাকে আযাদী দান। খাইবারের ইয়াহুদীদের বন্দীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আজাদ করে বিয়ে করেন।

জুওয়াইরিয়াহ বিন্‌ত হারিস আল মুসতালাকিয়্যাহ যত অর্থের উপর মুক্তি লাভের জন্য চুক্তি করেছিলেন, তার সমুদয় অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবিত ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন শাম্মাসকে (রাঃ) প্রদান করে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। এভাবেই যেসব বাঁদী গাণীমাতের মাল স্বরূপ তাঁর অধীনে এসেছিল তারাও তাঁর জন্য হালাল ছিল। সাফিয়্যিয়া (রাঃ) ও জুওয়াইরিয়্যার (রাঃ) মালিক হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে আযাদ করে দিয়ে বিবাহ করেছিলেন। রাইহানা বিনতে শামউন্‌ আন নায্‌রিয়্যাহ ও মারিয়া আল কিবতিয়্যাহরও তিনি মালিক ছিলেন। মারিয়ার (রাঃ) গর্ভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সন্তানও হয়েছিল যার নাম ছিল ইবরাহীম।

وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ *তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে।* বিবাহের ব্যাপারে নাসারা ও ইয়াহুদীদের ভিতর খুব বাড়াবাড়ি প্রচলিত ছিল।

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ *এবং কোন মু'মিনা নারী নাবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে, এবং নাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ। এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য।* নাসারারা সাত পুরুষ পর্যন্ত যে পুরুষ বা স্ত্রী লোকের নসবনামা (বংশ তালিকা) পেতনা তার বিবাহ জায়িয বলে মেনে নিতনা। ইয়াহুদীরা ভাই বা বোনের ছেলে মেয়েদেরকে বিবাহ করে নিত। ইসলাম এসে খৃষ্টানদের অতি বাড়াবাড়ি রহিত করে দিয়েছে এবং ভাতিজী ও ভাগিনীর সাথে বিবাহ অবৈধ ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া চাচার মেয়ে, ফুফুর মেয়ে, মামার মেয়ে ও খালার মেয়ের সাথে বিবাহ ইসলাম জায়িয রেখেছে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ কোন মু'মিনা নারী নাবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ। এ আদেশ দু'টি শর্তের উপর প্রযোজ্য হবে।

সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক মহিলা এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি নিজেকে আপনার জন্য নিবেদন করেছি। অতঃপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তখন একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি তার প্রয়োজন আপনার না থাকে তাহলে আমার সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ তাকে তুমি মোহর হিসাবে দিতে পার এমন কোন জিনিস তোমার কাছে আছে কি? উত্তরে লোকটি বলল ঃ আমার কাছে আমার এই পরিধেয় বস্ত্রটি ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি যদি তোমার পরিধেয় বস্ত্র তাকে দিয়ে দাও তাহলে তোমার পরিধানের জন্য কিছুই থাকবেনা। অন্য কোন কিছু দিতে পারবে কি? লোকটি বলল ঃ আমার কাছে আর কিছুই নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ একটি লোহার আংটি হলেও তুমি খোঁজ কর। তখন সে খোঁজ করল, কিন্তু কিছুই পেলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ তোমার কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে কি? লোকটি জবাব দিল ঃ হ্যাঁ, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ তাহলে

তুমি তাকে কুরআন শিক্ষাদানের বিনিময়ে বিয়ে করে নাও। (আহমাদ ৫/৩৩৬, ফাতহুল বারী ৯/৯৭, মুসলিম ২/১০৪০)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) তার পিতা থেকে বলেন যে, আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে মহিলাটি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিজেকে নিবেদন করেছে সে হল খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ)। (বাইহাকী ৭/৫৫)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ সব স্ত্রী হতে আত্মগরিমায় থাকতাম যাঁরা নিজেদেরকে তাঁর নিকট নিবেদন করেছিলেন। আমি বিস্ময় বোধ করতাম যে, কেমন করে একজন মহিলা নিজেকে নিবেদন করতে পারে! অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা নিম্ন লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৫১) তখন আমি বললাম ঃ আপনার রাব্বতো আপনার পথ খুবই সহজ ও প্রশস্ত করে দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৫)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন কোন মহিলা ছিলনা যে নিজেকে তাঁর কাছে নিবেদন করেছে। (তাবারী ২০/২৮৮) অর্থাৎ যেসব মহিলা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করেছে তাদের একজনকেও তিনি গ্রহণ করেননি, যদিও এটা তাঁর জন্য জায়িয ছিল। কেননা এটা তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا নাবী যদি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়। তবে যদি মোহর আদায় করে তাহলে জায়িয হবে।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি কোন মহিলা তাকে বিয়ে করার জন্য কোন পুরুষকে প্রস্তাব দেয় তাহলে তাকে বিয়ে করা বৈধ হবেনা

এবং কোন মহিলাকে মোহর প্রদান করা ছাড়া বিয়ে করাও বৈধ হবেনা। (দুররুল মানসুর ৬/৬৩১) মুজাহিদ (রহঃ) আশ শা'বী (রহঃ) এবং আরও অনেকের এরূপ অভিমত। (তাবারী ২০/২৮৬, ২৮৭) অন্যভাবে বলা যায় যে, যদি কোন মহিলার সাথে কারও বিয়ে হয় এবং তাদের সাথে সহবাস হয় তাহলে বিয়ের সময় মোহর ধার্য করা না হলেও তার সম মর্যাদার অন্য মহিলাকে যে পরিমান মোহর দেয়া হয় সেই পরিমান মোহর তার জন্যও ধার্য করতে হবে। যেমন বারওয়া বিন্‌ত ওয়াশিকের (রাঃ) ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাইসালা দিয়েছিলেন যে, তার স্বামী মারা গেলে তার মর্যাদার অন্যান্য নারীদের যে পরিমান মোহর ধার্য করা হয় সেই পরিমান অর্থ তাকেও দিতে হবে। মোহর প্রদানের ব্যাপারে স্বামীর মৃত্যু অথবা সহবাস হয়ে থাকলে একই বিধান। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য যে কোন মুসলিমের বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাবিত স্ত্রীর মর্যাদা অনুযায়ী যে মোহর প্রদান করতে হবে এটি একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমের বাইরে রয়েছেন। ঐ স্ত্রী লোকদেরকে কিছু দেয়া তাঁর উপর ওয়াজিব ছিলনা। তাঁকে এ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল যে, তিনি বিনা মোহরে, বিনা ওলীতে এবং বিনা সাক্ষীতে বিবাহ করার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমন যাইনাব বিন্‌ত জাহাশের (রাঃ) ঘটনা। কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ কোন স্ত্রী লোকের এ অধিকার নেই যে, বিনা মোহরে ও বিনা ওলীতে সে কারও কাছে নিজেকে বিবাহের জন্য পেশ করতে পারে। এটা শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই খাস ছিল। (তাবারী ২০/২৮৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হল যে, এরপর থেকে কোন পুরুষ এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী রাখতে পারবেনা। (তাবারী ২০/২৯০) তবে হ্যাঁ, স্ত্রীদের ছাড়াও সে দাসীদেরকে রাখতে পারে এবং তাদের ব্যাপারে কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই। অনুরূপভাবে মু'মিনদের জন্য ওলী, মোহর ও সাক্ষীরও শর্ত রয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের জন্য এই নির্দেশ। لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ

غَفُورًا رَّحِيمًا কিন্তু তাঁর জন্য এই ধরা-বাঁধা কোন বিধান নেই এবং এ কাজে তাঁর কোন দোষও নেই।

৫১. تُرۡجِى مَن تَشَآءُ مِنۡهُنَّ وَتُـٔۡوِىٓ إِلَيۡكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبۡتَغَيۡتَ مِمَّنۡ عَزَلۡتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعۡيُنُهُنَّ وَلَا يَحۡزَنَّ وَيَرۡضَيۡنَ بِمَآ ءَاتَيۡتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمۡ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا

৫১। তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। এই বিধান এ জন্য যে, এতে তোমাদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবেনা, আর তাদেরকে তুমি যা দিবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

যে নারী রাসূলের (সাঃ) জন্য নিবেদন করেছেন তাকে বিয়ে করা না করার ব্যাপারে রাসূলকে (সাঃ) অনুমতি দেয়া হয়েছিল

উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়িশা (রাঃ) ঐ সব মহিলাদেরকে অবজ্ঞা করতেন যারা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিনা মোহরে বিয়ে করার জন্য নিবেদন করতেন। তিনি বলতেন যে, নারীরা বিনা মোহরে নিজেকে হিবা করতে লজ্জা বোধ করেনা? অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ আমি দেখছি যে, আপনার

রাব্ব আপনার চাহিদার ব্যাপারে প্রশস্ততা আনয়ন করেছেন। (আহমাদ ৬/১৫৮) ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৫)

সুতরাং বুঝা গেল যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য এই মহিলারাই। এদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে ইচ্ছা কবূল করবেন এবং যাকে ইচ্ছা কবূল করবেননা। تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء এর পরেও তাঁকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যাদেরকে তিনি কবূল করেননি তাদেরকেও ইচ্ছা করলে পরে কবূল করে নিতে পারেন।

وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ এই বাক্যের একটি ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিকার দেয়া হয়েছিল যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁদের মধ্যে (পালা) ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে পারতেন এবং ইচ্ছা করলে তা নাও করতে পারতেন। যাকে ইচ্ছা আগে করতে পারতেন এবং যাকে ইচ্ছা পরে করতে পারতেন। ইচ্ছা করলে তিনি কারও সাথে সহবাস করতে পারতেন, আবার ইচ্ছা করলে কারও সাথে না'ও করতে পারতেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবূ রাযিন (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সারাটি জীবন স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ আদল ও ইনসাফের সাথে (পালা) ভাগ-বাটোয়ারা করে গেছেন। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও স্ত্রীর পালার দিনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে অনুমতি চাইতেন। কিন্তু সাফিঈদের একটি অংশ এবং আরও কিছু লোক বলেন যে, স্ত্রীদের প্রতি সময় বন্টন করা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বাধ্য-বাধকতা ছিলনা। এর দলীল হিসাবে তারা এ আয়াতটি (৩৩ ঃ ৫১) পেশ করে থাকেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের কাছে (পালা বন্টনের ব্যাপারে) অনুমতি নিতেন। বর্ণনাকারী তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি বলতেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি বলতাম ঃ এটা যদি আমার প্রাপ্য হয়ে থাকে তাহলে আমি অন্য কেহকেও আমার উপর প্রাধান্য দিতে চাইনা। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৫)

আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে এটাও জানা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব স্ত্রীদের জন্য সমভাবে পালা বন্টন করাও তাঁর জন্য অবশ্য করণীয় ছিলনা। বর্ণনার প্রথম অংশ থেকে জানা যাচ্ছে যে, এ আয়াতটি মূলতঃ ঐ মহিলাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল যারা নিজেদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করতেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এ আয়াতটি সাধারণ। অর্থাৎ যে নারীরা তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করেছিলেন তারা এবং যে নারীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হিসাবেই তখন বিদ্যমান ছিলেন তাদের উভয় দলের যাকে খুশি তার জন্য সময় বন্টন করে দেয়া কিংবা না দেয়া। (তাবারী ২০/৩০৪) আর এটাই উভয় বর্ণনার মধ্যে উত্তম সমন্বয় বলে মনে হচ্ছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلاَ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ *এতে তোমাদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবেনা, আর তাদেরকে তুমি যা দিবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে।* অর্থাৎ তারা যখন জানতে পারবেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর পালা বণ্টন যরুরী নয় তবুও তিনি সমতা প্রতিষ্ঠিত রাখছেন তখন তারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করবেন। তারা তাঁর ইনসাফকে মুবারাকবাদ জানাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। অর্থাৎ কার প্রতি কার আকর্ষণ আছে তা আল্লাহ ভালরূপেই অবগত আছেন। যেমন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায় ও ইনসাফের সাথে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (পালা) বণ্টন করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِيْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ اَمْلِكُ

হে আল্লাহ! যা আমার অধিকারে ছিল তা আমি আমার সাধ্যমত করলাম, এখন যা আপনার অধিকারে আছে, কিন্তু আমার অধিকারে নেই সেজন্য আপনি আমাকে তিরস্কার করবেননা। (আহমাদ ৬/১৪৪)

চারটি সুনানের লেখকবৃন্দও এটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) 'সুতরাং যা আপনার অধিকারে আছে, কিন্তু আমার অধিকারে নেই' এ কথা লিখার পরে আরও যোগ করেছেন ঃ 'এর অর্থ অন্তর'। (আবূ দাঊদ

২০/৬০১, তিরমিযী ৪/২৯৪, নাসাঈ ৭/৬৩, ইব্‌ন মাজাহ ১/৬৩৩) এ হাদীসের বর্ণনাধারা সহীহ এবং যাদের মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তারা সবাই বিশ্বস্ত। অতঃপর এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا *আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল*। অর্থাৎ তিনি সবকিছুই জ্ঞাত আছেন, তা যতই গোপনে অথবা গভীরে থাকুকনা কেন এবং তিনি তাঁর বান্দাদের অনেক অপরাধ দেখতে পেয়েও তাদেরকে অপরাধী না করে ক্ষমা করে দেন।

٥٢. لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقِيبٗا	**৫২। এরপর, তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।**

রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীগণের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান, যারা তাঁর সাথে থাকাকে পছন্দ করেছিলেন

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীরসহ (রহঃ) আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীরা ইচ্ছা করলে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারেন অথবা ইচ্ছা করলে পৃথক হয়ে যেতে পারেন এ অধিকার তিনি তাঁদেরকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু মু’মিনদের মায়েরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়াকে পছন্দ করেননি।

আল্লাহ সুবহানাহু এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টিকে এবং পরকালের বাসস্থানকে তারা তাদের প্রধান উপজীব্য বলে মেনে

নেয়ায় আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি খুশি হলেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নির্দেশ দিলেন ঃ এরপর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে। তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয় এবং তা তোমার জন্য কোন দোষের নয়। পরে অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর থেকে এই বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নিয়েছিলেন (৩৩ ঃ ৫০) এবং তাঁকে আরও বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। (আহমাদ ৬/৪১) কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপরে আর কোন বিয়ে করেননি। এতদসত্ত্বেও তা না করার মধ্যে এক বড় যৌক্তিকতা এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ইহসান তাঁর স্ত্রীদের উপর রয়েছে। যেমন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেননি যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য স্ত্রী লোকদেরকেও তাঁর জন্য হালাল করেছেন। (তিরমিযী ৯/৭৮, নাসাঈ ৬/৫৬)

এই আয়াতের অন্য আর একটি অর্থও অনেক আলেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তারা বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য হল ঃ যেসব স্ত্রীলোকের বর্ণনা ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে যাদেরকে তুমি মোহর প্রদান করেছ, তোমার অধীনে যে দাসীরা রয়েছে, তোমার চাচা, ফুফু, মামা, খালাদের মেয়ে এবং যারা তোমাকে বিয়ের জন্য নিবেদন করে তারা ছাড়া অন্যেরা তোমার জন্য বৈধ নয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ উবাই ইব্ন কা'বকে (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এরূপ জবাব দিয়েছিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, এই আয়াতে হিজরাতকারিণী মু'মিনা নারীরা ছাড়া অন্যান্য স্ত্রী লোকদেরকে বিয়ে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মু'মিনা নারীদেরকে এবং যে সমস্ত মু'মিনা নারী নিজেদেরকে বিয়ে করার জন্য নিবেদন করেন তাদেরকে ছাড়া অন্য কোন অমুসলিম মহিলাদের সাথে বিবাহ হারাম করেছেন। কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَـٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ

আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী মিশ্রিত করবে তার 'আমল নিস্ফল হয়ে যাবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি সর্বজনীন। যে মহিলাদের প্রসঙ্গে এটি অবতীর্ণ হয়েছে তারা ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের

বিবাহিত নয় জন স্ত্রীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। তিনি যা বর্ণনা করেছেন, অনুরূপ সালাফগণেরও অনেকে বলেছেন এবং তাদের বর্ণনার মাঝে কোন সাংঘর্ষিকতা নেই। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কেহকে তালাক দিয়ে তার পরিবর্তে অন্য কেহকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। তবে দাসীদের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়নি।

৫৩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ

৫৩। হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই আহারের জন্য নাবী-গৃহে প্রবেশ করনা। তবে তোমাদেকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং আহার শেষে তোমরা চলে যেও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নাবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেননা। তোমরা তার স্ত্রীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য

অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।	مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا
৫৪। তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর অথবা গোপনই রাখ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।	٥٤. إِن تُبْدُوا۟ شَيْـًٔا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

রাসূলের (সাঃ) গৃহে প্রবেশ করার আদব এবং তাঁর স্ত্রীগণকে পর্দা করার নির্দেশ

এ আয়াতে পর্দার হুকুম রয়েছে এবং আদবের আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। উমারের (রাঃ) মনে উক্তি উত্থিত হওয়ার জন্য যে সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ওগুলির মধ্যে এটিও একটি। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ তিনটি বিষয়ে আমি আমার মহামহিমান্বিত রাব্ব আল্লাহর আনুকূল্য লাভ করেছি। আমি বলেছিলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কেন মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানিয়ে নিচ্ছেননা? তখন আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى

তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানিয়ে নাও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৫) আমি বলেছিলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার স্ত্রীদের গৃহে সৎ ও অসৎ সবাই এসে থাকে। সুতরাং আপনি কেন তাদেরকে পর্দা করতে বলছেননা? আল্লাহ তা'আলা তখন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা মর্যাদা বোধের কারণে ষড়যন্ত্র করেন তখন আমি বললাম ঃ অহংকার করবেননা, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাদেরকে তালাক দেন তাহলে সত্বরই আল্লাহ তা'আলা আপনাদের পরিবর্তে তাঁকে আপনাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ

যদি নাবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার রাব্ব সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৫) (ফাতহুল বারী ১/৬০, মুসলিম ৪/১৭৬৫) সহীহ মুসলিমে চতুর্থ আর একটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। তা হল বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে ফাইসালা সংক্রান্ত বিষয়। (মুসলিম ৪/১৭৬৫)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার কাছে সৎ ও অসৎ সর্বপ্রকারের লোকই এসে থাকে। সুতরাং যদি আপনি মু'মিনদের মায়েদেরকে পর্দার নির্দেশ দিতেন (তাহলে ভাল হত)। তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৭)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব বিন্ত জাহাশকে (রাঃ) বিয়ে করেন তখন তিনি জনগণকে ওলীমার দা'ওয়াত করেন। তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে গল্প-গুজবে মেতে উঠে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচ্ছিলেন যে, তারা উঠে চলে যাক। কিন্তু তখনও তারা উঠলেননা। তা দেখে তিনি নিজেই উঠে গেলেন এবং কিছু লোক তাঁর সাথে সাথে উঠে চলে গেল। কিন্তু এর পরেও তিনজন লোক বসে থাকল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ীতে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু দেখেন যে, তখনও লোকগুলো বসেই আছে।

এরপর তারা উঠে চলে গেল। বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি তখন এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দিলাম যে, লোকগুলো চলে গেছে। তখন তিনি এসে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমিও তাঁর সাথে যেতে লাগলাম। কিন্তু তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা ফেলে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৭, ১১/২৪, মুসলিম ২/১০৫০, নাসাঈ ৬/৪৩৫)

আনাস (রাঃ) হতেই অন্য বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব (রাঃ) এবং তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানে জনগণকে রুটি ও গোশ্ত খেতে দিয়েছিলেন। আনাসকে (রাঃ) তিনি লোকদেরকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। এক এক দল আসছিল এবং খাবার খেয়ে চলে যাচ্ছিল। এভাবে একদল আসছিল ও খেয়ে চলে যাচ্ছিল। যখন আর কেহকেও ডাকতে বাকী থাকলনা তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দস্তরখান উঠিয়ে নিতে বললেন। পানাহার শেষ করে সবাই চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তিনজন লোক পানাহার শেষ করার পরেও বসে বসে গল্প করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে গিয়ে আয়িশার (রাঃ) কক্ষে গেলেন। অতঃপর বললেন ঃ হে আহলে বাইত! তোমাদের উপর শান্তি, আল্লাহর রাহমাত ও তাঁর বারাকাত বর্ষিত হোক! উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বললেন ঃ আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আপনার (নব-পরিণিতা) স্ত্রীকে কেমন পেয়েছেন? আপনাকে আল্লাহ বারাকাত দান করুন! এভাবে তিনি তাঁর সমস্ত স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং সবারই সাথে একই কথা-বার্তা হল। অতঃপর ফিরে এসে দেখলেন যে, ঐ তিন ব্যক্তি তখনো গল্পে মেতে আছে। তারা তখনও চলে যাননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের লজ্জা-শরম খুব বেশী ছিল বলে তিনি তাদেরকে কিছু বলতে পারলেননা। তিনি আবার আয়িশার (রাঃ) ঘরের দিকে চলে গেলেন। আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি জানিনা যে, লোকগুলো চলে গেছে এ খবর তাঁকে আমিই দিলাম নাকি অন্যেরা দিল। এ খবর পেয়ে তিনি ফিরে এলেন এবং এসে তাঁর এক পা দরযার চৌকাঠের উপর রাখলেন এবং অপর পা দরযার বাইরে ছিল এমন সময় তিনি আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা ফেলে দিলেন এবং ঐ সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৮, নাসাঈ ৬/৭৫)

لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ *নাবী-গৃহে প্রবেশ করনা।* এখানে মুসলিমদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি ছাড়া তাঁর ঘরে প্রবেশ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। অজ্ঞতার যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগেও তারা কারও ঘরে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নিতেননা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং তাদেরকে কারও গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নেয়ার নির্দেশ দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছেন ঃ কোন মহিলার সাথে সাক্ষাত করার ব্যাপারে তোমরা সাবধান থেক। (মুসলিম ৪/১৭১১) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু দেখা-সাক্ষাত করার ব্যাপারে তাঁর আদেশকে নমনীয় করেন ঃ

إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ *তোমরা খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই আহারের জন্য নাবী-গৃহে প্রবেশ করনা।* মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে খাদ্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কারও গৃহে আগেই প্রবেশ করবেনা। (তাবারী ২০/৩০৬) এর বিশ্লেষণ এভাবে করা যেতে পারে যে, খাদ্য কতখানি প্রস্তুত হয়েছে এবং আরও কত সময় লাগবে ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তোমরা খাবার প্রস্তুত হওয়ার আগেই কারও গৃহে প্রবেশ করনা। কারণ আল্লাহ তা'আলা এরূপ অভ্যাসকে পছন্দ করেননা, বরং ঘৃণা করেন। এতে এটা প্রমাণ করে যে, খাদ্য তৈরীর আয়োজন দেখার জন্য আগে-ভাগেই কারও বাড়ীতে উপস্থিত হওয়া নিষেধ। আরাবে এরূপ আগমনকারী লোকদেরকে বলা হয় *'তাতফীল'* অর্থাৎ অযাচিত মেহমান। খাতীব আল বাগদাদী (রহঃ) এ বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেছেন এবং এই ঘৃণিত স্বভাবের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا *তবে তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং আহার শেষে তোমরা চলে যেও।* সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার কোন ভাই যদি দা'ওয়াত দেন তাহলে তা গ্রহণ কর, তা বিয়ের ব্যাপারে হোক অথবা অন্য কোন ব্যাপারে হোক। (মুসলিম ২/১০৫৩) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ *তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়না।* এখানে ঐ তিন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যারা খাদ্য খাবার পরেও বিভিন্ন খোশ গল্প করে

অনেক সময় অতিবাহিত করেছিলেন। এতে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুবিধা হচ্ছিল সেই দিকে তারা মোটেই মনোযোগী ছিলেননা। তাই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ *কারণ তোমাদের এই আচরণ নাবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে।* অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে তাঁর অনুমতি ছাড়া অনেকক্ষণ অবস্থান করা তাঁর জন্য কষ্টের কারণ হয়েছে এবং তাঁকে বিব্রত ও রাগান্বিত করেছে। কিন্তু লজ্জাশীলতার কারণে তিনি তাদেরকে চলে যেতেও বলতে পারছিলেননা। তাই আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর বান্দাদের কি করা উচিত সেই ব্যাপারে নাসীহাত করছেন।

وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ *কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেননা*। তোমাদের এই আচরণের জন্য আদেশ করা হচ্ছে যে, এ বিষয়ে তোমরা সাবধান থাকবে। কারও অনুমতি ছাড়া তার গৃহে অধিক সময় অতিবাহিত করবেনা। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ *তোমরা তার স্ত্রীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাবে*। কারও গৃহে প্রবেশ করার জন্য যেমন অনুমতি নিতে হবে তেমনি গৃহে প্রবেশ করার পরও গৃহবাসিনীদের দিকে তোমরা তাকাবেনা। তোমাদের কারও কোন কিছু প্রয়োজন হলে তাদের কাছে গিয়ে নয়, বরং পর্দার আড়াল থেকেই তাদের কাছে চাবে এবং গ্রহণ করবে।

রাসূলকে (সাঃ) রাগান্বিত করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং মু’মিনদের জন্য তাঁর স্ত্রীদেরকে অবৈধ করা হয়েছে

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا *তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।*

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ *তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায়

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর এক স্ত্রীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি সুফিয়ানকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করল ঃ ঐ স্ত্রী কি আয়িশা (রাঃ)? তখন তিনি বললেন ঃ এ রূপই লোকেরা বলে থাকে। (দুররুল মানসুর ৬/৬৪৩) কোন বর্ণনাধারা ছাড়াই ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/৩১৬) সুদ্দীর (রহঃ) বরাতে তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তিনি ছিলেন তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ)। তখন পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে অন্য কেহ বিয়ে করতে পারবেনা বলে কুরআনে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর এ আয়াতের ভিত্তিতে বিজ্ঞজনের সবাই ঐক্যমত পোষণ করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের কেহকে বিয়ে করা কারও জন্য বৈধ নয়। তারা যেমন ইহকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিলেন তেমনি পরকালেও তাঁর স্ত্রী থাকবেন। তারা মুসলিম উম্মাতের মা। আল্লাহ তা'আলা এ ধরণের বিষয়কে অত্যন্ত গুরুতরভাবে নিয়েছেন এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّه عَظِيمًا *আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।* অতঃপর তিনি আরও বলেন ঃ

إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا *তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপনই রাখ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।* অর্থাৎ তুমি তোমার মনের গহীনে যা'ই লুকিয়ে রাখনা কেন, আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন। তোমরা কিছুই লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হবেনা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৯)

৫৫। নাবী-পত্নীদের জন্য তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুস্পুত্রগণ,	٥٥. لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىٓ ءَابَآئِهِنَّ

وَلَآ أَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ ۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا	ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় কোন অপরাধ নেই। হে নাবীর পত্নিগণ! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সবকিছু অবলোকন করেন।

যাদের সাথে মহিলাদের পর্দা করতে হবেনা

পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মহিলাদের যেসব নিকটতম আত্মীয়ের সামনে বের হলে কোন দোষ হবেনা, এ আয়াতে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। যেমন সূরা নূরে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ

তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩১)

এর পূর্ণ তাফসীর এই আয়াতের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে। আশ শা'বী (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতে চাচা ও মামার উল্লেখ এ

জন্যই করা হয়নি যে, সম্ভবতঃ তারা তাদের ছেলেদের সামনে এদের বিশেষ গুণাগুন বা আচার-আচরণ বর্ণনা করবে। (তাবারী ২০/৩১৮)

وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ *সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসী।* অর্থাৎ মু'মিনা নারীদের এদের সামনে পর্দা করতে হবেনা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, স্বাভাবিক পোশাকের ব্যাপারেও তারা কোন রূপ হালকা করে বিবেচনা করবে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিব (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا আল্লাহকে ভয় কর, তিনি সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। গোপনীয় ও প্রকাশ্য সবই তিনি জানেন। অতএব যিনি সব সময় দেখতে রয়েছেন তাঁর ব্যাপারে সাবধান।

৫৬। আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মালাইকাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।	٥٦. إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠ করার আদেশ

সহীহ বুখারীতে আবুল আলিয়া (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করার ভাবার্থ হল তাঁর নিজ মালাইকা/ফেরেশতাদের কাছে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করা। আর মালাইকার তাঁর উপর দুরূদ পাঠের অর্থ হল তাঁর জন্য দু'আ করা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, তারা বারাকাতের জন্য দু'আ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯২)

আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) বলেন ঃ সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) এবং আরও অনেক বিজ্ঞজন বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সালাত পাঠানোর অর্থ

হচ্ছে তাঁর অনুগ্রহ এবং মালাইকার পক্ষ থেকে সালাতের অর্থ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ও দু‘আ করা। (তিরমিযী ২/৬১০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠের নির্দেশ সম্পর্কে বহু মুতাওয়াতির হাদীস এসেছে। ওগুলির মধ্যে আমরা কিছু কিছু বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ। তাঁরই নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি।

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রহঃ) কা‘ব ইব্ন উযরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, জিজ্ঞেস করা হয় ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে সালাম করাতো আমরা জানি। কিন্তু আপনার উপর সালাত বা দুরূদ পাঠ কেমন? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা বল ঃ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

হে আল্লাহ! আপনি দুরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি দুরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের উপর ও ইবরাহীমের বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের উপর ও ইবরাহীমের বংশধরের উপর, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯২)

আর একটি হাদীস ঃ ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন আবী লাইলাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, কা‘ব ইব্ন উযরাহ (রাঃ) তার কাছে এলেন এবং বললেন ঃ আমি কি তোমাকে একটি উপহার প্রদান করবনা? একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন এবং আমরা তাকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা জানি যে, কিভাবে আপনাকে সালাম দিতে হয়, কিন্তু কিভাবে আমরা আপনার প্রতি সালাত পাঠাব? তিনি বললেন ঃ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

হে আল্লাহ! আপনি দুরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি দুরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

অন্য হাদীস ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা আপনার উপর সালাম, কিন্তু আপনার উপর আমরা দুরূদ পাঠ করব কিভাবে? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা বল ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

হে আল্লাহ! আপনি দুরূদ নাযিল করুন আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর, যেমন দুরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর এবং বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর। আবূ সালিহ (রহঃ) লাইস (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ

মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারের প্রতি, যেমন আপনি অনুগ্রহ করেছেন ইবরাহীমের পরিবারের প্রতি।

ইবরাহীম ইব্ন হামযাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবী হাযিম (রহঃ) এবং দারওয়ার্দী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াযীদ (রহঃ) অর্থাৎ ইবনুল হা'দ বলেন ঃ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ

আপনি যেমন ইবরাহীমের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এবং মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারের প্রতি বারাকাত নাযিল করুন যেমন বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের উপর এবং ইবরাহীমের পরিবারের উপর। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯২, নাসাঈ ৩/৪৯, ইব্ন মাজাহ ১/২৯২)

অন্য হাদীস ঃ আবূ হুমাইদ সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে আমরা আপনার উপর দুরূদ পাঠ করব? জবাবে তিনি বলেন, তোমরা বল ঃ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

হে আল্লাহ! দুরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর স্ত্রীদের উপর ও তাঁর সন্তানদের উপর যেমন দুরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের উপর এবং বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের উপর, যেমন বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, সম্মানিত। (আহমাদ ৫/৪২৪, ফাতহুল বারী ১১/১৫৭, মুসলিম ১/৩০৬, আবূ দাউদ ১/৬০০, নাসাঈ ৩/৪৯, ইব্ন মাজাহ ১/২৯৩)

অন্য হাদীস ঃ আবূ মাসঊদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন উবাদাহসহ (রাঃ) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। অতঃপর বাশীর ইব্ন সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন আপনার উপর দুরূদ পাঠ করি। সুতরাং কিভাবে আমরা আপনার উপর দুরূদ পাঠ করব? বর্ণনাকারী বলেন যে, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক ক্ষণ নীরব থাকলেন। আমরা মনে মনে ভাবছিলাম যে, এমন প্রশ্ন তাঁকে না করাই মনে হয় ভাল ছিল। তারপর তিনি বললেন, তোমরা বল ঃ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَلَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَالسَّلاَّمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ

হে আল্লাহ! আপনি দুরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের বংশধরের উপর যেমন আপনি দুরূদ বর্ষণ করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর, এবং আপনি বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর সারা বিশ্বজগতে, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। আর সালামতো তেমনই যেমন তোমরা জান। (মুসলিম ১/৩০৫, আবূ দাঊদ ১/৬০০, নাসাঈ ৬/৪৩৬, তিরমিযী ৯/৮৪, ইব্ন জারীর ২০/৩২১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে সহীহ বলেছেন।

দু'আ চাওয়ার পূর্বে রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠ করা

ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, হাদীসটি সহীহ। এ ছাড়া ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইমাম ইব্ন খুযাইমাহ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ তাদের সহীহ গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ফাযালাহ ইব্ন উবাইদ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে তার সালাতে দু'আ করতে শুনতে পান, যে দু'আয় সে আল্লাহর প্রশংসা করেনি এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদও পাঠ করেনি। তখন তিনি বললেন ঃ এ লোকটি খুব তাড়াহুড়া করল। তারপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে অথবা অন্য কেহকে বললেন ঃ তোমাদের কেহ যখন দু'আ করবে তখন যেন প্রথমে মহামহিমান্বিত আল্লাহর প্রশংসা করে ও তাঁর উপর সানা পাঠ করে, তারপর যেন নাবীর উপর দুরূদ পাঠ করে। অতঃপর যা ইচ্ছা করে তা'ই যেন সে চায়। (আহমাদ ৬/১৮, আবূ দাঊদ ২/১৬২, তিরমিযী ৯/৪৫০, নাসাঈ ৩/৪৪, ইবন্ খুযাইমাহ ১/৩৫১, ইব্ন হিব্বান ৩/৩০৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে সহীহ বলেছেন।

রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠানোর ফাযীলাত

উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত হত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে উঠতেন ও বলতেন ঃ হে লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহকে স্মরণ কর! প্রথম প্রকম্পন সমাসন্ন এবং ওকে অনুসরণকারীও নিকটবর্তী। মৃত্যু তার মধ্যস্থিত ভয়াবহতা নিয়ে চলে আসছে, মৃত্যু তার মধ্যস্থিত ভয়াবহতা নিয়ে চলে

আসছে। উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) তখন বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার উপর অনেক দুরূদ পাঠ করে থাকি। বলুন তো, আমি আমার সালাতের (দু'আ/যিক্রে) কত অংশ আপনার উপর দুরূদ পাঠে ব্যয় করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ তুমি যা চাবে। তিনি বললেন ঃ এক চতুর্থাংশ? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ তুমি যা ইচ্ছা করবে। তবে তুমি যদি বেশী সময় ব্যয় কর তাহলে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। উবাই (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে অর্ধেক? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি যা চাবে, তবে তুমি যদি বেশী কর তখন তা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। উবাই (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে দুই তৃতীয়াংশ? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ তুমি যা ইচ্ছা করবে। তবে যদি তুমি বেশী কর তা তোমার জন্য হবে কল্যাণকর। তখন উবাই (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে কি আমার যিক্রের সমস্ত সময়ই আমি আপনার উপর দুরূদ পাঠে কাটিয়ে দিব। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ তোমাকে সমস্ত চিন্তা ও দুর্ভাবনা হতে রক্ষা করবেন এবং পাপ ক্ষমা করে দিবেন। (তিরমিযী ৭/১৫২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

আর একটি হাদীস ঃ ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তাঁকে খুব হাসি খুশি দেখাচ্ছিল। তারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে আজ খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে! তিনি বললেন ঃ আজ আমার কাছে মালাক এসেছিলেন এবং বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি কি এতে খুশি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তাকে দশটি প্রতিদান (সাওয়াব) দিবেন। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার সালাম পাঠাবে আল্লাহ তাকে দশটি সালাম পাঠাবেন। (আহমাদ ৪/৩০, নাসাঈ ৩/৪৪)

অন্য এক বর্ণনায় ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ তালহা আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ একদিন ভোরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব খোশ মেজাজে ও আনন্দিত দেখা গেল। তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আপনাকে খুব আনন্দ উৎফুল্ল মনে হচ্ছে? তিনি বললেন ঃ তোমরা ঠিকই ধরেছ। আমার রবের পক্ষ থেকে এই মাত্র একজন মালাক আমার কাছে এলেন এবং বললেন ঃ আপনার উম্মাতের যে ব্যক্তি

আপনার প্রতি একবার দুরূদ পাঠাবে আল্লাহ তার আমলনামায় দশটি উত্তম আমল লিখে রাখবেন, দশটি খারাপ আমল মুছে ফেলবেন, তার মর্যাদা দশগুণ বাড়িয়ে দিবেন এবং তার দুরূদের অনুরূপ সম্ভাষণ তিনি তার প্রতি প্রেরণ করবেন। (আহমাদ ৪/২৯) এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের সহীহ গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেননি।

আর একটি হাদীস ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার জন্য একবার দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার অনুগ্রহ পাঠাবেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ বিষয়ে আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ), আমীর ইব্ন রাবীয়াহ (রাঃ), আম্মার (রাঃ), আবূ তালহা (রাঃ), আনাস (রাঃ) এবং উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) হতেও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম ১/৩০৬, আবূ দাঊদ ২/১৮৪, তিরমিযী ২/৬০৮, নাসাঈ ৩/৫০)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ কর, কেননা এটা তোমাদের যাকাত। আর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওয়াসিলা যাঞ্চা কর। এটা জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জায়গা। ওটা একজন লোকই শুধু লাভ করবে। আমি আশা করি যে, ঐ লোকটি হব আমিই। (আহমাদ ২/৩৬৫, মুসলিম ৩৮৪)

অন্য হাদীস ঃ হুসাইন ইব্ন আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি বখীল বা কৃপণ যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হয় অথচ সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করেনা। (আহমাদ ১/২০১, তিরমিযী ৯/৫৩১)

আর একটি হাদীস ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূসরিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয় অথচ সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করেনা। ঐ ব্যক্তির নাক ধূলো-মলিন হোক যার উপর রামাযান মাস অতিবাহিত হয়ে গেল অথচ তার পাপ ক্ষমা হলনা। ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূসরিত হোক যে তার মাতা-পিতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ (তাদের খিদমাত করে) সে জান্নাতের যোগ্যতা অর্জন করতে পারলনা। (তিরমিযী ৯/৫৩০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

কখন রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠাতে হবে

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বহুবার দুরূদ পাঠের নির্দেশ এসেছে। যেমন আযান সম্পর্কে হাদীসে এসেছে ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন তোমরা মুআয্‌যিনকে আযান দিতে শোন তখন সে যা বলে তোমরাও তা'ই বল। অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। কেননা যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রাহমাত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওয়াসীলা যাঞ্চা করবে। নিশ্চয়ই ওটা জান্নাতের এমন একটি স্থান যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দা ছাড়া আর কেহ পাবার যোগ্যতা অর্জন করবেনা। আর আমি আশা করি যে, আমিই হব সেই বান্দা। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলা যাঞ্চা করবে তার জন্য আমাকে শাফাআ'ত করার অনুমতি দেয়া হবে। (আহমাদ ২/১৬৮, মুসলিম ১/২৮৮, আবূ দাঊদ ১/৩৫৯, তিরমিযী ১/৮৩, নাসাঈ ২/২৫)

মাসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং মাসজিদ হতে বের হওয়ার সময় দুরূদ পাঠ করতে হবে। কেননা এরূপ হাদীস রয়েছে যা ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ফাতিমা (রাঃ) বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাসজিদে প্রবেশ করতেন তখন তিনি দুরূদ পাঠ করতেন, তারপর বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রাহমাতের দরযাগুলি খুলে দিন। আর যখন মাসজিদ হতে বের হতেন তখনও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করতেন, তারপর বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

হে আল্লাহ! আমার পাপগুলো ক্ষমা করে দিন এবং আপনার অনুগ্রহের দরযাগুলি খুলে দিন! (আহমাদ ৬/২৮২)

জানাযার সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পড়তে হবে। সুন্নাত তরীকা এই যে, প্রথম তাকবীরে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে, দ্বিতীয় তাকবীরে পড়তে হবে দুরূদ, তৃতীয় তাকবীরে মৃতের জন্য দু'আ করতে হবে এবং চতুর্থ তাকবীরে পাঠ করতে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

হে আল্লাহ! এর পুণ্য হতে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেননা এবং এর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলবেননা।

আশ শাফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের এক ব্যক্তি আবূ উমামাহ ইব্ন সাহল ইব্ন হুনাইফকে (রহঃ) বলেন ঃ জানাযার সালাতের সুন্নাতী তরীকা হল ঃ ইমাম তাকবীর পাঠ করে আস্তে আস্তে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করবেন। অতঃপর মৃতের জন্য আন্তরিকতার সাথে দু‘আ করবেন এবং এসব তাকবীরের পর কুরআন থেকে কোন কিছু পাঠ করবেননা। তারপর চুপে চুপে সালাম ফিরাবেন। (নাসাঈ ৪/৭৫) সঠিক মতামত হচ্ছে এই যে, সাহাবীগণের মধ্য থেকে যেহেতু এটি বর্ণিত হয়েছে তাই এটি মারফূ হাদীসের দাবীদার।

এটাই সাব্যস্ত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করার পর অন্যান্য দু‘আ পাঠ করে সালাত শেষ করতে হবে। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ দু‘আ আসমান ও যমীনের মাঝে আবদ্ধ থাকে যে পর্যন্ত না তুমি তোমার নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ কর। (তিরমিযী ২/৬১০)

মুয়ায ইব্ন হারিস (রহঃ) আবূ কুবরাহ (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) হতে, তিনি উমারের (রাঃ) বরাতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাযীন ইব্ন মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর কিতাবে মারফূ‘রূপে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু‘আ আসমান ও যমীনের মাঝে আবদ্ধ থেকে যায় যে পর্যন্ত না আমার উপর দুরূদ পাঠ করা হয়। তোমরা আমাকে অতিরিক্ত পানির পাত্রের মত বিবেচনা করনা। তোমরা দু‘আর প্রথমে, শেষে ও মধ্যে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। (জামি’ আল উসূল ৪/১৫৫) দু‘আ কুনূতে দুরূদ পাঠের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

হাসান ইব্ন আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকটি কালেমা শিখিয়ে দিয়েছেন যা বিত্‌রের সালাতে আদায় করে থাকি। সেগুলি হল ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَ قِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَإِنَّكَ تَقْضِي

وَلاَ يُقْــضَي عَلَيْــكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَرَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ.

হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন তাদের সাথে আমাকেও হিদায়াত দান করুন, যাদেরকে আপনি নিরাপদে রেখেছেন তাদের মধ্যে আমাকেও নিরাপদে রাখুন, যাদের আপনি কর্ম সম্পাদন করেছেন তাদের মধ্যে আমারও কর্ম সম্পাদন করুন, আমাকে আপনি যা দিয়েছেন তাতে আমার জন্য বারাকাত দান করুন, আপনি যে অমঙ্গলের ফাইসালা করেছেন তা হতে আমাকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আপনি ফাইসালা করেন এবং আপনার উপর ফাইসালা করা হয়না। নিশ্চয়ই যাকে আপনি বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন সে লাঞ্ছিত হয়না এবং যার সাথে আপনি শত্রুতা রাখেন সে সম্মান লাভ করেনা। হে আমাদের রাব্ব! আপনি কল্যাণময় এবং সমুচ্চ। সুনান নাসাঈতে এর পরে রয়েছে ঃ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহ দুরূদ নাযিল করুন। (আহমাদ ১/১৯৯, আবূ দাউদ ২/১৩৩, তিরমিযী ২/৫৬২, নাসাঈ ৩/২৪৮, ইব্ন মাজাহ ১/৩৭২, ইব্ন খুযাইমাহ ২/১৫১, ইব্ন হিশাম ২/১৪৮, হাকিম ৩/১৭২)

জুমু'আর রাতে (বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে) ও দিনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করার ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয়েছে। আউস ইব্ন আউস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বোত্তম দিন হল জুমু'আর দিন। এ দিনই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়, এই দিনই তাঁর রূহ কবয করা হয়। এই দিহে শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং এই দিনই সবাই অজ্ঞান হবে। সুতরাং তোমরা এই দিন খুব বেশী বেশী আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। তোমাদের দুরূদ আমার উপর পেশ করা হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনাকেতো যমীনে দাফন করে দেয়া হবে, সুতরাং এমতাবস্থায় কিভাবে আমাদের দুরূদ আপনার উপর পেশ করা হবে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যমীনের উপর নাবীদের দেহকে ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। (আহমাদ ৪/৮, আবূ দাউদ ১/৬৩৫, নাসাঈ ৩/৯১, ইব্ন মাজাহ ১/৫২৪, ইব্ন খুযাইমাহ ৩/১১৮, ইব্ন হিব্বান ২/১৩২, নবাবী (আযকার) ৯৭) ইব্ন খুযাইমাহ (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৫৬। আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মালাইকাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।	٥٦. إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا
৫৭। যারা আল্লাহ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।	٥٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا
৫৮। মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে পীড়া দেয় তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।	٥٨. وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সাঃ) যে রাগান্বিত করে সে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত

যারা আল্লাহর আহকামের বিরোধিতা করে, তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলো হতে বিরত না থেকে তাঁর অবাধ্যতায় চরমভাবে লিপ্ত থাকে এবং এভাবে তাঁকে অসন্তুষ্ট করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধমক দিচ্ছেন ও ভয় প্রদর্শন করছেন। তাছাড়া তারা

তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নানা প্রকারের অপবাদ দেয়। তাই তারা অভিশপ্ত ও শাস্তির যোগ্য। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা যারা মূর্তি/প্রতিমা তৈরী করে কিংবা ছবি আঁকে কিংবা ছবি তোলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২০/৩২২)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যুগকে গালি দেয়, অথচ যুগতো আমিই। আমিই রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন আনয়ন করি। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৭, মুসলিম ৪/১৭৬২)

ভাবার্থ এই যে, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা বলত ঃ ‘হায়, হায়! কি যুগ এলো! খারাপ যুগের কারণেই আমাদের এ অবস্থা হল! এভাবে আল্লাহর কাজকে যুগের উপর চাপিয়ে দিয়ে যুগকে গালি দেয়। ফলে যুগের যিনি পরিবর্তনকারী প্রকারান্তরে তাঁকেই গালি দেয়া হল। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ সাফিয়াহ বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাবকে (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করেন তখন কতগুলো লোক সমালোচনা শুরু করে দিয়েছিল। তখন আল্লাহ সুবহানাহু إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২০/৩২৩) তবে আয়াতটি সাধারণ। যে কোন দিক দিয়েই যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে সেই এই আয়াতের মর্মমূলে অভিশপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কেননা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার অর্থ আল্লাহকেই কষ্ট দেয়া।

অপবাদকারীদের প্রতি হুশিয়ারী

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে পীড়া দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। আল্লাহ তা‘আলার এই শাস্তির প্রতিজ্ঞার মধ্যে প্রথমে কাফিরেরা শামিল ছিল, পরে রাফেযী এবং শীআ’রাও এর অন্তর্ভুক্ত হয় যারা ঐ সাহাবীগণের (রাঃ) দোষ অন্বেষণ করত, অথচ আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, তিনি আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি সন্তুষ্ট। কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন জায়গায় তাদের প্রশংসা ও স্তুতি বিদ্যমান

রয়েছে। কিন্তু এই নির্বোধ ও স্থূল বুদ্ধির লোকেরা তাঁদের মন্দ বলে ও তাঁদের নিন্দা করে। তারা তাদেরকে এমন দোষে দোষারোপকরে যে দোষ তাদের মধ্যে মোটেই ছিলনা। সত্য কথা এই যে, আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের অন্তর উল্টে গেছে। এ জন্যই তাদের জিহ্বাও উল্টে গেছে। ফলে তারা তাদের দুর্নাম করছে যারা প্রশংসার যোগ্য, আর যারা নিন্দার পাত্র তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গীবত কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ তোমার ভাই সম্পর্কে তোমার এমন আলোচনা, যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ আমি আমার ভাই সম্পর্কে যা বলি তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থাকে (তাহলেও কি ওটা গীবত হবে)? জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার ভাই সম্বন্ধে যা বললে তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থাকে তাহলেইতো তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি তার সম্বন্ধে যা বললে তা যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলেতো তুমি তাকে অপবাদ দিলে। (আবূ দাঊদ ৫/১৯২, মুসলিম ২৫৮৯, তিরমিযী ৬/৬৩)

৫৯। হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মু'মিনা নারীদেরকে বল ঃ তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবেনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٥٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
৬০। মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল	٦٠. لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ

করব; এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে -	لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا
৬১। অভিশপ্ত হয়ে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।	٦١. مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًا
৬২। পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা।	٦٢. سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا

পর্দা করার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ তুমি মু’মিনা নারীদেরকে বলে দাও, বিশেষ করে তোমার স্ত্রীদেরকে ও তোমার কন্যাদেরকে, কারণ তারা সারা দুনিয়ার মহিলাদের জন্য আদর্শ স্থানীয়া, উত্তম মর্যাদার অধিকারিণী, তারা যেন চাদর দিয়ে নিজেদের সারা দেহ আচ্ছাদিত করে নেয়, যাতে তাদের এবং জাহিলিয়াত যুগের নারী ও দাসীদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

‘যিলবাব’ ঐ চাদরকে বলা হয় যা মহিলারা তাদের দো-পাট্টার উপর পরে থাকে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ), উবাইদাহ (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল যাওহারী (রহঃ) বলেন ঃ *যিলবাব* হল যা পোশাকের উপর আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা‘আলা মুসলিম নারীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ তারা যখন কোন কাজে বাড়ীর বাইরে

যাবে তখন যেন তারা তাদের চাদর (যিলবাব) মুখের নীচে টেনে দিয়ে মুখ ঢেকে নেয়। শুধুমাত্র একটি চোখ খোলা রাখবে। (তাবারী ২০/৩২৪)

মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ) বলেন ঃ আমি উবাদাহ আস সালমানীকে (রহঃ) يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ *তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়* - এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার মাথা এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলে শুধু বাম চোখ খোলা রেখে দেখিয়ে দিলেন। (তাবারী ২০/৩২৫) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ *এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবেনা।* তারা যদি এরূপ করে তাহলে লোকেরা বুঝতে পারবে যে, তারা মুসলিম এবং স্বাধীনা নারী, তারা দাসী নয় এবং বেশ্যাও নয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا জাহিলিয়াতের যুগে বেপর্দাভাবে চলার যে প্রচলন ছিল, তা পরিত্যাগ করে যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশের উপর আমলকারী হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। যেহেতু তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মুনাফিকদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ঐ সমস্ত মুনাফিকদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করছেন যারা মুখে ঈমান আনার কথা বলে বেড়ায়, কিন্তু তারা অন্তরে অবিশ্বাস পোষণ করে। وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ *এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ব্যভিচারের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২০/৩২৬) وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ *এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে।* অর্থাৎ যারা বলে যে, শত্রুরা আমাদের এলাকায় আসার পর থেকে যুদ্ধ এবং অশান্তি শুরু হয়েছে তাদের এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য এবং এটা তাদের মনগড়া কথা। তারা যদি এরূপ বলা ত্যাগ না করে এবং সত্যের পথে ফিরে না আসে তাহলে لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ আমি অবশ্যই তোমাকে তাদের উপর প্রবলতর করব। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ আমি তোমাকে তাদের উপর ক্ষমতাশালী করব।

(তাবারী ২০/৩২৮) কাতাদাহ (রহঃ) অর্থ করেছেন ঃ তোমাকে আমি তাদের বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করব। (তাবারী ২০/৩২৮) সুদ্দী (রহঃ) অর্থ করেছেন ঃ তাদের ব্যাপারে আমি তোমাকে জানিয়ে দিব। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلًا. مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا *এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে অভিশপ্ত হয়ে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।* অর্থাৎ তাদেরকে আর খুব অল্প সময়ই মাদীনায় থাকতে দেয়া হবে। এবং হয়েছিলও তাই। এ আয়াত নাযিলের পর মাত্র কয়েক দিন তারা মাদীনায় থাকতে পেরেছিল। তাদের মুনাফিকীর কারণে তারা মুসলিমদের রোষানলে পতিত হয় এবং আল্লাহর আদেশে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন ঃ

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। হে নাবী! তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা।

৬৩। লোকেরা তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল ঃ এর জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে। তুমি এটা কি করে জানবে যে, সম্ভবতঃ কিয়ামাত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে?	٦٣. يَسْـَٔلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا
৬৪। আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন।	٦٤. إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

٦٥. خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا	৬৫। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা।
٦٦. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَـٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠	৬৬। যেদিন তাদের মুখ-মন্ডল আগুনে উলট পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম!
٦٧. وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠	৬৭। তারা আরও বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।
٦٨. رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا	৬৮। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত।

আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা কবে কিয়ামাত হবে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, লোকেরা তাঁকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেও তাঁর সেই সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে। সূরা আ’রাফেও এই বর্ণনা আছে এবং এই সূরায়ও রয়েছে। সূরা আ’রাফ মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মাদীনায়। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কিয়ামাতের সঠিক জ্ঞান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছিলনা।

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا তবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে এটুকু জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কিয়ামাত অতি নিকটবর্তী। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ

কিয়ামাত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১) অন্যত্র তিনি আরও বলেন ঃ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১) অন্যত্র বলেন ঃ

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১)

কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ, উহার ব্যাপ্তি এবং তাদের আবেদন নাকচ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন অর্থাৎ তাদেরকে স্বীয় রাহমাত হতে দূর করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য (পরকালে) প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন।

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। অর্থাৎ সেখান হতে তারা বের হতেও পারবেনা এবং নিষ্কৃতিও লাভ করবেনা। সেখানে তাদের অভিযোগ শোনার মত কেহ থাকবেনা। সেখানে তাদের জন্য এমন কোন বন্ধু-বান্ধব থাকবেনা যারা তাদেরকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারে কিংবা ঐ কঠিন বিপদ হতে তাদেরকে ছাড়িয়ে নিতে পারে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ তাদেরকে উল্টামুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা সেদিন আফসোস করে

বলবে ঃ হায়! আমরা যদি দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় আল্লাহকে মানতাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানতাম! যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন ঃ

وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلاً. يَـٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلاً. لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِلْإِنسَـٰنِ خَذُولاً

যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে ঃ হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎ পথ অবলম্বন করতাম! হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকেতো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর; শাইতান মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৭-২৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ

কোন কোন সময় কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত! (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ২) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে ঐ কাফিরদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। সুতরাং হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে আপনি দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। একতো এই কারণে যে, তারা নিজেরা কুফরী করেছে। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে আমাদের সর্বনাশ সাধন করেছে। আর তাদেরকে মহাঅভিসম্পাত দিন!

আবুল কাসিম আল তাবারানী (রহঃ) আবূ রাফী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলীর (রাঃ) সাথে দ্বৈত যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের একজনের নাম ছিল হাজ্জাজ ইব্ন আমর ইব্ন গাজীয়াহ। সে হল ঐ ব্যক্তি যার সাথে দেখা হলে বলেছিল ঃ হে আনসারেরা! আমরা যখন আমাদের প্রভুর কাছে উপস্থিত হব তখন কি তোমরা বলবে ঃ

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا *হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত।*

৬৯। হে মু'মিনগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়োনা; তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন; এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান।	**٦٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا۟ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا۟ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا**

মূসার (আঃ) ব্যাপারে ইয়াহুদীদের অসত্যারোপ

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মূসা (আঃ) একজন বড় লজ্জাবান লোক ছিলেন। অত্যধিক লজ্জার কারণে তিনি নিজের দেহের কোন অংশ কারও সামনে নগ্ন করতেননা। বানী ইসরাঈল তাঁকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করল। তারা গুজব রটিয়ে দিল যে, তাঁর দেহে শ্বেত-কুষ্ঠের দাগ রয়েছে অথবা এক শিরার কিংবা অন্য কোন রোগ রয়েছে যে কারণে তিনি এভাবে তাঁর দেহকে ঢেকে রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর থেকে এই খারাপ ধারণা দূর করে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। একদা তিনি নির্জনে নগ্ন অবস্থায় গোসল করছিলেন। একটি পাথরের উপর তাঁর পরনের কাপড় রেখে দিয়েছিলেন। গোসল শেষ করে তিনি কাপড় নিতে যাবেন এমতাবস্থায় পাথরটি তার পরিধানের কাপড়সহ দূরে সরে গেল। তিনি তাঁর লাঠিটি নিয়ে পাথরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু পাথরটি দৌড়াতেই থাকল। তিনিও হে পাথর! আমার কাপড়, আমার কাপড় বলে চীৎকার করতে করতে পাথরের পিছনে পিছনে দৌড়াতে শুরু করলেন। বানী ইসরাঈলের একটি

দল এক জায়গায় বসেছিল। যখন তিনি লোকগুলোর কাছে পৌঁছেন তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে পাথরটি সেখানে থেমে গেল। তিনি তাঁর কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন। বানী ইসরাঈল তাঁর সমস্ত শরীর দেখে নিল। যে গুজব তারা শুনেছিল তা থেকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে (আঃ) মুক্ত করে দিলেন। রাগে মূসা (আঃ) পাথরের উপর তাঁর লাঠি দ্বারা তিনবার বা চারবার অথবা পাঁচবার আঘাত করেছিলেন। আল্লাহর শপথ! ঐ পাথরের উপর তাঁর লাঠির দাগ পড়ে গিয়েছিল। এই بَرَأَتْ বা মুক্ত করার কথাই এই আয়াতে বলা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/৫০২)

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের মধ্যে গাণীমাতের মাল বন্টন করেন। আনসারগণের একটি লোক বলল ঃ এই বন্টন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়নি। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ ওরে আল্লাহর শত্রু! আমি অবশ্যই তোমার এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিব। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা জানিয়ে দিলেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ মূসার (আঃ) উপর সদয় হোন! তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল। তথাপি তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। (আহমাদ ১/৩৮০, বুখারী ৩৪০৫, মুসলিম ১০৬২) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا *এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান।* হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ তাঁর দু'আ মহান আল্লাহর নিকট গৃহিত হত। (বাগাবী ৩/৫৪৫) সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি তাঁর ভাইয়ের নাবুওয়াতের জন্য দু'আ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট তা'ও গৃহিত হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيًّا

আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে, নাবীরূপে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৩)

৭০। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।	٧٠. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا

৭১। তাহলে তিনি তোমাদের কাজকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।	٧١. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

মু'মিনদেরকে তাকওয়া অবলম্বন এবং সত্য কথা বলার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁকে ভয় করার হিদায়াত করছেন। তিনি তাদেরকে বলছেন যে, তারা যেন তাঁর ইবাদাত এমনভাবে করে যেন তারা তাঁকে দেখছে এবং তারা যেন সত্য ও সঠিক কথা বলে। তাদের কথায় যেন কোন বক্রতা কিংবা প্যাঁচ না থাকে। যখন তারা অন্তরে তাকওয়া পোষণ করে এবং মুখে সত্য কথা বলে তখন এর বদৌলতে আল্লাহ তাদেরকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করেন। তাদের পিছনের সমস্ত পাপ তিনি ক্ষমা করে দিবেন। আর ভবিষ্যতেও ক্ষমার সুযোগ দান করেন, যেন পাপ বাকী রয়ে না যায়।

وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যই হল সত্যিকারের সফলতা। এর মাধ্যমেই মানুষ জাহান্নাম হতে দূরে থাকে এবং জান্নাতের নিকটবর্তী হয়।

৭২। আমিতো আসমান, যমীন ও পবর্তমালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং ওতে শংকিত হল, কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল; সেতো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।	٧٢. إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَـٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

٧٣. لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ وَٱلۡمُشۡرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمَۢا.	**৭৩। পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।**

কিভাবে মানুষ আমানাতের খিয়ানাত করে

আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে **اَمَانَت** অর্থ হল **اِطَاعَت** বা আনুগত্য। এটা আদমের (আঃ) উপর পেশ করার পূর্বে যমীন, আসমান ও পাহাড়ের উপর পেশ করা হয়। তারা সবাই এই বিরাট দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে। তখন মহা মহিমান্বিত আল্লাহ ওটা আদমের (আঃ) সামনে পেশ করেন এবং বলেন ঃ ওরা সবাই অস্বীকার করেছে, এখন তুমি কি বলবে বল। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বললেন ঃ এতে যা রয়েছে তা যদি তুমি মেনে চল তাহলে তুমি সাওয়াব লাভ করবে ও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। আর যদি অমান্য কর তাহলে শাস্তি পাবে। তখন আদম (আঃ) বললেন ঃ আমি এ দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত আছি। তাই এখানে বলা হয়েছে ঃ

وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا *কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল; সেতো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ*। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) *আল আমানাহ* বলতে ফারায়েজের জ্ঞান বুঝিয়েছেন। আকাশ, পৃথিবী এবং পাহাড়কে আমানাতের দায়িত্ব নেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তারা যদি ওর হক আদায় করতে পারে তাহলে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে এবং হক আদায় করায় ত্রুটি করলে শাস্তি পেতে হবে। তাদের কেহই ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। এর অর্থ

এই নয় যে, আমানাতের হক আদায় না করার ব্যাপারে আগে থেকেই তাদের মনে অপরাধ করার ইচ্ছা বাসা বেঁধে ছিল। বরং তাদের মনে এই ভয় ছিল যে, তাদেরকে যে দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে তা যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হক আদায় করে চলতে না পারে তাহলে যে শাস্তি পেতে হবে তা তাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবেনা। অতঃপর তিনি আদমকে (আঃ) প্রস্তাব করলে আদম (আঃ) সব শর্তসহ তা মেনে নেন।

এ কথাই وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا এ আয়াতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর নির্দেশনাকে খুব কম গুরুত্ব দিয়েই বুঝেছিলেন। (তাবারী ২০/৩৩৭) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আরও অনেকে *আল আমানাহ* বলতে ফারায়েযকেই বুঝাতেন। (তাবারী ২০/৩৩৭) অন্যেরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আনুগত্যতা। আল আমাশ (রহঃ) আবুদ দুহা (রহঃ) থেকে, তিনি মাশরুক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ *আমানাহর* একটি অর্থ হচ্ছে মহিলাদের সতীত্বকে তাদের কাছে আমানাত হিসাবে রাখা হয়েছে। (তাবারী ২০/৩৩৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আমানাত হচ্ছে ধর্ম, ফারয আমলসমূহ এবং নির্ধারিত শাস্তিসমূহ। (তাবারী ২০/৩৩৯) মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ আমানাত হল তিনটি বিষয়। সালাত, সিয়াম এবং স্ত্রী সহবাসের পর পবিত্রতা হাসিলের জন্য গোসল করা।

উপরোক্ত মতামতের ব্যাপারে আসলে কোন ভিন্নতা নেই। সব মতামতেই এটা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমানাত হল এমন একটি বিষয় যা পালন করার অর্থ হল কোন কোন বিষয় মেনে চলা এবং যে ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে দূরে থাকা। যারা এ বিষয়সমূহ মেনে চলবে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার এবং যারা মেনে চলবেনা তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। শারীরিকভাবে দুর্বল, অজ্ঞ এবং ন্যায়-পরায়ণ না হওয়া সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে আমানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অবশ্য আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন তার জন্য তিনি এটা সহজ করে দেন। আমরাও আল্লাহর কাছে আমানাতের হক আদায় করার ব্যাপারে সাহায্য চাচ্ছি।

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটির বাস্তবতা আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। প্রথমটি হল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমানাত মানুষের অন্তরের

মধ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং তারা এখন কুরআন এবং হাদীস থেকে জানতে পারছে। অতঃপর তিনি আমানাত উঠে যাওয়া সম্পর্কে আমাদেরকে বলেন ঃ মানুষ ঘুমিয়ে যাবে, এমতাবস্থায় তার অন্তর হতে আমানাত উঠে যাবে। কিন্তু এমন একটি দাগ তার পায়ে থেকে যাবে যা দেখে মনে হবে যেন কোন জ্বলন্ত কাঠ তার পায়ে লেগে আছে এবং এর ফলে ফোস্কা পড়ে গেছে। অতঃপর তিনি একটি কংকর নিয়ে নিজ পায়ে চেপে ধরে লোকদেরকে তা দেখিয়ে বলেন ঃ তুমি দেখতে পাবে যে, ওটা বেশ উঁচু হয়ে আছে। কিন্তু তার ভিতরে কিছুই থাকবেনা। জনগণ লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয় করতে থাকবে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও ঈমানদার থাকবেনা। এমন কি বলা হবে যে, অমুক গোত্রের মধ্যে একজন আমানাতদার লোক রয়েছে এবং এতদূর পর্যন্ত বলা হবে যে, এ লোকটি কতই না জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ! অথচ তার মধ্যে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকবেনা।

অতঃপর হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ দেখ, ইতোপূর্বে আমি অনেককেই ধার-কর্জ দিতাম এবং অনেকের নিকট হতে ধার নিতাম। কেননা সে মুসলিম হলেতো আমার প্রাপ্য আমাকে দিয়ে যাবে। আর সে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হলে ইসলামী শাসন তার নিকট হতে আমাকে আমার প্রাপ্য আদায় করিয়ে দিবে। কিন্তু বর্তমানে আমি শুধু অমুক অমুককে ধার-কর্জ দিয়ে থাকি এবং বাকী সবাইকে ধার দেয়া বন্ধ করে দিয়েছি। (আহমাদ ৫/৩৮৩, ফাতহুল বারী ১১/৩৪১, মুসলিম ১/১২৬)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন চারটি জিনিস তোমার মাঝে থাকবে তখন সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই। সেগুলি হল ঃ আমানাত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, চরিত্র ভাল হওয়া এবং পরিমিত খাদ্যাভাস। (আহমাদ ২/১৭৭)

আমানাতের হক আদায় করার প্রতিদান

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ *পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন*। অর্থাৎ যেহেতু আদম সন্তান আমানাতের হক আদায় করার ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তাই তাদের মধ্যের যে সমস্ত নারী-পুরুষ আমানাতের হক আদায় করবেনা, মুনাফিকী করবে, যারা শাস্তির ভয়ে লোকদের

কাছে তাদের ঈমান আছে বলে মিথ্যা কথা বলে বেড়াবে, অথচ তাদের অন্তর কুফরীর প্রতি আনুগত্যে ভরপুর অর্থাৎ যারা মূলতঃ কাফিরদের অনুসারী তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ *এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে।* এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা অন্তরে ও বাহিরে সব সময় আল্লাহর সাথে শরীক করে এবং তাঁর রাসূলের দাওয়াতের বিরুদ্ধে কাজ করে, তারাও আল্লাহর শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ *এবং আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীকে ক্ষমা করবেন।* আল্লাহ সুবহানাহু মানব সন্তানদের মধ্যে তাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করবেন যারা বিশ্বাস করে আল্লাহকে, তাঁর মালাইকাকে, তাঁর কিতাবকে এবং তাঁর রাসূলকে। কারণ সবার জেনে রাখা উচিত যে, এমন লোকদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ। وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا *আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

সূরা আহযাব এর তাফসীর সমাপ্ত।